ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড

রাধাহৃদয়।

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

শ্রীবিশ্বম্ভর সাহার অভিমতে

কলিকাতা

৺ বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীটে ৩৭।১ সং ভবনে

কবিতারত্নাকর যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৯ সন ১২৭৪ সাল।

তারিখ ৮ ফাল্গুন।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্রদ্বারা প্রকাশিত।

ও নমো গণেশায়।

ভূমিকা।

মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণ, তন্মধ্যে ব্রাণ্ডাণ্ডপুরাণ অতি গুহ্যতম, পরম অদ্ভুত রহস্যযুক্ত অনেক প্রস্তাব আছে, বেদচতুষ্টয় মন্থন করতঃ সারভূত এই পুরাণসার প্রকল্পিত হইয়াছে, পুর্ব্বোত্তর দুই খণ্ডে বিভক্ত, দশসহস্র শ্লোক সমন্বিত, শ্রবণ পঠনে লোকের নিরতিশয় মোক্ষলাভ হয়, অতিনির্ম্মল পবিত্রতম ভগবদ্গুণ বৃংহিত সর্ব্বোত্তম নিশ্রেয়সকর, কলিকল্মষাকুলিত জনগণের চিত্তপরিষ্কারকারক জনমন সন্তোষণ অদ্ভুত পুরাবৃত্তানুসন্ধান ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পৃচ্ছক, শ্রোতা ও বক্তা এতৎ ত্রয়েরই আনন্দ সন্দোহবর্দ্ধন হয়, পূর্ব্বখণ্ডে ভূরিশ ভববিলাসোল্লাস লাস্য ভঙ্গে সুমধুররসতরঙ্গ সঙ্গ সঙ্গিতপুরাণবার্ত্তাশ্রবণে অপরিমিতহর্ষিতমনা হইতে হয়; তন্মধ্যে রামহৃদয়াখ্য চতুঃসহস্র শ্লোকে অধ্যাত্ম রামায়ণাখ্যে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা এবং তদন্তর্গত রামগীতাও সুবর্ণিত আছে; যচ্ছ্রবণে জীবের বেদান্ত শ্রবণজ মোক্ষফললাভ হয়, এমন উপাদেয়পুরাণ শ্রবণে ভাগ্যবানজনেরই আদরজন্মে, ভাগ্যরহিত অভাজন জনের ভাগ্যবর্দ্ধন জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে নিষ্কলঙ্ক নিশাপতি সদৃশ সংপূর্ণরূপে পুরাণচন্দ্র সমুদিত হইয়াছেন, উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়াখ্য মোক্ষদ প্রস্তাব অনুবর্ণিত, তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব বিলাস লীলানুবর্ণনে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকার মহিমা সুবিস্তারিত-রূপে অনুবর্ণিত আছে, উদ্দীপ্ত দিনকরসদৃশ এই পুরাণবর জগতের অন্তঃস্থ অন্ধকারাপমার্জ্জক হয়েন। ইহার স্বরূপার্থ প্রকাশাভাবে ভাবুক-জনের সম্যক্ ভাবোদয় হইবার বিঘ্ন জন্মিতেছে, এই দশসাহস্র শ্লোকের মধ্যে চারি সহস্র অধ্যাত্ম রামায়ণের কেবল রাগীতাখ্য কতিপয় শ্লোক কোন মহাত্মার প্রণীত সমূলার্থ ভাষা প্রবন্ধে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপাঠে যে লোকের কত সুখোদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত, এজন্য ভক্তিরস সারার্থ উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাব সমূল গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতিভাষিত করিয়া সজ্জন প্রতোষণার্থ প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে সুপণ্ডিত সাধুসদাশয় বিচক্ষণ কোবিদগণ সন্নিধানে প্রার্থনা এই

করি, যে স্বল্পবিদ্যজন কৃত গ্রন্থাভ্যন্তরে যদি ভাবার্থ সংঘটিত বা অলঙ্কারাদিগত কি প্রণালী গত অক্ষর বিন্যাসের কোনদোষ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; তবে কৃপাপ্রকাশে তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিবেন, সাধুদিগের সেই তিরস্কারকে আমি পুরস্কাররূপে গ্রহণকরিব; কেননা তজ্জন্য ভাবিগ্রন্থাদি বিরচনকালে দোষ বর্জ্জনার্থ আমি সুসাবধন হইতে পারিব, অতএব সুধীগণেরা আমার প্রতি এই অনুকম্পা করিবেন, অলমতি বিস্তরে।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

এই ভগবল্লীলা সম্বলিত পুরাণবার্ত্তা শ্রবণে সুবিচক্ষণ ভাগবতগণের হৃদয়ানন্দলাভ হইতে পারিবে? ইত্যাশয়ে প্রবৃত্ত হইয়া লিপিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি? সহৃদয়গণের হৃদয়ানুভব করিয়া পরে প্রথমখণ্ডাবধি অনুবাদনে যত্নবান হইব। হে সুধীগণেরা! এই লঘুবিদ্যজনের প্রতি সংপূর্ণ করুণা বিতরণে অক্ষিগোচরকরতঃ সাহস প্রদান করিবেন। পরিশুদ্ধরূপে যে এই গ্রন্থদর্শনীয় হইবে এমত সাহস করিতে পারি না? তবে বিদ্বজ্জনেরা দোষবর্জ্জন পুরঃসর গুণগ্রহণমাত্র করিয়া থাকেন, এই সাহসেই সাহসিক হইলাম। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি ॥

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়ে প্রলয় বর্ণন ১
দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রলয়ানন্তর পুনঃ সৃষ্টি বর্ণন ২৫
তৃতীয় অধ্যায়ে গুরুস্তব ও গুরুকবচ ৫২
চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীগুরুর প্রসন্নভাব বর্ণন ৫২
পঞ্চম অধ্যায়ে গোলোক বর্ণন ৬০
ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাত্যায়নীদেবীর নিকটে রাজা বৃষভানুর বরপ্রাপ্তি ... ৮১
সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীমতিরাধিকার জন্মকথন ৯৯
অষ্টম অধ্যায়ে সনৎকুমারের অভিশাপ এবং শ্রীরাধাদি গোপ
গোপীর জন্মকথন ১১৮
নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গ ১৪১
দশম অধ্যায়ে দেবদানবের যুদ্ধ বর্ণন ১৬৬
একাদশ অধ্যায়ে রোষণ মর্ষণ অসুরদ্বয় বধ ১৮৫
দ্বাদশ অধ্যায়ে ধুন্ধুমার নামা রাক্ষস বধ ২০৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার বরপ্রাপ্তি ২১৮
চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার বিবাহ ২৩৩
পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার বিবাহানন্তর শ্বশুরগৃহে আগমন ... ২৪৬
ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ বর্ণন ২৫৫
সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাভিগমন ২৭১
অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসক্রীড়ারম্ভন ২৮৪
ঊনবিংশতি অধ্যায়ে রাসক্রীড়া বর্ণন ২৯৮
বিংশতি অধ্যায়ে ভগবানের রাসোৎসব বর্ণন সংপূর্ণ ৩১০
একবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলী সংবাদ ৩২০
দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়মান বর্ণন ৩৩৪
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে রাধামান প্রসাদন ৩৫২
চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ঘোষণা ৩৬৫
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্যপ্রাপ্তি ও শ্রীরাধিকার
কলঙ্কভঞ্জন ৩৮১
ষড়বিংশতিঅধ্যায়ে মথুরাযানে গোপীদিগের দধিবিক্রয়ার্থ ভাররচনা ৩৯৬
সপ্তবিংশতিঅধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীদিগের ভার ভ্রংশন ... ৪১০

ইতি সূচীপত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড

রাধাহৃদয়।

ওঁ নমো গণেশায়।

প্রথমতঃ মহর্ষিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রন্থারম্ভক বিঘ্নবিনাশন জন্য গণপতিস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা।

তং প্রত্যূহ সমূহনাথ মতুলং বেদান্তবেদাবিদু
র্ব্রহ্মেতি প্রতিভান ভানুকিরণাসংঘট্ট ভট্টারকং॥
সর্ব্বাকর্ষতয়া চ পুরুষবরং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বগং।
বিশ্বোৎপত্ত্যবনাদি হেতু মপরে তং বিঘ্ননাশং ভজে॥ ১

অস্যার্থঃ। তুলনারহিত অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতি, উদ্দীপ্ত দিনকরকিরণ দৃশ জগৎপ্রকাশক, সমস্তবেদবেদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, র্ব্বেশ্বর, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়াদিকারণ, সকলের আকর্ষক, পুরুষ ধান ও সর্ব্ববেদবেদান্তে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশন গণেশরূপ পরমাত্মাকে ভজনা করি॥ ১॥

যন্নাভি পাথোজ পয়োজজন্মা বিভাবয়ন্ লোকমিমং সনাকং।
আস্তে তপস্বী পরমং তপশ্চরং স্তমীড্য মীড়ে পুরুষপ্রধানং। ২।

অস্যার্থঃ। যে প্রভুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই র্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি লোক সর্জ্জন করিবার নিমিত্ত তপস্বীরূপে তপ াচরণে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অপরিসীম পুরুষপ্রধান কলের স্তবনীয় পরমাত্মা নারায়ণকে আমি স্তুতি করি॥ ২॥

নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রমধ্যে বহ্বৃচ শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি দ্বাদশ র্ষিক সত্র সমাপনান্তে ক্লান্তচিত্তে অবস্থান করতঃ সমাগত রোমহর্ষণ ত্র সূতকে কৃতাসন প্রদানে সমাদরপূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা রিতেছেন।

শৌনক উবাচ।

সাধু সাধু ত্বয়া সাধো সৌতে যৎকথিতং হি নঃ।
প্রশ্নানা মানুপূর্ব্বেণ সর্ব্বং সংশয় কৃন্তনং ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। শৌনক সূতকে সাধু সম্বোধনে কহিতেছেন, হে সাধো! তুমি আমাদিগের সংশয়চ্ছেদনার্থ সমস্ত প্রশ্নের আনুপূর্ব্বিক যে সকল উত্তর করিলে, তাহা অতি সাধু অর্থাৎ সুপ্রশংসনীয়, হর্ষসূচক এতন্নিমিত্ত সাধুশব্দের দ্বিরুক্তি হয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩॥

সন্দেহ নিগড়াবদ্ধং মাং মোচয় বচোসিনা।
ত্বদৃতে নাস্তি লোকেস্মিন্ বক্তা কশ্চিৎ পুমান্ পরঃ ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! তোমাভিন্ন এই ত্রিলোকে সংশয়চ্ছেত্তা এবং সুবক্তা পুরুষ অপর কেহই নাই, সম্প্রতি আমরা সন্দেহরূপ মহাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি; তুমি বাক্যরূপ খড়্গদ্বারা সেই বন্ধন ছেদন করতঃ আমাদিগকে পরিমুক্ত কর॥ বহুগোষ্ঠীয় প্রশ্ন, এই আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায়ে আমাদিগের এই ষষ্ঠ্যন্ত বহুবচনপদ প্রয়োগ করা হইল, অর্থাৎ সকলের প্রধান শৌনক, তদুক্তিমতে এক বচনান্ত মাং শব্দ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন ইতি ভাবঃ ॥

অপার ভবনীরাব্ধৌ পতিতান্ সবচঃপ্লবৈঃ।
উদ্ধর্ত্তু মুচিতং সূত বাসুদেব গুণাশ্রয়ৈঃ ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! আমরা অপারণীয় ভবজলধিতে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরলীলা সংশ্রিত বাক্যরূপতরণীদ্বারা আমাদিগকে দুস্তর জন্মসমুদ্র হইতে উদ্ধার করা তোমার উচিত ॥ ৫॥

দিব্যামৃত রসৈঃ সূত মৃতান্ সঞ্জীবয়স্ব নঃ ॥ ৬॥
দুষ্পারে পার মিচ্ছূনাং ভবাব্ধৌ নোদ্বিজন্মনাং ॥
উরুক্রম ক্রমোদ্গীতৈ স্তৎপ্লবৈ র্লৌমহর্ষণে ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! ভবরোগে পীড্যমান হইয়া মৃতপ্রায়, আমারদিগকে সুদিব্য ভগবল্লীলামৃত রস ঔষধ প্রদানদ্বারা সংজীবিত কর ॥ ৬॥

হে লৌমহর্ষণে! অর্থাৎ লোমহর্ষণপুত্র লৌমহর্ষণি হে সূত! দুষ্পার ভব সিন্ধু পারেচ্ছু এই ব্রাহ্মণদিগকে উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণলীলা উদ্গীত প্লব অর্থাৎ হরিসঙ্গীত রূপ ভেলাদ্বারা ভবপারাবারের পরপারে লইয়া চল ॥ ৭॥

সূতপ্রশংসা।

পাবিতাঃস্মো বয়ং সর্ব্বে বচসো বদতাম্বর ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। হে বদতাম্বর! অর্থাৎ সকল বক্তাশ্রেষ্ঠ সূত! তুমি হরিকথারূপ বাক্যা মৃতে অভিষিক্ত করিয়া আমারদিগকে অদ্য পবিত্র করিলে ॥ ৮ ॥

পারায়ণ্যাঃ কথাস্তস্য কথয়ন্নোগিরাঃ শুভাঃ।
নতৃপ্তি মধিগচ্ছামো বাসুদেব গুণামৃতৈঃ।
মনো দোদুল্যমানং নঃ পিপাসা বর্দ্ধতে ভৃশং ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! ভগবান্ বাসুদেবের পারায়ণী শুভা কথা কহিয়া আমাদিগকে পবিত্রতমরূপে কৃতার্থ করিলে, ইহার পুর্ব্বে অন্বয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পান করতঃ আমাদিগের তৃপ্তি জন্মিতেছে না সর্ব্বদা মন আন্দোলিত হইতেছে। যেহেতু নিরন্তর তৎ কথামৃত পানে আরো পিপাসার অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

পুরোক্তং তে বচস্তাত নির্গুণেন গুণাত্মনা।
নির্লেপেন সদানন্দ চিদ্রূপেণ মহাত্মনা।
তপস্তপ্তং পুরা কেন বাসুদেবেন চক্রিণা ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। হে তাত! পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছ, যে নির্গুণ অথচ গুণাত্মা, সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত চক্রধর বাসুদেব, তিনি কি হেতু তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার তপস্যা করিবার আবশ্যকতা কেন হইয়াছিল? ॥ ১০ ॥

কস্য বা কেন বা কিম্বা লব্ধং বা কুত্র কেন বা।
উক্তং তে বহুশস্তাত হরিঃ সাক্ষাৎ পরাৎপরঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। হে তাত! তোমাকর্ত্তৃক হরিগুণানুবাদ বিস্তারিতরূপে উক্ত হইয়াছে (এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে) সাক্ষাৎ পরাৎপর বস্তু হরি, তিনি কাহার তপস্যা করেন, আর তপস্যাদ্বারা বা কি লাভ করিয়াছিলেন, এবং কোন স্থানে বসিয়া বা তপস্যা করিয়াছিলেন? তাহা বল ॥ ১১ ॥

নির্গুণো গুণবান কস্মাৎ নির্লেপো লেপবানভূৎ।
নির্দেহো দেহিতা বিষ্টঃ কথং ভাতি জগন্ময়ঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! সেই নির্গুণ পরমাত্মা কি হেতু গুণবান্ ও নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্ব বিষয়ে লিপ্তবৎ হইয়াছিলেন। এবং সেই দেহাতীত অপ্রতর্ক্য জগন্ময় হরি কি কারণে দেহবান হইয়া জগতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন? ১২

যৎ কোটি কোটি কোট্যংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সর্গাবন লয়ে যুক্তাঃ প্রভবো জগতাং হিতে ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। যে হরির কোটি কোটি ও কোটি অংশে উৎপন্ন ব্রহ্মা

বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরা এই জগতের সর্জ্জন, পালন ও নিধনাদি কার্য্যে যৎ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি পতয়ো ব্রহ্মযোনিনঃ।
তৎকোটি কোটি কোট্যংশা লোকপালা মহৌজসঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডকোটি পতি সেই ব্রহ্মযোনি দেব ত্রয়, তাঁহাদিগের কোটি কোটি ও কোট্যংশ সম্ভূত মহাতেজস্বী ইন্দ্রাদি লোকপালেরা দিক্‌পতি হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

তৎ কোটি কোটি কোট্যংশা লোকাশ্চ মনুজৈঃ সহ।
উন্মীলতি জগৎ সর্ব্বং চক্ষুষো যস্য মীলনাৎ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। তাঁহার কোটি কোটি ও কোটি অংশ সম্ভূত মনুষ্যাদি সমস্ত লোক যাঁহার এক চক্ষুর উন্মীলন কালকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হন্। অর্থাৎ যে ভগবানের উন্মেষণকালে এই সমস্ত জগৎ সংসারের উৎপত্তি হয় ॥ ১৫ ॥

নিমীলনাৎ লয়ং যাতি জগৎ সসুর মানুষং।
সৃজত্যবতি সংহারং করোতি শক্তি শক্তিবৃক্ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। পুনর্ব্বার চক্ষুর নিমীলন কালে দেবমনুষ্যাদি সহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। স্বীয় শক্তিদ্বারা শক্তিধর পরমপুরুষ নারায়ণ অবিরত সৃজন, পালন এবং নিধনরূপ লীলা করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

এতন্নঃ সংশয়ং রজ্জুং ছিন্দি বাক্যাসিনা কবে ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে কবিবর সুত ! সেই ভগবান্ কি কারণে যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদিগের সংশয় রজ্জুরন্যায় চিত্তকে আবদ্ধ করিতেছে, অতএব হে কবিবর ! তুমি বাক্যরূপ অসিদ্বারা আমাদিগের এই সংশয়রজ্জুকে ছেদন করহ ॥ ১৭ ॥

যদ্যস্মাকং কৃপাতেস্তি বক্তব্যং যদি মন্যসে।
বদনো বদতাং শ্রেষ্ঠ বাসুদেবকথাশ্রয়ং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত ! তুমি সমস্ত বক্তাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাদিগের প্রতি তোমার কৃপা থাকে, কিম্বা বক্তব্য যদি বোধ কর, তবে ভগবৎ কথাশ্রিত এই প্রশ্নোত্তর বাক্য কহিয়া সুস্থ করহ ॥ ১৮ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

যং বর্ণতঃ কৃষ্ণঃ তমামনন্তি কৃষ্ণং সুতং লব্ধবতী ব্রতাঢ্যা।
মুনের্ব্বরা চ্ছক্তিসুতাত্তু বাসবীতমীড্য মীড়ে মুনিবর্য্যবর্য্যং ॥ ১৯

অস্যার্থঃ। শৌনকাদি ঋষিজুষ্ট কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া রোমহর্ষণ পুত্র সূত কহিতেছেন। যে ঋষিকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া সকলে মান্য করেন, সম্যক্ ব্রতচরণশীলা ব্রতাঢ্যা দাসসূতা বাসবী পূর্ব্ব ব্রত ফলে মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ শক্তি পুত্র পরাশর হইতে যাহাকে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকলের ঈড্য-সমস্ত মান্যমুনিদিগের পুজনীয় শ্রেষ্ঠতম কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৯ ॥

যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরঃ সদর্থান্ ব্যাসত্ব মাপাশু কবিপ্রধানং।
তং বেদবেদান্ত জলজন্মভানু মুপাস্মহে সত্যবতীসুতং তং। ২০।

অস্যার্থঃ। যিনি সদর্থের সহিত চারি বেদকে ভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল কবির প্রধান আশুকবি, বেদ বেদান্ত সরোজের ভানুমান স্বরূপ সেই সত্যবতীনন্দনকে উপাসনা করি ॥ ২০ ॥

সাধু সাধু ত্বয়া সাধো বচসা স্মারিতোহরিঃ॥
কালশ্চিন্তা সমাবিষ্টোমনসা গমিতো ময়া ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। হে সাধো ! তুমি সাধু, তুমি সাধু, তোমার সাধু প্রশ্নবাক্যে হরিকে স্মরণ হইল, অতএব পৌনঃপুন্যে বলি তুমি সাধু, আমার মানস হরিচিন্তাতেই কাল যাপন করিবেন। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিকথালাপে কালাতিপাত করা হয় না ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

ভবাময়া পীড়িতানাং রসায়ন মনুত্তমং।
বচ্মিতে শৃণু সংবাদং পিতুর্দ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২২ ॥
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ পিতাদা লোমহর্ষণঃ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিবর ! বেদব্যাসের সহিত আমার পিতা লোমহর্ষণের যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই সকল কথা তোমাকে কহিতেছি আপনি শ্রবণ করুন্। হরিকথা সংশ্রয়া সেই সকলকথা ভবরোগে পীড়িত ব্যক্তিদিগের অত্যুত্তম রসায়ন ঔষধ স্বরূপ হয় ॥ আমার প্রতি মমপিতা লোমহর্ষণের অতিশয় কৃপা ছিল, এজন্য তিনি আমাকে সেই সকল রহস্য কথা কহিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

একদা ভারতীতীরে বাসবী স্বাত্মজং বিভুং।
কৃষ্ণং কৃষ্ণত্বিষং কৃষ্ণ পরায়ণ মুরুপ্রভং ॥ ২৪ ॥
হবির্ভুজস্ত্বিষং শিষ্টৈঃ সহাসীনং মহাত্মভিঃ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। কোন এক সময়ে বাসবীতনয় বিভু বেদব্যাস, কৃষ্ণ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল কান্তিমান, মহাপ্রভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ, হুতাশন

শিখার ন্যায় উদ্দীপ্ততেজস্বান দেহ, কতকগুলিন মহাত্মা শিষ্যগণের সহিত সরস্বতী নদীতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

বৈশম্পায়ন পৈলাভ্যাং গর্গজৈমিনি গোতমৈঃ।
পিতা মে প্রণতোঽপৃচ্ছ দিচ্ছন্ লোকহিতং তদা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। পৈল, বৈশম্পায়ন, গর্গ জৈমিনিও গোতমাদির সহিত উপবিষ্ট এমতকালে মম পিতা লোমহর্ষণ তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ভবকূপে নিপতিত লোকদিগের হিতসাধন জন্য প্রশ্ন করেন ॥ ২৬ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ।

পারাশর্য্য মহাভাগ মহাযোগিন্ মহাকবে।
শুশ্রূষবে গুহ্যতমং শিষ্যায় প্রদদাতি যৎ।
তস্মাদ্ গুরুরিতি প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভু প্রভবৈঃ সুরৈঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। অতি বিনয় সহকারে লোমহর্ষণ বেদব্যাসকে কহিয়াছিলেন, হে পরাশরপুত্র পারাশর্য্য! হে মহাভাগ! হে যোগিশ্রেষ্ঠ মহাযোগিন্! হে সকল কবিবর শ্রেষ্ঠতম মহাকবে! যিনি শ্রবণেচ্ছু শিষ্যকে গোপনীয়তম তত্ত্ব বিষয় প্রদানকরেন, সেই কারণ স্বয়ম্ভুপ্রভব দেবগণেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া উক্ত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সৎপ্রশ্ন শ্রবণেচ্ছু শিষ্যকে গুহ্যতম কথা হইলেও গুরু কহিয়া থাকেন ইতিভাবঃ ॥ ২৭ ॥

প্রসাদাত্তে মহাযোগিন্নধীতানি ময়াসকৃৎ।
সেতিহাস পুরাণানি পুণ্যাৎ পুণ্যতমানি চ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মহাযোগিন্। তোমার প্রসাদে আমি পুণ্য হইতেও পুণ্যতম ইতিহাসের সহিত পুরাণসকল অসকৃৎ অর্থাৎ সুন্দররূপে বারম্বার অধ্যয়ন করিয়াছি। কেবল অধ্যয়নও নহে তৎফলাদির সম্যক্ অনুভব করা হইয়াছে, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামি কর্ণামৃত রসায়নং।
ভবতানুষ্ঠিতং পূর্ব্বং রাধাহৃদয় সংজ্ঞকং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মহর্ষে! এক্ষণে শ্রবণেররসায়ন পরম অমৃততুল্য রাধাহৃদয় নাম যে পরমাখ্যান, যাহা আপনা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

একাদশৈক সাহস্রে মধুরাধ্যাত্ম সঙ্গিতং।
রামায়ণ মিহপ্রোক্তং ব্রহ্মাণ্ডে মুনিসত্তম ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনিসত্তম! একাদশ সহস্র শ্লোকান্বিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অধ্যাত্মরামায়ণাখ্য সুমধুর আখ্যান শ্রবণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে চিত্তরঞ্জিনী রামলীলা সুবর্ণিতা আছে ॥ ৩০ ॥

শ্রোতব্য মধুনা নাথ রাধাহৃদয় সজ্ঞিতং।
রহস্যং পরমং পুণ্যং ত্রিকাল কল্মষাপহং ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! পরম রহস্য, পরম পবিত্র, এবং ত্রিকালজাত কলুষনাশক রাধাহৃদয়াখ্য সুপুণ্যাখ্যান, সংপ্রতি অস্মৎ সম্বন্ধে শ্রোতব্য অর্থাৎ শ্রবণ যোগ্য হইতেছে। ত্রিকালকল্মষাপহ শব্দে প্রাতর্মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকাল জনিত পাপাপহারক। অথবা পূর্ব্ব পর বর্ত্তমান জন্মকৃত পাপরাশির অপহারী ঐ আখ্যান হয় ॥ ৩১ ॥

গুরো ত্বচ্চরণাম্ভোজে প্রণমামি কৃপাময়।
দীনানুকম্পিনঃ স্বামিন্ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। হে গুরো! হে কৃপাময়! আমি তোমার পদারবিন্দ যুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি। হে স্বামিন্! সাধুরা দীনপ্রতিপালক, দীনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এদীনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন্ ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।

সূতকর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূতপ্রতি সানুকম্পিত বাক্যে কহিতেছেন। যথা

সাধু তে মনসঃ সূত প্রীতিস্ত্বীদৃগধোক্ষজে।
বক্ষ্যেতেহহং প্রপন্নায় শিষ্যায় শৃণুগুহ্যকং ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে যখন তোমার ঈদৃশী মনের প্রীতি জন্মিয়াছে তখন তুমি সাধু এবং তুমি অনুগত শিষ্য এহেতু অতিশয় গোপনীয় রাধা তত্ত্ব আমি তোমাকে বলি শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

শেষে শয়ানঃ ক্ষীরাব্ধৌ প্রাদাৎ কমলযোনয়ে।
মহাবিষ্ণুঃ পুরাকল্পে রাধাহৃদয় সংজ্ঞকং ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত পর্য্যঙ্কশায়ী, ভগবান্ মহাবিষ্ণু, এই রাধাহৃদয়াখ্য মহদাখ্যান পূর্ব্বকল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন ॥ ৩৪

স্বয়ম্ভূ স্তদদাদত্রি প্রমুখেভ্যোহিতেপ্সয়া।
তে দদন্দেব সংকাশং মহ্য মেতৎ সুদুর্ল্লভং ॥
তদহং তেভিধাস্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ পুত্রদিগের হিতেচ্ছু হইয়া অত্রি প্রভৃতি প্রধান পুত্রসকলকে স্বতঃপ্রকাশ সুদুর্লভ তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। সেই তত্ত্ব আমি ইদানীং তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধানমনা হইয়া অবধারণ করহ। ৩৫

নারায়ণায় দেবায় নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে।
স্বয়ম্ভূ ভূতয়ে নন্দ বসুদেব সুতায়চ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। বক্তৃতারম্ভে বাদরায়ণ দেবনারায়ণ, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবিভূতি, নন্দনন্দন, ও বসুদেবতনয়, এবং গোপবধূদিগের হৃদয়-কমল দিবাকর, কংসকুমুদের ভানুস্বরূপ, কমললোচন, গোবিন্দদেবকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করতঃ প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্মারিং কলিমায়াত মনুমায় সুভীরবঃ।
সংত্রস্ত মনসো দীনা ম্লানজং শ্যাববর্ণকাঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! ধর্ম্মশত্রু কলি সমাগত হইবে এই অনুমান করিয়া অতিশয় ভীতি প্রযুক্ত ঋষিগণেরা দীনমনা হইলেন, এবং ম্লানতাজনা সকলেরবদন ঘোরমসিবর্ণ হইয়া গেল ॥ ৩৭ ॥

মরীচ্যত্রি পুলস্ত্যাঙ্গিরাঃ ক্রতু পুলহামুনে।
বশিষ্ঠঃ সপ্তমুনয়োহপশ্যন্তঃশরণং ন কিং ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলহ এবং বশিষ্ঠ এই সপ্তঋষি, গণেরা আপনারদিগের আশ্রয় অর্থাৎ এসময় আমাদিগের গতি কি? আমরা কাহার শরণ লইব, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ভ্রমন্তঃ খংধরাশ্চৈব দিশো বিদিশ এবচ।
শর্ম্মালভন্ন কুত্রাপি সত্যলোকং ততোগমন্ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, দিক্ বিদিক্ ক্রমে ভ্রমণ করতঃ কুত্রাপি আপনাদিগের কল্যাণোপায় না দেখিয়া, অনন্তর সকলেই সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তত্র বীক্ষ্য প্রজানাথং প্রজানা মভয়ঙ্করং।
সরস্বত্যালিঙ্গিতোরঃ স্থল মষ্টাব্জলোচনং ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই বিরজ ব্রহ্মলোকে সর্ব্বজীবের অভয়দাতা প্রজানাথ ব্রহ্মা প্রফুল্ল কমলদল সদৃশ অষ্ট নয়ন শোভিতমুখ, এবং ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত বক্ষঃস্থল পরমাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪০ ॥

চার্ব্বায়ত ভুজং চারু কুণ্ডলদ্যোতিতাননং।
সরস্বতী মীরয়ন্তং চতুর্ভিঃ কমলাননৈঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ শোভন হস্ত চতুষ্টয়, এবং মনোহর কুণ্ডল জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত মুখারবিন্দ, চতুর্ম্মুখে সরস্বতীকে নানোপদেশ কথা কহিতেছেন ॥ ৪১ ॥

মার্কণ্ডেয়াদি মুনিভিঃ সংলালিত পদাম্বুজং ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক জগদ্ধাতা বিরঞ্চির পাদ-পদ্মদ্বয় পরিসেবিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

সুরর্ষিসিদ্ধগন্ধর্ব্ব কিন্নরোরগনায়কৈঃ।
বিদ্যাধরো প্সরো যক্ষ রাক্ষসেন্দ্রে র্মুদান্বিতৈঃ।
স্তূয়মানং ধরেশানৈ র্বাজপেয়াশ্ব মেধিভিঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। দেবঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ, বিদ্যাধর অপ্সর, যক্ষ রাক্ষসাধিপতিগণ, এবং বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনকৃৎ ভূপতিগণ, যাঁহারা তদ্যজ্ঞফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল লোক অতি হর্ষমনা হইয়া ভগবান পিতামহকে স্তব করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

জলস্থলবনৌকোভি গৃহৌকোভিরহিংসকৈঃ।
প্রশান্তমানসৈঃ স্বচ্ছৈঃ সেবিতং শান্তমানসং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। জলচর, স্থলচর, বনচর সাধকগণ, এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত প্রশান্ত মানস সত্ত্বগুণাবলম্বী অহিংসা ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল বুদ্ধি গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক শান্তমানস জগৎ পিতা পরিসেবিত ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতি হাসবেদান্তবেদকৈঃ।
মীমাংসাগণ জ্যোতির্ভি র্মূর্ত্তিমদ্ভির্নিষেবিতং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। এবং পরমাত্মা জগৎপিতা পিতামহ স্বাধিষ্ঠে মূর্ত্তিমন্ত সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ, বেদান্ত, আগম, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস, মীমাংসা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৪৫ ॥

সুমনোরাজি সৌগন্ধান্বিত গন্ধবহৈঃ শুভৈঃ।
স্থিরচ্ছায়া সুরতরুগণ শোভাভিশোভিতং ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। সেই ব্রহ্মলোক কল্পতরুগণের স্থিরচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন এবং তৎশোভাতে পরিশোভিত, প্রস্ফুটিত অতি মনোহর কুসুম পরিমল সমন্বিত নিরন্তর সুখ স্পর্শ বায়ু বহিতেছে ॥ ৪৬ ॥

দীপ্তেনতেজসা স্বেন ভাসয়ন্তং সভাগৃহং।
প্রণেমুঃপ্রাঞ্জলয়োভীক্ষ্ণ মাদদুর্ব্বচনংতদা ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় উদ্দীপ্ত তেজঃ দ্বারা সভা গৃহকে ভাসমান করতঃ উপবিষ্ট আছেন। কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া ঋষিগণেরা জগৎ পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রমে আত্ম বিষণ্ণতার কারণ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

নাথনাথ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
পিতৃপিত্রে নমস্তুভ্যং প্রসন্নোভবনঃপ্রভো ॥

অস্যার্থঃ। সাতিশয় বিনয় দ্বারা মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিতেছেন। হে নাথ নাথ! হে মহাযোগিন্! তোমাতে উৎপন্ন এই বিশ্ব, হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পিতা, তুমি পিতামহ তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! আমাদিগের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৪৮ ॥

হীনবীর্য্যোজসোলোকা হীনমেধসএব চঃ।
অল্পায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রবহির্মুখাঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! কলি সমাগত হইলে, ধরণীতলবাসি লোক সকল বীর্য্যহীন, ও জহীন, বুদ্ধিহীন, আয়ুহীন অর্থাৎ অল্পায়ু হইবে, ও সকলেই প্রায় দরিদ্র হইবে, এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে বহির্মুখ হইয়া যথেষ্টাচরণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

পানানুসক্তমনসঃ পাপাচারপরায়ণাঃ।
ব্রাহ্মণা স্তপসোভ্রষ্টাঃ পতিতাঃ পিতৃনিন্দকাঃ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। সকল লোক প্রায় মদ্যাদিপান রত ও পাপাচার পরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ সকল তপস্যাঃ ভ্রষ্ট ও পতিত হইবে। এবং সকল লোকেই প্রায় পিতৃনিন্দক হইবে ॥ ৫০ ॥

পুণ্যকর্ম্মবহির্ভূতা বাণিজ্য কৃষিতৎপরাঃ।
মৃষাবাদবদাঃসর্ব্বে উপস্থোদরপোষকাঃ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। পুণ্য কর্ম্মে বহির্ভূত হইয়া লোক সকল কৃষিকর্ম্মে ও বাণিজ্য কর্ম্মে তৎপর হইবে। সকলেই প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে, এবং কেবল উদরপোষক ও উপস্থ পরায়ণ হইবে ॥ ৫১ ॥

ক্ষত্রিয়াঃ প্রায়শোনষ্টা নষ্টশৌচাদিকাক্রিয়াঃ।
বৈশ্যাঃস্বধর্ম্ম হীনাশ্চস্তুখিনঃ স্তুখমাসতে ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয় প্রায় নষ্ট হইবে, এবং শৌচাচার ক্রিয়া রহিত হইবে, বৈশ্য সকল স্বধর্ম্মভ্রষ্ট অর্থাৎ কৃষি বাণিজ্যাদি না করিয়া নানা অবৈধ সুখে মগ্ন হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ করিবে ॥ ৫২ ॥

শূদ্রাব্রাহ্মণকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
মহীক্ষিতো রাজকার্য্য বিহীনাঃ কপটাকরাঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। শূদ্র সকল ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করিবে, এবং ব্রাহ্মণবৎ আচার করিতে তৎপর হইবে। যাঁহারা রাজা হইবেন তাঁহারা যথা শাস্ত্র রাজ-কার্য্য বিহীন হইবেন। কোন রাজা প্রজার দারাহরণ, কেহবা ছল বল দ্বারা প্রজার ধন হরণ করিবেন, কপটের আকর অর্থাৎ রাজারা প্রজার সহিত শুদ্ধ কপটতা ব্যবহারমাত্র করিবেন ॥ ৫৩ ॥

নীচাঃসর্ব্বেমহাত্মানঃ সমৃদ্ধবলবাহনাঃ।
স্ত্রিয়শ্চশ্বশ্রুণাং দ্রোহং প্রকুর্ব্বন্তিচ নিত্যশঃ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। নীচ জাতি সকল ঐশ্বর্য্যশালী ও বল বাহনাদি যুক্ত এবং মহাত্মাপদের বাচ্য হইবে। স্ত্রী মাত্রই প্রায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি নিত্য বিদ্বেষ করিবে ॥ ৫৪ ॥

পাতিব্রত্য বিহীনাশ্চ পতিদ্রোহ পরায়ণাঃ।
চপলাঃ পাপকর্ম্মাণো জারার্থিন্যোহ্যনেকশঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। স্ত্রী মাত্র অনেকেই পতিব্রত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা পতির বিদ্রোহ করিতে তৎপরা হইবে; অতি চপল চিত্তা, নিরন্তর পাপ কর্ম্মে রতা, সর্ব্বদা উপপতির নিমিত্ত ব্যাকুলা হইবে ॥ ৫৫ ॥

এবং লোকগতিং বীক্ষ্য কলের্ভীরুরয়ং প্রভো।
নমস্তে দেবদেবেশ পাহিনঃ শরণাগতান্ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! কলির লোকের এরূপ গতি আলোচনা করিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, হে দেব, হে দেবেশ। আমরা শরণাগত, কলি ভয় হইতে আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন্ ॥ ৫৬ ॥

যেনঘোরেণ কলিনা ব্যস্তধর্ম্মার্থ কর্ম্মণা।
লেলীয়মানা দেবেশ বয়ং যামোহ্যধোগতিং ॥ ৫৭ ॥
তথানুশাধিনযথা নমস্তেপাহিনঃ প্রভো ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবশ! ধর্ম্মার্থ দ্বেষকারী যে ঘোর কলি, তৎ কর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম্ম লোলুপ্ত হইবে। ধর্ম্মলোপে আমরা অধোগতিতে গমন করিব, যাহাতে আমাদিগের অধোগতি না হয় এমত কোন উপায় আজ্ঞা করুন্ ॥

হে প্রভো! আমরা পুনর্নমস্কার করিতেছি, আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।

গিরংনিশম্য করুণা মৃষীণাং ভাবিতাত্মনাং।
করুণস্নিগ্ধধীর্ব্বাচ মাদদেকমলাসনঃ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। বেদব্যাস লোমহর্ষণকে কহিতেছেন। হে বৎস। এই রূপ কারুণ্যযুক্ত ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলাসন স্নিগ্ধবুদ্ধি ব্রহ্মা সকরুণ বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস করিয়া কহিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মাভৈষ্টদ্বিজশার্দ্দূলা ঘোরতঃকলিতোভয়ং।
নাস্তিবঃসমবাপ্যত্র বাসুদেবাত্মনাংদ্বিজাঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করতঃ জগৎপিতা ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ শার্দ্দূলেরা! বাসুদেব পরায়ণ যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের কিভয় আছে? অতএব তোমরা ভয় ত্যাগ কর; এই ঘোর কলি হইতে তোমারদিগের কোন ভয় নাই ॥ ৬০ ॥

আরাধয়েত তত্ত্বেন বাসুদেবং জগৎপতিং।
তদ্গুণ শ্রবণেনিত্যং তদ্রূপস্মরণেরতাঃ ॥ ৬১ ॥
তদংঘ্রিকমলধ্যানে তন্নামাক্ষরজাপনে।
তদ্ভক্তসঙ্গমেবিপ্রা বর্ত্ততনাস্তিতেভয়ং ॥ ৬২ ॥
মুক্তাশ্চরতঃ বিপেন্দ্রামাবোভীঃ কলিতোভবেৎ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিপ্রেন্দ্রাঃ! জগৎপতি বাসুদেবকে অধ্যাত্ম তত্ত্বদ্বারা আরাধনা কর, তাঁহার গুণ কথা শ্রবণে, তাঁহার রূপ স্মরণে রত হও, এবং তচ্চরণকমলধ্যানে, তন্নামাক্ষর জপনে ও তদ্ভক্ত সঙ্গকরণে নিরন্তর অভিবর্ত্তিত থাক, আর সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধে পরিমুক্ত হইয়া বিচরণকর; ইহাতে তোমাদিগের কলি হইতে কোন ভয় উৎপন্ন হইবে না, এমন উপায় আছে তোমরা কেন ভীত হইতেছ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।

কিংকর্ম্মায়ং মহাভাগ কিংগুণঃ কিংস্বরূপকঃ।
বাসুদেবো রমানাথো বদনোবদতাম্বর ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গিরা প্রশ্ন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বাসুদেবের উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেন, হে মহাভাগ! বক্তৃশ্রেষ্ঠ! সেই বাসুদেব যিনি লক্ষ্মীকান্ত তাঁহার কি রূপ কি গুণ এবং কর্ম্মই বা কি? তাহা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া বলেন॥ ৬৪॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।

এতদাশ্রুত্য বিপ্রাণাং সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
স্বয়ম্ভুবাদদেবাক্যং রূঢ়ভাব উরুক্রমে॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। সত্যবতীসুত বাদরায়ণ লোমহর্ষণকে কহিতেছেন হে সুত! ঋষিদিগের এতৎ প্রশ্ন আকর্ণন করিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ভগবানে ভক্তিভাবাবেশে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া প্রসন্নবাক্যে প্রশ্নোত্তর দিতেছেন॥ ৬৫॥

ব্রহ্মোবাচ।

সাধুপৃষ্টং মহাভাগ ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলং।
পুনাতিপ্রচ্ছকশ্রোতৃ বক্তৃংস্ত্রীন্ পুরুষান্বিভো॥ ৬৬॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবরেরা! তোমরা মহাভাগ্যবান্ সর্ব্বলোকের মঙ্গল কারণ এই ভগবৎ মহিমা সূচক প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিলে, বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকর্ত্তা, এবং তন্মহিমা যাহারা শ্রবণকরেন, আর যিনি বলেন, ভগন্মাহাত্ম্য এই তিন লোককে পবিত্র করেন॥ ৬৬॥

হরেঃকথামৃতং বিপ্রা যথা গঙ্গাসরিদ্বরা।
পূতোহং পাবিতোহঞ্চ ভবতাং প্রশ্নতোদ্বিজাঃ॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজাঃ! অমৃততুল্য হরির কথা সেই রূপ পবিত্র কারক, যেমন সকলপুণ্যা নদীহইতে শ্রেষ্ঠা গঙ্গা, একারণ আমি অদ্য পবিত্র হইলাম, আর শুভক্ষণে তোমরাও প্রশ্নকরতঃ আমাকে পবিত্র করিলে॥ ৬৭॥

মন্যে কৃতার্থ মাত্মানং জন্মসাফল্য মেবচ।
প্রণিপত্য প্রবক্ষ্যেহং তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা! ভগবৎ সম্বন্ধীয় তোমাদিগের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে আমি আপনাকে কৃতার্থ মানিলাম, আর আমার জন্মের সফলতা সিদ্ধি হইল। অতএব সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি॥ ৬৮॥

যদ্‌গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষা করংনৃণাং ॥
যন্নকস্যচিদাখ্যাতং কালত্রয় মলাপহং ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। এই প্রস্তাব অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্ব প্রকথন মনুষ্যদিগের সর্ব্বরক্ষাকর এবং ইহলোকে পরম গোপনীয় তত্ত্ব, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহা আখ্যাত হয় নাই, এই মহদাখ্যান জীবের ত্রিকাল জাত পাতকের অপহারক হয় ॥ ৬৯ ॥

সর্ব্বাভীষ্টকরং পুণ্যং সর্ব্বপাপ বিমোচনং।
ন যস্মাদস্তি লোকেস্মিন্ লোক নৈশ্রেয়সংপরং ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। সকলের অভীষ্ট ফলদায়ক অতি পবিত্র, সর্ব্বপাপের অপনোদক, ইহলোকে যাহার পর আর রহস্য নাই এবং পরম নিশ্রেয়স সাধক অর্থাৎ পরমমোক্ষ প্রদায়ক হয় ॥ ৭০ ॥

রহস্যং পরমং কৃষ্ণো রাধাহৃদয় সঙ্গিতং।
নাভিহ্রদাম্বুজস্থায় প্রপন্নায় সুরেশ্বরঃ।
সিসৃক্ষবে যদবদ দচ্যুতোমে পুরাদ্বিজাঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজা ! পূর্ব্বে আমি যখন সৃষ্টিকরণেচ্ছু হইয়া ভগবানের নাভিহ্রদে উপন্ন পদ্মে অবস্থান করিয়াছিলাম, তখন সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে প্রপন্ন দেখিয়া রাধাহৃদয় নামে পরমরহস্য বলিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

যদপাঙ্গ কৃপালেশ লাভাত্তু ব্যসৃজং প্রজাঃ।
তন্নিপীয় শ্রোত্র রন্ধ্রেঃ পরমানন্দ নির্বৃতাঃ ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। যে শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ ভঙ্গিতে কৃপালেশ মাত্র লাভকরিয়া আমি এই প্রজানিকায় সৃষ্টি করিয়াছি; অতএব তোমরা সেই পরম তত্ত্বামৃত কর্ণরন্ধ্রদ্বারা পানকরতঃ পরম আনন্দলাভে সকল দুঃখের নিবারণ কর ॥ ৭২ ॥

চরন্তঃ পৃথিবীং খঞ্চ সশৈল বন সাগরাং।
সপাতালাং সনাকাঞ্চ প্রবান্তইব বায়বঃ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা ! ভগবৎ তত্ত্বকথা শ্রবণানন্তর যথাসুখে এই পৃথিবীতে বায়ুরন্যায় সর্ব্বত্র বিচণ কর, অর্থাৎ বায়ুযেমন স্বর্গ গগণ ও সপর্ব্বত সাগর ও পাতালাদি সহিত বসুন্ধরাতে অপ্রতিবাধে বহমান রহিয়াছেন ? । ৭৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মহালয়ে সমুৎপন্নে একৈবাসীৎ পুরাতনী।
প্রকৃতির্মূলভূতা যা সৈবসর্ব্বোত্তমোত্তমা ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রাহ্মণগণেরা! অতঃপর সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর! যখন মহাপ্রলয় সমুৎ হইয়াছিল, তখন সকল উত্তমা হইতে পরমোত্তমা পুরাতনীয়া সকলের মূলভূতা একা প্রকৃতি মাত্র ছিলেন, অন্যৎ বস্তুমাত্র ছিলনা ইতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥

তেজোময়া নিরাকারা কোটিভাস্কর ভাস্বুরা।
তস্যা বক্ষঃস্থলা জ্জাতো বাসুদেবোঘৃণানিধিঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। সেই প্রকৃতি নিরাকারা, তেজোময়ী স্বরূপা কোটিসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, তাঁহার হৃদয় হইতে দয়াসমুদ্র ভগবান্ বাসুদেব নারায়ণ প্রথমত উৎপন্ন হয়েন ॥ ৭৫ ॥

যস্মাদুৎপদ্যতে বিশ্বং যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।
যএবচবিভর্ত্তীদং বিশ্বং সদসদাত্মকং ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। যে নারায়ণ হইতে সৎ এবং অসৎ এতদুভয়াত্মক বস্তু সমন্বিত জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং যিনি এই সমস্ত বিশ্বের ভরণকর্ত্তা, প্রলয়ে এই বিশ্ব যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

সা তস্য চোদ্ভমানস্য কমলাং প্রকৃতিং দদৌ ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। সেই উৎপত্তিমান্ বাসুদেব কে স্বীয়শরীর হইতে উৎপন্ন করতঃ সেইশক্তি কমলানামে একা প্রকৃতি প্রদান করেন ॥ ৭৭ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।

নিরাকারা কথং সাতু সাকারা সমজায়ত।
কথং বা লয়োজাতঃ কেন বা সকৃতো ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরা ঋষি এতৎ শ্রবণানন্তর প্রশ্ন করিতেছেন, হেব্রহ্মন, সেই নিরাকারা আদ্যা প্রকৃতি কি কারণে সাকারা হয়েন, আর এই বিশ্ব কি রূপে লয়প্রাপ্ত হয় এবং কাহার দ্বারাই বা পুনর্ব্বার প্রকাশীভূত হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

লোকবন্ধ গতা হ্যেতে সর্ব্বে সদসদাত্মকাঃ।
এতৎসর্ব্বং বিস্তরেণ বদনো যদিতে কৃপা ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ। এই বিশ্বস্থ সৎ ও অসদাত্মক লোক সমূহ বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া

স্বস্বব্যাপারে রতথাকে। যদি আমাদিগের প্রতি আপনার কৃপা হয়, তবে এতৎ কারণ সমুদায় বিস্তারিত করিয়া বলেন॥ ৭৯॥

ব্রহ্মোবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ লোকানুগ্রহ কাঙ্ক্ষয়া।
আত্মনশ্চ পরিত্রাণ হেতবে কলিতঃ খলাৎ॥ ৮০॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরার প্রশ্ন শ্রবণানন্তর ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্, তুমি মহাভাগ্যধর, লোকের অনুগ্রহার্থে এবং খল কলি হইতে আত্ম পরিত্রাণের কারণ এই সাধু প্রশ্ন করিলে অতএব শ্রবণ কর॥ ৮০॥

ব্রহ্মণোক্ত প্রসঙ্গতঃ কলিস্বরূপ কথন।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগং।
মন্বন্তর মিতি প্রোক্তং কল্পস্তস্য চতুর্গুণঃ॥৮১॥

অস্যার্থঃ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ, এক সপ্ততি দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অবসান কালের নাম এক কল্প॥ ৮১॥

মন্বন্তরাবসানেস্যাৎ খণ্ডপ্রলয় মেককং।
ত্রিখণ্ড প্রলযাদূর্দ্ধং মহাপ্রলয়মেক কং॥ ৮২॥

অস্যার্থঃ। কল্পের শেষে মন্বন্তরের অবসানে এক খণ্ডপ্রলয় হয়। এমন তিনবার খণ্ডপ্রলয় হইলে পর এক মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রলয় ও চতুর্গুণ, অর্থাৎ নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, আর প্রাকৃতি প্রলয় ও মহাপ্রলয়। ব্রহ্মার দিন দিন যে প্রলয় তাহার নাম নিত্য প্রলয়, কোনকারণ বশতঃ অকালে যে প্রলয় হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার বয়সের অর্দ্ধ সমাপ্তে প্রকৃতিতে ব্রহ্মার লয়ে প্রাকৃতিক প্রলয়। পরমে প্রকৃতির সমতাবস্থার নাম আত্যন্তিক অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয় ইতি ভাবঃ॥৮২॥

স যথা জায়তে বিপ্রাঃ শ্রুতঃ পুর্ব্বং হরের্ময়া।
তদহং তেভিধাস্যামি সমাহিত মনাঃ শৃণু॥৮৩॥

অস্যার্থঃ। সেই প্রলয় যে প্রকারে হয়, পূর্ব্বে নারায়ণের মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে কহি, তেমারা সমাহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর॥ ৮৩॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রা বর্ণাশ্চত্বার এব যে।
পরস্পর ধ্যানবশাৎ পুনঃ ষট্ ত্রিংশতশ্চতে ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থঃ। সেই নারায়ণ স্বীয় অভিধ্যানে অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতি সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার পরস্পর মিলিত আরো ষট্ত্রিংশৎ জাতির উৎপাদন করেন ॥ ৮৪ ॥

ততোলোকপ্রধানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
স্থাপিতা জাতিমর্য্যাদা সাঙ্কর্য্যেণ সহদ্বিজাঃ ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবরেরা! অনন্তর সর্ব্বলোকপ্রধান অপরিসীম প্রভাব বিষ্ণুকর্ত্তৃক বর্ণসঙ্করের সহিত জাতিমর্য্যাদা সংস্থাপিতা হয়, অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যমরূপে ব্রাহ্মণাদি সঙ্করপর্য্যন্ত মর্য্যাদার সংস্থিতি হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

শতসাঙ্কর্য্য মাপন্না জায়তঃ পুনরেব তাঃ।
ব্রাহ্মণা যবনাকারাঃ যবনা শ্চোরতৎপরাঃ ॥ ৮৬ ॥

অস্যার্থঃ। পুনর্ব্বার বিলোমদ্বারা সঙ্করতা প্রাপ্ত কলিজাত প্রজাসমূহ হীনরূপে শত শত জাতি প্রাপ্ত হয়। কতক ব্রাহ্মণ যবনরূপ ধারণপূর্ব্বক যবন এবং যবনাদি জাতিরা চৌর্য্যকর্ম্মে তৎপর হয় ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা ঋষিদিগকে কলিভব জীবের স্বভাব-সাঙ্কর্য্য বর্ণনা করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ কলিপ্রাপ্তে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য যে রূপে হয়, তাহা প্রসঙ্গত কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণসকল যবনাকার হইবে এবং সকলেই প্রায় চৌর্য্যবৃত্তি সমাশ্রয় করিবে। ০। ইতি তাৎপর্য্যঃ ॥

বদন্তো যাবনীং ভাষাং তপোধর্ম্ম বহির্ম্মুখাঃ।
ক্ষত্রিয়াঃ প্রায়শো নষ্টা স্তথা বৈশ্যাঃক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৮৭ ॥

অস্যার্থঃ। সকলেই প্রায় যাবনিক ভাষাভ্যাসী হইবে, ব্রাহ্মণ সকল তপোধর্ম্মে বহির্ম্মুখ হইবে, ক্ষত্রিয় প্রায় নাশ হইবে এবং বৈশ্যজাতিও প্রায় বিলয় হইয়া যাইবেক ॥ ৮৭ ॥

ধর্ম্মচ্যুতা স্তথাশূদ্রা ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
ব্রহ্মনিন্দা পরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবৃত্তিহরা স্তথা ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। শূদ্রসকল ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণেরন্যায় আচার বিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে তৎপর হইবে এবং প্রায় রাজা প্রজা সকলেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিবে ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মদারার্থিনো নিত্যং ভ্রমন্তি মত্তহস্তিবৎ।
দেবদ্রোহকরানিত্যং পাষণ্ডা নাস্তিকাঃ খলাঃ ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। শূদ্রাদিরা প্রায়ই ব্রাহ্মণী গমনার্থী হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য মত্তহস্তির ন্যায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে। এবং সর্ব্বদা দেবহিংসা করিবে, সকলেই প্রায় খলস্বভাব, পাষণ্ডধর্ম্মী ও নাস্তিকপ্রায় হইবে ॥ ৮৯ ॥

কোধর্ম্মঃ কশ্চদেবেতি কিং কর্ম্মেতি তথাপরে।
বদন্তো দুর্জ্জনা মূঢ়া ব্রহ্মহিংসা পরায়ণাঃ ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। অপর দুর্জ্জন ও মূঢ় হেতুবাদকুশল ব্যক্তিরা নিরন্তর এই রূপ বক্তৃতা করিবে, যে ধর্ম্ম কি ? দেবতা কি ? এবং কর্ম্মই বা কি ? অপিচ অনেকেই প্রায় নিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণের হিংসা করিবে ॥ ৯০ ॥

সর্ব্বযোনিরতাঃ সর্ব্বে বর্ণান্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
সর্ব্বান্ন ভোক্তিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে পাপপরায়ণাঃ ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। সকলেই প্রায় পাপপরায়ণ হইয়া সর্ব্বযোনিতে রমণ করিবে। ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণেই সকল লোকের অন্ন খাইবে। আচার ও বিহার এবং আহারের বিচার থাকিবে না, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯১ ॥

নষ্টশৌচ ক্রিয়াঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তঃ কাকবৎ সদা ॥
সোদরং পালনা সক্তা বর্ণান্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। সকল জাতিই প্রায় শৌচাচারহীন কাকের ন্যায় উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত বিহারী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই কেবল আত্মোদর পূরণে আসক্ত হইবে। অর্থাৎ আতিথ্য-ধর্ম্ম-মূল প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেক ॥ ৯২ ॥

বলাৎকারেণ কঃকস্য নরমেত স্ত্রিয়ং সতীং।
এবং সাঙ্কর্য্য মাপন্না ঘোরেণ তমসা বৃতাঃ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। বলাৎকার পূর্ব্বক পরের পতিব্রতা সতী স্ত্রীকে কে না রমণ করিবে ? এইরূপ ধর্ম্ম সংঙ্করাপন্ন প্রজাসকল ঘোরতর তমোদ্বারা আবৃত হইবে। অর্থাৎ তামস স্বভাব হইয়া কলিদোষে আক্রান্ত বুদ্ধি অসৎ কর্ম্ম সাধনে নিয়ত তৎপর হইবে ॥ ৯৩ ॥

অজ্ঞানাঃ পশুবন্নিত্যং রুবন্তো বৈ মহীতলে।
কৈশোরং চতুরন্তান্তং পৌগণ্ডং সপ্তমা বধিঃ ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ধরাতলে অজ্ঞান মনুষ্যসকল পশুর ন্যায় শব্দবান হইবে, অর্থাৎ পরমার্থ ঘটিত প্রসঙ্গহীন ইতরালাপেই দিনযাপন

করিবে। চারিবৎসর বয়সপর্য্যন্ত কৈশোর অবস্থা ও সপ্তম বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ডাবস্থা ধারণ করিবে ॥ ৯৪ ॥

যৌবনং সপ্তমাদূর্দ্ধং বার্দ্ধক্যং ষোড়শাবধিঃ।
দশাষ্ট নববর্ষাতু রমিতা পুরুষৈ র্দ্বিজাঃ ॥ ৯৫ ॥

অস্যার্থঃ। সপ্তম বৎসরের ঊর্দ্ধ যৌবনকাল, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যাবস্থা অর্থাৎ বিংশতি বৎসরের মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। ইত্যর্থে বৃদ্ধেরন্যায় রূপ দৃশ্য হউক্ বা না হউক্ কিন্তু জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। দশবৎসর কি অষ্ট বা নবম বৎসরে পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রী রমিতা হইবে। ৯৫।

প্রসূয়েত সুতং সূতে নারী প্রথম যৌবনে।
পুংসংযোগ বিনা কাপি প্রসূয়েত বরাঙ্গনা ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থঃ। প্রথম উদ্ভিন্ন যৌবনেই নারী প্রায় সন্তান প্রসব করিবেক, এবং বিনাপুরুষ সংযোগে রবনারী গণেরা প্রসূতা হইবে, অর্থাৎ পুং সং-যোগ পদে বিবাহাপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছামত অনূঢ়া কালেই পুরুষান্তর হইতে কোন স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে। ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৯৬।

পিত্রেদ্রুহ্যতি পুত্রস্তু গুরবে বন্ধবেতথা।
পিতাদ্রুহ্যতি পুত্রায় গুরুশিষ্যায় ভূসুরাঃ ॥ ৯৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভূসুরগণ ' দারুণ কলিকালে পুত্রেরা পিতামাতার দ্বেষ করিবে, এবং গুরুগণের ও বন্ধুগণের দ্বেষ সকলেই করিবে। পিতা মাতা পুত্রের ও গুরু শিষ্যের এবং বন্ধুব্যক্তি বন্ধুদিগের দ্রোহতৎপর হইবে ॥ ৯৭ ॥

খরাঃগোষু প্রজায়ন্তে গৌঃ খরেষু নরেষুচ।
অশ্বেষু মহিষা গাবো গোষ্বশ্বেষু নরাঃ ক্বচিৎ ॥ ৯৮ ॥

অস্যার্থঃ। গাভীর উদরে গর্দ্দভ, গর্দ্দভোদরে গো জন্মিবে। অশ্বোদরে গো মহিষ জন্মিবে, অপর কদাচিৎ গোগর্ব্ভে এবং অশ্বগর্ব্ভে মনুষ্যেরও উৎপত্তি হইবে ॥ ৯৮ ॥

নকালে বায়বো বান্তি হ্যকালে বান্তি বায়বঃ।
বর্ষন্তি কালপর্জ্জন্যো নাকালে বর্ষতে সদা ॥ ৯৯ ॥

অস্যার্থঃ। কালে বায়ু বহন করিবে না অকালে, প্রবলরূপে বায়ু সকল বহিবে। কালে মেঘে বর্ষণ হইবে না, অকালে সর্ব্বদা প্রভূত বৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ যাহাতে প্রজার অপচয় হয় তাহাই করিবেক ॥ ৯৯ ॥

মহীরুহা ফলৈর্হীনাঃ নির্গন্ধ কুসুমানি চ।
গাবঃ পয়োবিহীনাশ্চ হীনঃস্বাদু রসানিচ ॥ ১০০ ॥

অস্যার্থঃ। কালে বৃক্ষাদি সকল ফলহীন, পুষ্পসকল গন্ধহীন, গাভী সকল দুগ্ধহীন, তাবৎ রসদ্রব্য স্বাদুতা হীন হইবে, অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা সাধক বস্তুমাত্র থাকিবেক না ইতিভাবঃ।। ১০০।।

দ্রব্যাণি ফলমূলানি দধিক্ষীর ঘৃতানি চ।
শালি মুদ্গ মসূরাণি যব গোধূম মাষকং।। ১০১।।

অস্যার্থঃ। ফল মূলাদি দ্রব্য সকল, আর দধি, দুগ্ধ, ঘৃতপ্রভৃতি স্নেহবস্তু সকল, ধান্য, মুগ, মসূর, কলায়, যব ও গোধূম ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য।। ১০১।।

তিল মৎস্য মাংস মুখ্যং স্বাদুহীন মগন্ধকং।
সর্ব্বাণি গন্ধ বস্তূনি নির্গন্ধানি সমন্ততঃ।। ১০২।।

অস্যার্থঃ। কলিকালে, তিল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি মুখ্যবস্তু সকল অগন্ধবৎ স্বাদুহীন হইবে। আর আর সমস্ত গন্ধবৎ বস্তু সকল নির্গন্ধ বস্তুর তুল্যতা স্বভাব ধারণ করিবে।। ১০২।।

মহীশস্যবিহীনা স্যাৎ ক্ষুৎ পিপাসার্দ্দিতানরাঃ।।
পরস্পরং খাদয়ন্তো নরমাংসাদ্যমেধ্যকং।। ১০৩।।

অস্যার্থঃ। পৃথিবী শস্যহীনা হইবে, নরসকল ক্ষুধাতে ও পিপাসাতে অতিশয় পীড়িত হইবে। পরস্পর সকলেই মেধ্যামেধ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া অমেধ্য নরমাংসাদি পর্য্যন্তও আহার করিবে।। ১০৩।।

যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে জগৎসর্ব্বং নিরস্তকং।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেষ্বে বর্ষীয্যাব্জযোনয়ঃ।। ১০৪।।

অস্যার্থঃ। এবং ভূত যুগান্ত কলিকালের অন্ত সংপ্রাপ্তে, এই সমস্ত জগৎ কার্য্য নিরস্ত হইবে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তৎকর্ত্তা পদ্মযোনি অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাই শয়ন করিবেন।। ২০৪।।

মম্মুখাশ্চিন্তয়াবিষ্টো বীক্ষ্যশোকাস্পদং জগৎ।
হাহাভূত মমর্য্যাদং ব্যাকুলং সংশয়াস্পদং।। ১০৫।।

অস্যার্থঃ। এই সমস্ত জগৎকে শোকের একাশ্রয়ভূত দেখিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের চতুরানন সকল, পরাৎপর শোকাবিষ্ট চিত্ত হইবেন, অর্থাৎ জগৎ বিনাশাবস্থোপস্থিত অমর্য্যাদ কালাবলোকনে হাহাকার করতঃ ব্যাকুল হইবেন।১০৫

আদিত্যাঃসবিতা সূর্য্যঃখগঃ পূষাগভস্তিমান্।
তমিস্রহা ভগোহংসো নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ।। ১০৬।।

সহস্রাংশুরিতিপ্রোক্তা দ্বাদশাআদিবাকরাঃ।
ব্যাদিষ্টাপ্রভুনাসর্ব্বে হ্যুদগচ্ছংতদোম্বগাঃ ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষয়ঃ। আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পুষা, গভস্তিমান্ তমিস্রহা, ভগ, হংস, নাসত্য, তমোনুদ ॥ ১০৬ ॥

এবং সহস্রাংশু এই দ্বাদশাদিত্য দ্বাদশ নামে উক্ত আছেন, ইহাঁরা সেই অচিন্ত্যাত্মা ভগবানের আজ্ঞানুসারে এককালে সকলে উদয় হইবেন ॥ ১০৭ ॥

সুতীক্ষ্ণারশ্ময়ঃসর্ব্বে প্রদীপ্তইববহ্নয়ঃ।
উদিতাসাদ্রিনগরাং সপুরাট্টালতোরণাং ॥ ১০৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ দ্বাদশ সূর্য্যের রশ্মি সকল প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় এক কালিন উদিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নগর, গ্রাম, গোপুর, তোরণ ও অট্টালিকা ॥ ১০৮ ॥

সসাগরবনোদেশাং সসর্ব্বপ্রাণিসঙ্কুলাং।
সংশোষ্যরশ্মিভিস্তীগ্মৈ র্বমন্তইবপাবকং ॥ ১০৯ ॥

অস্যার্থঃ। সাগর, বনপ্রদেশ, সমস্ত প্রাণি সমূহ সংযুক্ত ধরণীকে অতিতীক্ষ্ণ কিরণদ্বারা সম্যক্‌শোষণ করিবেন, অর্থাৎ ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি সকল কিরণ চ্ছলেসাক্ষাৎ অগ্নি বমন করিবেন ॥ ১০৯ ॥

ততঃসংশুষ্কতাপন্নে র্জগতিপ্রাণিসঙ্করৈঃ।
সাদ্র্যব্ধিদ্বীপনগরৈঃ সপুরাট্টলতোরণৈঃ ॥ ১১০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গিরি, দরী, দ্বীপ, নগরী জীবজন্তু মনুষ্যাদির সহিত সপুরাজগতী অর্থাৎ অট্টালিকাদি তোরণ সহিত ধরণী শুষ্কতা পন্না হইবেন ॥ ১১১ ॥

সদেবাসুরগন্ধর্ব্ব যক্ষকিন্নরপন্নগে।
সনাগোরগ পৈশাচাপ্‌সরো রাক্ষসসিদ্ধকে ॥ ১১১ ॥

অস্যার্থঃ। দেবগণের সহিত অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, পন্নগ, নাগ, উরগ, পিশাচ, অপ্‌সর, রাক্ষস এবং সিদ্ধগণ ইহাদিগের স্বস্বলোকে ॥ ১১১ ॥

আবীরাসীন্মহারৌদ্রো রুদ্ররূপোহগ্নিমুল্বণং।
আবৃত্যরোদশীখঞ্চ ধরাং স্বর্বিদিশোদিশঃ ॥ ১১২ ॥

অস্যার্থঃ। মহাভয়ঙ্কর রুদ্ররূপী হুতাশন আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষলোক, এবং স্বর্গলোক ও দিক্ বিদিক্ সমস্ত দিককে আবৃত করিয়া মহাভয়ঙ্কর উল্বণ অগ্নি উত্থিত হইবে। ১১২।

তেজসাতেনতীব্রেন প্রজ্জ্বালপ্রকোপিতঃ।
কুর্ব্বংশ্চটচটাশব্দং সসখোবহ্নিরুল্বণঃ॥ ১১৩॥

অস্যার্থঃ। সেই উল্বণ প্রলয় অগ্নি স্বসখা বায়ুর সহিত চট চটা শব্দ করতঃ প্রকাশিত হইয়া স্বীয় সুতীব্রতেজঃদ্বারা উপরি উক্ত সকল লোককে দাহন করিবেন॥ ১১৩॥

অকরোদ্ভস্মসাৎসর্ব্বং জগৎসসুরমানুষং।
ভস্মীভুতেতুজগতি সবনপ্রাণিসাগরে॥ ১১৪॥

অস্যার্থঃ। বায়ুর সহকারে ঐ মহান্ অগ্নি দেব মনুষ্যাদি সকল প্রাণির সহিত জগৎকে ভস্মীভুত করিবেন। স বন জীবনিকায় এবং সাগরাদি সকল উপকরণের সহিত জগৎ ভস্মীভুত হইলে॥ ১১৪॥

সংহৃত্যপ্রাণিনঃ সর্ব্বান্জলস্থলনিবাসিনঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধি দেবেন্দ্রপুরোগ নগরাংপুরং॥ ১১৫॥

অস্যার্থঃ। জল স্থলবাসি সকল প্রাণিমাত্রকে ও সাগর দ্বীপ পর্ব্বতাদির সহিত ধরামণ্ডলকে সংহার করতঃ ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত অগ্নি উত্থিত হইয়া তৎতৎদেবাদির পুরী দগ্ধ করিবেন॥ ১১৫॥

অবিশৎসমহানগ্নি র্বায়ুংপরমকোপয়ন্।
বায়ুরুদ্রাগ্নিশক্ত্যাশু চণ্ডবেগোরুশব্দবান্॥ ১১৬॥

অস্যার্থঃ। ঐ মহান্ অগ্নি বায়ুকে অতিশয় প্রকোপিত করিয়া মহেন্দ্র লোকে প্রবিষ্ট হইবেন। রুদ্রাগ্নি শক্তি প্রবেশদ্বারা বায়ু আশু প্রচণ্ড বেগ যুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দবান হইবেন॥ ১১৬॥

তেজসাসর্ব্বসত্বানাং বর্দ্ধিতশ্চ বিশেষতঃ।
নীত্বা রসাতলং পৃথ্বীং দিক্ষুসর্ব্বাচরাচরং॥ ১১৭॥

অস্যার্থঃ। বিশেষতঃ ঐ বায়ু সর্ব্বজীবের তেজো দ্বারা অতিশয় বর্দ্ধমান্ হইয়া সকল দিক ও চরাচর বস্তুর সহিত পৃথিবীকে রসাতলে লইয়া যাইবেন॥ ১১৭॥

প্রচণ্ডবেগোদুর্দ্ধর্ষঃ সম্বর্ত্তকইতিস্মৃতঃ।
একীকৃত্যজগৎসর্ব্বং সনাকংসতলাতলং॥ ১১৮॥

অস্যার্থঃ। সেই প্রচণ্ড বেগবান্ অতি দুর্দ্ধর্ষ বায়ু সম্বর্ত্তক নামে খ্যাত হওত স্বর্গ সতলাতলপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে একীভূত করিবেন। ১১৮।

তোয়ান্তঃপ্রাবিশৎতৈশ্চ রুদ্রবায়ুগ্নিপ্রাণিভিঃ।
তৈস্তোয়ংময়িসংলীনং মম্মুখেম্বব্জযোনিষু॥ ১১৯॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ঐ রুদ্ররূপী বায়ু ও অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণের সহিত

জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। এবং সেই সকলের সহিত জল আমাতে আসিয়া লয় পাইবে। এইরূপ সকল ব্রহ্মাণ্ডে সকল ব্রহ্মাতে তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডবস্তুর লয় হইবেক ॥ ১১৯ ॥

তেষুতেষুপ্রবিষ্টেষু পাথোজজননযোনিষু।
অবিশংস্তত্রনিষ্কার্য্যে মাদৃশোহঞ্চতৈঃসহ ॥ ১২০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সেই সকল ব্রহ্মাতে সেই সেই সকল বস্তু প্রবিষ্ট হইলে মৎসদৃশ সকল ব্রহ্মা নিষ্কার্য্য হইবেন, অনন্তর তাঁহারদিগের সকলের সহিত আমিওনিষ্কার্য্য হইয়া পরমব্রহ্মে গিয়া প্রবেশ করিব। ১২০।

পরব্রহ্মের স্বরূপতা উপদেশ করিতেছেন।

পরব্রহ্মণিনাগেশে শেষেউরুপরাক্রমে।
শয়ানেদেবদেবেশে দেবশক্ত্যুরুচোদিতাঃ ॥ ১২১ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব নাগেশ অনন্ত শয্যাতে শয়িত উরুপরাক্রম দেবদেবেশ পরমব্রহ্ম নারায়ণে, দেবশক্তিকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রেরিত হইবে অর্থাৎ তৎশরীরে সমস্ত প্রবিষ্ট হইবে ॥ ১২১ ॥

সর্ব্বাভিঃশক্তিভিঃসার্দ্ধং প্রাণিভির্দেবসত্তমৈঃ।
স সুরাসুরগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষ রক্ষোপ্সরোগণৈঃ ॥ ১২২ ॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত শক্তিগণের সহিত প্রাণিসকল, ইন্দ্রাদি দেব সত্তম সকল, সুরাসুর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, অপ্সর গণের সহিত ॥ ১২২ ॥

স নাগোরগপৈশাচ বিদ্যাধরমুনীশ্বরৈঃ।
সিদ্ধচারণদেবর্ষি রাজর্ষিদনুজৈঃসহ ॥ ১২৩ ॥

অস্যার্থঃ। নাগগণ, সর্পগণ, পিশাচগণ, বিদ্যাধর, মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধ চারণ দেবর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতি, এবং দানবগণের সহিত ॥ ১২৩ ॥

বেতালখগকুষ্মাণ্ড ডাকিনীপূতনাদিভিঃ।
স নক্ষত্রগ্রহবর প্রমথৈর্যাতুধানকৈঃ ॥ ১২৪ ॥

অস্যার্থঃ। বেতাল, পক্ষী, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনী, পুতনাদি এবং নক্ষত্র, গ্রহ, প্রমথগণ ও যাতুধানগণের সহিত ॥ ১২৪ ॥

দেবোরুশক্ত্যা সংবিষ্টাঃ স্বরাজিব্রহ্মণিদ্বিজাঃ।
তস্যোরুরোমকূপেষু স্থিতাব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥ ১২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজগণেরা! উক্ত সকল বস্তুর সহিত প্রাণিনিকায় সেই পরম দেব নারায়ণের উরুশক্তি-কর্তৃক ঐ স্বরাট্ পরব্রহ্মে সংপ্রবিষ্ট

হইবেক। সেই ভগবানের অতিস্থূল কলেবরে প্রত্যেক লোমকুহরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত হইয়া রহিবেক ।। ১২৫ ।।

সবিকাশমনন্তাস্তে হ্যনন্তস্যতনূৎকরে।
সোপধানংসপর্য্যঙ্কং কোটিভাস্করভাস্থুরং ।। ১২৬ ।।

অস্যার্থঃ। সেই অপরিসীম পরমাত্মা নারায়ণের বৃহচ্ছশরীর মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য সমুদ্রমধ্যে অসংখ্য নাগপর্য্যঙ্ক উপধানের সহিত পাতিত তাহাতে কোটি সূর্য্যতুল্য, দীপ্তিমান প্রকাশ অসংখ্য ভগবৎ বিষ্ণুর বিভূতি-রূপ শয়ন করিয়া থাকেন ।। ১২৬ ।।

বিরাটরূপমেকাব্ধৌ শয়িতংপরমংশিশুং।
তংদেবেশবরং শক্ত্যারাধাদ্যাপরিসেবিতং ।। ১২৭ ।।

অস্যার্থঃ। সেই বিরাটরূপ ভগবান অতিশিশুর ন্যায় একার্ণব জলে শয়ন করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবেশ ভগবান তৎকালে পরমোত্তমা রাধাদি পরাশক্তি কর্ত্তৃক সুসেবিত হন ।। ১২৭ ।।

পরাৎপরাবরা শক্তী রাধাদ্যাঃ পরমোত্তমাঃ।
মহাবিদ্যামহাসূক্ষ্মা চিদ্রূপাবিশ্বমোহিনী ।। ১২৮ ।।

অস্যার্থঃ। অনন্তরূপা, পরাৎপরা পরমোত্তমা রাধাপ্রভৃতি প্রকৃতি সকল তাঁহার উরু শক্তি; সেই রাধা আদ্যা প্রকৃতি অতিসূক্ষ্মা বিশ্ব-মোহনকারিণী, চিৎস্বরূপা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা হয়েন ।। ১২৮ ।।

জ্যোতিরূপানিরাকারা ভ্রমমাণামুহুর্মুহুঃ ।। ১২৯ ।।

অস্যার্থঃ। জ্যোতিরূপা নিরাকারা, সর্ব্ববিকারহীনা সেই রাধা তৎকালে বারম্বার একার্ণবে ভ্রাম্যমাণা হয়েন ।। ১২৯ ।।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষিসম্বাদে মহাপ্রলয়বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ১।

এই ব্যাসপ্রণীত পরমহংস সংহিতায় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয়ে সপ্তঋষি সংবাদে মহাপ্রলয়বর্ণন নামে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১ ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততোবর্ষসহস্রাণি শতানিচসহস্রশঃ।
তেজঃপুঞ্জংভ্রমদ্দিব্যং নিরালম্বমলম্বনং॥ ১॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস। শত শত ও সহস্র সহস্র বৎসর পরিমাণে ঐ তেজঃ স্বরূপা আদ্যা প্রকৃতি রাধা নিরালম্বকে অবলম্বন করিয়া তেজঃ পুঞ্জরূপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ১॥

সিসৃক্ষুরজনিস্নিগ্ধা সর্ব্বাবয়বসুন্দরী।
উরস্তমুরুকর্ম্মাণ মুরুক্রমমজীজনৎ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। সেই অজনি রাধা সৃষ্টিকরণেচ্ছায় সাকারা হইয়া সুস্নিগ্ধ রূপা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক নারীরূপে প্রকাশ হইলেন। অনন্তর স্বীয় হৃদয় হইতে উৎকৃষ্ট উরুকর্ম্মা, উরুক্রম অর্থাৎ সর্ব্বান্তরগামী এক পুরুষকে উৎপন্ন করেন॥ ২॥

বালমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাভং কোট্যাদিত্যোরুতেজসং।
জাতমাত্রংসৃজেত্যুক্ত্বা মায়য়ান্তর্হিতাক্ষণাৎ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। সেই উৎপন্নবালক বৃদ্ধাঙ্গুলির এক পর্ব্বের ন্যায় দৃশ্য, কিন্তু কোটি সূর্য্যাপেক্ষা অতিশয় তেজস্বান্। তাঁহার আবির্ভাব হইবা মাত্রই রাধা তাঁহাকে সৃষ্টিকর এইকথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হয়েন॥ ৩॥

তদাস্বপ্নোপমাংদৃষ্ট্বা পরমংবিস্ময়াস্পদং॥
অচিন্তয়দমেয়াত্মা কিংকর্ত্তব্যমিতোময়া॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। পরম বিস্ময়াধার স্বপ্নের ন্যায় রূপ দর্শন করিয়া সেই অপরিমেয় আত্মা শিশু চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? অর্থাৎ এই পরম রূপবতী প্রকৃতি, কে, কোথা হইতে আসিয়া শুদ্ধ সৃষ্টিকর এই আজ্ঞা করিয়া অদর্শনা হন্, ইনি কে, ইহা নিশ্চয় করিতে পারি না ইতি চিন্তাপর হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

একার্ণবজলেশ্বত্থ দল মেকমবেক্ষস্ঃ।
তত্রৈবসহসোশ্বস্থা বুরুশক্ত্যাদৃঢ়ীকৃতে ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ চিন্তা করতঃ সহসা সেই একার্ণব জলে একটি অশ্বত্থ পত্র ভাসিতেছে দেখিলেন, তদ্দৃষ্টে স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় শরীর করিয়া সেই অশ্ব পত্রোপরি উত্থিত হইয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥

এবং কিয়ন্তংকালং সো নৈষীদশ্বত্থপর্ণকে।
ভাসমানোর্ণবেব্রহ্মন্ প্রসুপ্তমিববালবৎ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! সেই অশ্বত্থ পত্রের উপর উত্তান শায়ি-বালকের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া একার্ণব জলে কিছুকাল ভাসমান হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

ঋষয়ঊচুঃ।

শ্রুতোস্মাভিঃপুরানাথ মার্কণ্ডেয়োমহামুনিঃ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ মৃতোবাস্থিতএববা ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মোক্তি শ্রবণে ঋষিগণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নাথ! হে ব্রহ্মন্! আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে সপ্তকল্পান্তজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয়, তিনি ঐ প্রলয় কালে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন বা মৃত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

নাত্রকিঞ্চিত্ত্বয়োক্তং নঃ সন্দেহোনোমহানভূৎ।
তস্যোদারমতে ব্রহ্মন্ কুকর্ম্মাণিশংসনঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! তদ্বিষয়ের কোন কথাই আপনি কহিলেন না, তন্নিমিত্ত আমাদিগের মনে মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সেই উদার কর্ম্মা মহামতি মার্কণ্ডেয়ের তাৎকালীক মহৎকর্ম্ম সকল আমাদিগকে বিস্তার করিয়া কহেন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

একার্ণবজলেতিষ্ঠন্নুন্মজ্জ্যোন্মজ্জ্যসত্তমঃ।
মৃকণ্ডুতনয়োধীমান্ মুহুর্গ্লানিমবাপ্যচ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাঋষিগণকে কহিতেছেন। শ্রবণ কর, একার্ণব জলে নিপতিত হইয়া ঋষি সত্তম মৃকণ্ডুনন্দন, কখন স্থির, কখন জলে নিমগ্ন কখন বা ভাসমান, মরণোন্মুখকালের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গ্লানি প্রাপ্ত হইয়া, অবসন্ন হইতে লাগিলেন ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

অস্তৌষীদীশ্বরং বিষ্ণুং সুরুচিক্রমবিক্রমং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। মহামুনি মার্কণ্ডেয় নিরুপায় হইয়া, তখন শোভন দীপ্তিমান উরুকর্ম্মা জগদীশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নমঃ পাথোজনেত্রায় পাথোজাঙ্ঘ্রি করায়চ।
পাথোজননাভায় পাথোজাস্যায়তে নমঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান নারায়ণকে গদ্গদাক্ষরে স্তুতি করিতেছেন। হে ভগবন! তুমি প্রফুল্ল জলজ নেত্র, জলজ চরণ, জলকর, জলজনাভি, জলজ বদন বিশিষ্ট তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

হৃষীকেশায়দেবায় হৃষীকপতয়েনমঃ।
নমঃস্বান্তাব্জহংসায় গোপীনাথায়তেনমঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে হৃষীকেশ দীপ্তিমান দেহ, ইন্দ্রিয়াধিপতি, গোপীনাথ, গোপীমানস পদ্ম হংস শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোউবাচ।

ইত্থংপ্রস্তুবতস্তস্য মুনেরাসীৎপুরোগতঃ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পর্ব্বমাত্রাভঃ কোটিভাস্করসন্নিভঃ ॥
অশ্বত্থ দলমধ্যস্থ ইদমাহমুনিংহসন্ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। ঋষিগণ প্রতি জগদ্ধাতা ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা! এই রূপ ভগবানকে স্তব করিলে পর কোটি সূর্য্য তুল্য দীপ্তিমান অশ্বত্থপত্রের মধ্যে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব ন্যায় এক বালক, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের অগ্রভাগে সমাগত হইয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩ ॥

বৎসতেভীর্নকর্ত্তব্যা সপ্তকল্পান্তজীবিনা।
এহিধাস্যেযদাতেভী র্জায়তেরক্ষণংতদা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! তুমি সপ্তকল্পান্ত জীবী তোমার ভয় করা কর্ত্তব্য নহে। এস তোমাকে আমি ধারণা করি, এবং তোমার যে ভয় জন্মিয়াছে সেই ভয় হইতে তোমার রক্ষা হইবেক ॥ ১৪ ॥

গিরমীরয়তস্তস্য মুনিরেবংনিশম্য চ।
জহাসাশ্বত্থপর্ণস্থ পুরুষস্যতদাগিরং ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান মার্কণ্ডেয়কে এই কথা কহিলে পর, সেই অশ্বত্থ

দলস্থিত বাল পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় উপহাস করিলেন ।। ১৫ ।।

মনসাচিন্তয়ন্নেবং মুনির্বৈশ্যানরোপমঃ ।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাভঃ পুরুষোশ্বত্থপর্ণকে ।।
শেতেমেরক্ষণায়ৈব ক্রমোয়ং বা কথংভবেৎ ।। ১৬ ।।

অস্যার্থঃ । মার্কণ্ডেয় মুনি মনে মনে এই চিন্তা করিলেন । যে এই অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বাকৃতি বালক, অশ্বত্থ পত্র মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁর দ্বারা এই প্রলয়জলে আমার রক্ষা কি প্রকারে হইতে পারিবে ? ইহা ভাবিয়া তদ্বাক্য প্রতি তাঁহার উপহাস উপস্থিত হইল ইতিভাবঃ ।১৬।

ভাবমাজ্ঞায়বিশ্বস্য ভাবজ্ঞো মধুহাহরিঃ ।
বভাষেবচনং ন্যায়ং মেঘগম্ভীরয়াগিরা ।। ১৭ ।।

অস্যার্থঃ । সর্ব্ব জগতের ভাবজ্ঞ ভগবান মধুসূদন মুনির চিত্তস্থ ভাব জানিয়া, মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে, ন্যায় পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন ।। ১৭ ।।

শ্রীভগবানুবাচ ।

স্বাগতন্তুহিবিপ্রেন্দ্র মাতেস্তুমতিরীদৃশী ।
ময়ীশ্বরেশ্বরেণৈব প্রহাসোযুজ্যতেত্তব ।। ১৮ ।।

অস্যার্থঃ । সকরুণ বাক্যে ঋষিবরকে ভগবান্ কহিতেছেন । হে বিপ্রেন্দ্র । তুমি এমন বুদ্ধি করিও না ? আমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর আমা কর্ত্তৃক উক্ত বাক্যে তোমার উপহাস করা কি উপযুক্ত হয় ? ।। ১৮ ।।

ব্রহ্মোবাচ ।

তৎশ্রুত্বাবচনং তথ্যং হিতমুক্তংমহাত্মনা ।
ন পথ্যমিতিমত্বা তদগাদন্তিকমেব সঃ ।। ১৯ ।।

অস্যার্থঃ । ঋষিগণ প্রতি ব্রহ্মা কহিতেছেন । হে ঋষিগণেরা । মহাত্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক হিতযুক্ত সেই তথ্য বাক্য শ্রবণ করতঃ মার্কণ্ডেয় তদ্বাক্যকে পথ্য বলিয়া মান্য না করিয়া তিনি ক্রমে তন্নিকটে গমন করিলেন ।। ১৯ ।।

লীলয়ৈব তদশ্বত্থ পর্ণেংঙ্গুষ্ঠংদদম্মুনিঃ ।
সোপারমহিমত্বাত্তু নৈবমানংপ্রবুধ্যতে ।। ২০ ।।

অস্যার্থঃ । মহামুনি মার্কণ্ডেয়, তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সেই অশ্বত্থ

পত্রোপরি অবলীয়ায় অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। কিন্তু ভগবানের অপার মহিমা হেতুক সেই অশ্বত্থদলের যে কতদূর পরিমাণ, এবং সেই শিশুর কলেবর যে কি প্রমাণ, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না ॥ ২০ ॥

ততোবলেন মহতাদদদঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ।
ন বুদ্ধ্বাতস্যতম্মানং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বল দ্বারা সেই অশ্বত্থ পত্রে আপনার অঙ্গুষ্ঠ প্রদান পূর্ব্বক যখন তাহার পরিমাণ করিতে পারিলেন না তখন মহাবিস্ময়যুক্ত হইয়া অনিমিষ চক্ষুতে চাহিয়া রহিলেন। হা? এ কি? এই বিস্ময় সূচক বাক্য আপনা আপনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

আরুহ্য স মুনিস্তত্র শ্বসন্ বিল ইবোরগঃ।
শ্বস্তেন তেন বিশ্বস্ত আসীন শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। সেই অশ্বত্থপত্রে আরোহণ করতঃ গর্ত্তস্থিত সর্পেরন্যায় মুনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান কর্ত্তৃক আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ঐ অশ্বত্থ পত্রে উপবেশন করিলেন ॥ ২২॥

চিন্তয়ামাস দেবস্য মায়াং তাং বিশ্বমোহিনীং।
মানবেন ময়াশক্যং বোদ্ধুং কিংশার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ অশ্বত্থপত্রমধ্যে বসিয়া মার্কণ্ডেয় চিন্তাকরিতে লাগিলেন। যে ভগবান দেব দেব শার্ঙ্গধনু নরায়ণের এই বিশ্বমোহিনী মায়া, আমিস্ব ল্পবুদ্ধি মানব, আমার্ত্তৃকইহাঁর বোধকরা অশক্য অর্থাৎ ভগবন্মায়া বোধকরা মনুষ্যের দুঃসাধ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥

যন্মায়া মোহিত ধিয়ো হ্যপি সর্ব্বেদিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ যন্মায়া মোহিতা ভবন্ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। যাঁহার মায়াতে সকল দেবগণ মোহিতবুদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিদেবও যাঁহার মায়াতেমোহিত হইয়া রহিয়াছেন। ২৪।

চিন্তয়ন্দেব মায়াং স দেবশক্ত্যা প্রচোদিতঃ।
প্রাবিশ দুদরং তস্য দেবশক্তি বলাৎকৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ দেবমায়াতে চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরশক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মার্কণ্ডেয় দেবশক্তিদ্বারা বালরূপী ভগবানের উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৫ ॥

প্রবিষ্টোদরমধ্যং স তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
সবিকাশং স্থিতাঃ সর্ব্বে রোমকূপেষু সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবানের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মার্কণ্ডেয় তথায় সুপ্রকাশ রূপে কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্থিত তাঁহার সকললোম কূপেতে দর্শন করিলেন ॥ ২৬ ॥

কোটিশঃ পদ্মজন্মানো বিষ্ণবঃ পশুপাস্তথা।
ইন্দ্রাশ্চন্দ্রাগ্রহাদিত্যা বসবোথাশ্বিনাবপি ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। সেই অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ব্রহ্মা, অনন্তকোটি বিষ্ণু, অনন্তকোটি শিব, অনন্তকোটি ইন্দ্র, চন্দ্র, গ্রহ ও আদিত্যগণ এবং অনন্তকোটি বসু ও অশ্বিনীকুমারাদির অধিষ্ঠান ॥ ২৭ ॥

যক্ষ রাক্ষস বেতাল কুষ্মাণ্ডোরগ কিন্নরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পিশাচা সুরচারণাঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। এবং অনন্তকোটি যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, উরগ কিন্নর; গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, পিশাচ ও অসুর গণেরা অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

রাজানো মুনয়ঃ সর্ব্বে পর্ব্বতাশ্চ সরাংসিচ।
অব্ধয়ঃ খেচরা নাগা নাগকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। আর সকলরাজাগণ, মুনিগণ, ও পর্ব্বত, সরোবরসকল, সকল সমুদ্র, আকাশচর পক্ষীত্যাদি, এবং নাগগণ ও নাগকন্যাগণ সহস্র সহস্র বিচরণ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

অজাবয়শ্চ গাবশ্চ মহিষোষ্ট্র খরাস্তথা।
ঋক্ষা ব্যাঘ্র বরাহাশ্চ তরক্ষু মৃগজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। অপর, অজ, মেষ, গো, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, এবং ভল্লুক ব্যাঘ্র, বরাহ তরক্ষু ও মৃগজাতি সকল যূথে যূথে কোটিকোটি ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ সানুগাস্তথা।
বাহনানিচ শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি সংঘশঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও বর্ণসঙ্করাদি জাতি সকল এবং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি বাহন সকল, আর শাস্ত্র শস্ত্র অস্ত্রাদি সমূহের অবস্থান আছে ॥ ৩১ ॥

নগরাণি বিচিত্রাণি পুরাণ্যু পবনানিচ।
হয়হস্তি সমূহাশ্চ রথাঃ শত সহস্রশঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। এবং বিচিত্র নগর সকল ও পুরী উদ্যানাদি সকল, আর

সমূহ হস্তী অশ্ব, ও শতশত সহস্র সহস্র রথ সকল স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

যথাবয়ো যথাস্বত্বং যথাস্থানং যথাবলং।
যথাশক্তি যথোৎসাহং তথাক্রম মবস্থিতং ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। যেমন বয়স, যেমন সত্ত্ব, যেমন স্থান, যেমন বল, যেমন শক্তি, যেমন উৎসাহ, সেইরূপ সকল সম্পন্নরূপে বিরাটোদরে সমব স্থিত আছে ॥ ৩৩ ॥

ভ্রমন্নুপর্য্যধোবিদ্বান্ বায়ুবৎ পরিতো দ্বিজাঃ।
শ্রান্তোদীন মনা ব্যগ্রঃ ক্ষুধাব্যাকুল চেতনঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্বান মার্কণ্ডেয় বায়ুবৎ উপরি অধোভাগে, ঐ উদর মধ্যে ভ্রমণ করতঃ অতিশয়শ্রান্ত ও দীনমনা এবং ক্ষুধায় ব্যাকুল ও আহারার্থ অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্ববৎ সংস্থিতং সর্ব্বং জগন্মেনে মুনিস্তদা।
নভৈক্ষ্যং নস ভোজ্যং বা নপেয়ং চাপি কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয়মুনি ভগবদুরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রলয় যে হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, যেমন পূর্ব্বে ছিল সেই রূপ জগৎ সংস্থা মান্য করিলেন, কেবল ভক্ষ্য ভোজ্য বা পেয়াদি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৫ ॥

ভ্রমন্নুন্মত্ত বত্তেষু, ব্রহ্মাণ্ডেষু সহস্রশঃ।
ক্ষণাৎ বহিরগাত্তস্মাৎ পাথোজজননাভ্রিকং ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবদিচ্ছায় ক্ষণমাত্রে মার্কণ্ডেয় ভগবদুদর হইতে বাহিরে আইলেন, তখন একার্ণব সলিলময় ব্যতীত আরকিছুই দর্শন হইল না, কেবল জগদ্ধাতার চরণ যুগল মাত্র অবলোকন করিলেন। ৩৬।

মনস্যেব মনোযুঞ্জন্ ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য পর্ণমাশ্বত্থ মেবস ঃ।
বহুবর্ষ সহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরং ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মৃকণ্ডুনন্দন মনেতে মনযুক্ত করতঃ ভক্তিতে নম্রশরীর নতমস্তক হইয়া ভগবৎ পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে ভরকরতঃ ঐ অশ্বত্থপত্রোপরি দণ্ডায় মান হইয়া অতি- কঠিন ব্রত ধারণপূর্ব্বক বহুসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইত্থংপ্রতপতস্তস্য নাভ্যামব্জ মজায়ত।
অনন্তকোটয়স্তস্মা শ্চতুর্মুখাশ্চাব্জযোনয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় ঋষির ঐ তপস্যাকালের মধ্যে ভগবানের নাভিমণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়। সেই পদ্মে আমার মতন চারি-মুখ অনন্তকোটি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

অথ মার্কণ্ডেয় তথা ক্ষুধাসং বিগ্ন মানসঃ।
শয়ানং পর্ণপর্য্যঙ্কে দেব দেবং রমাপতিং ॥ ৩৯ ॥
আদদৌ প্রণতোবাচং প্রণত্যা সঙ্গতং মুনিঃ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় তথায় ক্ষুধায় সংবিগ্নমনা হইয়া পত্র পর্য্যঙ্ক শায়ী দেবদেব লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করিয়া প্রণত মস্তকে সুবিনীত রূপে স্তব করিয়া কহিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

মার্কণ্ডেয়উবাচ।

দীনানুকম্পিন্ দীনেশ দীন পালক পালক।
দীনত্রাণ পরো দীন রিপু সঙ্কট মর্দ্দন ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় একার্ণব শায়ী ভগবানকে স্তবকরিয়া কহিতেছেন। হে দীনানুকম্পিন্! হে দীনেশ! হে দীন পালক! হে পাল-ক! হে দীন তারণ পরায়ণ! হে দীনের রিপুসঙ্কট মর্দ্দন। শুদ্ধ সম্বোধন বাক্য মাত্র কহিলেন ॥ ৪০ ॥

দীনোদ্ধার করো দীন ভক্তাভীপ্সিতদায়কঃ।
ভক্তিহীনস্য মূর্খস্য দৌরাত্ম্যং ক্ষম মে প্রভো ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! তুমি দীনজনের উদ্ধার কারক, সুদীন ভক্ত দিগের অভিলষিত ফলদায়ক। আমি ভক্তিহীন, মূর্খতম, আমার দুরাত্মতা ক্ষমা কর ॥

অজানতস্ত্বাং তত্ত্বেন কস্তত্ত্বজ্ঞো ভবেত্তব।
নমঃ পঙ্কজ নাভায় পঙ্কজাস্যায়তে নমঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে পঙ্কজনাভ, হে পঙ্কজানন, তোমাকে নমস্কার করি, আমি তবতত্ত্বানভিজ্ঞ আমাকে কৃপাকর, তোমার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞ কে আছে? ॥ ৪২ ॥

পাহিমাং পাদপাথোজে শরণাগত মাশুতে ॥
ক্ষুত্তৃড্ভ্যা মর্দ্দিতং নাথ কৃপয়া মাং সমুদ্ধর ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! আমি তোমার পাদপদ্মে সমাশ্রয় লইয়াছি

আমাকে রক্ষাকর। হে নাথ! সম্প্রতি ক্ষুধাতে এবং তৃষ্ণাতে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি অতএব কৃপাকরতঃ আমাকে শীঘ্র উদ্ধার কর।। ৪৩।।

শ্রীভগবানুবাচ।

সব্য পার্শ্বস্থ শূন্যামে পিবস্তন্যং পয়োমুনে।
যথেষ্টমবিশঙ্কেন মনসা ভৃগু নন্দন।। ৪৪।।

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয়ের করুণোক্তি শ্রবণে সানুকম্পিত বাক্যে ভগবান তাহাকে কহিতেছেন। হে ভৃগুনন্দন! হে মুনে! তুমি শঙ্কারহিত চিত্ত হইয়া যথা ইচ্ছাপুর্ব্বক আমার সব্য পার্শ্বস্থিতা এই কুক্কুরীর স্তন্যদুগ্ধ পান করহ।। ৪৪।।

ব্রহ্মোবাচ।

গিরং নিশম্য বিপ্রর্ষির্বাক্যং ভগবতস্তদা।
অচিন্তয় ন্মহাযোগী কিং কর্ত্তব্য মিতো ময়া।। ৪৫।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরা প্রভৃতিকে কহিতেছেন। হে ঋষিবরেরা! এই ভগবৎ বাক্য শ্রবণ করতঃ মহাযোগী মার্কণ্ডেয়ঋষি তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতেলাগিলেন, যে এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?। ৪৫।।

ক্ষুধার্দ্দিতেন শ্রান্তেন প্রাপ্তকালংহিতংমম।
এবং চিন্তয়তস্তস্য মতীরাসীন্মহাত্মনঃ।।
পেয়মেব তদবশ্যং দেববাক্যা দশঙ্কয়া।। ৪৬।।

অস্যার্থঃ। ক্ষুৎপীড়ায় পীড়িত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি এবং আহারাভাবে মরণসময় প্রাপ্তপ্রায়, ইহাতে আমার শূনী দুগ্ধও হিতসাধক, অর্থাৎ যদিও অপেয় তথাপি এ সময় হিতকারক বটে। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের তৎক্ষীর পানে এই মতি হইয়াছিল, যে অশংসয় দেববাক্যে কুক্কুরী দুগ্ধপান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।। ৪৬।।

ততঃপপৌ মহাতেজা স্তন্যংক্ষীরমনন্যধীঃ।
পিবতস্তস্য বিপ্রর্ষেঃ ক্ষণাদন্তরগাদ্ধরিঃ।। ৪৭।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাতেজস্বী মার্কণ্ডেয় অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্যের প্রতি এক নির্ভর করতঃ শূনীর স্তন্য দুগ্ধ পান করিলে পর বিপ্রর্ষিবরের সাক্ষাতে ক্ষণমাত্রে ভগবান হরি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।। ৪৭।।

অন্তর্হিতং হরিংবীক্ষ্য বিস্ময়াবিষ্টচেতনঃ।
চিন্তয়ামাসমনসা সম্বিগ্নেনদ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবানকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মহা বিস্ময়ে আবিষ্ট চিত্ত দ্বিজোত্তম মার্কণ্ডেয় উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তি রথবাজ্ঞানবিপ্লবঃ।
আঃ কিমেতদহোদৃষ্টং কিমেতদ্দেবমায়য়া ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় মনে মনে এই ভাবনা করিতে লাগিলেন। আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার মনোভ্রম জন্মিল, অথবা আমার কি জ্ঞান বিপ্লব হইল? আহা আমি কি আশ্চর্য্য দেখিলাম, একি দেবমায়া দ্বারা এই চমৎকৃত বিষয় অবলোকন করিলাম ॥ ৪৯ ॥

মোহিতো নৈবজানামি তথ্যংবাতথ্য মেববা।
সুপ্তির্নাস্তিকুতঃ স্বপ্নং ভ্রমং নৈবোপলক্ষয়ে ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। আমি নিশ্চয় দেবমায়াতে মোহিত হইয়া ইহার তথ্যা তথ্য বিবেচনা করিয়া জানিতে পারিলাম না। নিদ্রা নাই স্বপ্ন কোথায়, ভ্রমও দেখিতে পাই না। অতএব দেবমায়া কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইলাম ইহাই নিশ্চিতাবধারণা হয় ॥ ৫০ ॥

অহোন্যার্য্যো মহোকষ্টং হস্তপ্রাপ্তোমণির্ময়া।
নিরস্তঃ ক্ষুদ্রমতিনা ময়েতি পরিচিন্তয়ন্ ॥ ৫১ ॥
বিললাপচিরংদীনো দীর্ঘমুষ্ণং শ্বসন্মুনিঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। আমি কি অনার্য্য, আহা আমার কি কষ্ট, আমি অতি ক্ষুদ্রমতি, হস্তে মণি প্রাপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইলাম; এইরূপ চিন্তা মগ্নচিত্তে শোক করিতে লাগিলেন। এবং দীনমনা হইয়া দীর্ঘ অথচ উষ্ণনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক বহুকাল বিলাপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সংপ্রহৃত্য তদাত্মানং ভগবানমধুসূদনঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা সাসৃজেত্যব্রবীদ্বচঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। ঋষিগণ প্রতি ব্রহ্মা কহিতেছেন। মার্কণ্ডেয় তদবস্থায় মৌনাবলম্বনে একার্ণবে ভাসমান হইয়া কালযাপন করুন। এখানে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান আত্মমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। (আমি কি করিতে উৎপন্নহইলাম) তখন সেই পরমা শক্তি শূন্য হইতে তাঁহাকে সৃষ্টিকর এই কথা মাত্র কহিলেন ॥ ৫৩ ॥

কথমজ্ঞেন মূঢ়েনস্রষ্টব্যাঃ বিবিধাঃপ্রজাঃ।
ইত্থংবিলপতস্তস্য তপস্যেব মনোগমৎ।। ৫৪।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর ঐ বাক্য মাত্র শ্রবণ করিয়া নারায়ণ এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে আমি গুণহীন মূঢ়প্রায়, সৃষ্টি বিষয়ে অজ্ঞ, কি প্রকারে বিবিধ প্রজা আমা কর্ত্তৃক স্রষ্টব্য হইবে। এরূপ আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার তপস্যার প্রতি মন গমন করিল, অর্থাৎ তপস্যা করিতে মনে প্রবৃত্তি জন্মিল।। ৫৪।।

নিমীল্যনেত্রে যতবাক্ শান্তঃস্বান্তোর্দ্ধদৃষ্টিকঃ।
অচিন্তয়দমেয়াত্মা তৎপাথোজননাঙ্ঘ্রিকঃ।। ৫৫।।

অস্যার্থঃ। অমেয়াত্মা ভগবান কমলচরণ, যুগলনয়ন মুদ্রিত করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্তরূপে মনকে ভ্রূযুগল মধ্যে সংস্থাপন করত ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।। ৫৫।।

মনস্যেব মনোযুঞ্জন্ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য পর্ণ মাশ্বত্থমেবসঃ।। ৫৬।।

অস্যার্থঃ। মনেতে মনযুক্ত করতঃ ভক্তিভাবে নত শরীর ও নত মস্তক হইয়া ভগবান বাসুদেব পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা সেই প্রলয় সমুদ্রে অশ্বপত্রে ভরকরিয়া অবস্থিত হইলেন।। ৫৬।।

বহুবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরং।
ইত্থংপ্রতপতস্তস্য নাভ্যামব্জমজায়ত।। ৫৭।।

অস্যার্থঃ। ঐ অবস্থায় বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ তপস্যাতে যুক্ত থাকাতে তাঁহার নাভি মণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল।। ৫৭।।

অনন্তকোটয়স্তস্মাৎ মম্মুখাহ্যব্জযোনয়ঃ।
আসংশ্চতুর্ম্মুখাঃ সর্ব্বে স্রষ্টারো জগতাংততঃ।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর সেই পদ্মে আমার মত চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সকলেই মৎসদৃশ, আপন আপন ব্রহ্মাণ্ডে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন।। ৫৮।।

উরস্তোবিষ্ণবোপ্যাসন্ পালকাজগতাংদ্বিজাঃ।
উর্ব্বোরাসন্ মহাত্মানো রুদ্রারৌদ্রপরাক্রমাঃ।। ৫৯।।

অস্যার্থঃ। ঐ মহদ্বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে জগৎ পরিপালক অনন্ত কোটি বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। আর উরুদ্বয় হইতে মহাত্মা ভয়ঙ্কর পরাক্রম অনন্ত কোটি রুদ্র উৎপন্ন হয়েন।। ৫৯।।

সংহর্ত্তারস্ত্রিজগতাং তপোগুণ গণান্বিতাঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল রুদ্র সমূহ তপোগুণ সমন্বিত, উৎপন্ন ত্রিজগতের সংহার কর্ত্তা, অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু জগৎ ভর্ত্তা, শিব সংহর্ত্তা হয়েন ॥ ৬০ ॥

পাথোজযোনয়ঃ সর্ব্বে মাদৃশোহহঞ্চবিষ্ণুনা।
আজ্ঞপ্তাস্তপসাবৎসাঃ সৃজধ্বংবিবিধাঃপ্রজাঃ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং আমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই আজ্ঞপ্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমাদিগকে তিনি এই আদেশ করেন, হে বৎসসকল ! তপস্যাদ্বারা বিবিধপ্রকার প্রজা সর্জ্জন করহ। ৬১।

বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি প্রদায় পুরুষোত্তমঃ।
ক্ষণাদন্তর্হিতোহস্মাকং পশ্যতাং পরমেশ্বরঃ ॥ ৬২

অস্যার্থঃ। সেই পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্ত বেদশাস্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিত হয়েন ॥ ৬২ ॥

অন্তর্হিতেভগবতি ঘোরেণতপসানঘাঃ।
হরিরাধয়তামজ্জ যোনীনামুগ্রকর্ম্মণাং ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান অন্তর্হিত হইলে পর নিষ্কল্মষ ব্রহ্মাগণ ঘোর তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিতে প্রবৃত্তহয়েন। সেই সকল ঘোর কর্ম্মা পদ্মযোনিদিগের শরীর হইতে তখন বিবিধা প্রজা উৎপন্না হয়। ইতি উত্তরে অন্বয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

মনবোঋষয়শ্চৈব সপ্রজাপতয়স্ত্বিমে।
আসন্নস্তপসাতেষাং বর্ণাশ্চত্বার এবতে ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাদিগের তপঃ প্রভাবে মনুগণ ও ঋষিগণ, প্রজাপতিগণের সহিত উৎপন্ন হয়েন। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতিরও উৎপত্তি হয় ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্‌শূদ্রা স্তেভ্যোজাতাঃ সহস্রশঃ।
এয়োদশাদাদ্দক্ষঃ স্বা দুহিতৃকশ্যপায়যাঃ ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি হইতে অনুলোম বিলোমজ সহস্র সহস্র জাতির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যম কল্পে অনেক জাতির জন্ম হয়। এক ব্রহ্ম পুত্র দক্ষ আপনার যে ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে প্রদান করেন। (তাহাতে অনেক প্রজার উৎপত্তি হয়) ইহা উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্যঃ। দক্ষ ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে দেন এতৎ স্থলে বর্ণনায় ভাবি কল্পানুমানে পুরাণান্তরীয় বচন স্মরণ করাইতেছি, অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ; দক্ষ প্রজাপতির ৬০ কন্যা হয়। তন্মধ্যে ২৭ কন্যা চন্দ্রকে, ৮ কন্যা ধর্ম্মকে, ১১ একাদশ কন্যা একাদশ রুদ্রকে, ১৩ কন্যা কশ্যপকে, ১ কন্যা মহাদেবকে দান করেন। এই ষষ্টী কন্যা পঞ্চদশ জনকে প্রদান করিয়াছিলেন। কশ্যপ কর্ত্তৃক পরিণীতা ত্রয়োদশ কন্যা হইতে অনেক জাতীয় প্রজার উৎপত্তি হয়॥

তাস্বাসন্‌দেবগন্ধর্ব্ব যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ।
নাগ কিংপুরুষা রক্ষোপ্‌সরঃ সিদ্ধপিশাচকাঃ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল দক্ষ কন্যা হইতে কশ্যপ দ্বারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্প, নাগ, কিং পুরুষ, রক্ষ, অপ্‌সর, সিদ্ধ ও পিশাচাদির উৎপত্তি হয়॥ ৬৬॥

বিপ্রর্ষিরাজর্ষ্য সুরর্ষিসংঘা মহর্ষিদেবর্ষি গুণৌঘযুক্তাঃ।
তেজস্বিনস্তপ্ততপঃ সমাধয়ঃসংতৃপ্ত দেবর্ষিগণাঃপ্রশান্তাঃ॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্ম ঋষি, রাজঋষি, অসুরঋষি সমূহ, এবং সর্ব্বগুণ যুক্ত মহর্ষি ও দেবঋষি প্রভৃতি তন্মধ্যে কঠিন তপোব্রত ও সমাধিযোগ প্রভাবে দেবর্ষিগণ অতি তেজস্বী, ইহাঁরা সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ, সন্তৃপ্তচিত্ত অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি হয়েন॥ ৬৭॥

খরোষ্ট্রমহিষা কাশ গমাশ্ব শ্বশৃগালকাঃ।
গোজাবয়োশ্চ মার্জ্জারা দৈতেয়াশ্চৈবদানবাঃ॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, পক্ষী, অশ্ব, কুক্কুর, শৃগাল, এবং গো, মেষ, ছগল, বিড়াল, ও দৈত্য দানবাদি অনেক প্রজার উৎপত্তি হয়। ৬৮।

তান্‌বক্ষে গণতোবিপ্রাঃ সংক্ষেপাত্তন্নিবোধতঃ।
অভ্রোষট্‌বজ্রিণোদিত্যাং আদিত্যাদ্বাদশাত্মকাঃ॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। হে বিপ্রগণেরা! শ্রবণ কর, তাঁহাদিগের গণ সংক্ষেপে কহিতেছি। অদিতি গর্ব্ভে অষ্টাদশাত্মা বজ্রধর ইন্দ্র আর দ্বাদশাত্মা সূর্য্যের আবির্ভাব হয়॥ ৬৯॥

বসবোষ্টৌ যমাষ্টৌষট্‌ গ্রহনক্ষত্রভূষিতাঃ।
এতেসর্ব্বে মহাসত্বাঃ মহৌজো বলশালিনঃ॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। অষ্টবসু, চতুর্দ্দশযম, নবগ্রহ এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ইহারা সকলে মহাযশস্বী মহৎজীব, মহাতেজস্বী ও মহাবলশালী হন॥ ৭০॥

নানা বর্ণবতঃ সর্ব্বে নানা স্বর বিভূষণাঃ।
আসন্ সর্ব্বে মহাত্মানঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ॥ ৭৮॥

অস্যার্থঃ। এই সকল প্রজা বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট, এবং বিবিধ প্রকার স্বর ভূষিত, ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা এবং পৃথিবী পরিপালক হন্॥ ৭১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষিসংবাদে সৃষ্টি বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্ম-সপ্তঋষির সম্বাদে প্রলয়ানন্তর পুনঃ সৃষ্টি বর্ণন নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

অঙ্গিরাউবাচ।

পয়োজজন্মনে তুভ্যং নমোস্তু পঙ্কজাসন।
পাথোজাস্যায়তে নাথ এতন্নৈব সুরোত্তম॥ ১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীপদ্মযোনি ব্রহ্মার বদনকমল বিগলিত মধুরাক্ষর শ্রবণে হর্ষমনা হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে পুনর্নিবেদন করিতেছেন। হে পয়োজন্মজন! অর্থাৎ পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে পদ্মাসন! পদ্মানন! হে নাথ! তোমাকে ভূয়ো নমস্কার করি। আপনি যে সকল তত্ত্বাখ্যান কহিলেন। হে সুরোত্তম! ইহা আমাদিগের প্রশ্ন নহে॥ ১॥

প্রশ্নস্য কৃতপূর্ব্বস্য হরিস্তেপে তপঃ কথং।
অত্রোত্তর পদং নৈব লব্ধং তে সুরপূজিত॥ ২॥

অস্যার্থঃ। হে দেবপূজিত ব্রহ্মন্! আমাদিগের পূর্ব্বকৃতপ্রশ্নের এই অভিপ্রায় যে হরি কিনিমিত্ত কাহার তপস্যা করিয়াছিলেন। আপনি যাহা কহিলেন ইহাতে তৎ প্রশ্নের উত্তর বাক্য তোমাহইতে কিছুমাত্র লাভ করা হইল না॥ ২॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।

প্রসন্নারুণ পাথোজ বদনোব্জ সমুদ্ভবঃ।
হসন্নিব গিরং বিদ্বন্নাদদৌ প্রশ্ন পূর্ব্বকঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর লোমহর্ষণকে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরার বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্তপদ্মানন পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রসন্ন বদনে ঈষৎহাস্য করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

নতাবদুক্তং প্রশ্নস্য ভবিষ্যতি তবানঘ।
প্রসঙ্গাদুক্তমেতত্তু সংক্ষেপেণ ময়াধুনা॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে অনঘ! নিষ্কল্মষ অঙ্গিরা, এতাবৎ তব প্রশ্নের উত্তর করা হয় নাই। (ইহার প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর হইবে) অধুনা সংক্ষেপাক্ষরে প্রসঙ্গতঃ এই প্রলয়াদির আখ্যান কহিলাম এই মাত্র॥ ৪॥

তাৎপর্য্য। সৃষ্টি করণেচ্ছু ভগবান্ অশ্বত্থপত্রোপরি অধিষ্ঠান করতঃ পরমাত্মা প্রকৃতিকে প্রসন্ন করিবার কারণ তপস্যা করেন, তাহা শ্রবণ কর ইত্যাভাসঃ॥ ৪॥

তপঃ প্রতপতস্তস্য কালোবহুতরোগতঃ।
আবিরাসীত্তদা মায়া রাধা প্রকৃতিরুত্তমা॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! অশ্বপত্রোপরি অবস্থিত ভগবানের তপস্যায় অনেককাল গত হইয়া যায়। অনন্তর সর্ব্ব প্রকৃতির উত্তমা মহামায়া রাধা আবির্ভাব হয়েন॥ ৫॥

সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টা ভুজৈঃষড়্ভিঃসমন্বিতা॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। ছয়হস্ত সমন্বিতা সর্ব্ব প্রকৃতির উৎকৃষ্টা ভগবতী রাধা, যৎকর্ত্তৃক এইজগৎ সংমোহিত; নারায়ণের তপস্যায় সেই রাধা পরমকৃপাযুক্তা হইলেন। অর্থাৎ কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক দর্শন দিলেন॥ ৬॥

কোটি ভাস্কর সংকাশা স্বভাসা ভাসতী দিশঃ॥
রক্তমাল্যাম্বর ধরা রক্তগন্ধানু লেপনা॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। কোটি সূর্য্যেরন্যায় দীপ্তিমতী, স্বীয়অঙ্গ দীপ্তিতে দশদিককে দেদীপ্যমান করিলেন। রক্তবস্ত্র পরীধানা, রক্তমাল্য এবং রক্তগন্ধ চন্দনাদিতে অনুলিপ্ত গাত্রা॥

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূরমুকুট দ্যোতিতচ্ছবিঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ বদনা পঙ্কজাসনা॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। শ্রুতিমূলে রত্নকুণ্ডল, করযুগলে অঙ্গদ, ও কেয়ূর শোভিত, শিরোপরি রত্নমুকুটোজ্বল, সুপ্রসন্ন অরুণবর্ণকমল বদন, পদ্মাসনে অবস্থিতা ॥ ৮ ॥

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং কৃপাণং মুষলং মুনে।
বিভ্রতী পরিতো দেবৈ ব্রহ্মবিষ্ণু পুরোগমৈঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তৈস্তুতৈ দেবী ভক্তাভীপ্সিত দায়িনী ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! ছয়হস্তে ক্রমে অস্ত্রশস্ত্রাদি যথা শঙ্খ চক্র, গদা এবং শক্তি, কৃপাণ, মুষল এই ছয় অস্ত্রধারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণপরি বেষ্টিতাও তাহা দিগের কর্তৃক অপরিসীমগুণ বর্ণন রূপ স্তব দ্বারা সংস্তুতা, ঐরাধা ভক্ত দিগের অভিলষিত ফল প্রদায়িনী হয়েন। ১০।

তস্যাস্তু রোমকূপেষু বিদ্বন্ ব্রহ্মাণ্ড কোটয়ঃ।
অনন্তাঃ সহ বিষ্ণীশ ব্রহ্মাণঃ সহবাহনাঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। সেই মহাশক্তি রাধার প্রতিলোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড গণনায় অসংখ্যকোটি ব্রহ্মাণ্ড হয়। সেই প্রতিব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সহিত বিষ্ণুর অবস্থান ও সবাহন সদাশিবের এবং ব্রহ্মার অবস্থান হয় ॥ ১১ ॥

সধরাঃসহ পাতালাঃ সনাকাঃ স সুরাস্তথা ॥
দৃষ্ট্বা প্রাঞ্জলিনা বিপ্রা দণ্ডবৎ প্রণমাম চ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিপ্রগণেরা! পৃথিবী পাতাল স্বর্গ ও সমস্ত দেবাদি গণকে তল্লোমবিবরে অবলোকন করতঃ ভগবান নারায়ণ কৃতাঞ্জলি পুট হইয়া ঐ রাধাকে প্রণাম করিলেন ॥ ১২ ॥

মেঘ গম্ভরয়া বাচা স্ময়ন্তী জলজাননা।
বভাষে বাক্য মব্যগ্রা জগন্মোহন মোহিনী ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কমলবদনী, জগন্মোহনমোহিনী রাধা ঈষৎ হাস্যযুক্তা হইয়া স্পষ্টাক্ষর যুক্ত সুস্নিগ্ধ বাক্যে নারায়ণ কে কহিলেন ॥ ১৩ ॥

দেব্যুবাচ।

শৃণুবৎ সবচোমহ্যং হিতং তে করবাণ কিং।
রাধয়স্ব যথাতত্ত্বং ত্বং মাং পুরুষ সত্তম ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! হে পুরুষসত্তম! এক্ষণে আমি তোমার হিত কি করিব; তুমি আমার হিতকরবাক্য শ্রবণ কর? যথা তত্ত্বজ্ঞাতা হইয়া তুমি আমাকে আরাধনা করহ ॥ ১৪ ॥

ততস্তে সিদ্ধিকামস্য দৃঢ়া সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস। মদারাধন ফলে যে সিদ্ধি কামনা করিতেছ তোমার সেই সিদ্ধি সুদৃঢ়া প্রতিপন্না হইবে ॥ ১৫ ॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

কথং রাধ্যা ভবেন্মাত স্তপসা কেন বা মম।
কেনোপায়েন মে ব্রূহি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করং ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। এতৎ রাধাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেব প্রশ্ন করিতেছেন। হে মাতঃ! তুমি কি রূপ প্রকারে কোন্ তপস্যায় ও কোন্ উপায় দ্বারা আমার আরাধনীয়া হইবে! তাহা আমাকে বল, যদি ও তাহা অতি সুদুষ্কর হয় তথাপি আজ্ঞা কর ॥ ১৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

গুরোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্য মন্ত্রং ব্রহ্ম স যন্ত্রকং।
ধ্যানং মালা মাতৃকাখ্যং স সমাধিং সুরারিহন্ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে স্বরূপ উদেশ করিতেছেন। হে সুরারিহন্! গুরুর নিকট মন্ত্র, এবং ব্রহ্ম স্বরূপ যন্ত্র, ধ্যান ও মাতৃকাখ্য মালা প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রমনে উপাসনা কর ॥ ১৭ ॥

তেন রাধয় যত্নেন ক্ষিপ্রং মাং সমবাপ্স্যসি।
গুরুণাদত্ত মন্ত্রেণ মনঃ শুদ্ধি মবাপ্য চ ॥ ১৮ ॥
ক্ষিপ্রমারাধয়ন্ সিদ্ধো ভবিষ্যসি নসংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। সেই ধ্যান মন্ত্র যন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আরাধনা কর, তবে আমাকে অতিসত্বর প্রাপ্ত হইবে। গুরুদত্ত মন্ত্রদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধি হইলে আরাধনায় অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তস্মাদাদৌ গুরুঃ পূজ্যঃ পরব্রহ্মময়ো হি সঃ।
তৎপ্রসাদা দবাপ্যৈব দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। একারণ গুরু সর্ব্বাদৌ পূজ্য যে হেতু গুরু পরব্রহ্ম হয়েন। গুরুপ্রসাদে মন্ত্র সিদ্ধি হইলে দেহধারী মাত্রেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয় ॥ ২০ ॥

নমন্ত্রো গুরুণাদত্তো ন সপর্য্যা ন জাপনং।
গুরুপূজাং বিনা দেব নিষ্কলং সকলং স্মৃতং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেব! যে মন্ত্র গুরু প্রদান না করেন সে মন্ত্র মন্ত্র নয়, গুরু পূজা ব্যতীত দেবপূজা পুজা নয়, গুরুমন্ত্র জপ বিনা অন্যমন্ত্র জপ জপনয়, অতএব গুরুপূজা বিনা সকল কর্ম্মই নিষ্ফল জানিহ ॥ ২১ ॥

নৈব সিদ্ধি র্বিনা জাতু শত লক্ষ জপেন তু।
অপ্রসন্নোগুরু র্যস্য দেবর্ষি পিতৃ ভুসুরাঃ।
ন গৃহ্লীয়াৎ জলং পুষ্পং নৈবেদ্যাদি কদাচন ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। গুরু তুষ্টি বিনা শতলক্ষ মন্ত্রজপ করিলেও সিদ্ধি হয় না। যাহার প্রতি গুরু অপ্রসন্ন হন, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণ গণ তদ্দত্ত জল পুষ্প নৈবেদ্যাদি কদাচ গ্রহণ করেন না ॥ ২২ ॥

পিতৃ দেবর্ষি বিপ্রাগ্নি যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসাঃ।
গুরৌ প্রসন্নে কর্ত্তুং তে হ্যহিতং জাতু ন ক্ষমাঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। যাহার প্রতি গুরু প্রসন্ন থাকেন পিতৃ দেব ঋষি ও ব্রাহ্মণ গণ এবং অগ্নি আর যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্বগণ, তাহার অহিত সাধন করিতে ইহাঁরা সক্ষম হয়েন না ॥ ২৩ ॥

জপহোমার্চ্চনং সর্ব্বং সফলং গুরু তোষতঃ।
অনবাপ্য গুরোর্ম্মন্ত্রং যো মূঢ়ো দেবতাং যজেৎ।
স যাতি নিরয়ং ঘোরং দিব্য বর্ষা যুতা যুতং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। গুরু তুষ্টিতে জপ হোম পূজাদি সকল সফল হয়। গুরু হইতে মন্ত্রগ্রহণ না করিয়া যে ব্যক্তি দেবতার পূজাদি করে; সেই মূঢ় ব্যক্তির দেবমানে অযুত অযুত বৎসর ঘোরতর নরকে নিবাস হয় ॥ ২৪ ॥

মনসাপি ন কর্ত্তব্যা গুরুনিন্দাং সুরারিহন্।
গুরো রাজ্ঞাং প্রতীক্ষন্তে ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুর শত্রুহারিন্! মনেও গুরুনিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবত্রয় সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করেন, অর্থাৎ গুরুবাক্যের বশবর্ত্তী হন্ ॥ ২৫ ॥

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মন্ত্রে দেবার্চ্চনে দ্বিজাঃ।
যস্যনাস্তি মনঃ শুদ্ধিঃ স দেহী নিরয়ী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন, হে দ্বিজবরেরা! সেই মহা প্রকৃতি রাধা নারায়ণকে কহিয়াছেন। হে শ্রীপতে! গুরু কর্ত্তৃক

প্রদর্শিত পথে গমন করিতে এবং দেবপূজায় ও মন্ত্র জপনে যাহার যাহার মনঃশুদ্ধি না হয়, সেই সেই দেহধারিজন নারকী হয় ॥ ২৬॥

গুরুর্দ্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরোর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম পূজ্যো ধ্যেয় স্ততোগুরুঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুই দেবতা, গুরুই পরাৎপর ধর্ম্ম, গুরু নিষ্ঠাই পরম তপস্যা হয় এবং গুরুদেবই পরম ব্রহ্ম; একারণ গুরুই সকলের পূজ্য এবং ধ্যেয় হয়েন ॥ ২৭ ॥

গুরোঃ পরতরং নাস্তি পরাৎপর তরাবপি।
সর্ব্বং গুরুময়ং ধ্যেয়ং যন্ত্র মন্ত্রাদিক ঞ্চ যৎ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুহইতে পরতর বস্তু আর নাই। গুরুই পরাৎপর বস্তু হয়েন। মন্ত্র যন্ত্রাদি যে কিছু বিষয় আছে, সে সমুদায়ই গুরুময়, ইহা ধ্যান করিবেক ॥ ২৮ ॥

মনসা কর্ম্মণা বাচা গুরু তোষং সদাচরেৎ।
জ্যোতিরূপং পর ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। মনঃদ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা গুরু সন্তোষের সমাচরণ করিবে; শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম ব্রহ্ম গুরু ॥ ২৯ ॥

নির্গুণং নিষ্কলং শান্তং পরমানন্দদং সদা।
তোষয়েৎ সর্ব্বকার্য্যেষু প্রণতো নতুরোষয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুই নির্গুণ, শান্ত, নিষ্কল অর্থাৎ মায়াতীত পরমব্রহ্ম, পরামানন্দ প্রদ, অতএব সর্ব্বকার্য্যে প্রণত হইয়া গুরুকে তুষ্ট করিবে, কদাচ রুষ্ট করিবে না ॥ ৩০ ॥

রোষয়েৎ যো গুরু মূঢ়ো নিন্দাং বা কুরুতে চ যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং মন্বন্তর চতুষ্টয়ং ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। যে মূঢ় গুরুকে রুষ্টকরে, অথবা হেতুবাদে গুরুকে নিন্দা করে। সেই মূঢ় মন্বন্তর চতুষ্টয় কাল ঘোরতর নরকে পচ্যমান হয় ॥ ৩১ ॥

সমবাপ্য গুরোর্ম্মন্ত্রং বাগ্‌যতঃ সুসমাহিতঃ।
জপিত্বাদৌ গুরুং পূজ্য ততোদেবং যজেৎ সুধীঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। গুরু হইতে মন্ত্র সম্প্রাপ্ত হইয়া সুসমাহিত চিত্তে মৌনাবলম্বন পুর্ব্বক জপ করতঃ সুধীসাধক আদৌ গুরুপূজা করিয়া পশ্চাৎ ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবেক ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং গুরুং যদধিকং যজন্।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। যদি অধিকতর রূপে একান্তচিত্তে গুরুর অর্চ্চনা করে, তবে সিদ্ধিকাম ব্যক্তির পরমা সিদ্ধি লাভ হয়। একারণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন সহকারে গুরুর আরাধনা কর ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

কীদৃশোঽসৌ গুরুঃ পূজ্যঃ কথংবা কিং স্বরূপকঃ।
কুত্রতিষ্ঠতি কেনাথ তোষমেতি বদস্ব মে ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধার বদন গলিত উপদেশ বাক্য শ্রবণানন্তর নারায়ণ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন। হে দেবি। গুরু কি রূপ প্রকার পূজ্য হয়েন, তাঁহার স্বরূপতাই বা কি? তাঁহার অবস্থানই বা কোথা হয়, কি রূপ পরিচর্য্যায় তাহার তুষ্টি জন্মে, তাহা আমাকে আজ্ঞা করেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণুবিদ্বন্ যথাতত্ত্বং সাবধানোময়াধুনা।
প্রোচ্যমানং গুরোস্তত্ত্বং স মন্ত্রং সার্চ্চনংহরে ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবী রাধা তাঁহাকে কহিতেছেন। হে হরে! হে বিদ্বন্! তুমি সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ কর। আমি মন্ত্রপূজা সহিত গুরু তত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি ॥ ৩৫ ॥

গুরুর্হিদেবোভগবান পরমাত্মা সনাতনঃ।
তস্যধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সমাহিতমনাঃশৃণু ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বাসুদেব! সাক্ষাৎ সনাতন পরমাত্মা ভগবান ব্রহ্ম-রূপ গুরুদেব, আমি তাঁহার ধ্যান কহি তুমি সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

তুষারকুন্দশঙ্খেন্দু বরস্ফটিক সন্নিভং।
প্রসন্নোম্ভোরুহ প্রখ্য বদনং চারুহাসিতং ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। ইন্দু কুন্দ তুষার এবং শুদ্ধ স্ফটিক ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্র অথচ স্বচ্ছ অঙ্গকান্তি, প্রস্ফোটিত শ্বেত পদ্ম ন্যায় প্রসন্ন বদনার বিন্দ, এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত ॥ ৩৭ ॥

সুবাহ্বক্ষি কপোলভ্রূ লসদ্দন্তচ্ছদাধরং।
প্রসন্নারুণপাথোজ পাদদ্বন্দ বিরাজিতং ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। বরাভয়যুক্ত শোভন করদ্বয়, শোভন চক্ষু, শোভন

কপোলদেশ, সুচারু ভ্রূভঙ্গীযুক্ত, শোভনদন্ত ও অধরোষ্ঠ অতি সুন্দর, সুপ্রসন্ন রক্ত পদ্মের ন্যায় বিরাজিত পাদপদ্মদ্বয় ॥ ৩৮ ॥

কুণ্ডলোষ্ণীশ বিভ্রাজ দ্ধার কেয়ূরমণ্ডিতং।
শ্বেতস্রগ্ গন্ধবস্ত্রাদি ভূষিতং নির্গুণাত্মকং ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
দিশোবিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ তেজোরাশি মিবোল্বণং ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। কুণ্ডল ও মুকুট দ্বারা মস্তক ও গণ্ডযুগল সুদীপ্ত, আর হার কেয়ূরাদি আভরণ মণ্ডিত কলেবর। শ্বেত গন্ধ, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত মাল্য ভূষিত, নির্গুণাত্মক গুরুদেব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ স্বরূপ, শুদ্ধ ভক্তদিগের উপাসনার্থ অনুগ্রহ করিয়া বিগ্রহধারণ করেন, উল্বণ তেজোরাশি স্বরূপ, স্বকীয় তেজো দ্বারা দশ দিগকে নিরস্ত তিমিরা করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

জবাকুসুমসংকাশ পট্টাম্বরভৃতাচ্যুত।
ভাস্বৎ ভাস্বৎ সহস্রাভ রক্তমাল্যানুলেপয়া ॥ ৪১ ॥
ঈষদ্ধাস্যারুণাসাঢ্য চর্ব্বন্তাম্বূলরক্তয়া ॥
স্ব শক্ত্যালিঙ্গতং বাম পার্শ্বাসনকৃতাগুরুং ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে অচ্যুত! নিজাসনে অর্থাৎ শিরঃ সহস্রার পদ্মমধ্যে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা রক্তশক্তি, রক্ত পট্ট বস্ত্র পরিধানা, উদ্দীপ্ত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, রক্তমাল্য ভূষিতা ও রক্তানুলেপনে লিপ্ত গাত্রা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা, তাম্বূলচর্ব্বণাসক্তা অরুণ বর্ণাভ মুখারবিন্দ, বামপার্শ্বস্থা সেই স্বীয়া রক্তশক্তি কর্তৃক পদ্ম মৃণাল সদৃশ বাহুলতা দ্বারা আলিঙ্গত দেহ গুরুদেব হয়েন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

মন্ত্রীঐং গুরুবেতুভ্যং নমইত্যন্তমন্ত্রতঃ।
পূজয়েদ্ভক্তিপূতেন স্বান্তোনানন্যগামিনা ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেব! সাধক ব্যক্তি (ঐংগুরবেতুভ্যং নমঃ) এই মন্ত্রে অনন্যমনা হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে গুরুদেবকে পূজা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

ইমং মন্ত্রং জপন্ মন্ত্রী স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ।
কবচঞ্চ মহাবাহো সর্ব্বসিদ্ধিকরংজপেৎ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে মহাবাহো! হে অচ্যুত! এই মন্ত্রজপ পূর্ব্বক সাধক গুরু স্তোত্র পাঠ করিবে, আর সর্ব্বসিদ্ধি কর গুরুর কবচ জপ করিবেক ॥ ৪৪ ॥

পূজাক্রমং ততোবক্ষ্যে তবস্নেহাদুরুক্রম।
প্রাতরুত্থায় শিরসি ধ্যায়েচ্ছশিকলাধরং॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। হে উরুক্রম নারায়ণ! তব প্রতি আমার স্নেহ আছে, এহেতু গুরু পূজাক্রম অনন্তর তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান করতঃ চন্দ্রকলা মণ্ডিত ললাট দেশ শ্রীমৎ গুরুকে স্বশিরসি ধ্যান করিবে॥ ৪৫॥

শুক্লাব্জে দ্বাদশার্ণেতু স শক্তিংপ্রস্মিতাননং।
পূর্ব্বোক্ত ধ্যানেন ধ্যাত্বা প্রাতঃকৃত্যং চরেৎসুধীঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। শিরস্থিত শুক্লবর্ণ সহস্রদল কমলাভ্যন্তরে দ্বাদশদলে শক্তি সহিত ঈষৎ স্মেরানন গুরুকে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানে চিন্তা করিয়া অনন্তর সুধী সাধক প্রাতঃকৃত্যাদির সমাচরণ করিবেক॥ ৪৬॥

স্নাত্বাতু বিমলে তোয়ে বিভ্রৎধৌতে চ বাসসী।
বৃষ্যাদাবুপবিশ্যাদৌ গুরুপূজাং চরেৎসুধীঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর নির্ম্মল জলে স্নান করতঃ সুধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান পূর্ব্বক যথোক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুবুদ্ধি সাধক আদৌ গুরু পূজা করিবেক॥ ৪৭॥

পঠিত্বা স্তোত্র কবচং ইষ্টদেবংযজেত্ততঃ॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। যথা বিধি গুরু পূজা সমাপনান্তে স্তব কবচ পাঠ করিয়া অনন্তর ইষ্ট দেবতার পূজা করিবেক। এই অনুষ্ঠান সম্যক্ স্নেহ পূর্ব্বক তোমাকে কহিলাম॥ ৪৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অম্বতেম্বুজসংকাশ পাদদ্বন্দং নমাম্যহং।
অনুগ্রহাত্তে প্রব্রূহি সর্ব্বসিদ্ধিযুতোভবেৎ॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। দেবীবাক্য শ্রবণানন্তর ভগবান পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি-লেন। হে দেবি! হে মাতঃ! প্রফুল্ল কমল সদৃশ তোমার পাদ পদ্মদ্বয়ে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি, তোমার অনুগ্রহে যাহাতে সর্ব্ব সিদ্ধি যুক্ত হইতে পারি কৃপা করিয়া এমত উপদেশ বাক্য বলেন॥ ৪৯॥

অথ শ্রীগুরুস্তব।

শ্রীদেব্যুবাচ।

অতিগুহ্যং মহৎপুণ্যং ত্রিকালকল্মষাপহং।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং স্তোত্রং ন দেয়ং যস্য কস্য চিৎ॥ ৫০॥

বিশেষতোঃ দাম্ভিকায় পরহিংসারতায়চ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবী রাধা কহিতেছেন। হে দেব! অতি গোপনীয় গুরু স্তোত্র, মহৎ পুণ্য স্বরূপ, ত্রিকাল জনিত কলুষ হারক ও সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক, ইহা যাহাকে তাহাকে কদাচিৎ দেয় নহে। বিশেষতঃ দাম্ভিক এবং পরহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই দেওয়া যাইতে পারে না। (আমি তোমাকে সেই গুরু স্তোত্র কহি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর) ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

নমোস্তু পাথোরুহ পাদ যুগ্মে জ্ঞানান্ধকারাণি সহস্রভানো।
তত্ত্বাববোধাব্জ সহস্রভানবে নমোস্তুতে দীপমহৌজসে সদ্গুরো ॥ ৫২।

অস্যার্থঃ। হে গুরো! তুমি অজ্ঞানান্ধকার নিবারক সহস্রকর স্বরূপ! তব পাদপদ্ম যুগলে আমি নমস্কার করি। তুমি তত্ত্ববোধকমল প্রকাশক সহস্রভানু, তুমি উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ মহাতেজস্বী; হে গুরো তোমাকে পুনর্নমস্কার করি ॥ ৫২॥

ব্রহ্মপ্রদালালস মানসার্ণব প্রোৎফুল্ল পঙ্কেরুহ দন্তপঙ্ক্তয়ে।
কিরীটহারাঙ্গদ কুণ্ডলোল্লস দ্বপুষ্মতে তে সুর পূজ্যপাদ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মপ্রদ! করুণা সাগর! উৎফুল্ল পদ্মানন. মনোহর দশন পঙ্ক্তি বিরাজিত, এবং কিরীট, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডল ভূষণে তোমার উদ্দীপ্ত কলেবর, দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত পাদপদ্ম। এবম্ভূত তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ইত্যনুবৃত্তি ॥ ৫৩॥

শঙ্খেন্দুভাস প্রতিমান ভাসয়া।
দিশোন্ধকারং তিরয়ন্তমোনুদে।
সহস্রভানু প্রতিভানুমানিত।
তৎপাদপাথোজ বরায় নাথ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! শঙ্খ এবং চন্দ্র প্রতিম তোমার অঙ্গকান্তি সকল- দিকের অন্ধকারকে তিরস্কৃত করিয়াছে, অতএব তুমি সম্যক্ তমো নিবারক, তুমি সহস্রাদিত্য সমদীপ্যমান, সর্ব্বারাধ্য তব চরণ কমলবরে আমি নমস্কার করি ॥ ৫৪ ॥

ন মামিতুভ্যং নমনীয়পাদ।
সরোরুহদ্বন্দ্ব গুরোপ্রসীদ।
ভক্তেশ ভক্তেষ্ট বিতারলালস।
স্বান্তপ্রভো দীনদয়াপরায় তে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে গুরো! তব নমনীয় পাদপদ্মযুগল, তোমাকে প্রণাম

করি প্রসন্ন হও। তুমি ভক্তের ঈশ্বর, ভক্তের মনোভিলাষ বিতরণ কর্ত্তা, তুমি দীনের প্রতি দয়া পরায়ণ, হৃদয়ান্ধকার নাশক, হে প্রভো ! তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৫৫ ॥

দেবর্ষিরাজর্ষি শ্রুতর্ষিসিদ্ধ।
মহর্ষি বিপ্রর্ষিগণৌঘ পূজ্য।
সরোজ সঙ্কাশ পদাম্বুজায় তে।
নমস্ততেগুহ্য গুণৌঘযুক্ত ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। দেবর্ষি, রাজর্ষি শ্রুতর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্য ! হে গোপনীয় গুণ সমূহ যুক্ত ! প্রফুল্ল সরসিরুহ সংকাশ তোমার চরণকমলে আমি প্রণাম করি ॥ ৫৬ ॥

দেবাপ্সরো যক্ষ পিশাচ নাগ।
বিদ্যাধরাদিত্য মরুদ্গণৌঘৈঃ।
সমীড্য পাদব্জ বর প্রসীদতাং।
স্বান্তান্ধকার প্রতি নাশনো ভবান্ ॥ ৫৭।

অস্যার্থঃ। দেবগণ অপ্সর যক্ষ পিশাচ নাগ বিদ্যাধর আদিত্য ও মরুৎ গণ কর্ত্তৃক স্তবনীয় তোমার পাদারবিন্দ যুগল, তুমি হৃদয়ান্ধকার নাশন, হে প্রভো ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৫৭ ॥

স্ফুটজ্জবারক্ত তয়া দিগন্তরং।
প্রকাশয়ন্ত্যা তনুভান ভাসয়া।
নাথ স্বশক্ত্যা পরিলিঙ্গ্য মান।
শরীরতে পাদ যুগং নমামি ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো। প্রস্ফুটিত জবাপুষ্পের ন্যায় ভবশক্তি রক্ত বর্ণা, তাহাতে তিনি স্বীয় অঙ্গ কান্তি দ্বারা দিগন্তরকে প্রকাশী কৃত করিতেছেন, হে নাথ ! সেই শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত তব কলেবর, অতএব তোমার পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রাণাম করি ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মপ্রদায় মপবর্গ্যবর্য্য।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণীন্দ্র কুবের মুখ্যৈঃ।
নতাঙ্ঘ্রি যুগ্মায় প্রসন্নপাথো।
জনাঙ্ঘ্রি যুগ্মায় নামামিতুভ্যং ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বর্য্য ! সর্ব্বপূজ্য তুমি কৈবল্য স্বরূপ। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু ইন্দ্র কুবেরাদি প্রমুখ দেবগণেরা তোমার পাদপদ্ম যুগলে অবনত, প্রসন্নপয়োজতুল্য তোমার চরণ দ্বয়, হে নাথ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৫৯ ॥

গুণাতীতায় গুণিনে গুণগ্রাম প্রদায় চ।
সচ্চিদ্রূপায় শান্তায় পরমানন্দদায়িনে ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। গুণাতীত অথচ গুণরূপ, এবং ভক্তের গুণ সঙ্কুলপ্রদ, চিৎ স্বরূপ, শান্তরূপ পরমানন্দপ্রদাতা গুরু, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬০ ॥

যোগেশ যোগগম্যায় নিষ্কলা অক্রিয়ায় তে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় বেদাম্ভোরুহ ভানবে ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। হে যোগেশ! তুমি যোগ গম্য নিষ্কল আত্মক্রিয় আত্মা-রাম, প্রফুল্লকমল নয়ন, বেদস্বরূপ পদ্মের দিবাকর, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥

নমোজ্ঞানান্ধকারায় জ্ঞানপাথোজ ভানবে।
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতি হাস বেদান্ত বেদকৈঃ।
মীমাংসাগমমুখ্যৈশ্চ কথিতাত্মগুণায় তে ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। অজ্ঞান রূপ অন্ধকার নাশন জ্ঞানপদ্মের ভাস্কর স্বরূপ, এবং শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ বেদান্ত আগম পুরাণ ইতিহাস, ও মীমাংসাদিতে তোমারই আত্মগুণ প্রকথিত; অতএব, হে গুরো! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥

যৎপ্রসাদাল্লভন্ ব্রহ্ম সদ্গতিং সম্মতিং রতিং।
বিকসৎ পদ্মবক্ত্রায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। যে গুরুর প্রসন্নতাতে বেদজ্ঞান, সদ্গতি, ও সৎমতি এবং ভগবানে শুদ্ধারতি লাভ করতঃ জীবকৃতার্থ হয়। সেই বিকসিত কমলানন শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৬৩ ॥

অজ্ঞান তিমিরধ্বংস ভানবে সচ্চিদাত্মনে।
জ্ঞানপাথোজ হংসায় জ্ঞানদায় পরাত্মনে ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে গুরো! তুমি ভানু স্বরূপ অজ্ঞানতিমির নাশক সচ্চিদাত্মা, জ্ঞানরূপ পদ্ম হংস, পরমাত্মা স্বরূপ, জ্ঞানদাতা তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৪ ॥

জ্ঞানবীজায় শুদ্ধায় সূক্ষ্মরূপায় তে নমঃ।
হিমকুন্দেন্দু শংখাভ নমস্তেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। জ্ঞানবীজ, অতিশুদ্ধ, সূক্ষ্মরূপ, তুহিনকর ও শংখকুন্দ ন্যায় ধবলবর্ণ, অনন্ত শক্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৬৫ ॥

নিত্যায় নিত্যবোধায় নিত্যজ্ঞান প্রদায়িনে।
নিত্যানিত্য প্রবোধায় নিত্যানিত্য গুণায় তে ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিত, নিত্যজ্ঞানপ্রদ, নিত্যবোধ স্বরূপ, এবং নিত্য ও অনিত্য উভয়াত্মকবোধ স্বরূপ, নিত্য ও অনিত্য উভয়গুণাত্মক পরমব্রহ্ম স্বরূপ গুরুকে নমস্কার করি ॥ ৬৬॥

সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বেশ্বর নমোস্তুতে॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬৭ ॥

ইদংস্তোত্রং মহাপুণ্যং পঠেদ্বা পাঠয়েদ্যদি।
অপার ভবনীরাব্ধি তরণং সুলভং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহাপুণ্যদায়ক এই গুরুস্তোত্র স্বয়ং পাঠ করিলে, কিম্বা অন্যদ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিলে, অপার ভব পারাবার পারহওয়া অতি সুলভ হয় ॥ ৬৮॥

বিদ্যাধন বিমোক্ষার্থী পুত্রার্থী সর্ব্বমালভেৎ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যা ধন পুত্র মোক্ষ এতৎ সর্ব্বাভিলাষী ব্যক্তিরা এইস্তব পাঠ কলে,তৎ তৎ চিন্তিত বিষয় সকল লাভকরে। অর্থাৎ গুরুস্তোত্র পাঠে বিদ্যার্থীর বিদ্যা, ধনার্থীর ধন, পুত্রার্থীর পুত্র, মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৬৯।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতি হাসাগম শতানি চ।
মীমাংস বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাণ্য পঠিতান্য পি ॥
কণ্ঠস্থানি ক্ষণাদেব পাঠাদস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত এবং আগমাদি শাস্ত্র সকল, অপঠিত হইলেও এই স্তবপাঠ ফলে ক্ষণমাত্রে সম্যক্ কণ্ঠস্থ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭০ ॥

করস্থা সিদ্ধয় স্তস্য হ্যনিমাদ্যষ্ট শক্তয়ঃ।
পঠনাৎ পাঠনাদ্বাপি শ্রবণাৎ শ্রাবণাদপি ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। এই গুরুস্তোত্র পঠনে বা পাঠনে, শ্রবণে অথবা শ্রবণ করাইলে সকল সিদ্ধি এবং অনিমাদি অষ্টশক্তি করতলস্থা হয় ॥ ৭১ ॥

প্রসাদাৎ সদ্গুরোর্নাত্র সংশয়ঃ কথিতং ময়া।
পুরাকল্পে কৃতমিদং ব্রহ্মণা মুদিতাত্মনা ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। সৎগুরুর প্রসন্নতাতে সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণ হয়, আমি তোমাকে নিশ্চিত কহিলাম ইহাতে সংশয় নাই। পূর্ব্ব কল্পে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া মুদিতাত্মা ব্রহ্মা এই রূপ গুরুকে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৭২॥

সৃষ্টেঃপ্রাগচ্যুত শ্রোত্র মলাজ্জাতৌ মহাসুরৌ।
দুরাসদৌ মহাঘোরৌ মহাবল পরাক্রমৌ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। সৃষ্টি প্রকাশের পূর্ব্বে একার্ণবশায়িভগবানবিষ্ণুর কর্ণমলে দুরাসদ, মহাবলপরাক্রান্ত অতিঘোররূপ মহান্ অসুরদ্বয় জন্মিয়াছিল ॥ ৭৩॥

মধুকৈটভ নামানৌ স্থিতা বেকার্ণবাম্ভসি;
ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাতৌ হৃতবন্তৌতরস্বিনৌ।
বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মুষিত্বাতৌ রসাতলং ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। মধু আর কৈটভ নামে দুইজন অসুর একার্ণব জলে থাকিয়া ব্রহ্মাকে মুগ্ধকরতঃ অতিসত্বর বেদাদি সকল শাস্ত্র অপহরণ করিয়া রসাতলে বাস করিয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

গতবন্তৌ হৃতজ্ঞানৌ হৃতশাস্ত্রাব্জভূরভূৎ।
মনসা চিন্তয়া মাস কি মেত দিতি বিহ্বলঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। বেদাদি জ্ঞানশাস্ত্র হরণ করিয়া ঐ দুইজনে গমন করিলে পর জ্ঞানশাস্ত্র হারাইয়া অব্জযোনি ব্রহ্মা অতিবিহ্বল হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন, হা? এ কি হইল ॥ ৭৫ ॥

স্তোত্রেণানেন তুষ্টাব গুরুং দেবর্ষি পুজিতং।
সন্তুষ্টোদাদব্জভুবে জ্ঞানং বেদ সমুদ্ভবং ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। তখন ব্রহ্মা দেবর্ষিগণ পূজিত গুরুদেবকে এই স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকৃত স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি বেদে হইতে উদ্ভূত যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্ব জ্ঞান ব্রহ্মাকে প্রদান করেন ॥ ৭৬ ॥

লব্ধজ্ঞানো জগৎ সর্ব্বং সসৃজে বিশ্বসৃক্‌বিভুঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। বিশ্বসৃক্ ব্রহ্মা গুরুদত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়া এই সচরাচর বিশ্বের সর্জ্জন করেন। অর্থাৎ গুরু প্রসন্ন না হইলে কিছুই সফল হয় না ইতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতিশ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
শ্রীগুরুস্তোত্রং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তঋষি সংবাদে শ্রীগুরুস্তব নাম তৃতীয় অধ্যায় সমাপনঃ ॥ ৩ ॥

অথ গুরুকবচ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রীগুরোঃ কবচং বিদ্ধি নৈশ্রেয়সকরংপরং।
যচ্ছ্রুত্বা পরমানন্দ নির্বৃত স্বান্তভাগ্ ভবেৎ॥ ১॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী রাধা বাসুদেবকে শ্রীগুরুর কবচ কহিতেছেন হে নারায়ণ! আমি তোমাকে গুরুর কবচ কহিতেছি, তুমি নিশ্চয় জানিবে, যে এই শ্রীগুরুর কবচ পরম মঙ্গলায়ন। যাহা শ্রবণ করিলে মন পরমানন্দযুক্ত হয় এবং সাধক মোক্ষ নির্বৃতি লাভ করে॥ ১॥

শ্রীগুরোঃ কবচং পুণ্যং সিদ্ধিকামস্য সিদ্ধিদং॥ ২॥

অস্যার্থঃ। এই শ্রীগুরুর কবচ অতিপবিত্র, সিদ্ধিকামব্যক্তির সিদ্ধি প্রদ হয়। অতএব এই সুপুণ্য কবচ তোমাকে কহিতেছি॥ ২॥

শ্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতঃ।
ঋষি র্ব্যাসো মহাতেজা দেবতা শ্রীগুরু র্মতা॥
সর্ব্বাভীষ্টস্য সিদ্ধ্যর্থং বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। শ্রীগুরুকবচের অনুষ্টুপ্‌ছন্দ, মহাতেজস্বী বেদব্যাসঋষি; দেবতা শ্রীগুরু, সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্তে, পাঠে বিনিযুক্ত হইবে॥ ৩॥

মস্তকং শ্রীগুরুঃ পাযা দ্ব্রহ্মদঃ পাতু লোচনে।
বক্ত্রমজ্ঞানতিমির ধ্বংসী পাতু সদন্তকং॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীগুরু মস্তক রক্ষা করুন্ ব্রহ্মপ্রদায়ী লোচনদ্বয়, আর অজ্ঞানতিমির নাশন দন্তসহিত বদনকে রক্ষা করুন্॥ ৪॥

কেশান্ পাতু সুরেশান পূজ্যো বক্ষো বতু স্বয়ং।
ভুজাববব্যাচ্ছকার স্তু রেফঃ পৃষ্ঠং সদাবতু॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। সুরেশ্বর পূজ্য কেশপাশকে, এবং বক্ষঃস্থলকে রক্ষা করুন্। ভুজদ্বয়কে (শকার) পৃষ্ঠদেশেকে (রকার) সর্ব্বদা রক্ষা করুন্॥ ৫॥

ঈকারঃ পাতু রোমাণি গকারো নাভিমণ্ডলং।
উকারঃ কটিদেশঞ্চ পাতু নিত্য মতন্দ্রিতঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। দীর্ঘ (ঈকার) সকল রোমরাজিকে। (গকার) নাভি মণ্ডলকে (উকার) কটিদেশকে অতন্দ্রিত নিত্য রক্ষা করুন্॥ ৬॥

উরূ পাতু রকারস্তু বে কারঃপাতু জঙ্ঘয়োঃ।
নকারোঽব্যাদ্গুল্‌ফয়ো স্তু মকারোঽব্যাদ্গুদং মম॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। (র কার) উরুদ্বয়, (বে কার) জঙ্ঘাদ্বয়, (ন কার) গুল্ফ দ্বয়, এবং (ম কার) গুহ্য দেশকে রক্ষা করুন্ ॥ ৭ ॥

অঙ্গুলীষু দ্বিবিন্দু র্মে নখ পংক্ত্যান্বিতাসু চ।
নমো গং গুরবে পাতু সর্ব্বাণ্যাঙ্গানি চৈব, হি ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। (দ্বিবিন্দু) অর্থাৎ বিসর্গঃ আমার নখ পঁক্তির সহিত সমস্ত অঙ্গুলীতে রক্ষা করুন্। এবং (গং গুরবে নমঃ) এই মন্ত্র সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করুন্ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বস্যাং ব্রহ্মদঃ পায়া দাগ্নেয্যাং জ্ঞানদো বিভুঃ।
যাম্য মজ্ঞান বিধ্বংসী নৈর্ঋত্যাং নেত্রদো বতু ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বদিগে ব্রহ্মদ, অগ্নিকোণে জ্ঞানদবিভু, দক্ষিণদিগে অজ্ঞান ধ্বংসী, নৈর্ঋতকোণে জ্ঞান চক্ষুপ্রদ গুরু রক্ষা করুন্ ॥ ৯ ॥

বারুণ্যাং পাতু ব্রহ্মাদি পূজ্য পূজ্যাঙ্ঘ্রিকঃ সদা।
বায়ব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রেশঃ কৌবের্য্যাঞ্চ দ্বিলোচনঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। পশ্চিমে ব্রহ্মাদির পূজ্য পূজ্যপাদ, বায়ুকোণে সর্ব্ব শাস্ত্রেশ্বর, উত্তরে দ্বিলোচন প্রভু রক্ষা করুন্ ॥ ১০ ॥

ঐশান্যাং পাতু কুন্দাভ ঊর্দ্ধং পাতু স্বশক্তিধৃক্।
অধঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বগঃপ্রভুঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। ঈশানকোণে কুন্দপুষ্পাভ গুরু, ঊর্দ্ধদেশে স্ব শক্তি-ধর, অধোভাগে পদ্মপলাশলোচন, আর সর্ব্বগত বিভু সর্ব্বত্র রক্ষা করুন্ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বপঃ পাতু তিষ্ঠন্তং শয়ানং সর্ব্বদ স্তথা।
করুণাবিষ্টহৃদয়ো ভুঞ্জানং পাতু মাং সদা ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বপালক গুরু দণ্ডায়মানকালে, সর্ব্বপ্রদ শয়নকালে, করুণাবিষ্ট হৃদয় ভোজনকালে আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বত্রং পাতু সর্ব্বেশো গচ্ছন্তং সুরপূজিতঃ।
ইত্যেবং সর্ব্বতোরক্ষাং বিধায় সিদ্ধিকামুকঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্রে, এবং গমনকালে দেব পূজিত শ্রীগুরুদেব আমাকে রক্ষা করুন্। এই কবচ পাঠপূর্ব্বক সিদ্ধিকাম সাধক সর্ব্বতঃপ্রকারে স্ব শরীরে গুরু নামে রক্ষা বিধান করিবেন ॥ ১৩ ॥

জপেন্মন্ত্রং ততো মন্ত্রী ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।
ক্ষিপ্রমেতি ধ্রুবাং সিদ্ধিং বিদ্বন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! অনন্তর সাধক বেদোদ্ভব অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র

জপ করিবেন। তাহাতে অতি শীঘ্র নিশ্চলা সিদ্ধি লাভ হইবে ইহার সংশয় মাত্র নাই॥ ১৪॥

ইতি গুরুকবচ সমাপ্তঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

বৎস বৎস নিবোধেদং সাধনান্তর মুত্তমং।
যদ্বিনা সিদ্ধিকামস্য নৈব সিদ্ধিঃপ্রজায়তে॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী আদর বাক্যে বৎস! বৎস! ইতি বার দ্বয়, সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন। অনন্তর উত্তম সাধনান্তর কহিতেছি শ্রবণ কর। সিদ্ধিকাম ব্যক্তির যাহা ব্যতীত কখন সিদ্ধি হয় না॥ ১৫॥

কুলাচারং বিনাদেব কল্পকোটিশতৈ রপি।
সিদ্ধিং ন লভতে মন্ত্রী স শক্তি র্দেবমর্চ্চনং॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। হে দেব! কুলাচার বিনা অর্থাৎ শক্তি সহিত দেবার্চ্চনা ব্যতীত শত কোটি কল্প মন্ত্র জপ করিলেও মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না॥ ১৬॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

অশক্তি শক্তিরূপাসি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ত্বাং বিনা শক্তয়ঃকাশ্চি ন্নমন্তি শক্তিবর্দ্ধিনি॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। হে শক্তিবর্দ্ধিনি দেবি! তুমি সর্ব্বশক্তি সংযুক্তা, অশক্তির শক্তিরূপা তুমি, তোমাভিন্ন অন্যা শক্তি সকলকে শক্তি বলিয়া কে মান্য করে অর্থাৎ সকল শক্তিই তোমাকে নমস্কার করেন॥ ১৭॥

প্রাণীনাং শক্তিভূতাসি সর্ব্বেষাং মমচেশ্বরি।
কুলাচারং ময়াসার্দ্ধং কুরুত্বং বরবর্ণিনি॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। হে ঈশ্বরি! সমস্ত প্রাণিদিগের শক্তিরূপা তুমি, এবং আমারও শক্তিভূতা হও। অতএব হে বর বর্ণিনি! তুমি আমার সহিত কুলাচার করহ॥ ১৮॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মদঙ্গজ দুরাচার পুংশ্চলী বদ্বতোহথ মাং।
জাতুতে মানসংতুষ্টিং প্রযাস্যতি দুরাত্মবান্॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। রে দুরাচার! তুমি আমার অঙ্গ হইতে জন্মিয়া আমাকে

পুংশ্চলীর ন্যায় বাক্য কহিলে, অতএব তুমি দুরাত্মা তোমার মানুষ জন্মে মানস সিদ্ধি ও তুষ্টি পুংশ্চলী ভাবেতেই সম্পন্ন হইবে ।। ১৯ ।।

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

পুংশ্চলীতি ন মিথ্যেদং বচনং ত্বয়ি সুন্দরি।
দ্বৌত্রীন্ পঞ্চ ষট্ সপ্ত দশ বিংশতি মেব বা ।।
পুংশ্চলী ভজতে পুংস স্তুঞ্চ সর্ব্বং জগত্ত্রয়ং ।। ২০ ।।

অস্যার্থঃ। দেবীর অভিশপ্ত বাক্যের প্রতি বাসুদেব উত্তর করিলেন হে দেবি! হে সুন্দরি! পুংশ্চলী শব্দ তোমাতে প্রয়োগকরা মিথ্যা বাক্য নহে।যে হেতু দুই, তিন, পঞ্চ, ষষ্ঠ সপ্ত এবং দশ ও বিংশতি পুরুষকে ভজনা করিলে যুবতিকে পুংশ্চলী বলে। কিন্তু তুমি জগত্রয়ে সকল পুরুষকেই শক্তিরূপে ভজনা কর ।। ২০ ।।

তথ্য মেতদ্বচো মেত্বং শ্রুত্বা শপ্তবতী চ মাং।
অধমেতে ময়ূরাণাং যৌনৌ জন্ম ভবিষ্যতি ।। ২১ ।।

অস্যার্থঃ। আমার যথার্থ তথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যেমন তুমি অভিশপ্ত করিলে, তেমন তুমিও অধম ময়র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে ।। ২১ ।।

দেব্যুবাচ।

শৃণু মদ্বচনং দেব তথ্য মেব ভবিষ্যতি।
মম্মার্গলোম্না তে সিদ্ধিঃশিরঃ স্থেন সুদুর্ম্মতে ।। ২২ ।।

অস্যার্থঃ। হে সুদুর্ম্মতে! অতঃপর আমার তথ্য বাক্য শ্রবণ কর, (আমাকে তদ্বাক্যে ময়ূর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে) কিন্তু আমার মার্গস্থিত পুচ্ছলোম তোমার মস্তকোপরি নিত্য স্থিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইবে ।। ২২ ।।

বাসুদেব উবাচ।

নাহং মন্ত্রভবো বিষ্ণু রীশানো বা সদাশিবঃ।
ভজিষ্যতে ত্বামধমে প্রাপ্স্যসে প্রাকৃতংনরং ।। ২৩ ।।

অস্যার্থঃ। হে অধমে! তোমাকে আমি, কি পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বা ঈশান সদাশিব, ভজনা করিবে না। প্রাকৃত মনুষ্যকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাকৃত নর 'তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া পতি হইবে।। ২৩।।

দেব্যুবাচ।

মদংশভুত যোষিদ্ভিঃ কুলাচারং করিষ্যসি।
ততঃ কতিপয়স্যান্তে কৃষ্ণ মাং ত্ব মুপৈষ্যসি॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে প্রসন্না হইয়া অনন্তর তাঁহাকে দেবী কহিলেন। হে কৃষ্ণ! আমার অংশ ভূতা স্ত্রীগণের সহিত তুমি কূলাচার করিবে। অনন্তর কতিপয় দিবসান্তে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে কিছুদিন মদংশ বনিতাগেণর সহিত কুলাচার করিয়া পশ্চাৎ নর দেহে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পাইবে॥ ২৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষী কৃষ্ণায় সহসা ত্যজৎ।
সদ্যোময়ূরিণী ভূত্বা বর্ষমেকং সুরেশ্বরী।
বিহায়সো ড্ডীয়মানা ক্ষণাদন্তরগাত্তদা॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে ঋষিবর' মহাদেবী এই কথা বলিয়া রোষভরে রক্তাক্ষী হইয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণমাত্র অন্তর্দ্ধান করিয়া ময়ূরী হইয়া এককর্ষ কাল আকাশ মার্গে উড্ডীয়মানা থাকিলেন॥ ২৫॥

অঙ্গিরাউবাচ।

অন্তর্হিতায়াং দেব্যাস্তু দেবো নারায়ণ স্তদা।
বসংস্তত্র কি মকরো ত্তপঃ স তপতাংবরঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থ। ব্রহ্মার কথা শ্রবণ করিয়া অঙ্গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্রহ্মন্! মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলে পরে তপস্বী শ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ, * তখন তথায় বসিয়া কি রূপ তপস্যা করিয়া ছিলেন তাহাবল॥ ২৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্মাত্র গলিতাং মালাং পঙ্কজস্য বরাংতদা।
অম্লান কমলাং পশ্য মুমোদ মধুসূদনঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ। যৎকালে দেবী অন্তর্হিতাহন্, তৎকালে তাঁহার গলদেশ হইতে অম্লান পঙ্কজমালা গলিত হইয়া পড়ে, তদ্দৃষ্টে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ বহুসহস্র পদ্ম গ্রথিতা মালা, অতিশয় মনোহারিণী হয়॥ ২৭॥

স্রজং গৃহীত্বা তাং তেষু পশ্যৎ শতসহস্রশঃ।
মৃগেন্দ্র ক্ষীণমধ্যাশ্চ মৃগশাবকলোচনাঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! ভগবান সেই পাঙ্কজীমালা গ্রহণ করতঃ দেখিলে, সেই মালাতে শতসহস্র প্রমদোত্তমা বরাঙ্গনা সকল উৎপন্না হইল। সকলেরই মৃগপতিসদৃশ মধ্যদেশ ক্ষীণতর, সকলেই মৃগশাবক নয়না ॥ ২৮ ॥

মৃদুমন্দ গতা প্রৌঢ়াঃ বিকসৎ পঙ্কজাননাঃ।
রক্তস্রগ্ গন্ধবস্ত্রাদি হার কেয়ূর ভূষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। সকলেই মৃদুমন্দগামিনী, প্রফুল্ল কমলবদনী, সুগন্ধ রক্ত চন্দনানুলেপনা, রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রভূষণা, ও হার, কেয়ূরাদি নানাভরণ মণ্ডিতা। ২৯ ॥

তরুণাদিত্য সঙ্কাশাঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথাঃ।
হাস্য লাস্য সুসৌন্দর্য্য লাবণ্য গতি বাক্যতঃ।
হরন্ত্য স্তা মনোয়ূনাং বিহরন্ত্যো যথেচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। সে সকলেই প্রাতরুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, সাক্ষাৎ মন্মথ মনমথনকারিণী। হাস্য ও নৃত্যাদি সৌন্দর্য্যাদিতে, এবং লাবণ্য ও গতি বিলাস ও সুললিত বাক্য বিন্যাসে যুবাপুরুষদিগের মনোহারিণী স্বেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্র বিহরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

তাশ্চসর্ব্বানবদ্যাঙ্গী বীক্ষ্যায়ত সুলোচনাঃ।
পাথোজনয়নো বাচ মা বভাষে সুরারিহা ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অনিন্দিতাঙ্গ সেই সকল সুদীর্ঘলোচনা প্রমদাগণকে, অবলোকন করিয়া অসুরসূদন কমললোচন বাসুদেব বলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ অতিহর্ষমান হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩১ ॥

কায়ূয়ং দেবগর্ব্ভাভা মোহয়ন্ত্যো মনাংসি নঃ।
কিঞ্চিকীর্ষথ বা ভদ্রা স্তম্মে বদত মা মৃষা ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। দেবকন্যার সদৃশ যথেচ্ছাবিহারিণী তোমরা কে? স্বীয় লাবণ্য দেখাইয়া আমারদিগের মনকে মোহযুক্ত করিতেছ। তোমরা সকলেই মঙ্গলরূপা, তোমাদিগের কি অভিলাষ, সত্য করিয়া বল মিথ্যা বলিও না ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

আহু স্তা মাধবং বীক্ষ্য বাণ বাণার্দ্দনার্দ্দিতং।
হংসগদ্গদয়া বাচা প্রসন্নাম্ভোরুহাননাঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণগণ! ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লকমলবদনা বামোরুগণেরা মাধবকে কামবাণে উন্মথিতচিত্ত অবলোকন করতঃ হংসের ন্যায় গদ্গদস্বরে কহিলেন ॥ ৩৩ ॥

আরাধয় গুরুং দেব পরমাত্মান মব্যয়ং।
প্রসন্নাত্মনুমাপ্স্যেব গুরোঃ সিদ্ধিপ্রদং হরে।
অতোঽস্মাভিঃ কুলাচারাৎ ক্ষিপ্রং সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেব! অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ গুরুকে আরাধনা কর। তিনি প্রসন্ন হইলে পরে তাঁহাহইতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র লাভ করতঃ, অনন্তর আমারদিগের সহিত কুলাচার সাধনে তুমি শীঘ্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তাসা মুদ্গীরিতাং বাচং নিশম্য মধুহা হরিঃ।
গুরু মারাধয়ামাস বিবিধান্নিয়মাং শ্চরন্ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মধুরিপু নারায়ণ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধিধ প্রকার নিয়মাচরণ পূর্ব্বক গুরুর আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

গতে বহু তিথে কালে প্রসন্নো গুরু রভ্যগাৎ।
কস্থ দ্বাদশ পাথোজাৎ পুরো দেবস্য নির্গতঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। তাঁহার আরাধনায় বহু দিবস কাল গত হইলে পর গুরু প্রসন্ন হইয়া শিরস্থিত সহস্রদলকমলাভ্যন্তরস্থ দ্বাদশদলপদ্মহইতে বহির্গত হইয়া ভগবান মাধবের পুরোভাগে সমাগত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রসন্ন বদনাম্ভোজঃ সশক্তি কমলাসনঃ।
তং বীক্ষ্যারাৎ সমুত্থায় প্রণিপত্য প্রহৃষ্টধীঃ ॥ ৩৭ ॥
তুষ্টাব বিবিধৈ স্তোত্রৈ র্গন্ধমাল্যাম্বরাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। শক্তিসহিত প্রসন্ন মুখারবিন্দ, কমলাসন গুরুদেবকে, অবলোকন করতঃ বাসুদেব স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া সহর্ষমনে

প্রণিপাতপূর্ব্বক বিবিধ স্তুতিবাক্যে এবং সুমহৎ মাল্যবস্ত্রাদি, প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

প্রসন্নারুণ পাথোজ বাহুভ্যাং পরিরভ্য সঃ।
গুরুঃ প্রসন্ন স্তং বাচ মুবাচ তপতাং বরাঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে তপতাং বরাঃ। অনন্তর গুরু প্রফুল্ল লোহিতপদ্মস্বরূপ করকমল দ্বয়ে বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রসন্নবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ।

বৎস তেহহং বরার্হস্য বরদো বরয় স্বতং।
বরংতেঽভিমতং শৌরে মত্তস্তুংতংদদে বরং ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! তুমি বরার্হ, তব সম্বন্ধে আমি বরদ হইয়াছি বর যাচ্ঞা করহ। তুমি অতি যোগ্যপাত্র আমার নিকট অভিমত যে বর প্রার্থনা করিবে, হে শৌরে। আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব। ৪০।

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

নমামিতে পদাম্ভোজ দ্বন্দ্বং দেহি মনুং মম।
যেনাহং নিস্পৃহঃশান্তো ভবেয়ং বাগ্যতঃশুচিঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুদেবের বদনগলিত প্রসন্ন বাক্য শ্রবণে হর্ষিতমনা হইয়া ভগবান্ এই প্রার্থনা করিলেন। হে নাথ! আমি তব চরণকমল যুগলে প্রণাম করি। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এমন মন্ত্র প্রদান করুন্ যাহাতে আমি শান্তমনা, বিগতস্পৃহ, বাগ্যত অর্থাৎ মৌনাবলম্বী ও শুদ্ধ-চিত্ত হইতে পারি ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কৃত্বা তস্য গুরুর্দীক্ষাং বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা।
পূজিত স্তেন হরিণা স্বধামপরমং যযৌ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। ঋষিগণকে ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে বৎসেরা! অনন্তর বিধিদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা গুরু তাঁহার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করতঃ বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া স্বীয় সেই পরমধামে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

কৃতকৃত্য যদাত্মানং মন্যমানাব্জলোচনঃ।
চিন্তয়া পরয়া বিষ্টঃ কৃতপস্যে পরমং তপঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। পদ্মলোচন হরি গুরুদেবের নিকট সিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র লাভ করতঃ আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। অনন্তর পরম চিন্তাতে আবিষ্ট হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে বসিয়া মন্ত্র সাধনানুকূল পরম তপস্যা করিব ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে গুরুপ্রসাদো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রাহ্মাণ্ডাখ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় আখ্যানে ব্রহ্ম সপ্ত ঋষি সংবাদে শ্রীগুরুর প্রসন্ন ভাব বর্ণন নামে চতুর্থ অধ্যায় সমাপন ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোধ্যায়।

অথ গোলোক বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।

গতে তু প্রলয়ে তস্মিন দেবদেব জনার্দ্দনঃ।
জগাম পরমং ধামং স্বকীয়ং পরমাদ্ভুতং ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন, প্রলয়াবসান হইলে পর দেবদেব ভগবান জনার্দ্দন, পরম অদ্ভুত গোলোকাখ্য স্বীয় পরমধামে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

শূন্যস্থিতং নিরাধারং ত্রিকোটিযোজনায়তং।
বায়ুনা ধার্য্যমানং হি ধ্রুবমেবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ গোলোক ধাম মণ্ডলাকৃতি, তিন কোটি যোজন আয়ত নিরবলম্ব শূন্যে ঈশ্বরেচ্ছায় বায়ুদ্বারা ধার্য্যমান হয় ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য। ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা ধ্যার্য্যমান পদে পরমাদ্যা ইচ্ছা শক্তি রাধা তৎকর্ত্তৃক ধার্য্য হইয়াছে। সেই পরমধামে ভগবান নিত্য ক্রীড়-মান আছেন।

রম্যংকামগমং দিব্যং সর্ব্বরত্ন সমাচিতং।
প্রাসাদৈঃ পরিখাভিশ্চ প্রাচীরৈঃ সুসমাবৃতং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। সেই মনোহর ধাম উজ্জ্বল শ্রীযুক্ত আর কামগম অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বাভিলষিত, সর্ব্ব রত্নে আচিত, অত্যুত্তম প্রাসাদ মণ্ডিত, পরিখা ও রত্নময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত হয় ॥ ৩ ॥

ইত্যর্থে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যার অনুকূলতা আছে। স্থাবর হইয়াও জঙ্গমত্ব সিদ্ধি ইহাতে মনুষ্য শরীরই প্রতিপন্ন হয়।

তোরণৈঃ শত সম্বাধৈ রত্ন মাণিক্য চিত্রিতৈঃ।
হস্ত্যশ্ব রথ পত্তি ক্ষৌঘ নানা শস্ত্রৈ রলঙ্কৃতং॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। মাণিক্যাদি রত্ন চিত্রিত শত শত গৃহভিত্তি এবং তোরণ দ্বারা পরিশোভিত, (তোরণ শব্দে ফটক ইতি) নানা অস্ত্র শস্ত্রে অলঙ্কৃত রথ সমূহ এবং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি সমবস্থিত আছে॥ ৪॥

ফল মূল জলাহারৈ র্বৃক্ষপর্ণাশনৈ রপি।
নিরাহারৈ র্বায়ুভক্ষৈ শ্চান্দ্রায়ণ পরৈঃস্তুতং॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে বৎসেরা ভগবৎ দর্শন লালসায় কত কত সাধুগণেরা ফল মূল জলাহার দ্বারা কেহবা শুদ্ধ বৃক্ষপত্রাহার দ্বারা, কেহ কেহ কেবল নিরাহারে, অন্যে চান্দ্রায়ণাদি ব্রত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন এবম্ভূত গোলোকধাম॥ ৫॥

বিষ্টভ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রৈস্থৈস্থি তৈরগ্নিসমপ্রভৈঃ।
ঊর্দ্ধপাদৈ রধস্কৈশ্চ জটা বল্কল ধারিভিঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। কত শত শত জটা বল্কলধারি অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট মহাত্মা ব্যক্তিরা তপোধর্ম্মে লগ্ন হইয়া পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ধরণী স্পর্শ করতঃ ঊর্দ্ধ বাহুতে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ কেহ অধঃশিরা ঊর্দ্ধ পাদে অবস্থান করিতেছেন॥ ৬॥

ব্রতৈঃ সংশুষ্কসর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রাণমাত্রাবশেষিতৈঃ।
পরে ব্রহ্মণি নির্লেপে যুক্ত স্বান্তমুদান্বিতৈঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। কত ব্যক্তি ব্রতধারণ দ্বারা সম্যক শুষ্ক কলেবর, [অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কেবল প্রাণমাত্র অবশেষ আছে, নির্লেপ নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব পরব্রহ্মে মনো যুক্ত করতঃ মুদান্বিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রসে মগ্ন রহিয়াছেন॥ ৭॥

আত্মারামৈ রবচ্ছন্নৈ রৌরবাজিনবাসসা।
পঠদ্ভিঃশ্রুতিসূক্তানি পাঠয়দ্ভিস্তথাপরৈঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। কত সাধক মৃগচর্ম্ম দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেহ সেই সকল আত্মারামেরা শ্রুতি সূক্তাদি পাঠ করিতেছেন, অন্যে পাঠ করাইতেছেন। ৮।

তুলসীমঞ্জরী দাম্না ছন্নৈ স্তিলকরাজিভিঃ।
নারায়ণপরৈঃ শান্তৈ স্তপো নির্দ্ধূতকল্মষৈঃ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। নারায়ণ পরায়ণ, তপো দ্বারা নির্ধূতপাতক শান্তগণ, এবং তুলসীমঞ্জরী মালাধারী এবং তিলক পরিশোভিত ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক পরিমণ্ডিত ধাম ॥ ৯ ॥

বেষ্টিতং মুনিভিঃসিদ্ধৈঃ পরিতো ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বেদেতিহাস মীমাংস পুরাণাগমবেদিভিঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। মুনিগণ, সিদ্ধগণ, ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, এবং বেদ, ইতিহাস পুরাণ, মীমাংসা ও আগমাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সমন্বিত ॥ ১০ ॥

পৃচ্ছদ্ভিঃ কথয়দ্ভিশ্চ শৃণ্বদ্ভি শ্চহরের্গুণান্।
গৃণদ্ভিঃ পুজয়দ্ভিশ্চ নারায়ণ মনাময়ং ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। হরি গুণানুবাদ শ্রবণশীল, এবং জিজ্ঞাসু, ও কথনশীল, ভগবৎ যশোগায়ক, নিষ্কল্মষ নারায়ণ পূজন পরায়ণ গণ কর্তৃক পরিসেবিত ॥ ১১ ॥

প্রত্যাহারপরৈঃ পূজা প্রাণায়ামৈঃ সধারণৈঃ।
নয়ন্তি র্দিবসান্ বিপ্রৈঃ ক্ষণাৎ ক্ষণমিবান্বিতং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। প্রত্যাহার 'পরায়ণ, পূজা, প্রাণায়াম, ধারণাযোগ বিশিষ্ট যোগবিৎ ব্রাহ্মণগণ যাহারা নিরত দিবসাদিকে ক্ষণবৎ অতিপাত করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ১২ ॥

সলাজ চন্দনৈঃ কুম্ভৈ র্মাল্য দধ্যক্ষতান্বিতৈঃ।
পুরিতৈঃ শীতলৈ স্তোয়ৈঃ কদলীফলপুগকৈঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। লাজা, চন্দন পুষ্প মাল্য, দধি, অক্ষত সমন্বিত, এবং নারিকেল ও গুবাক ফল সংযুক্ত ও শীতল সলিলে পরিপূর্ণ শত শত কুম্ভ, দ্বারা প্রতি দ্বার পরিশোভিত ॥ ১৩ ॥

নারিকেল ফল গ্রীবৈশ্চূত পল্লবরাজিতৈঃ।
শ্বেত রক্তা সিতা পীতো ড্ডীয়মানং পতাকিনং ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। সশীর্ষ নারিকেল ও আম্রপল্লবযুক্ত মঙ্গলকলস, এবং শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতাদি বর্ণ বিশিষ্ট উড্ডীয়মান পতাকা সমূহে সুশোভিত শিখর মন্দিরাদি সমন্বিত ॥ ১৪ ॥

শ্বেতচ্ছত্রা যুতৈশ্ছন্নং চামরব্যজনৈরপি।
রত্নসিংহাসনবরা যুতৈশ্চ পরিপূরিতং ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতি মন্দির অযুতাযুত শ্বেতচ্ছত্র শ্বেত চামরাদি ব্যজন সমন্বিত, অত্যুত্তম রত্ন সিংহাসনে পরিপূরিত গৃহাভ্যন্তর সুশোভিত। ১৫।

নানা মণিগণা কীর্ণ স্বর্ণবেদিস্বলঙ্কৃতং।
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গা গম পৌরাণনাদিতং ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। বিবিধ প্রকার মণিগণে আকীর্ণ, শোভনরূপে অলঙ্কৃত স্বুবর্ণ বেদি সকলে পরিশোভিত, এবং বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, আগম পুরাণাদি ধ্বনিতে প্রতিনাদিত ॥ ১৬ ॥

নীলকান্তৈঃ পদ্মরাগৈ রয়স্কান্তৈঃ সুভান্বিতৈঃ।
চন্দ্রকান্তৈঃ সূর্য্যকান্তৈ র্মণিভি র্দীপিতং দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাপ্রভৃতি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে দ্বিজ সকল' ঐ গোলকধামে গৃহ সকল, নীলকান্ত পদ্মরাগ অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি শোভন দীপ্তিমৎ মণিগণের দীপ্তিতে প্রদীপিত ॥ ১৭ ॥

সূতৈঃ পৌরগবৈ র্বন্দি স্তুতিপাঠক মাগধৈঃ।
সুস্বরৈ র্মধুরালাপৈঃ স্তুতিশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। স্তুতি শাস্ত্র নিপুণ সূত, পৌরগব, বন্দি ও মাগধ প্রভৃতি সুস্বরালাপি স্তুতি পাঠকগণ কর্ত্তৃক স্তোষ্যমৎ ॥ ১৮ ॥

মহার্হ শয্যাসন পান ভোজনৈঃ।
কিরীট হারাঙ্গদ কুণ্ডলোজ্জ্বলৈঃ ॥
সসিংহনাদৈ র্বর শস্ত্রধারিভিঃ।
র্বিরাজমানং রথযূথ কোটিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। নানা স্থানে মনোহর শয্যাসন যুক্ত, পান ভোজনপরিতৃপ্ত এবং কিরীট, হার, কুণ্ডল অঙ্গদাদি আভরণে উজ্জ্বল, ও অত্যুচ্চ সিংহনাদ ধ্বনিকৃৎ অস্ত্রধারি বর পুরুষগণ রথ যূথকোটির সহিত বিরাজমান ॥ ১৯ ॥

বিচিত্র মণিমাণিক্য হারহীরক চন্দনৈঃ।
মালাম্বর চিত্রবর্ণ নানা রত্নগণোজ্জ্বলৈঃ ॥ ২০ ॥
বেধসা নির্ম্মিতান্যাসন্ তোরণানি ত্রয়োদশঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। বিচিত্র মণি মাণিক্য এবং হীরম্মাল্য বস্ত্র চন্দনাদি ও এতদ্ভিন্ন আরো উজ্জ্বল বর রত্নগণ দ্বারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ত্রয়োদশ তোরণ। অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৃহদ্দ ত্রয়োদশ প্রধান দ্বারবিশিষ্ট হয় ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

অথ গোলোকের প্রথমদ্বার বিবরণ।

আদ্যেতু শস্ত্রকবচা বদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রকাঃ।
সশরাঃ সধনুষ্কাশ্চ খড়্গ মুদ্গর পট্টিশৈঃ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। ত্রয়োদশ দ্বারান্বিত গোলোকধামের প্রথম দ্বারে দ্বারপাল পুরুষেরা নানা অস্ত্র সমন্বিত; গোধাচর্ম্ম বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ যুক্ত, সকলেই শরচাপধারী, এবং তীক্ষ্ণতরবারি মুদ্গর পট্টিশ ধারী, তাহাদিগের দ্বারা পরিরক্ষিত ॥ ২২॥

পরশ্বধৈ স্তোমরৈশ্চ ভিন্দিপাল গদান্বিতাঃ।
পাশ নারাচ মুষল বৎসদন্ত সুতোমরৈঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। পরশু তোমর ভিন্দিপাল গদা পাশ নারাচ, মুষল মুদ্গর বৎসদন্তাখ্য তোমরাস্ত্র সমন্বিত॥ ২৩॥

সৌর গান্ধর্ব্ব পৈশাচ শূল শক্ত্যৃষ্টি পার্ব্বতৈঃ।
ঐন্দ্রাশনি পাশুপত কালচক্রৈঃ সুদর্শনৈঃ॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। অপর সূর্য্যাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচাস্ত্র সমন্বিত, এবং শূল, শক্তি, ঋষ্টি পার্ব্বতাস্ত্র যুক্ত, অপরে ইন্দ্রাস্ত্র, বজ্রাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, ও কাল চক্র সুদর্শনাস্ত্রধারী॥ ২৪॥

পার্জ্জন্যাগ্নেয় বায়ব্য সৌম্য বারুণ নাগকৈঃ।
অয়শ্চক্রৈঃ কালদণ্ডৈ রাসুরশ্চৈ তথোল্বণৈঃ।
রক্ষন্ত স্তৎ পুরং সর্ব্বে যথাস্থান মবস্থিতাঃ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। পর্জ্জন্যাস্ত্র, আগ্নেয়, বায়ব্য, কৌবের, বারুণ, নাগাস্ত্র এবং মহা উল্বণ তেজস্কর অয়শ্চক্র, কালদণ্ড, আসুরাস্ত্রধারি দ্বারিগণ সকলে যথা যোগ্যস্থানে সংস্থিত হইয়া পুরীদ্বার সকল রক্ষা করিতেছেন॥ ২৫॥

অথ দ্বিতীয়দ্বার বিবরণ।

নটাবৈতালিকাঃ সূতা গায়কাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।
মাগধা বাদকাঃ সর্ব্বে শিল্পিনোবন্দিনস্তথা।
কক্ষে দ্বিতীয়ে রক্ষন্ত স্তিষ্ঠন্তি মধুর স্বরাঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। নটগণ, বৈতালিক, মাগধ বন্দি প্রভৃতি স্তুতিপাঠক গণ, এবং সকল শিল্পকারগণ, ও বাদক আর সুমধুর স্বরবিশিষ্ট গায়ক গণ দ্বাররক্ষার্থে দ্বিতীয় কক্ষদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ২৬॥

অথ তৃতীয় কক্ষদ্বার বিবরণ।

তৃতীয়ে গোপবালাভা বালক্রীড়ন তৎপরাঃ।
সুকুমারা বয়স্যাস্তে কৃষ্ণস্যেব মহাত্মনঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ। তৃতীয়দ্বারে দীপ্তিমানদেহ গোপবালক সকল বাল্যক্রীড়া তৎপর হইয়া দ্বাররক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা অতিসুকুমার দেহ অতি রূপ বান্ এবং শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ মহাত্মা ও তাঁহার বয়স্য অর্থাৎসখা হয়েন॥ ২৭

তেষাং নামানি বিদ্বাংসঃ কীর্ত্ত্যমানানি মে শৃণু'
যথা স্মৃতি যথাজ্ঞানং যথাজ্ঞাতং বদামি বঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ। জগদ্বিধাতা ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে বিদ্বানেরা' তৃতীয় দ্বারস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের নাম আমার যথা-জ্ঞান, যথাস্মৃতি, এবং যাহা জ্ঞাত আছি তাহা তোমাদিগকে কহি, অতএব মৎ কর্ত্তৃক কথিত সেই সকল নাম তোমরা শ্রবণ করহ॥ ২৮॥

শ্রীদামা সুবলশ্চৈব বসুদামা সুদামকঃ।
বৃকাননো মহাস্যশ্চ বৃহল্লোমা সুনাসিকঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ। শ্রীদাম, সুবল, বসুদাম, সুদাম, বৃকানন, মহাস্য, বৃহল্লোম এবং সুনাসিক॥ ২৯॥

লালসঃ সুপ্রভ স্তোককৃষ্ণকো লোললোচনঃ।
কৃষ্ণাক্ষো মাল্যবান্ ঘোরো দীর্ঘচক্ষু র্মৃগাননঃ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ। অপর লালস, সুপ্রভ, তোককৃষ্ণ, লোললোচন, কৃষ্ণনেত্র, মাল্যবান্, ঘোরাক্ষ, দীর্ঘনেত্র এবং মৃগবদন॥ ৩০॥

বিরোচনো দীর্ঘবাহুঃ সুবাহুঃ শুভ্ররোমকঃ॥
মৃদুবাঙ্ মধুবাক্ শঙ্কো বাচালো মুখরো জয়ঃ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ। বিরোচন, দীর্ঘাবাহু, সুবাহু, শুভ্ররোমা, মৃদুবাক্, মধুর-বাক্, শঙ্কু, বাচাল, মুখর এবং জয়॥ ৩১॥

দুর্জয়ো বিজয়ো জন্ত প্রিয়বাদী প্রিয়াসনঃ।
সত্যবাক্ সত্যসন্ধশ্চ দ্বোবারিক বলেশ্বরৌ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ। এবং দুর্জ্জয়, বিজয়, জন্ত, প্রিয়বাক্, প্রিয়াসন, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, দ্বোবারিক, আরবলেশ্বর॥ ৩২॥

গূঢ় বুদ্ধির্ব্রজো ধৌম্যঃ প্রিয়কৃষ্ণঃ প্রিয়ম্বদঃ।
গূঢ় ক্রোধো মহাদেবঃ সুক্রীড়ঃ ক্রীড়নপ্রিয়ঃ॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ। গূঢ়বুদ্ধি, ব্রজ, ধৌম্য, প্রিয়কৃষ্ণ, প্রিয়ম্বদ, গুপ্তক্রোধ, মহাদীপ্তিমান্, সুক্রীড় আর ক্রীড়াপ্রিয় ॥ ৩৩ ॥

অধরো রামভদ্রশ্চ পারিপাত্রঃ সুভাঙ্গদঃ।
সুশীলঃ সত্যবাক্ সত্যধর্ম্মো দামোদরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। অধর, রামভদ্র, পারিপাত্র সুভাঙ্গদ, সুশীল, সত্যবাক্ সত্যধর্ম্ম, এবং দামোদরপ্রিয় ॥ ৩৪ ॥

ঘর্ম্মাচিত স্নিগ্ধবাক্যো হরিদাসো নবঃশকঃ।
ভক্তো ভজনকামশ্চ সূক্ষ্মদৃক্ সুন্দরঃ সদঃ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। ঘর্ম্মাচিত, স্নিগ্ধবচন, হরিদাস, নব, শক। ভক্ত, ভজন কাম ও সূক্ষ্মদর্শন, সুন্দর এবং সদঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্যদেবো বিশালাক্ষো বিষতীক্ষ্ণো রগোদরঃ।
সুদেবঃ সত্যবর্ম্মাচ বসুসেনঃ সুসেনকঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। অন্যদেব, বিশালাক্ষ, বিষতীক্ষ্ণ, রগোদর, সুদেব, সত্য-বর্ম্মা, আর বসুসেন এবং সুসেন ॥ ৩৬ ॥

সুকর্ম্মা সত্যদেবশ্চ সুন্দরাক্ষঃ সুভদ্রজিৎ।
পারিভদ্রঃ সুধর্ম্মাচ শূরসেনঃ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। সুকর্ম্মা, সত্যদেব, সুন্দরাক্ষ ও সুভদ্রজিৎ। আর পারি-ভদ্র, সুধর্ম্মা শূরসেন, এবং সুরপ্রিয় ॥ ৩৭ ॥

এতেচান্যে চ বহবো নারায়ণপরায়ণাঃ।
বেণুবেত্র বিষাণাজ্ঞা সিদণ্ড পরিঘায়ুধাঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। এই সকল গোপবালক, অন্য আরো বহুসংখ্যক নারা-য়ণ পরায়ণ বালক সকল, কেহ বেণুকর, কেহ বেত্রধারী, কেহবা শৃঙ্গ পাণি, কাহার হস্তে উৎফুল্ল পদ্ম, অপরে অসি দণ্ড পরিঘ প্রভৃতি বহুতর অস্ত্র শস্ত্রধারী তৃতীয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

দর্শনার্থং মধুরিপো হরিণা ক্রীড়নোৎসুকাঃ।
তৈঃসার্দ্ধং ক্রীড়তেনিত্যং বালবন্মধুসূদনঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল কৃষ্ণবয়স্য গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাল্য ক্রীড়া করণে উৎসুক হইয়া মধুসূদনের সন্দর্শন জন্য অবস্থিতি করিতে-ছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিত্য তাঁহাদিগের সহিত বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

গবা শতসহস্রাণি পালয়ন্ গোপবালবৎ।
পুপাম্ব ফলমূলানি দধিক্ষীর ঘৃতানি চ ॥

পক্বান্ন নবনীতানি মিষ্টানি বিবিধানি চ।
ভুঙ্‌ক্তেচ সহতৈ র্নিত্যং ভগবান্ ভূর্য্যনুগ্রহঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিবরেরা! ভগবান্ ভূরি অনুগ্রহপর, বালকের ন্যায় প্রত্যহ শত শত সহস্র সহস্র গোচারণ করিয়া থাকেন। এবং আক্রীড়মান সকল গোপবালকের সহিত পিষ্টক অন্ন ও বিবিধ ফল মূলাদি, আর দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি, এবং পক্বান্ন ও বিবিধ প্রকার মিষ্ট দ্রব্যাদি নিত্য ভোজন করেন ॥ ৪০ ॥

অথ চতুর্থ দ্বার বিবরণ।

চতুর্থে বারযোষাশ্চ নৃত্যগীত পরায়ণাঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা শ্রবণ কর। চতুর্থ দ্বারে বারবধূগণেরা অর্থাৎ নৃত্যগীতকুশলা গণিকাগণেরা শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অথ পঞ্চম দ্বার বিবরণ।

পঞ্চমে বেত্রপাণী দ্বৌ জয়োবিজয় এব চ।
পার্শ্বদৌ পার্শ্বদাং শ্রেষ্ঠৌ গণেশৌ দ্বারপালকৌ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। পার্শ্বদ শ্রেষ্ঠ জয় ও বিজয় নামে ভগবৎ পার্শ্বদ সকল দ্বারপালগণের অধিপতি ঐ দুই জনে বেত্রপাণি হইয়া পঞ্চম দ্বার রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

ষষ্ঠেস্থিতা গোপবেশ ধারিণঃ পার্শ্বদোত্তমাঃ।
সর্ব্বে রাজর্ষয়শ্চৈব অম্বরীষ পুরোগমাঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। গোলোক প্রাপ্ত গোপবেশধারী ভগবৎ পার্শ্বদোত্তম অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষি সকল ষষ্ঠদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

অথ সপ্তম দ্বার বিবরণ।

সপ্তমে মুনয়ঃ সর্ব্বে নিস্পৃহাঃ শান্তমানসাঃ।
পিবন্তস্তদ্‌গুণাম্ভোজ গলিতং মকরন্দকং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। শান্ত মানস মুনিগণ সকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ সরোজ গলিত মকরন্দ পানে পরিতৃপ্ত, বিষয় স্পৃহা শূন্য ইহাঁরাও সপ্তম দ্বারে অবস্থিত আছেন ॥ ৪৪ ॥

অথ অষ্টম দ্বার বিবরণ।

শৃণ্বন্তশ্চগৃণন্তশ্চ কীর্ত্তয়ন্তোগুণং হরেঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈ র্নয়ন্তো দিবসান্ ক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। অপর অষ্টমদ্বারে সংস্থিত মুনিগণেরা হরি গুণানুবাদ শ্রবণ গৃণন কীর্ত্তন পরায়ণ, এবং ব্রত উপবাস নিয়ম দ্বারা ক্ষণমাত্র বহু দিবসকে অতিপাত করিতেছেন॥ ৪৫॥

অথ নবম দ্বার বিবরণ।

নবমে ফুল্ল পাথোজ যোনয়ঃ সহবাহনাঃ।
কিরীটোষ্ণীষ মুকুট হার তাড়ঙ্কশোভিতাঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। নবম কক্ষ দ্বারে প্রফুল্ল পদ্মযোনি সকল কিরীট উষ্ণীষ মুকুট তাড়ঙ্ক হারাদি পরিশোভিত স্বীয় স্বীয় বাহন সহিত অবস্থান করিতেছেন॥ ৪৬॥

বিষ্ণবঃ কোটিশস্তত্র শঙ্খ পাথোজপাণয়ঃ।
রুদ্রা রৌদ্রবলাঃ শূল পরশ্বধলসৎকরাঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। এবং শংখ পদ্মধারি কোটি২ বিষ্ণু, আর অত্যন্ত প্রচণ্ড বল বিশিষ্ট ত্রিশূল পরশুপাণি কোটি কোটি রুদ্রগণ, ঐ নবম দ্বারে অবস্থিত॥ ৪৭॥

স গণাঃ সানুগাস্তত্র সায়ুধা স পরিচ্ছদাঃ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ হসন্তঃ খেলয়ান্বিতাঃ॥
উৎপতন্তো বাদয়ন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তো হরের্গুণান্॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। ঐ বিষ্ণু রুদ্র ব্রহ্মারা স্বীয় স্বীয় অনুগতগণ সহিত অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ সমন্বিত হাস্য ক্রীড়াচ্ছলে ভগবৎ গুণগান ও নৃত্য এবং নানাযন্ত্র বাদন পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন॥ ৪৮॥

বর্ণয়ন্তঃ পিবন্তশ্চ গুণামৃত মনুত্তমং।
ধ্যায়ন্ত স্তৎপদাম্ভোজ দ্বন্দ্বমেকাগ্রমানসাঃ॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। এবং ভগবল্লীলাবর্ণন, ও অনুত্তম ভগবৎ গুণামৃত পান ও একাগ্রমানসে তৎপাদ পদ্ম যুগল ধ্যানকরতঃ সকলে নবমদ্বার রক্ষা করিতেছেন॥ ৪৯॥

অথ দশম দ্বার বিবরণ।

দশমে পার্ষদশ্রেষ্ঠাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ।
পয়োদধিজ চক্রাব্জ পরিঘায়ুধ পাণয়ঃ॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। কুণ্ডল দ্যোতিতে উদ্দীপ্ত বদন, শংখচক্রপদ্ম পরিঘাদি নানায়ুধপাণি ভগবৎ পার্ষদ প্রবর সকল দশম দ্বারে অবস্থান করিতেছেন॥ ৫০॥

স্রগ্‌গন্ধ মুকুটোষ্ণীষ হারাঙ্গদ বিরাজিতাঃ।
পীতবাস পরিচ্ছন্নাঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল ভগবৎ পার্শ্বদেরা সুমাল্যধারী ও সুগন্ধ চন্দনানুলিপ্ত গাত্র, কেহ মুকুটধারী কেহবা উষ্ণীষধারী, হারাঙ্গদ ভূষণে সুদীপ্তিমান্ পীতাম্বর পরিধায়ী, ভগবৎ ভাবে সকলেরই পুলক অঞ্চিত বিগ্রহ হয়॥ ৫১॥

ত্যক্ত লোভমদাদিভ্যো হিংসাদ্রোহ বিবর্জ্জিতাঃ।
স্বরাজো দ্বিজশার্দ্দূলা নিত্যোদিত মহোৎসবাঃ॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজশার্দ্দূলেরা! সেই সকল ভজমান পার্শ্বদগণেরা লোভ মদাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং হিংসা দ্রোহ বর্জ্জিত, তাঁহারা স্বীয়স্বীয় দীপ্তিতে দীপ্যমান দেহ, নিত্য সমুদিত মহোৎসব যুক্ত হয়েন॥ ৫২॥

গায়ন্তশ্চ হসন্তশ্চ খেলয়ন্ত ইতস্ততঃ।
নৃত্যন্তশ্চ গুণানন্যে শৃণ্বন্তো মধুরান্ স্বরান্॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। কেহ কেহ হরিগুণ গান করিতেছেন, কেহ কেহ হাস্য পরিহাস্যরূপ ক্রীড়ারত হইয়াছেন। কেহবা নৃত্যপরায়ণ, অপরে সুমধুর স্বর ভূষিত হরিগুণকীর্ত্তন শ্রবণে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন॥ ৫৩॥

অবাদয়ন্ত ভাণ্ডানি বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
কুর্ব্বন্তো মধুরান্ গানান্ মনঃ শ্রোত্র সুখাবহান্॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ। অপরে সুমধুর সহস্র সহস্র বাদ্যভাণ্ডাদি বাদন পূর্ব্বক মন এবং শ্রবণ সুখাবহ হরিলীলামিশ্রিত সুমধুর গান করত দশমদ্বার রক্ষা করিতেছেন॥ ৫৪॥

অথ একাদশ দ্বার বিবরণ।

একাদশে বজ্রভৃতঃ সহস্রাক্ষাঃ সহস্রশঃ।
উরুক্রমং হর্ষয়ন্তঃ করতাল জয়াদিনা॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। একাদশ দ্বারে বজ্রধারী সহস্র সহস্র সহস্রলোচন ইন্দ্রগণ উরুক্রম ভগবান গোবিন্দকে হর্ষযুক্ত করণ প্রত্যাশায় জয়ধ্বনিপূর্ব্বক করতল তালাদি দ্বারা তদ্গুণ বর্ণন করিতেছেন। ইতি উত্তরশ্লোকে অন্বয়॥ ৫৫॥

অর্হয়ন্তো বর্ণয়ন্তঃ শৃণ্বন্তশ্চাপি তদ্গুণান্।
পরেতরাজো জ্বলনা নৈঋর্তাশ্চ সহস্রশঃ॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। এবং সহস্র সহস্র যমরাজ, সহস্র সহস্র হুতাশন, সহস্র সহস্র নৈঋ্‌র্তগণ, ভগবানের অর্চ্চনা ও তদ্‌গুণবর্ণন, অপরে তদ্‌গুণশ্রবণ করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

পাশিনো গুহ্যকাধীশা গন্ধবাহাঃ সহস্রশঃ।
ঈশাঃসহস্রফণিনঃ শেষাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। সহস্র সহস্র জলাধিপতি বরুণ, সহস্র সহস্র যক্ষাধিপতি কুবের, সহস্র সহস্র গন্ধবাহ পবন, সহস্র সহস্র ঈশান, সহস্রফণা বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র নাগাধিপতি অনন্ত, একাদশ দ্বারে অবস্থান করতঃ তদ্‌গুণ গান করিতেছেন, ইতি পূর্ব্বে অন্বয় ॥ ৫৭ ॥

মানহিংসাদম্ভহীনা নারায়ণপরায়ণাঃ॥
মহাত্মানো বলোদগ্রাঃ সবলাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
সবাহনাঃ সানুগাশ্চ কুণ্ডলো দ্যোতিতাননাঃ।
হারতাড়ঙ্ক কেয়ূর মণিদাম বিভূষিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। উক্ত দিগীশগণেরা সকলে অভিমান, হিংসা, দম্ভ বিহীন, সকলেই মহাত্মা, নারায়ণ পরায়ণ, অতিশয় বলবিশিষ্ট সহদল বল পরিচ্ছদাদি সমন্বিত, সানুগ ও স্বস্ব বাহনাদি যুক্ত, কুণ্ডল দ্যোতিতে সকলেরি প্রতিভাসিত বদন, হার, তাড়ঙ্কাদি আভরণ এবং মণিময়ী মালাদিতে পরিভূষিত হয়েন ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

অথ দ্বাদশ দ্বার বিবরণ।

দ্বাদশে চিত্তরমণা শ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ।
পাথোনিধিজ চক্রাব্জ গদায়ুধ লসৎকরাঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। অপর ভগবৎ প্রিয়গণ দ্বাদশ দ্বারে অবস্থিত, সকলেই বিষ্ণু স্বরূপ, সকলেই সর্ব্বজনের চিত্তরঞ্জক, বিচিত্র মাল্যবান, দিব্যচন্দনানুলিপ্তগাত্র, সকলেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদি ধারী সুশোভিত চতুর্ভুজ বিশিষ্ট হয়েন ॥ ৬০ ॥

বিচিত্রোষ্ণীষকবচা বিচিত্রায়ুধধারিণঃ।
চিত্র ব্যজন সন্নাহা শ্চিত্রধ্বজ পতাকিনঃ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। সকলের মস্তকে বিচিত্র উষ্ণীষ শোভিত, বিচিত্র বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবর, সকলেই বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারী, বিচিত্র ব্যজনে উপবীজিত, বিচিত্র ধ্বজপতাকা বিশিষ্ট রথাধিরূঢ় হয়েন ॥ ৬১ ॥

হারকেয়ূর মুকুট তাড়ঙ্কাদি বিভূষিতাঃ।
শ্বেতাতপত্র বিলসৎ করাঃ কেচিৎস্মিতাননাঃ ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। কেহবা হার, কেয়ূর, মুকুট ও তাড়ঙ্কাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দেহ, কাহার করে শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত, কেহ কেহ ঈষৎ হাস্য যুক্তানন হয়েন।। ৬২ ।।

অথ ত্রয়োদশ দ্বার বিবরণ।

ত্রয়োদশে প্রিয়তমা গোপবেশ ধরাহরেঃ।
কৌপীনাচ্ছাদিত কটি গোপীচন্দন রূষিতঃ ।। ৬৩ ।।

অস্যার্থঃ। ত্রয়োদশ দ্বারে ভগবৎ প্রিয়তম পার্শ্বদ গণেরা অবস্থিতি করিতেছেন। সকলেই কৃষ্ণরূপ, পীত ধটীতে আচ্ছাদিত কটিদেশ, গোপ বেশ ধারী, গোপীচন্দন প্রক্ষিত শোভন কলেবর বিশিষ্ট।। ৬৩ ।।

হরিতত্ত্বাববোধাব্ধি নিমগ্না হতকল্মষাঃ ।। ৬৪ ।।

অস্যার্থঃ। ঐ সকল পার্শ্বদগণেরা ভগবৎতত্ত্ববোধ রূপ পরম সাগরে এককালে নিমগ্ন, তাঁহারা হতকল্মষ অর্থাৎ পরমোদার নির্ম্মল পরিশুদ্ধচিত্ত।। ৬৪ ।।

বেণুবেত্র বিষাণ শিক্য কুসুম শ্রেণীলসদ্দোর্ব্বরাঃ।
সর্ব্বোৎকর্ষগতাঃ স্বনুষ্ঠিত কথাঃ প্রৌঢ়াবদাতা পরে।
শ্রীনারায়ণ নামকীর্ত্তন পরা বেণূচ্চরৎ সৎকথা।
উদ্যজ্জ্ঞান সহস্র পাদ কিরণৈঃ সন্দগ্ধপাপোৎকরাঃ ।। ৬৫ ।।

অস্যার্থঃ। ঐসকল গোপবেশধারী পার্শ্বদ প্রবরেরা বেণু, বেত্র, শৃঙ্গ, শিকা এবং পুষ্পগুচ্ছ ধারণে শোভিত বাহু, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত, সর্ব্বদা হরিকথানুষ্ঠানে প্রৌঢ় পদবীতে অধ্যারূঢ়, অপরে অপূর্ব্ব বেশ ভুষান্বিত, শ্রীমন্নারায়ণ নাম সংকীর্ত্তন পরায়ণ, ভগবানের সৎকথা বেণুতে সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, তাহাতে সমুদিত দিনকর সদৃশ উদ্যৎ জ্ঞান কিরণ দ্বারা সমূহ পাপ সন্দগ্ধ হইয়াছে।। ৬৫ ।।

তেষাংনামান্যতো বক্ষে শৃণু পুত্র সমাহিতঃ।
নন্দঃ সুনন্দঃ সানন্দ, উপনন্দঃ প্রনন্দকঃ।। ৬৬ ।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে পুত্র! তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ত্রয়োদশ দ্বারস্থ ভগবানের অপর পার্শ্বদ গণের নাম বলিতেছি। নন্দ, সুনন্দ, সানন্দ, উপনন্দ, এবং প্রনন্দ ।। ৬৬ ।।

নন্দানন্দো বিনন্দশ্চ নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ।
নন্দাব্ধি নন্দকো ভদ্রা নন্দঃ সেনন্দকোপরঃ।। ৬৭ ।।

অস্যার্থঃ। অপর নন্দানন্দ, বিনন্দ, নিত্যানন্দ, সনাতন, নন্দার্ণব, নন্দক, ভদ্রানন্দ এবং সেনন্দ।। ৬৭ ।।

অদ্বৈত হর্ষকো হৃষ্টঃ শুভ্রবাসাঃ শুভাননঃ।
দিব্যো দিব্যপ্রভাবশ্চ দৈবজ্ঞো দেবসেবকঃ ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। অপর অদ্বৈত, হর্ষক, হৃষ্ট, শুভ্রাম্বর, শুভানন, দিব্য, দিব্যপ্রভাব, দৈবজ্ঞ এবং দেবসেবক ॥ ৬৮ ॥

জ্ঞানাবদাতঃ শুভবাক্, শুচিস্মিত শুভাঙ্গদৌ।
হতৈনাঃ কৃষ্ণদাসশ্চ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। জ্ঞানাবদাত, শুভবাদী, শুচিস্মিত, অর্থাৎ পবিত্রহাস্য, শুভাঙ্গদ, হতকিল্বিষ, কৃষ্ণদাস, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী এবং শুচি ॥ ৬৯ ॥

কপিলশ্চ শুভাচারঃ ক্ষেমবুদ্ধি র্বিনোদনঃ।
পুষ্টশ্চ পোষকশ্চৈব হিরণ্য বপুরেবচ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। কপিল, শুভাচার, ক্ষেমবুদ্ধি, বিনোদন, পুষ্ট, পোষক এবং হিরণ্যশরীর, অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ কলেবরধারী ॥ ৭০ ॥

সুশর্ম্মা ধর্ম্মসেতুশ্চ বলাকী দৃঢ়বুদ্ধিকঃ।
চিত্রবর্ম্মা সুচিত্রাঙ্গ শ্চিত্রাক্ষ শ্চিত্রভূষণঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। সুশর্ম্মা, ধর্ম্মসেতু, বলাকী, দৃঢ়বুদ্ধি, চিত্রকর্ম্মা, সুচিত্রিতাঙ্গ, চিত্রনেত্র, বিচিত্র ভূষণ অর্থাৎ শোভন চিত্রিত ভূষণধারী ॥ ৭১ ॥

গয়োহয়ো ময়ো বজ্রঃ কৃষ্ণবাসা বিকর্ত্তনঃ।
হর্ষঃ প্রহর্ষঃ শ্রীহর্ষঃ উপহর্ষঃ সুহর্ষকঃ ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। অপর গয়, হয়, ময়, বজ্র, কৃষ্ণাম্বর, বিকর্ত্তন, এবং হর্ষ, প্রহর্ষ, শ্রীহর্ষ, উপহর্ষ ও সুহর্ষ ॥ ৭২ ॥

বিহর্ষঃ প্রতিহর্ষশ্চ মন্দহর্ষঃ সহর্ষকঃ।
হর্ষাহর্ষ, নিত্যহর্ষ, সংহর্ষো ভদ্রহর্ষকঃ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। বিহর্ষ, প্রতিহর্ষ, মন্দহর্ষ সহর্ষ, এবং হর্ষাহর্ষ, নিত্যহর্ষ সংহর্ষ ও ভদ্রহর্ষ, ॥ ৭৩ ॥

আশুক্রোধো বিষহনো রৌদ্রকর্ম্মা বৃষাননঃ।
এণাক্ষঃ শুভ্রবক্ত্রাচ সুভাষী শুভদর্শনঃ ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। অপর অক্রোধী, বিষহন্তা, রৌদ্রকর্ম্মা, বৃষমুখ এবং মৃগলোচন, শুক্লবদন, শুভভাষী ও শুভদর্শন ॥ ৭৪ ॥

অন্যেচ সংঘশ স্তত্র মনঃ প্রীতিবহাহরেঃ ॥
অন্তঃপুরবরে রম্যে নার্য্যো নারায়ণ প্রিয়াঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক পার্শ্বদ আছেন, সেসকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনঃপ্রীতিকে বহন করেন, অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়তম হয়েন এবং

পরমরমণীয় অন্তঃপুরে ভগবানের প্রিয়তমা নারী সকল অবস্থিতা আছেন ॥ ৭৫ ॥

অথ অন্তঃপুর বিবরণ।

যূনাং মনোহরাঃ সর্ব্বাঃ সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ।
সিতাসিতাম্বরাঃ পীত নীল রক্তাম্বরা স্তথা ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। অন্তঃপুরচরী প্রকৃতিগণেরা সকলেই যুবাদিগের মনোহারিণী, শোভন রূপবিশিষ্টা, শ্রুতিমূলে মণিময় কুণ্ডল ধারিণী এবং পরস্পর শ্বেত কৃষ্ণ নীল পীত ও লোহিত বসন পরিধায়িনী হয়েন। ৭৬।

কৃশোদর্য্যো মণিময় হারাহত কুচোৎপলাঃ।
তপ্তজাম্বূনদাভাসা জাম্বূনদ বিভূষণাঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল নারীগণ কৃশোদরী, মণিময়হারের আঘাতে সকলেরই কুচপদ্ম পরিশোভিত, প্রতপ্ত জাম্বূনদ সদৃশ অঙ্গ দীপ্তি, এবং জাম্বূনদ সুবর্ণা ভরণ ভূষণা হয়েন ॥ ৭৭ ॥

গজবন্মন্দ গমনা হংস বন্মধুর স্বরাঃ।
চিত্রমাল্যধরাঃ সর্ব্বা শ্চিত্র গন্ধানুলেপনাঃ ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। হস্তী তুল্য মন্দগতি, হংসতুল্য মধুরস্বর বিশিষ্টা, বিচিত্র মাল্যমণ্ডিতা, এবং সকলেই বিচিত্র গন্ধানুলেপিত গাত্রা ॥ ৭৮ ॥

মাণিক্যাভরণচ্ছন্না ভ্রাজমানা বিলাসুকাঃ।
মোহয়ন্তঃ কটাক্ষৌঘৈ রত্যো মূর্ত্তিইবাপরাঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ। মাণিক্যময় আভরণে আচ্ছন্ন গাত্রা, অতিশয় দীপ্তিমতী, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ বিলাসোৎসুকা, কটাক্ষ সন্ধানে পুরুষমাত্রকে মোহযুক্ত করেন, সকল স্ত্রীই রতির অপরা মূর্ত্তির ন্যায় হয়েন ॥ ৭৯ ॥

রূপেণ বয়সাচৈব গমনেন শুচিস্মিতাঃ।
হাবহাস্য সুললিতৈঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথাঃ ॥ ৮০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল পবিত্রহাসিনী ললনাগণেরা রূপদ্বারা ও নববয়স দ্বারা, এবং খেলগতি দ্বারা, হাবভাব ও সুললিত হাস্য দ্বারা সাক্ষাৎ মন্মথ কন্দর্পের মনকেও মথন করেন ॥ ৮০ ॥

রূপলাবণ্য মাধুর্য্যৈঃ শ্রিয়ো মূর্ত্তা ইবা পরাঃ।
তাশ্চসর্ব্বা নবচ্ছায়ো রবেভ্রষ্টা প্রভাইব ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ। রূপ, লাবণ্য এবং মাধুর্য্যাদি সমন্বিতা ললনাগণেরা

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অপরা মুর্ত্তি বিশেষ। সেই সকল অনিন্দিতাঙ্গী তনুমধ্যমা বরাঙ্গনারা সূর্য্যের প্রভা সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্রা হইয়া যেন প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৮১ ॥

প্রোচ্যমানানি নামানি শৃণু বিদ্বন্ সমাহিতঃ।
ললিতা ললিতালাপা ললিতাঙ্গা রসোৎসুকাঃ ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বিদ্বন্! তুমি সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর, আমি গোলোক ধামের অভ্যন্তরস্থা প্রকৃতি-গণের প্রত্যেক নাম কহিতেছি। যথা ললিতা, ললিতালাপিনী, ললিতাঙ্গী, ললিত রসোৎসুকা ॥ ৮২ ॥

বিশাখা বরবর্ণাচ বরাঙ্গা বরভূষণা।
চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চন্দ্রাভা চন্দ্রমেখলা ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থঃ। বিশাখা, বরবর্ণিনী, বরাঙ্গী ও বরভূষণা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্র-রেখা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রমেখলা, ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা অন্তরঙ্গা শক্তি ॥ ৮৩ ॥

চন্দ্রমালা চন্দ্রকলা চন্দ্রভূষার্দ্ধ চন্দ্রিকা।
চারুদন্তা চারুভূষা চারুগাত্রা বরাননা ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থঃ। অপর চন্দ্রমালা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রভূষা ও অর্দ্ধ চন্দ্রিকা অর্থাৎ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ভূষণধারিণী। চারুদশনা, চারুবদনা এবং সুচারু কলেবরা ইত্যর্থে নাম চারুগাত্রা ॥ ৮৪ ॥

চিত্ররেখা মাল্যবতী সুগন্ধা চিত্রিণী কলা।
চিত্রমাল্যা চিত্রদতী চিত্রভূষা বিচিত্রিকা ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। চিত্ররেখা, মাল্যবতী, সুগন্ধা, চিত্রিণী ও কলা, চিত্রমালিনী, চিত্রবদনী, চিত্রভূষণী, এবং বিচিত্রিকা অর্থাৎ চিত্রিত সর্ব্বাঙ্গা। ৮৫।

রমণা মদনপ্রৌঢ়া মদনা বিরজা তথা।
বিশালাক্ষী বিশালোরু শ্চন্দ্রভাগা বিনোদনা ॥ ৮৬ ॥

অস্যার্থ্যঃ। রমণা, মদননিপুণা, মদনা ও বিরজা এবং বিশালাক্ষী, বিশালোরু, চন্দ্রভাগা ও বিনোদিনী ॥ ৮৬ ॥

সুলোচনা সুবদনা শুভহাসা শুভাননা।
শুদ্ধা শুভ্রাঙ্গদা পীত বসনা রক্তলোচনা ॥ ৮৭ ॥

অস্যার্থঃ। সুলোচনী, সুবদনী, শুভহাসিনী, শুভাননী। এবং শুদ্ধা শুভ্রাঙ্গদধারিণী, পীতাম্বরী, লোহিতলোচনী ॥ ৮৭ ॥

হরিপ্রিয়া হরিরতা হরি মোহকরী শিবা।

রতিপ্রিয়া রতিপরা রতিদা রতিমোহিনী ॥
রতিচিত্তহরা ভীমা লালসা ললনা মতিঃ ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। হরিপ্রিয়া, হরিরতা, হরিমোহনকারিণী, শিবা অর্থাৎ কল্যাণকারিণী, রতিপ্রিয়া, রতিপরায়ণা, রতিপ্রদায়িনী, রতিমোহিনী। রতিচিত্তহারিণী, ভীমা, ভয়ঙ্করা, লালসা, ললনা ও মতিঃ ॥ ৮৮ ॥

সৌদামিনী তড়িল্লেখা আরক্ত নয়না রতিঃ।
শুভ্রহারা শুভাচারা শুভদা শোভনা শুভা ॥ ৮৯ ॥
মনোহরা শুভালাপা প্রীতিদা প্রীতিবর্দ্ধনা।
শতপত্রাননা রামা শুভোরু কনকোজ্জ্বলা ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। সৌদামিনী, তড়িল্লেখা, ঈষৎ রক্তলোচনা, রতি, শুভ্রহার-ধারিণী, শুভাচারিণী, শুভদায়িনী, শোভনা, এবং শুভা, মনোহরা, শুভালাপিনী, প্রীতিদায়িনী ও প্রীতিবর্দ্ধনকারিণী। শতপত্রবদনা, রামা, শুভোরু ও কনকোজ্জ্বলা ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

হরিণী রবিবিম্বা চ বিশালনয়না তথা।
চম্পকাচ সুরসিকা রসদা রসমোহনা ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। হরিণী, রবিবিম্বা, বিশালনয়নী এবং চম্পকা, সুরসিকা, রসদায়িকা আর রসমোহিনী ॥ ৯১ ॥

চিত্রাঙ্গদা চিত্রহারা সুচিত্রা চিত্রলোচনা।
নিমেষা মাধবী মেধা মাগধী মধুরস্বরা ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। চিত্রাঙ্গদা, চিত্রহারিণী, সুচিত্রা, চিত্রনয়নী। এবং নিমেষা মাধবী, মেধা, মাগধী ও মধুরস্বরা ॥ ৯২ ॥

রহোরতা রহঃপ্রীতা রহোমোহা রহঃপ্রিয়া।
হরিণাক্ষী হারবতী লোলাক্ষী চপলাপি চ ॥
তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখাচ কালী তুলসিকা তথা।
বৃন্দা বন্দ্যাশ্চ গণ্যাশ্চ বহুরূপ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। রহোরতা, রহঃপ্রীতা, রহোমোহিনী, রহঃপ্রিয়া, হরিণনয়না হারবতী, লোললোচনা ও চপলা। অপর তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, কালী, তুলসী বৃন্দানাম্নী বরিষ্ঠাগোপী, এতদ্ভিন্ন বহু প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা গণ্যা এবং বন্দনীয়া অনেক গোপিকা আছেন ॥ ৯৩ ॥

আসাং সখীগণাশ্চান্যা হরিণাক্ষ্যঃ সুবাসসঃ।
সহস্রশো বরারোহাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ। এই সকল বরণীয় রূপ বিশিষ্টা সখীগণ অপর হরিণীনয়না,

সুশোভন বস্ত্রধারিণী এবং কুণ্ডলদ্যোতিতে উদ্দীপ্ত বদন কমল অন্যা সহস্র সহস্র অভ্যন্তরচারিণী বরারোহা গোপী সকল অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৯৪॥

আরামং মনসোরামং বহুশোভিত তৎদ্বিজ।
চম্পকাশোক পুন্নাগ নাগকেশর কেশরৈঃ॥
মল্লিকা মালতী যূথী করবীর করণ্ডকৈঃ॥ ৯৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ! উক্ত গোলোক ধামে মনোহর বহু সংখ্যক উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। সেই সকল উদ্যানে চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, নাগকেশর, কেশরমল্লিকা, মালতী, যূথী করবীর, করণ্ডকাদি কুসুম পাদপে পরিশোভিত॥ ৯৫॥

অপরাজিতা গস্ত্যগুচ্ছ ধরণী চম্পকৈ রপি।
জয়ন্তীতগরৈঃ কুন্দৈ র্জবা কুরুবকৈ রপি॥ ৯৬॥

অস্যার্থঃ। নানাবর্ণা অপরাজিতা, বক পুষ্প গুচ্ছে এবং ভূমিচম্পক জয়ন্তী, তগর, কুন্দ ও জবা, কুরুবক তরুনিকরে আকীর্ণ॥ ৯৬॥

লবঙ্গজাতী টঙ্কৈশ্চ মুচুকুন্দৈ র্নবাস্পদৈঃ।
ঝিন্টীভি র্নীলপীতাভিঃ স্থলপদ্মার্ক মাগধৈঃ॥ ৯৭॥

অস্যার্থঃ। লবঙ্গ, জাতীকুসুম, টঙ্ক, মুচুকুন্দাদিনবাস্পদ কুসুম পাদপে অর্থাৎ অভিনব পত্রান্বিত শোভাকর মহীরুহ সমূহে অপর নীল পীতাদি ঝিন্টী প্রসূন পাদপে, স্থলপদ্ম, আকন্দ, মাগধ অর্থাৎ কেন্দূক পাদপে পরিমণ্ডিত॥ ৯৭॥

মাধবীভিঃ সুগন্ধীভি রিল্লিকাচয় রাজিভিঃ।
বকুলৈ র্নকুলৈ রক্ত পীতাপীত সিতাসিতৈঃ॥ ৯৮॥

অস্যার্থঃ। সুগন্ধি কুসুমামাধবীলতা পরিমণ্ডিত তরুনিকর, ইল্লিকা অর্থাৎ কাষ্টমল্লিকা কুসুম সমূহ তরুশ্রেণী এবং বকুল ও শ্বেত রক্ত নীল পীত শ্যামবর্ণ নকুল কুসুমচয় দ্বারা পরিশোভিত॥ ৯৮॥

পারিভদ্রৈঃ পারিজাতৈ রাযোজন সুগন্ধিভিঃ।
সন্তানকৈঃ পিয়ালৈশ্চ পনসাম্রৈঃ কদম্বকৈঃ॥ ৯৯॥

অস্যার্থঃ। পারিভদ্র অর্থাৎ পুষ্পিত পালিতামাদার, যোজনগন্ধী পারিজাত ও সন্তানক কল্পবৃক্ষে, পিয়াল, কাঁটাল, আম্র এবং কুসুমিত কদম্ব তরুনিকরে পরিশোভিত॥ ৯৯॥

বদরীভিঃ কোবিদারৈ গু্বাকৈঃ খর্জ্জুরৈ রপি।
বিভীতকৈ স্তিন্তিড়ীভি র্হরীতক্যাদিভি স্তথা॥ ১০০॥

অস্যার্থঃ। বদরী, কোবিদার অর্থাৎ কাঞ্চন, গুবাক, খর্জূর বৃক্ষ সমূহে। আর বিভীতকী অর্থাৎ বহেড়া, তিন্তিড়ী এবং হরীতকী প্রভৃতি পাদপনিকর দ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ১০০ ॥

অশ্বত্থ ধাতুকীভিশ্চ শিবাভীরক্ত চন্দনৈঃ।
বিল্বৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ হিন্তালৈঃখদিরৈরপি ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ। অশ্বত্থ, ধাতুকী অর্থাৎ ধাই, আমলকী, রক্তচন্দন আর বিল্ব, তাল, তমাল, হিন্তাল ও খদির বৃক্ষ সমূহ সমন্বিত ॥ ১০১ ॥

বেণু কিংশুক ন্যগ্রোধ তিন্দুকেঙ্গুদ শাল্মলৈঃ।
অর্জ্জুনপ্লক্ষ জম্বাল লোধ্রবেত্র সুচন্দনৈঃ ॥ ১০২ ॥

অস্যার্থঃ। বংশ, কিংশুক অর্থাৎ পলাশ, বট, তিন্দুক, ইঙ্গুদী বৃক্ষ অর্থাৎ জীবোৎপত্রিকা, শাল্মলি আর অর্জুন, প্লক্ষ, জম্বাল, লোধ, বেত্র এবং শ্বেতচন্দন মহীরুহ দ্বারা আকীর্ণ ॥ ১০২ ॥

নাগরঙ্গ কামরঙ্গ নারীকেল সুজম্বুকৈঃ।
নিম্বৈর্দধিত্থৈঃ কপিত্থৈঃ স্বর্ণৈর্দাড়ীম সেফকৈঃ ॥ ১০৩ ॥

অস্যার্থঃ। নাগগরঙ্গ, জম্বীর, কামরঙ্গ, নারীকেল, সুজম্বুক অর্থাৎ গোলাপ জাম। নিম্ব, মহানিম্ব, দধিত্থ আম্রাতক, কপিত্থ, স্বর্ণানু দাড়ীম এবং সেফক অর্থাৎ সেব প্রাকৃত ভাষায় সেও বলে এতৎ পাদপাদিতে পরিশোভিত ॥ ১০৩ ॥

নিত্যোদিত পুষ্পফলৈঃ স্থিরস্থায়ৈঃ সপল্লবৈঃ।
বসন্তো গ্রীষ্ম বর্ষাচ শরদ্ধেমন্ত শৈশিরাঃ।
স্বস্ব পুষ্পফলা মূর্ত্তা ঋতব স্তত্রুপাসতে ॥ ১০৪ ॥

অস্যার্থঃ। নিত্য পুষ্পফলাদি সমন্বিত, শোভন পল্লবাদিযুক্ত এবং স্থিরচ্ছায়া বিশিষ্ট পাদপগণ ভগবানের ক্রীড়োপবনে পরিশোভিত। এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ও শরৎ, হেমন্ত, শিশির এই ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান রূপে স্বস্ব সময়োচিত পুষ্প ফল দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতেছেন ॥ ১০৪

সরিৎ সরোবরবরৈঃ পল্ললৈরুপশোভিতং।
নদীবাপী সরোভিশ্চ দির্ঘকাভি রিতস্ততঃ ॥ ১০৫ ॥

অস্যার্থঃ। গোলোকস্থ পরমোদ্যান সকল কৃত্রিমানদী, প্রকৃষ্ট সরোবর ও পল্লল অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় ঝিলবল্লে তদ্দ্বারা উপশোভিত এবং বাপী, তড়াগ, দীর্ঘিকা ও ইতস্তত দেবখাৎ এবং নদী সকল প্রবাহবর্তী হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১০৫ ॥

গিরিনির্ঝর কূপৈশ্চ পুণ্যৈঃ পুণ্যজলৈরপি ।
অদ্ধিভি র্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পুণ্যৈ রায়তনৈরপি ॥ ১০৬ ॥

অস্যার্থঃ। পর্ব্বত নির্ঝর কূপ, স্থানে স্থানে পবিত্র জলাশয় দ্বারা পরিমণ্ডিত গোলোক। আর মূর্ত্তিমান নদনদীপতি সকল এবং সুপুণ্য দেবালয়াদি দ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ১০৬ ॥

পুণ্যতীর্থৈঃ পুণ্যজলৈ স্তৎপাদ চিহ্ন চিহ্নিতৈঃ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ। এবং ভগবৎ চরণ চিহ্নে পরিচিহ্নিত পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য জলাশয় সমূহ দ্বারা গোলোক স্থান অত্যন্তরূপে সুশোভিত হয় ॥ ১০৭ ॥

কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈশ্চ কুশেশয়ৈঃ ।
তামরসৈঃ কোকনদৈঃ কোরকৈঃ কুমুদৈরপি ॥ ১০৮ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবদ্ধাম গোলোকস্থ সরোবর সকল কুমুদ, কল্হার, কোকনদ, শ্বেতশতদল পদ্ম এবং সহস্রদল ও শত সহস্রদল শোভন লোহিত পদ্মে পরিশোভিত, এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কুমুদ কলিকাদি সমূহ দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত হয় ॥ ১০৮ ॥

কোকিলৈঃ সুকলালাপৈ হংসকারণ্ডবৈরপি ।
ক্রৌঞ্চসারস চক্রাহ্বৈ র্হংসীভিঃ কলনাদিভিঃ॥ ১০৯ ॥

অস্যার্থঃ। সুরম্য জলাশয়তীরস্থ বনরাজি মধ্যে পুষ্প ভারাবনমিত তরুশাখাবলম্বিত সুমধুর সংগীতালাপী কোকিল কুহুদ্বারা পরিশোভিত, আর মনোহর সুমধুর ধ্বনি বিশিষ্ট বক, সারস চক্রবাক এবং কলনাদি হংস হংসীগণ প্রতি জলাশয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১০৯ ॥

দাত্যূহৈ র্মধুরালাপৈঃ কুক্কুটৈ র্বনকুক্কুটৈঃ।
শুকৈঃ পারাবতৈশ্চৈব ময়ূরৈ রপিসেবিতং ॥ ১১০ ॥

অস্যার্থঃ। সুমধুরালাপী দাত্যূহপক্ষী সকল, এবং কুক্কুট ও বন কুক্কুট সকল পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি প্রাসাদ শিখরাবলম্বি শুক সারিক পারাবতাদি সকল পরিশোভিত ও সুশোভমান ময়ূর কুল কর্ত্তৃক পরিসেবিত হর্ম্ম্য সৌধতল॥ ১১০ ॥

বায়সৈঃ পেচকৈশ্চৈব শ্যেনৈশ্চ কলনাদিভিঃ।
ভৃঙ্গালীগুঞ্জন্ সন্নাদ হুঙ্কার মদনোৎসবৈঃ॥ ১১১ ॥

অস্যার্থঃ। কলকল ধ্বনি করণ পূর্ব্বক কাক্ পেচক শ্যেনাদি বিহগকুল ইতঃস্তত উড্ডীয়মান হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। আর মদনোৎসব ভ্রমর কুল গুণ গুণ শব্দে সর্ব্বত্র ঝঙ্কার ধ্বনি বিস্তারক হইয়াছে ॥ ১১১ ॥

সমীরস্তিঃ সমীরৈশ্চ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতৈঃ।
বল্লরীভিঃ সপুষ্পাভিঃ গুল্মগুচ্ছৈ র্মনোহরৈঃ॥ ১১২॥

অস্যার্থঃ। সমীরাহত কুসুমোত্থিত মকরন্দ গন্ধ গন্ধবহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াতে গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতগণ মনোহর সুপুষ্পিত গুল্ম লতাদিতে ইতঃস্তত পবিধাবিত, তদ্দ্বারা আরাম সমূহ পরিদৃশ্য মান হইয়াছে॥ ১১২॥

লতাকুঞ্জৈঃ সুনিভৃতৈ র্মাল্যগন্ধাদি চর্চ্চিতৈঃ॥ ১১৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্ত শোভায় পরিশোভিত অনন্তধাম গোলোক, গন্ধ মাল্যাদি পরিচর্চ্চিত লতা মণ্ডিত অতি নিভৃতনিকুঞ্জ কুটির দ্বারা পরিমণ্ডিত হয়॥ ১১৩॥

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহৈশ্চ গবয়ৈ র্মহিষৈরপি।
বানরৈ ঋক্ষ গোমায়ু পন্নগৈ রুপশোভিতং॥ ১১৪॥

অস্যার্থঃ। স্থানে স্থানে সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, চমরী, মহিষাদি এবং বানর, ভল্লুক, শৃগাল ও উরুমন্যু বিষধরগণ কর্ত্তৃক বনরাজি উপশোভিত॥ ১১৪॥

তরক্ষুনকুলৈশ্চৈব শল্লকী কৃষ্ণসারকৈঃ।
খরৈরশ্বৈশ্চ করিভিঃ করেণুভি রিতস্ততঃ॥ ১১৫॥

অস্যার্থঃ। এবং তরক্ষু, নকুল, শল্লকী অর্থাৎ শজারু, কৃষ্ণসারাদি মৃগ কুল ও অশ্বাশ্বতর গর্দ্দভ, ইতঃস্তত করী করেণুগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত অরণ্যানী স্থল সুশোভিত হয়॥ ১১৫॥

খড়্গিভি র্বনমার্জ্জারৈ র্মৃগৈ র্নানাবিধৈরপি।
ক্রীড়দ্ভিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তং শান্তহিংসৈঃ পরস্পরং॥ ১১৬॥

অস্যার্থঃ। গণ্ডার, বন বিড়াল ও নানাবিধ মৃগজাতি সকল মহাহর্ষে প্রীতমনা হইয়া স্বস্ব প্রিয়াগণ সহিত স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতেছে, এবং হিংস্র পশুগণের সহিত শান্ত পশুগণেরা স্বরবে ধ্বনি করতঃ পরস্পর প্রীতিভাবে সর্ব্বতঃ প্রকারে খেলিয়া বেড়াইতেছে, এরূপ আশ্চর্য্যভাবে পরিব্যাপ্ত গোলোক মণ্ডল হয়॥ ১১৬॥

কল্পমন্বন্তরাঃ সৌম্যা যুগবৎসর মাসকাঃ।
পক্ষাশ্চ তিথয়শ্চৈব দিনরাত্রে দ্বিজোত্তম॥ ১১৭॥
গ্রহনক্ষত্র যোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানিচ।
কলাকাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ ঋতবস্তদুপাসতে॥ ১১৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে দ্বিজোত্তম অঙ্গিরা! কল্পমন্বন্তর

যুগ বৎসর মাস পক্ষ তিথি বার দিবারাত্রি কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত ঋতু এবং গ্রহ নক্ষত্র যোগ রাশি করণাদি সকল মূর্ত্তিমান রূপে ভগবদুপাসনার্থে গোলোকধামে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন । ১১৭ ॥ ১১৮ ॥

যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ কিন্নরৈঃ ।
বিদ্যাধরৈশ্চারণৈশ্চ খগ সাধ্য মরুদ্গণৈঃ ॥ ১১৯ ॥

অস্যার্থঃ। অপর যক্ষ রাক্ষস পিশাচ নাগ, কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ এবং বিদ্যাধর চারণ, সাধ্য সুপর্ণাদি বিহগকুল ও মরুদ্গণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ১১৯ ॥

দৈতয়ৈর্যাতুধানৈশ্চ মুনিভি র্ব্রহ্ম বেদিভিঃ ।
যতি বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রমথৈরপি ॥ ১২০ ॥

অস্যার্থঃ। যাতুধানাদি পুণ্য জন, দৈত্যদানবাদিগণ ও বেদবেদান্তবিৎ মুনিগণ এবং যত্ন শীল যতিগণ, বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব ভূত প্রেতাদি প্রমথগণ কর্ত্তৃক পরিমণ্ডিত ॥ ১২০ ॥

অদ্রিভি র্মূর্ত্তি মদ্ভিশ্চ ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগৈঃ ।
সেবিতং সর্ব্বতোভদ্রৈ র্ভদ্রবৃত্তৈ রহিংসকৈঃ ॥ ১২১ ॥

অস্যার্থঃ। মহীধরনিকর মূর্ত্তিমান রূপে, ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগগণ নররূপধারণ পূর্ব্বক এবং কল্যাণরূপ ও কল্যাণস্বভাব অখল অহিংসকগণ কর্ত্তৃক গোলোকধাম সর্ব্বতোভাবে পরিসেবিতঃ ॥ ১২১ ॥

ত্যক্তদম্ভমদৈর্নিত্যং নারায়ণ পরায়ণৈঃ ।
রম্যং পুরবরং সর্ব্বং মনঃশ্রোত্র সুখাবহং ॥ ১২২ ॥

অস্যার্থঃ। গোলোক বাসি সকলে নারায়ণ পরায়ণ, কাহারই দম্ভ মদাদি নাই। তাঁহাদিগের দ্বারা পরিসেবিত, সুরম্য, সর্ব্ব পুরোত্তম গোলোকের সকল স্থানই মন এবং শ্রবণ সুখাবহ হয় ॥ ১২২ ॥

সোপধানং সপর্য্যঙ্কং সর্ব্বতোভদ্র মৃদ্ধিমৎ ।
তত্রতাভিঃ সমেতাভিঃ র্যোষাভিঃ সুরশত্রুহা ॥
রমমাণো ন বুবুধে হর্গণান্ প্রগতানপি ॥ ১২৩ ॥

অস্যার্থঃ। অপূর্ব্ব উপধান পর্য্যঙ্কাদি সমন্বিত সর্ব্বতোভাবে পরিশোভিত সমৃদ্ধিবৎ মন্দির সকল, সর্ব্বাসুরনাশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই২ মন্দিরে পূর্ব্বোক্তবর যোষিৎগণের সহিত ক্রীড়া কলাপে মগ্ন থাকাতে বহুদিবস গত হইয়া যায় ইহা তৎকালে তিনি বোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১২৩ ॥

বিসস্মার তদাবাচং তযোক্তা মাহৃতেন্দ্রিয়ঃ।
তাভির্বিহ্বন্ সহস্রাণি শতান্য গণিতানি চ।
নিনায় বর্ষ পুগানি তদা স পুরুষোত্তমঃ ॥ ১২৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! পুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অগণিত শত শত সহস্র সহস্র রমণীগণের সহিত রমমাণ থাকিয়া বহু সংখ্যক বৎসরকে অবসান করিলেন। তখন তৎসুখে মগ্নীভূত ইন্দ্রিয় একারণ পুর্ব্বোক্ত বরা প্রকৃতির সেই বর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় নাই। ১২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পুর্ব্বে মহা প্রকৃতি রাধা একার্ণবে তাঁহাকে যে সাধনা করিতে কহিয়াছিলেন, সেই উপদেশ বাক্য বিস্মৃত হইয়া বরনারীগণ সহিত ক্রীড়মান থাকিলেন। পরে তৎপ্রকৃতির ইচ্ছাতে সনৎকুমার গোলোকে সমাগমন পূর্ব্বক সহপরিবার তৎপুরপ্রতি অভিশাপ দেন, ইহা উত্তরাধ্যায় অবধি তদ্বিবরণ সুব্যক্ত হইবে॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সম্বাদে
গোলোক বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত গোলোকধাম বর্ণন পঞ্চম অধ্যায়ঃ সমাপনঃ ॥ ৫ ॥ ০ ॥

ষষ্ঠাধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সনৎ কুমারস্য শাপাৎ সর্ব্বং সংশয়িতং পুরং।
তৎশাপহত সংকল্প গণাস্তে বৈষ্ণবা স্তদা ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি প্রিয় পুত্র মহর্ষি সপ্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে বৎসগণেরা! শ্রবণ করহ। ঐ মহাপুর গোলোকাখ্য মহদ্ধাম সনৎকুমারের শাপে সকলে সংশয়াপন্ন হইল। যে সকল বিষ্ণুপার্শ্বদ বৈষ্ণবগণ, ইহাঁরা সকলেই ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্ন সংকল্প হইলেন। অর্থাৎ নিরন্তর গোলোকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন. এবং নিয়ত তত্রস্থ থাকিয়া ভগবানের পরিচর্য্যা করিব তাহাদের যে বাসনা ছিল তাহার ব্যাঘাৎ জন্মিল ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

জজ্ঞিরে বৃষ্টিকুরুষু মহাত্মনো মহৌজসঃ।
নন্দাদ্যা গোপবেশাঢ্যাঃ শ্রীদামাদ্যাশ্চ বালকাঃ ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোলোক স্থিত মহাত্মা ও মহাওজ সম্পন্ন ভগবৎ পরিবারগণ সকল পৃথিবীতে দ্বাপরযুগাবসানে যদুবংশে এবং কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর নন্দাদি গোপ সকল ও গোপ বেশাঢ্য শ্রীদামাদি কৃষ্ণের বয়স্য বালক সকল, ইহাঁরাও ব্রজভূমে জন্ম লইলেন ॥ ২ ॥

ললিতাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা গোকুলেষু প্রজজ্ঞিরে।
গোবর্দ্ধনাদ্রি প্রবরে নিত্য পুষ্প ফলোদয়ে ॥ ৩॥
নানাধাতুভিরাচ্ছন্নে নানা মণিগণাবৃতে।
ব্রহ্মণা স্থাপিতা পূর্ব্বং কালিন্দ্যা স্তটসন্নিধৌ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। নিত্য পুষ্প ফলবান পাদপে আকীর্ণ, নানাধাতু ও নানা-মণি মণ্ডিত পর্ব্বত প্রবর গোবর্দ্ধনের উপত্যকায়, কলিন্দ নন্দিনী তীরে পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার প্রতিমা যেস্থানে প্রস্থাপিতা আছে, তৎসন্নিধি গোকুলনগরে ললিতাদি স্ত্রীগণ সকলে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধার পূর্ব্ব স্বরূপ বর্ণন।

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী চন্দ্রার্দ্ধ কৃতশেখরা।
কিরীটহার কেয়ূর কুণ্ডল দ্যোতিতাননা ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্ম স্থাপিতা প্রতিমা অষ্টহস্তা, বিশালনয়না, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত ললাট ফলক, মস্তকে কিরীট,কণ্ঠেহার, বাহু যুগলে কেয়ূর পরি-শোভিত, শ্রুতি মূলে কুণ্ডল যুগল আন্দোলিত, তাহার দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত বদনারবিন্দ ॥ ৫ ॥

নানাভরণ সংচ্ছন্না নাগ যজ্ঞোপবীতিকা।
রক্তাম্বর পরীধানা দাড়িমী কুসুমোপমা ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। নানাবিধ অলঙ্কারে আচ্ছন্ন গাত্র, ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীতি ভূষণ, পরিধৃত দাড়িমী কুসুন সম লোহিত বস্ত্র পরিধান বিশিষ্টা ॥ ৬ ॥

রক্তমাল্য ধরাদেবী কোটি ভাস্কর ভাস্বুরা।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলং মুষল মেবচ।
দধানাভয় মব্যগ্রা বরমেবাষ্টভি র্ভুজা ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। রক্তবর্ণ কুসুমের মালাধারিণী, উদ্দীপ্ত কোটি সূর্য্যের ন্যায় মহাদেবীর কলেবরের দীপ্তি অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চন বর্ণা। শঙ্খ, চক্র, গদা

শক্তি, এবং হল, মুষল, অভয় ও বর এই অষ্ট অস্ত্র ধারণ, সুতরাং তিনি অষ্ট ভূজা হয়েন ॥ ৭ ॥

সাদেবী পরমারাধ্যা রাধা যা পরমোত্তমা।
তিষ্ঠত্যজস্রং সাদেবী বরদা পূজিতা সদা ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। সেই পরমোত্তমা মূর্ত্তি বিশিষ্টা পরমারাধনীয়া রাধা দেবী, তিনি নিয়ত বৃন্দাবন ধামে অবস্থান করেন ঐ দেবী ব্রজেশ্বরী ব্রজধামের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সর্ব্বদা পূজকের বর প্রদায়িনী হন্ ॥ ৮ ॥

অঙ্গিরাউবাচ।

শ্রুতংতে বহুশস্তাত রাধিতা বৃষ ভানুনা।
আবিরাসী ন্মহামায়া কথং তন্নোবদ প্রভো ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর অঙ্গিরা ঋষি বহু ভক্তি সহকারে স্বপিতা ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে তাত! আপনার বদন কমল গলিত বহু প্রকার উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণে ঐ মহামায়া রাধা বৃষ ভানু কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া তৎসাক্ষাতে আবির্ভূতা কি প্রকারে হন্, সেই সকল কথা বিস্তার করিয়া আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মহাভানু র্গোকুলেশো গোপানাং পৃথিবীপতিঃ।
তস্যপুত্রা মহাত্মানো বিষ্ণুভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরার প্রশ্ন আকর্ণন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিতেছেন। বৎস! গোকুলাধিপতি সকল গোপের ঈশ্বর মহাভানু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই মহাত্মা পদ বাচ্য। সকলেই জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু পরায়ণ পরম বৈষ্ণব। তাঁহাদিগের নাম ॥ ১০ ॥

বৃষভানু রত্নভানুঃ সুভানুঃ প্রতিভানুকঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠো বৃকোরাজ্য মন্বগাৎ পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। মহাভানুর পুত্র চতুষ্টয় যথা বৃষভানু ইঁহাকে বৃকভানুও বলে, আর রত্নভানু, সুভানু ও প্রতিভানু। এই চারি ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃকভানু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা হন্ ॥ ১১ ॥

অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় শতানিচ।
অন্বিচ্ছন্ ভগবৎ প্রীতে চকার পরম ক্রতুন্ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। প্রাপ্ত রাজ্য বৃষভানু ভগবানের প্রীতি ইচ্ছু হইয়া অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয় প্রভৃতি ভূরি দক্ষিণাদানে শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ১২ ॥

মহর্ষি কল্পো রাজর্ষি শ্চক্রবর্ত্তী সতাং মতঃ।
দান্তো জিতেন্দ্রিয়ো দাতা জিতারি র্ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু যদীয় বৈশ্য কুলোদ্ভব বটেন, তথাপি স্বীয় বাহুবলে বহুরাজ্য শাসন করতঃ রাজর্ষি তুল্য এক চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তপস্যাতে সাধুদিগের সম্মত ব্রহ্মর্ষি তুল্য দান্ত জিতেন্দ্রিয়, পরম দাতা, নিঃস্বপত্ন, সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রতিপালক ছিলেন। তৎকালে কোন রাজাই তাঁহার প্রতিকূল বর্ত্তী ছিল না ॥ ১৩ ॥

ক্ষময়া ধরণীতুল্যো দানে পর্জ্জন্য বদ্বশী।
তেজসা ভাস্করসমঃ স্থৈর্য্যে গিরিবরোপমঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। ঐবৃষভানু ক্ষমাতে সর্ব্বং সহা পৃথিবীর তুল্য, দানেতে মেঘের ন্যায় সর্ব্বত্রবর্ষী ও সর্ব্বজন চিত্ত বশীকারী, সূর্য্য তুল্য তেজস্বী, স্থিরতায় গিরিবর হিমালয় সদৃশ ছিলেন ॥ ১৪ ॥

শৌর্য্যে রুদ্রসমঃ কোপে সপ্তজিহ্ব সমোবলী।
গাম্ভীর্য্যে সাগরসমো মহিম্নি গিরিশোপমঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। শূরতায় রুদ্রতুল্য, কোপেতে অগ্নিতুল্য, বলেতে বলী সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ, এবং মহিমাতে শিবতুল্য ছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিন্দুর্নাম মহানাসীৎ বৈষ্ণবো মুখরাপতিঃ।
তস্য পুত্রো ভদ্র কীর্ত্তি শ্চন্দ্রকীর্ত্তি র্মহাবলঃ।
শ্রীদামাদি পূর্ব্বভ্রাতা মহাকীর্ত্তি স্তথৈবচ ॥ ১৬ ।

অস্যার্থঃ। ঐব্রজধামে আঢ্যতম বিন্দুনামে এক গোপ প্রবর ছিলেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত, তাঁহার পত্নীর নাম মুখরা। ঐ মুখরা গর্ভে বিন্দুর পাঁচ পুত্র হয়। যথা ভদ্রকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবল, শ্রীদাম এবং মহাকীর্ত্তি ॥ ১৬ ॥

ভানুমুদ্রা কীর্ত্তিমতী কীর্ত্তিদাবরজা সতী ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভানুমুদ্রা, কীর্ত্তিমতী ও কনিষ্ঠা কীর্ত্তিদা বিন্দুর এই তিন কন্যা উৎপন্না হয়। কীর্ত্তিদার এক নাম কলাবতী পুরাণান্তরে কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ভদ্রকীর্ত্ত্যাদয়ো বিপ্র বৈন্দবা বিধিনা ক্রমাৎ।
তে ব্যূহু র্মেনকাং মেনাং ষষ্ঠীং ধাত্রীঞ্চ ধাতুকীং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! ভদ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি বিষ্ণু পুত্র পঞ্চ ভ্রাতা বিধি পূর্ব্বক, মেনকা, মেনা, ষষ্ঠী, ধাত্রী ও ধাতুকী নাম্নী এই পঞ্চ কন্যার ক্রমে পাণি গ্রহণ করেন।। ১৮।।

বৃক স্তেষা মবরজা মুপযেমে যথাবিধিঃ।

তস্যাং বদ্ধমনঃকামো নিনায় বহু বৎসরং।। ১৯।।

অস্যার্থঃ। ঐ ভদ্রকীর্ত্ত্যাদির কনিষ্ঠা ভগ্নী কীর্ত্তিদা, বৃকভানু যথা বিধানে ঐ কীর্ত্তিদার পাণিগ্রহণ করেন। কীর্ত্তিদার উদার চরিত্র গুণে তাঁহাতে বৃভবানুর মন অতিশয় আবদ্ধ হয়, এবং ঐ বরপত্নী সম্ভোগ সুখে মগ্ন হইয়া বহু সংখ্যক বৎসরকে অতিপাত করেন।। ১৯।।

তস্যাঃ প্রসব মন্বিচ্ছন্ রেমে রমণ পণ্ডিতঃ।

নলেভেতনয়ং রাজা বিষণ্ন মনসো ভবৎ।। ২০।।

অস্যার্থঃ। ঐ কীর্ত্তিদা গর্ভে পুত্রোৎপত্তি হইবে এই কামনা করিয়া রমণ পণ্ডিত বৃষভানু প্রতি ঋতুতেই তাঁহার সহিত সুরতে রত হন। কিন্তু বহুকাল গত হইল পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না, তন্নিমিত্ত বৃষভানু অতিশয় বিষণ্ণমনা হইয়াছিলেন।। ২০।।

ততঃ প্রবয়সৌ তৌতু চিন্তা শোক পরিপ্লুতৌ।

অটাট্ট মানৌ পুণ্যানি তীর্থান্যায়তনানিচ।।

সরাংসি সরিতশ্চৈব ক্ষেত্রাণি বিবিধানিচ।। ২১।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর দম্পতীর অনেক বয়স অবসান হইলে স্ত্রী পুরুষ দুই জনে অত্যন্ত চিন্তাতে এবং শোকেতে পরিপ্লুত হইয়া সুপুণ্য তীর্থাদি, দেবালয় সকল ও মানস বিন্দু সরবোরাদি, গঙ্গাদি নদী সকল, এবং পুরু-ষোত্তমাদি সুপুণ্য ক্ষেত্র সকল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।। ২১।।

পর্য্যাপ্ত ভুরিরত্নোঘ দক্ষিণৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।

ইয়াজ পরমেশানং মুনিভি র্ব্রহ্মবাদিভিঃ।। ২২।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু পুত্র কামনায় ব্রহ্মবাদি মুনি দিগের দ্বারা হয় মেধ, অজমেধ এবং সপ্ততন্তু প্রভৃতি ভুরি রত্ন দক্ষিণ বহু যজ্ঞ দ্বারা পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।। ২২।।

নচোপলেভে সন্তানং রাজা শোক পরিপ্লুতঃ।

মুমোহ ধরণী পৃষ্ঠে মৃতবৎ পতিতঃ ক্ষণাৎ।। ২৩।।

অস্যার্থঃ। সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াও যখন রাজা সন্তান লাভ করিতে পারিলেন না। তখন অত্যন্ত শোকপরিপ্লুত চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে মৃতবৎ নিপতিত হইলেন।২৩

তংবীক্ষ্য পতিতং ধাত্র্যাং মূৰ্চ্ছি তং কীৰ্ত্তিদা সতী।
পতিং রাজান মাহেদং বচনং হিত মাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। পরমা সতী কীর্ত্তিদা স্বপতি মহারাজা বৃকভানুকে ধরণী-তলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া, তাঁহাকে তাঁহার আত্ম হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

হেনাথ শরণং যাহি জগন্মাতর মম্বিকাং।
সাচেৎ প্রসন্না তপসা বচসা মনসানঘ ॥
কর্ম্মণা নিয়মেনাপি বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যতি।' ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা মহারাজাকে আশ্বাস করিয়া কহিতেছেন। হে নাথ! অনিত্য শোক ত্যাগ কর, এক্ষণে সন্তানাভিলাষে জগন্মাতা অম্বিকার শরণ লও, তপস্যাও বাচনিক স্তোত্র পাঠে ও মানসে বা কর্ম্ম অর্থাৎ পরিচর্য্যা এবং নিয়ম দ্বারা যদি তিনি প্রসন্নাহন্ তবে তোমাকে অনায়াসে তোমার অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন ॥ ২৫ ॥

তদন্যা নাস্তি লোকেস্মিন্ গতির্ন স্বান্তনন্দনা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজ! ইহ লোকে তদ্ভিন্না অন্যা গতি নাই, তিনিই সকলের হৃদয়ানন্দপ্রদায়িণী, অতএব তৎশরণাপন্ন হওয়াই এক্ষণে আমাদিগের শ্রেয়ঃ কল্প হয়। ইতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

গোবৰ্দ্ধনাদ্রি প্রবর পার্শ্বে কাত্যায়নীশুভা।
কালিন্দ্যাঃ স্বচ্ছ তোয়ায়াঃ কচ্ছান্তিক বরে নৃপ ॥ ২৭।

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা রাজাবৃষভানুকে কহিতেছেন। হে নৃপ! গিরিবর গোবর্দ্ধন পার্শ্বে নির্ম্মল সলিলা যমুনার তীর সন্নিধি মনোহর উত্তমস্থানে, শুভদায়িনী মহামায়া, কাত্যায়নীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা আছেন ॥ ২৭ ॥

নানামৃগ গণাকীর্ণে নানাপক্ষি নিনাদিতে।
মঞ্জু ভ্রমর সংঘুষ্টে লতাকুঞ্জ শতাবৃতে ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! ঐ স্থান মনোহর তরুলতা মণ্ডিত, কত শত শত লতা মণ্ডিত কুঞ্জ গৃহে আবৃত, নানা প্রকার সুদৃশ্য মৃগগণে আকীর্ণ নানাজাতীয় পক্ষীগণের শ্রুতিরসায়ণ ধ্বনিতে প্রতিনাদিত, প্রমত্ত মধুপানাসক্ত ভ্রমর নিকরে নিরন্তর গুণ গুণ শব্দে পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করে ॥ ২৮ ॥

চিদ্রূপা পরমেশানী পরমা বরদা নৃণাং।
তামারাধয় যত্নেন যদীচ্ছসি হিতং বরং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! সর্ব্ব জীবের বর প্রদা, জ্ঞান স্বরূপা পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী কাত্যায়নী দেবী তথায় অবস্থিতা আছেন। যদি আপনার হিতকর বর লাভের ইচ্ছা হয়, তবে সম্যক্ যত্ন দ্বারা সেই মহাদেবীর তুমি আরাধনা কর ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতন্নিশম্য বচনং প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মাত্মনঃ।
অনপত্যঃ সুদুঃখার্ত্তো জগাম তপসেবনং ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অপত্য হীনতা প্রযুক্ত অত্যন্ত দুঃখে কাতর রাজা বৃকভানু স্বপ্রিয়া কীর্ত্তিদার মুখে আপনার প্রিয়ঙ্কর এই বাক্য শ্রবণ করতঃ অনতিবিলম্বে ঐ গোবর্দ্ধন সন্নিহিত বনে তপস্যার্থে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

কালিন্দ্যাঃ কচ্ছমভ্যেত্য অপঃস্পৃষ্ট্বা শুচিঃ শুচৌ।
প্রাণাপানৌ সমানোদা ন ব্যানানেক মানসঃ।
নিযম্য যতবাক্ স্বস্মিন্না সনে বিশদ চ্যুতঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা মনোহর কালিন্দী তীর সংপ্রাপ্তে, তৎপবিত্র জল স্পর্শে পবিত্র হইয়া, এক মন চিত্তে তথায় সুদৃঢ় বদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান বায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযম করতঃ যতবাক্ হইলেন অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৩১ ॥

অগ্নিং বায়ৌ জলে বায়ুং জলমাকাশতোনয়ৎ।
কুণ্ডলিন্যা সহাত্মানং সহস্রার সুপানয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃকভানু, স্বশরীরস্থ অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে জলেতে, জলকে আকাশেতে লয় করিলেন। অনন্তর সুদৃঢ় যোগাবলম্বন দ্বারা মূলাধারস্থা কুলকুণ্ডলিনীর সহিত হৃদিস্থ জীবাত্মাকে লইয়া শিরঃ স্থিত সহস্রদল কমলে পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিয়া চিত্তকে নিশ্চল করিলেন ॥ ৩২ ॥

একাহারো নিরাহারো বর্ষং তোয়াসনঃ স্থিতঃ।
ফলমূল পয়ঃপর্ণ বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। জিতেন্দ্রিয় বৃষভানু এক বৎসরকাল জলস্থ হইয়া মাসদ্বয় ফল মূলাহার, মাস দ্বয় শুদ্ধ জলাহার, মাসদ্বয় পত্র আহার

মাসদ্বয় শুদ্ধ বায়ুমাত্র আহার করিয়া এক বৎসর একাহারে ও এক বৎসর নিরাহারে দেবীর উপাসনা করিলেন ।। ৩৩ ।।

পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য ধরণী মূর্দ্ধ বাহুকঃ।
ঊর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য পাদৌ দ্বা বধস্কং সমুপানয়ৎ ।। ৩৪ ।।

অস্যার্থঃ। এই রূপে রাজা চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া কতিচিৎ বৎসর অতিপাত করতঃ পরে ঊর্দ্ধপাদ অধঃশিরা হইয়া ঘোরতর তপস্যায় সংলগ্ন হইলেন ।। ৩৪ ।।

অনয়চ্ছত বর্ষাণি রাজা নিয়ত মানসঃ।
এতদ্বর্ষশতে যাতে বাগুবাচা শরীরিণী ।। ৩৫ ।।

অস্যার্থঃ। সংযত মানস রাজা বৃষভানু এইরূপ কঠোর ব্রতে শত সম্বৎসর কালকে অতিপাত করিলেন, পরে ঐ শত বৎসর অতীত হইলে অশরীরিণী বাক্যে আকাশ হইতে বাগ্দেবী তাঁহাকে এই কথা কহিলেন ।৩৫

আভাষ্য বৃষভানুংতং নাদয়ন্তী নভস্তলং।
বৃষভানো নিবোধেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ।। ৩৬ ।।

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানুকে সম্বোধন করতঃ বাগ্বাদিনী এমত গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন যে সেই শব্দে সমস্ত আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। হে বৃষভানো! তোমার হিতকর যে বাক্য আমি বলি তুমি তাহা শ্রবণ করহ ।। ৩৬ ।।

পথ্যং শ্রেয়স্করং বৎস কুরুস্ব তদনন্তরং ।। ৩৭ ।।

অস্যার্থঃ। হে বৎস। অনন্তর সেই পরম কল্যাণ কর পথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ।। ৩৭ ।।

হরিনাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্নজায়তে।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজন্ হরিনামানুকীর্ত্তনং ।।
গৃহাণ হরিনামানি যথাক্রম মনিন্দিতঃ ।। ৩৮ ।।

অস্যার্থঃ। হে বৎস! হরিনাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণ শুদ্ধি হয় না একারণ অতি শ্রেয়স্কর হরিনামের অনুকীর্ত্তন হয়। হে রাজন্! এক্ষণে যথাক্রমানুসারে তুমি গুরুর নিকট হরি নাম গ্রহণ কর। অর্থাৎ হরিনাম গ্রহণানন্তর অন্যমন্ত্র গ্রহণ করতঃ সাধনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয় ।। ৩৮ ।।

বৃষভানুরুবাচ।

মাতস্তৎ কীদৃশংনাম হরিনামেতি কীর্ত্তিতঃ।
যত্ত্বয়া জগতামস্য স্বর্গাব লয় কারিণি ।।
কৃপয়াবদ তৎ সর্ব্বং যথা তত্ত্বং যথাক্রমং ।। ৩৯ ।।

অস্যার্থঃ। আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বৃষভানু বিনয় সহকারে দেবীকে কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী পরমা প্রকৃতি, তুমি যে হরিনাম গ্রহণ করিতে আমাকে আদেশ করিলেন, সেই হরিনামের কি মহিমা এবং যেরূপ অনুষ্ঠানে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে, আপনি কৃপা করিয়া যথাবৎ তত্তত্ত্ব আমাকে বলুন॥ ৩৯॥

ব্রহ্মোবাচ।

ঈরিতাং গিরমাকর্ণ্য রাজ্ঞা সা বৃষভানুনা।
অবদদ্বাক্য মব্যগ্রা মেঘ গম্ভীরয়া গিরা॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন! বৎস! মহারজা বৃষভানুর এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর শব্দে ধীরে ধীরে মহাদেবী এই বাক্য কহিলেন॥ ৪০॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

পুলিনে বিরজানদ্যাঃ পুণ্যে দেবর্ষি সেবিতে।
ক্রতুর্নাম মুনিঃ শ্রীমাং স্তপসে তপতাম্বরঃ।
তত্রগত্বা মহাবাহো হরিনামানি সংশৃণু॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাদেবী কহিলেন। হে মহাবাহো! দেবর্ষিগণ সেবিত সুপুণ্য বিরজানদীর তীরে পবিত্র পুলিনে সর্ব্বতপস্বীশ্রেষ্ঠ তপস্বী মহামুনি শ্রীমৎক্রতু তপস্যায় সংলগ্ন আছেন। তুমি তথায় গমন করতঃ তাঁহার নিকট হরিনাম-মহিমা শ্রবণ কর॥ ৪১॥

ব্রহ্মোবাচ।

নিপীয় বাক্যামৃত মাত্মনোহিতং।
ত্যক্ত্বা তপোঘোর মমিত্র কর্ষণঃ।
ক্রতোঃ সকাশং গতবান্ ক্ষণাদিব।
শ্বসন্ সুদীনো মুনিমৈক্ষতাশুসঃ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! শক্র কর্ষণ মহারাজা বৃষভানু দেব্যুক্ত আত্ম হিতকর বাক্যামৃত শ্রবণমুখে পান করতঃ সুদীনমনা হইয়া অতিসত্বর গমনে ক্রতু মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোধর্ম্মে সংস্থিত ঐ মুনিবরকে দর্শন করিলেন॥ ৪২॥

অর্চ্চ্য মভ্যর্চ্চ্য মাসীনং মুনিং তং সংশিতব্রতং।
পপাত চরণোপান্তে দীর্ঘ মুষ্ণং শ্বসং স্তদা।
আহ গদ্‌গদয়াবাচা বৃষভানু মহাযশাঃ॥ ৪৩॥ ৪৪॥

অস্যার্থঃ। যোগাসনে উপবিষ্ট প্রশংসিত ব্রতধারী পরমার্চ্চনীয় মুনিকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে নিপতিত হইয়া অতিশয় উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী রাজা বৃষভানু গদ্‌গদস্বরে মুনিবরকে এই কথা বলিলেন॥ ৪৩॥ ৪৪॥

বৃষভানুরুবাচ।

পাহিপাহি মহাযোগিন্ শরণাগতপালক।
দীনানুকম্পিন্ দীনেশ নমস্তে ভগবন্ মুনে॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। হে দীনেশ! হে মুনে! তুমি মহাযোগী, দীনানুকম্পী, শরণাগত প্রতিপালক, হে ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪৫॥

দীনং মামব বিশ্বার্য্য সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। হে বিশ্বার্য্য! অর্থাৎ জগৎ শ্রেষ্ঠ মহামুনে! সাধু সকল দীনবৎসল হয়েন, অতএব অতিদীন জানিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করুন্॥ ৪৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমীড়িত ঈড্যঃ স রাজ্ঞা মুনিবর স্তদা।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়াবাচা ভানুমাহ ঘৃণানিধিঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। রে বৎস! পরম স্তবনীয় অকিঞ্চনবিত্ত মুনিবর ক্রতু, মহারাজা কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥

ক্রতুরুবাচ।

মাভৈর্বৎস কুতোভীতি ভীরুংত্বা মুপলক্ষয়ে।
কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ কাতে চিন্তা হৃদিস্থিতা।
করোমিচ তবস্নেহাৎ যদ্যপিস্যাৎ সুদুষ্করং॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। মহামুনি ক্রতু বৃষভানুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎস! তোমাকে ভীত দেখিতেছি, ভয় কি? অভীত হও, তুমি কি জন্য এত

পরিতাপ করিতেছ, তোমার হৃদয় মধ্যে কোন্ বিষয়ের চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বল। আমি তোমার স্নেহপাশে অতিশয় আবদ্ধ হইলাম, এহেতু তোমার মনোগত চিন্তনীয় বিষয় যদিও সুদুষ্কর হয়, তথাপি তাহা সুসিদ্ধ করিব চিন্তা কি? ॥ ৪৮ ॥

বৃষভানুরুবাচ।

নাস্ত্যলভ্যং ত্রিভুবনে প্রসন্নে ত্বয়ি মে বিভো।
দেহিমে হরিনামানি যদি তেনুগ্রহো ময়ি॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু ক্রতু মুনিকে সম্বোধন করিয়া আত্ম অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিলেন। হে বিভো! এদীনের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইলে এই ত্রিভুবনমধ্যে অলভ্য বিষয় কি আছে? যদি আমাতে আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে সুদুর্লভ হরিনাম আমাকে কৃপা করিয়া প্রদান করুন্॥ ৪৯।

শরণ্যায় নমস্তেস্তু প্রসীদ বিশ্ববিত্তম॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। হে বিশ্ববিৎ মুনে! এই বিশ্বস্থ বিষয় আপনি সকলই জানেন হে শরণাগত-পালক! আমি আপনাকে নমস্কার করি আমাপ্রতি প্রসন্ন হউন্॥ ৫০॥

ব্রহ্মোবাচ।

প্রসন্নারুণ পাথোজা ননঃ সমুনি সত্তমঃ।
প্রপন্নায় প্রসন্নোদা দ্ধরিনামান্যনুক্রমাৎ॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! প্রস্ফুটিত লোহিত পঙ্কজ তুল্য বদন মুনি সত্তম ক্রতু মহারাজার বিনয়াক্ষরে সুপ্রসন্ন হইয়া শরণাগত বৃষভানুকে হরিনাম প্রদান করিলেন, এবং যেরূপ অনুষ্ঠানে নাম জপ করিতে হয় তাহাও কহিয়া দিলেন॥ ৫১॥

লোমহর্ষণ উবাচ।

যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতং।
মন্ত্রং ব্রহ্মপ্রদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নঃ বিভো॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ। লোমহর্ষণ সূত অতি বিনয় সহকারে বেদব্যাস প্রতি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন। হে বিভো! হে নাথ দ্বৈপায়ন। আপনি হরিনাম সংজ্ঞক পরমার্থ সাধক ব্রহ্মপদ-প্রদ যে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, এইক্ষণে সেই সিদ্ধিকর হরিনামাখ্য মন্ত্র কি? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া কহেন॥ ৫২॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।

গ্রহণাদস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপোপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। বাদরায়ণ সূতের প্রশ্ন শ্রবণানন্তর হরিনাম-মাহাত্ম্য কহিতেছেন। বৎস! মহামন্ত্র হরিনাম গ্রহণমাত্রে জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ময় হয়; সুরাপানশীল ব্যক্তিও হরিনাম গ্রহণমাত্রে তৎক্ষণাৎ পরম পবিত্র হয়, এবং কেবল পবিত্র মাত্র নহে সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হয় ॥ ৫৩ ॥

তদহং বোভিধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। রে বৎস! তুমি মহাভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শিরোমণি অতএব তোমাকে আমি মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি শ্রবণ কর ইতি আকাঙ্ক্ষা ॥ ৫৪ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর সংযুক্ত ভগবানের ষোড়শ নাম সম্বোধন পূর্ব্বক জপ করিবে, এই সকল নামই ব্রহ্মবাচক হয়। হরি শব্দ মঙ্গলবাচক ইহাতে আত্মাই পরম মঙ্গল, যদনুস্মরণে মৃত্যুরূপ অমঙ্গল নাশ হইয়া অমরণ-ধর্ম্ম লাভ হয়। সমস্ত জগতের আত্মা যিনি তিনিই কৃষ্ণ শব্দে বাচ্য হন্। রাম শব্দে সর্ব্বরঞ্জন ইহাতে রাম শব্দ আত্মাবাচক, যেহেতু আত্মাই সর্ব্বজন রঞ্জক হন্, কেননা অনাত্ম বস্তুতে কাহারই আদর নাই। ইহাতে তিন নাম পরব্রহ্মের বিশেষণ যথা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। সত্যস্বরূপ হরিনাম, জ্ঞানস্বরূপ কৃষ্ণনাম, আনন্দস্বরূপ রাম নাম, এই তিনের বিশিষ্যবিশেষণ গত অভেদতা জানাইবার জন্য দুই দুই নামের দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৫ ।

ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকাল কল্মষাপহং।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। এই মহামন্ত্র হরিনাম এক শত অষ্টবার ত্রিকাল জপে সর্ব্বপ্রকার পাপের অপহারক হন্। অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এক শত অষ্ট বার প্রত্যেক সময়ে জপ করাতে সকল পাতক ধ্বংস হয়। ইহার পর ভবভীরু জনের ভব নিস্তারণ উপায় আর নাই, ইহা সর্ব্ববেদে কথিত আছে ॥ ৫৬ ॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগম মতেষু চ।
মীমাংসাবেদ বেদান্ত বেদাঙ্গেষু সমীরিতং ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ ইতিহাস আগম, আর মীমাংসা বেদবেদান্ত এবং বেদাঙ্গাদি সর্ব্ব শাস্ত্রমতে ইহাই প্রকথিত হইয়াছে॥ ৫৭।

তন্নাম কীর্ত্তনং ভূয় স্তাপত্রয় বিনাশনং।
সর্ব্বেষা মেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্ত মুদাহৃতং ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। পুনঃ প্রকথিত হইয়াছে, যে হরিনাম সংকীর্ত্তনে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ প্রকার তাপ সংহার হয়। যত পাতক আছে অর্থাৎ অতিপাতক মহাপাতক ও উপপাতক, এই সমস্ত প্রকার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নাম সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্মদৃশ্যতে। ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। তারক ব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন তুল্য ত্রিলোকের মধ্যে পরতর পবিত্রকারণ আর কিছুমাত্র দেখিতে পাই না অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্ত্তন সকল পুণ্য হইতে পুণ্যতর, অর্থাৎ ইহার তুল্য সুপুণ্যতর আর কিছুই নহে ॥ ৫৯ ॥

নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা।
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী রোগী ভগ্নব্রতোঽশুচিঃ ॥ ৬০ ॥
সাধ্যায়বর্জ্জিতঃ পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ।
অব্রতী বৃষলীভর্ত্তা কুলটী সোমবিক্রয়ী।
তেপি মুক্তি মবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। সুরাপানশীল, ব্রহ্মহন্তা, স্বর্ণাদিচৌর, এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপভুক্ রোগী, ভগ্নব্রতী, অশুচি, বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব পাপকৃৎ পুরুষ, ব্যাধ বৃত্ত্যুপজীবী, পিশুন, প্রতারক অর্থাৎ খল ও বঞ্চক, স্বধর্ম্মত্যাগী, শূদ্রাভর্ত্তা দ্বিজ, কুলটোপভোগী, শুক্রবিক্রয়ী এতৎ সর্ব্ব পাপের পাপী হইলেও সে হরির নাম সংকীর্ত্তন মহিমায় পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। একারণ জ্ঞানবান পণ্ডিতদিগের সদাসর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিং পুন স্তৎ পরায়ণঃ ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। দমঘোষপুত্র শিশুপাল বিদ্বেষভাবে ভগবান গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠাখ্য পরাৎপর স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন; ইহাতে তৎপরায়ণ হইয়া যাহারা হরিকে স্মরণ করে তাহারদিগের কথা আর কি কহিব? ॥ ৬২ ॥

বেদব্যাস উবাচ।

ইতি মন্ত্রং প্রদায়ৈব তদা স ভগবান্ ক্রতুঃ।
ইদমাহ বচঃ পথ্যং ভুয়োহরি মনুস্মরন্ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। বেদব্যাস লোমহর্ষণকে কহিতেছেন। বৎস! তখন ভগবান্ ক্রতু মুনি তাঁহাকে এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করতঃ পুনর্ব্বার মনে হরিকে স্মরণ করিয়া বৃকভানুকে এই পথ্য কথা বলিলেন ॥ ৬৩ ॥

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা শৈব এব বা।
গাণপত্য লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। বৎস। শাক্ত বা বৈষ্ণব কি সূর্য্যোপাসক সৌর, অথবা শৈব, কিম্বা গণেশোপাসক গাণপত্য এই পঞ্চায়তনী দীক্ষা বিষয়ে হরিনামানুকীর্ত্তনে কর্ণশুদ্ধি লাভ হয়। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে হরিনাম দীক্ষা ব্যতীত কোন মন্ত্রেই দীক্ষিত হইবেকনা, যেহেতুকর্ণের অশুদ্ধতা জন্য মন্ত্র সকল ফলপ্রদ হয় না ॥ ৬৪ ॥

যস্য কর্ণপুটে রাজন্ নবিশেদ্ধরিনামকং।
শবস্য কর্ণৌ তাবেব বিষ্টে শুদ্ধিমিতো ব্রজেৎ ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবিষ্ট না হয়। তাহার সেই কর্ণযুগল শবকর্ণের ন্যায় অপবিত্র, পুনঃ হরিনাম প্রবেশে পবিত্রতা লাভ হয়। অর্থাৎ যতদিন হরিনাম দীক্ষা না হয় তত দিন কর্ণ অপবিত্র থাকে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ক্রতুরুবাচ।

অতঃপরং মহাবাহো জপবিদ্যাং সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানুকে ক্রতু মুনি কহিতেছেন, হে মহাবাহো! তোমাকে এই হরিনাম প্রদান করিলাম; অতঃপর তুমি সুসমাহিতচিত্তে বিদ্যামন্ত্র জপ করহ। অর্থাৎ ইহাতে তোমার অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হইবে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

বৃক্ষোবাচ।

আমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য সংস্তুয় প্রণিপত্য চ ভূসুরং।
ভক্তিনম্রাত্ম মতিমান্ বৃকো মনুজপন্ দ্বিজ॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ! মতিমান্ বৃকভানুরাজা ক্রতু মুনিকে অর্চ্চনা করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তবকরতঃ তদনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিতে আনম্র কলেবরে হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে তথা হইতে গমন করিলেন॥ ৬৭॥

কালিন্দ্যাস্তট মাগত্য জজাপ পরমং মনুং।
ততঃ কতিপয়স্যান্তে কালস্য পরমা কলা॥
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রসন্ন পঙ্কজাননা।
আবিরাসীন্মহামায়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর রাজা যমুনাতীরে সমাগত হইয়া শ্রীরাধার সেই পরম মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কতিপয় দিবসান্তে কালের পরমা কলা মূলপ্রকৃতি কাল্যরূপা প্রস্ফুটিত কমলবদনা জগন্মাতা কাত্যায়নী রাজার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া সেই নিত্যা ব্রহ্মরূপাসনাতনী মহামায়া আবির্ভূতা হইলেন॥ ৬৮॥

সবীক্ষ্য ভাসতীং ভাসা মহত্যা জগদম্বিকাং।
পরমাং ভক্তিভাবায় নম্রস্কন্ধ শিরাবৃকঃ।
প্রণনাম প্রহর্ষাব্ধি সংমগ্নোহস্তৌষী দীশ্বরীং॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। রাজা বৃষভানু মহতীভাসাতে ভাসমানা জগৎজননী মহাদেবীকে সম্মুখে সন্দর্শন করতঃ ভক্তিভাবযুক্ত নতস্কন্ধর ও নতমস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং মহা হর্ষসমুদ্রে মগ্ন হইয়া জগদীশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬৯॥

বৃষভানুরুবাচ।

রূপং তে জগদম্বিকে পরমকং বাচা মবর্ণ্যং কবেঃ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং যদদ্যকৃপয়া সংদর্শিতং তদ্ধ্রুদা॥
নৈবধ্যেয় মচিন্ত্য রূপ চরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া।
কিং বর্ণ্যং তব সাম্প্রতং মুরহরাভীষ্ট প্রদে মুক্তিদে॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। হে জগজ্জননি! হে মুক্তিপ্রদায়িনি! তোমার যে এই পরম রূপ দর্শন করিলাম ইহা বাক্যেতে কবির অবর্ণনীয়, অর্থাৎ রচনা প্রবন্ধে বাক্যদ্বারা কবিগণে বর্ণন করিতে পারেন না। তোমার অচিন্ত্য পরম

রূপ কদাপি কাহার ধ্যানের বিষয় হয় না। তোমার মহিমা যে কতদূর তাহা ব্রহ্মাদিরও অগম্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। হে মুরহরাভীষ্ট প্রদে! মুরহর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট প্রদায়িনি! আমি অতি লঘুবুদ্ধি, আমা কর্ত্তৃক তাহা কিরূপে বর্ণনীয় হইতে পারে? ॥ ৭০ ॥

জীবো বাক্‌পতিতাং গতোহস্থ যদনুধ্যানাত্তবাম্ভোরুহ।
যোনিস্তৎ পরমং নিধায়চ হৃদি প্রাজাধিপত্যং গতঃ॥
বিষ্ণুঃপাতি সুরেশ পুজ্যচরণ স্ত্রৈলোক্য মেতৎ সুখং।
ত্বাং নম্যাং জগদীশ্বরি ত্রিজগতাং মাতর্নমে ভক্তিতঃ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগদীশ্বরি! তোমার ঐ পরমরূপ ধ্যান প্রভাবে সুর গুরু বৃহস্পতি বাক্‌পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদ্ধাতা পদ্মযোনি ব্রহ্মা তব অচিন্তনীয় রূপ হৃদয়ে ধারণা করত এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়া প্রাজাধিপত্য পদ লাভ করিয়াছেন। তোমার পুজ্য পাদযুগল চিন্তা করিয়া সুরপতি ইন্দ্র ত্রিলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু জগৎ পালন করিতেছেন। এবং তোমার নমস্কার প্রভাবে সম্যক্‌প্রকার সুখ ভোগে ভোক্তা হইয়াছেন। হে ত্রিজগতাং মাত! অতএব আমি নিয়ত ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি॥ ৭১॥

ভক্তিহীনস্য মূর্খস্য দীনস্য ভুবনেশ্বরি।
দর্শিতং মে পদাম্ভোজং মমানুগ্রহ কাঙ্ক্ষয়া॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভুবনেশ্বরি! আমি অতিদীন, ভক্তিহীন মূর্খ, শুদ্ধ আমারে অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমার পাদপদ্মযুগল আমাকে দর্শন করাইলে॥ ৭২॥

ভবৎ পাথোজপাদেষু মন্মূর্দ্ধ ভ্রমরায়িতঃ।
আস্তাং সদপবর্গাব্জ মকরন্দ পিপাসয়া॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! শুদ্ধমোক্ষরূপ মহাপদ্মের মকরন্দপিপাসায় আমার এই মস্তক ত্বদীয় চরণকমলে ভ্রমরচর্য্যায় অবস্থিতি করিয়া রহিল॥ ৭৩॥

অগম্যং তপসা বাচা কর্ম্মণা মানসে ন চ।
দর্শিতং কৃপয়া মহ্যং নমস্তে ভক্তবৎসলে॥ ৭৪॥

অস্যার্থঃ। হে ভক্তবৎসলে! তপস্যাদ্বারা কি বাক্যদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা কিম্বা মানসদ্বারা তোমার এই রূপ দর্শনের অগম্য। শুদ্ধ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন করাইলে, অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করি॥

অর্থাৎ কঠিনতর তপস্যা ও বাক্যে বিবিধ স্তব করিয়া, এবং যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাসাদি কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, এক মনে ব্রতধারণে মনন করিয়াও তোমাকে দর্শন করিতে পারেন না, সেই অচিন্তনীয় রূপ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন করাইলে ইতিভাবঃ ॥ ৭৪ ॥

নমস্তে জগদাধারে জগতাং মোহকারিণী।
ন যথা মোহয়েন্মায়া মাং তে বিশ্বেশ পূজিতে ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগতের আধার স্বরূপা দেবি। তুমি জগন্মোহন কারিণি, হে বিশ্বেশ্বর পূজিতে! তোমার বিশ্বমোহিনী দুরন্তা মায়া আমাকে যেন মোহযুক্ত না করে, এই প্রার্থনায় তোমাকে নমস্কার করি। ৭৫

নমামি তে পাদপঙ্ক জন্মনং বিষ্ণু পূজিতে।
নমস্তুভ্যং মহেশানি মামনাথ মহেশ্বরি ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি। তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিপূজিতা তোমার চরণ কমলযুগলে আমি প্রণাম করি। হে মহেশ্বরি! হে মহাঈশানি! আমি অতি দীন অশরণ অনাথ আমাকে রক্ষা কর; তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বাধারা নিরাধারা সাধারা ধরণীধরে ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভবতাপে তাপিত অতিদীন শরণাগত জনের পরিত্রাণ কারিণী তুমি। হে দেবি! তুমি সকলের আধার, অথচ আপনি নিরাধারা, কিন্তু আধেয়রূপে আধারযুক্তও কদাচিৎ হও, তুমি সর্ব্বজনধাত্রি ধরিত্রীকে ধারণা কর ॥ ৭৭ ॥

বেদ বিদ্যাধরাধারে নমস্তে বিশ্বপূজিতে ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি! তুমি বেদবিদ্যাধারিণী এবং বেদবিদ্যা ধারণার আধারস্বরূপে! তুমি বিশ্বপূজিতা, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি সংস্তূয় সংভূয় প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুট শ্চাসী দ্রাজা পূর্ণমনোরথঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন! বৎস! রাজা বৃষভানু স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে এই প্রকার দেবীর অগ্রে স্তুতি করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুট পাণি হইয়া রহিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রসন্নাতে বৎসযমৈ স্তপসা চ সপর্য্যয়া।
ভক্ত্যা ক্ষান্ত্যা দমেনাপি স্তোত্রেণানেন বৎসক ॥ ৮০ ॥
বরদাতে বরার্হস্য বরং বরয় বাঞ্ছিতং ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী বৃষভানুকে কহিতেছেন। বৎস! তোমার জিতেন্দ্রিয়তায়, ও তপস্যায়, পুজায়, ভক্তিতে ও ক্ষমাগুণেতে দমযোগেতে এবং স্তুতি বাক্যেতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি আমার বরগ্রহণযোগ্য পাত্র, আমি তোমার বরপ্রদায়িনী, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর যাচ্ঞা করহ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

বৃষভানুরুবাচ।

প্রসন্না যদি মে দেবি কি মদ্যাপি জগত্রয়ে।
ভুর্ল্লভং ত্বৎ পদাম্ভোজ শরণস্য গতেন সঃ ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু দেবীর সানুকম্পিত এই বাক্য শ্রবণ করতঃ বিস্ময়োৎফুল্ললোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! যদি অদ্য আমার প্রতি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আর এই জগত্রয়ে আমার কিছু প্রয়োজন নাই, যেহেতু তোমার পাদপদ্মাশ্রয় প্রাপ্তি অতি সুদুর্ল্লভ হয় ॥ ৮২ ॥

সর্ব্ব স্বান্তাসি মে স্বান্ত গতং জানাসি মাং কথং।
বিড়ম্বয়সি বাগ্‌জালৈ র্দেহি দেয়ো বরো যদি ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি! তুমি সকলের অন্তঃকরণরূপা ও সর্ব্বান্তরঙ্গা, আমার হৃদয়গত অভিলাষ আপনি জানিতেছেন, নিরর্থ বাক্‌জাল দ্বারা কেন আর বিড়ম্বনা কর, যদি দেয় হয়, তবে মম হৃদয়াভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুন্ ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমাভাষিতং বাচ মাকর্ণ্য জগদম্বিকা।
ডিম্বং সহস্র সূর্য্যাভং প্রদায়ান্তরগাৎক্ষণাৎ ॥ ৮৪ ॥
বৃষভানু র্মহাতেজা সংহৃষ্টো গৃহ মাযযৌ ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী! বৃষভানুর ভক্তিগর্ভ এতৎদ্বাক্য শ্রবণ করণানন্তর সহস্রাদিত্য তুল্য প্রভাযুক্ত একটি ডিম্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করতঃ ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিতা হইলেন। মহাতেজা রাজা বৃষভানু ঐ ডিম্ব প্রাপ্তে সম্যক হর্ষযুক্ত হইয় স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে বৃষভানোর্দ্দেব্যাবর প্রাপ্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়াখ্যানে কাত্যায়নী দেবীর নিকট রাজা বৃষভানুর বরপ্রাপ্তি নামে ষষ্ঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ৬।

সপ্তমাধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

কীর্ত্তিদা মহিষীতস্য রত্নপালঙ্ক মাশ্রিতা।
নানারত্নৌঘ সংচ্ছন্না সখিকোটিবৃতা সদা॥ ১॥

অস্যার্থঃ। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস শ্রবণ কর। মহারাজা বৃষভানুর মহিষী কীর্ত্তিদা দেবী, নানা অলঙ্করণে আচ্ছাদিত গাত্রা, সর্ব্বদা কোটি সখীতে পরিবৃতা রত্নপালঙ্কশায়িনী হয়েন॥ ১॥

দিব্যাম্বর পরীধানা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
অনবদ্যৈ রবয়বৈ মৃগসাবকলোচনা॥ ২॥

অস্যার্থঃ। ঐ রাজমহিষী কীর্ত্তিদা, দিব্যবস্ত্র পরিধায়িনী, দিব্যগন্ধানুলেপিত-কলেবরা, অনন্দিত সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্টা, হরিণ শিশুর ন্যায় সুচঞ্চল শোভননয়না॥ ২॥

আয়ান্ত মারাদালোক্য পতিং সাব্রীড়িতাননা।
ঘোরেণ তপসা ক্লিষ্টং হৃষ্টং মলিন বাসসং।
ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গ মুত্তস্থৌ সম্ভ্রমাত্তদা॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। মহারাজ্ঞী কীর্ত্তিদা রত্নপালঙ্কে অসংখ্য দাসীকর্ত্তৃক পরিসেবিতা ছিলেন, এমত সময়ে রাজা বৃষভানু দেবীদত্ত ডিম্বহস্তে স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ইত্যাভাসঃ।

ঘোরতপস্যাদ্বারা ক্লিষ্ট, ধূলিধূসরিত কলেবর, এবং মলিন বস্ত্র পরিধান অথচ সহর্ষচিত্ত পতিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া, মহারাণী তখন আসন হইতে অতি সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া লজ্জিত-বদনা হইয়া তৎ সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন॥ ৩॥

তামুদ্বীক্ষ্য বিলাশাক্ষীং বিশাল জঘনোরুকাং।
উত্তুঙ্গোরু স্তনীং তপ্ত কার্ত্তস্বর সমদ্যুতিং।
তস্যাহস্তে তদাভানুঃ প্রদদৌ ডিম্বমুত্তমং॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। রাজাবৃষভানু বিস্তীর্ণ নয়না, বিস্তীর্ণ রম্ভাতরু সদৃশ উরু ও বিস্তীর্ণ জঘনা, অতি উচ্চতর গুরুস্তনী, প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা স্বপ্রিয়া কীর্ত্তি-দাকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা অবলোকন করতঃ তখন সেই দেবীদত্ত উত্তম ডিম্বটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

বাহুমাগৃহ্য তড্‌ডিম্ব মবেক্ষ্যচ মুহুর্মুহুঃ।
বিস্ময়ং পরমং লেভে তদা সা বরবর্ণিনী ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। তখন বরবর্ণিনী রাজমহিষী কীর্ত্তিদা মহারাজার বাহু ধারণ করতঃ ঐ জ্যোতির্ম্ময় ডিম্বকে বারম্বার অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়পন্না হইলেন ॥ ৫ ॥

নানোরুগন্ধং তড্‌ডিম্বং সর্ব্বশক্তি সমুজ্জ্বলং।
কোটি সূর্য্য সমংভাসা তৎক্ষণা ত্তদ্বিধাভবৎ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ ডিম্ব নানাপ্রকার উত্তম গন্ধযুক্ত, সর্ব্বশক্তিময় পরম উজ্জ্বল বর্ণ, কোটি সূর্য্যের সমান দীপ্তিমৎ। দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণ-মাত্রেই সেই ডিম্ব স্বয়ং দুইখণ্ড হইল ॥ ৬ ॥

পুণ্যগন্ধ বহো বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশোদশ।
প্রসন্নাঃ সলিলাধারাঃ প্রসন্নাশ্চ মনাংসিনঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। ডিম্ব দ্বিধা হইবা মাত্র পবিত্র মনোহর গন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল, দশদিক সুপ্রসন্নরূপে প্রকাশ পাইল, নদ নদী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় সকল সুপ্রসন্ন এবং সর্ব্ব জীবের মন সহসা অতিশয় প্রসন্ন হইল ॥ ৭ ॥

আসীন্নির্ম্মল মাকাশং যযুর্দুষ্টা সমং তদা।
দেবদানব গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষস পন্নগাঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। আকাশমণ্ডল অতি নির্ম্মল হইল, আর দুষ্ট গ্রহসকল সাম্যগুণে স্বস্ব উচ্চগৃহে অবস্থান করিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ও ভুজঙ্গগণ সকল আকাশে সমাগত হইলেন ॥ ৮ ॥

বিদ্যাধরা প্সরঃ সিদ্ধ সাধ্য ভৈরব কিন্নরাঃ।
খগাঃ পিশাচ দৈতেয়া নাগাঃ ক্রূরতরাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাধর, অপসর, সিদ্ধ, সাধ্য, ভৈরব, কিন্নর। এবং সুপর্ণাদি পক্ষীগণ, পিশাচ দৈত্য নাগগণ, ও যত ক্রূরতর জীব সকল আইলেন ॥ ৯ ॥

অহং বিষ্ণুর্ভবো বিশ্বে দেবাশ্চ অশ্বিনা বপি।
গ্রহ নক্ষত্র ভূতানি বায়বঃ পিতর স্তুদা ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! সে সময় আমি ও বিষ্ণু এবং ভব মহাদেব, আর বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়। গ্রহ, নক্ষত্র, অশেষ অন্তরীক্ষচর জীবসমূহ, ঊনপঞ্চাশৎ সমীরণ, এবং পিতৃগণ সকল আগতহন্॥ ১০॥

ঋষয়ো মনবো বেদাঃ শাস্ত্রাণি চ চতুর্দ্দশ।
সবাহনাঃ সানুগাশ্চ সায়ুধাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
স্বং স্বং যান সমারুহ্য সর্ব্বে খস্থা স্তদাভবন্॥ ১১॥

অস্যার্থঃ। যত ঋষিগণ, মনুগণ ও চারিবেদ, চতুর্দ্দশ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান রূপে স্বস্ব বাহন ও অনুগামীগণের সহিত স্বস্ব অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ সমন্বিত আপন আপন রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপরিভাগে আকাশমণ্ডলে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন॥ ১১॥

জনন্যাং জায়মানায়াং কীর্ত্তিদায়াং শুভোদয়ে।
গায়ন্ত্যান্ধর্ব্ব সম্বাদে গীয়মানাপ্সরোগণে॥ ১২॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং প্রসন্নেষু মনঃ সুচ।
স্তুবৎস্বমুনি সাধ্যেষু পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে॥ ১৩॥
চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে নবম্যাং শোভনেহহনি।
শুভযোগে চ শুভদে নক্ষত্রেঽদিতি দৈবতে॥ ১৪॥
আবিরাসীৎ পরা প্রাচ্যাং দিশীন্দু রিবপুষ্কলঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। সূর্য্যের শুভোদয়ে, গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সর গণেরা গান করিতে লাগিল, সমচিত্ত সাধুদিগের মনঃ প্রসন্ন হইল, মুনিগণ ও সাধ্যগণে স্তব করিতে লাগিলেন আকাশ হইতে দেবগণেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, শুভ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে শুভপ্রদ পুষ্যানক্ষত্রে, শোভনদিনে শুভযোগে জগজ্জনী অযোনিসম্ভবা পরাদেবী আসন্ন প্রসবা কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে আবির্ভূতা হইলেন, যেমন পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয় হইলে জন সকলের চিত্তে আনন্দোদয় হয়, তদ্রূপ দেবীর জন্ম হইল বলিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। ১২।১৩।১৪। ১৫।

তাৎপর্য্য। চৈত্র মাসে দেবীর জন্ম, যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কল্পান্তরীয় বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান বারাহ কল্পে ভাদ্রমাসে রাধার জন্ম হইয়াছিল যথা (ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টম্যাঞ্চ শুভে দিনে, আবিরাসীৎ কলাবত্যাং স্বয়ং রাধা হরেঃ প্রিয়া) ভাদ্রপদমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শুভদিনে হরিপ্রিয়া রাধা কলাবতী অর্থাৎ কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েন। ইতি।

রক্ত বিদ্যুল্লতা কারা সর্ব্বসৌভাগ্য বর্দ্ধিনী।
হার কেয়ূর মুকুট নানালঙ্কার রাজিতা ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। রক্তবর্ণা বিদ্যুল্লতা ন্যায় কলেবর অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা কেয়ূরহার মুকুটাদি নানা অলঙ্কারে সুদীপ্ত গাত্রা, সম্যক্ সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারিণী দেবীরাধা, জননী ক্রোড়ে বিভ্রাজমানা হইলেন ॥ ১৬ ॥

কোটিসূর্য্য প্রভা তন্বী মনোনয়ন নন্দিনী।
দিব্য মাল্যাম্বরধরা দিব্য গন্ধানুলেপনা ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। মনোহর কলেবরা. কোটি সূর্য্যের ন্যায় অঙ্গপ্রভা অথচ মন এবং নয়নের আনন্দবর্দ্ধিনী সৌম্য রূপা, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসন ধারিণী, দিব্য গন্ধে অনুলেপিত গাত্রা ॥ ১৭ ॥

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী চারু চন্দ্রার্দ্ধশেখরা।
কৃপাণং শঙ্খ চক্রঞ্চ গদা মুষল মেব চ।
অভয়ং বরশক্তিদ্বে দধানঞ্চাষ্টভি র্ভুজৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী বিশালনয়না, অষ্টভুজা মূর্ত্তি ললাটফলকে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা। কৃপাণ শঙ্খ চক্র গদা এবং মুষল অভয় বর শক্তি এই অষ্ট প্রহরণ অষ্টহস্তে পরিশোভিত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে কৃপাণ ও শঙ্খ তদধো হস্ত দ্বয়ে চক্র ও গদা। তাহার নিম্ন হস্তদ্বয়ে মুষল ও অভয়। তদধোভুজদ্বয়ে বরও শক্তি ধারিণী ॥ ১৮ ॥

কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদাং কীর্ত্ত্যা প্রপুরিত জগৎত্রয়ং।
তনয়াং বিষ্ণুতনয়াং জগন্মাতর মম্বিকাং ॥ ১৯ ॥
জাত মাত্রাং তদোদ্বীক্ষ্য হ্যুগ্রেণ তপসা মুনে।
ভাসয়ন্তীং পুরীং রম্যাং বিশ্বরূপাং সনাতনীং ॥
অযোনিজাং বরারোহাং রাধিতাং বৃষভানুনা ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! কীর্ত্তি প্রদায়িনীর কীর্ত্তিতে পরিপুর্ণ জগৎ, সেই জগন্মাতা অম্বিকা কর্ত্তিদা তনয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রভবা বিশ্বরূপা সনাতনী মহাদেবী, জন্মিবামাত্র তদঙ্গ জ্যোতিতে সকল পুরী দীপ্তিমতী হইল, কীর্ত্তিদা সেই অযোনি সম্ভবা বরারোহা কন্যাকে অবলোকন করতঃ এই অনুমান করিলেন যে ইনি প্রাকৃতা কন্যা নহেন, বৃষভানু কর্ত্তৃক আরাধিতা সেই জগদীশ্বরী, উগ্রতপঃ প্রভাবে পুত্রীরূপে আবির্ভূতা হইলেন ইতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

প্রেষৎ প্রৈষ্য মাত্মজাং স্বাং নিবিবিৎসু র্নৃপায়তাং।
অদ্ভুতাং চারু সর্ব্বাঙ্গী মদ্ভুতাম্বর ধারিণীং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা দেবী স্বক্রোড়ে অদ্ভুত বসন পরিধায়িনী অদ্ভুতাকারা সুশোভন সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্টা স্বীয়া তনয়া অবলোকন করিয়া তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য দাস দাসীগণ দ্বারা রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন ॥ ২১ ॥

তদ্বাগমৃত সংতৃপ্তো বৃষভানু র্মহাযশাঃ।
সমস্তশ্চৈব হর্ষৌঘা স্তনৌ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। স্বীয়াত্মজার উৎপত্তি শ্রবণে মহাযশস্বী মহাত্মা রাজা-বৃষভানু প্রেষ্যদিগের মুখবিগলিত সেই অমৃততুল্য বাক্যে সম্যক্ সংতৃপ্ত হইলেন। এবং সম্যক্‌রূপে আনন্দ সমূহ তাঁহার শরীরে পরিপূর্ণ রূপে উদয় হইল ॥ ২২ ॥

হৃষ্টঃ প্রাদাদ্বহুবিধং প্রীতয়ে জগতাং জনোঃ।
ধন বাসাংসি রত্নৌঘ কম্বলান্য জিনানি চ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া জগৎজনু ভগবানের প্রীতির নিমিত্তে নানারত্ন, নানাধন, নানাপ্রকার বস্ত্র সকল এবং কম্বল শালপটু বনাৎ প্রভৃতি বহুবিধ বহুমূল্যের দ্রব্য সকল দান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মণিমাণিক্য বস্ত্রাণি বহ্বার্ঘাণি সহস্রশঃ।
গোগ্রাম হয় রত্নানি করেণু করিণ স্তথা ॥ ২৪ ॥
শতশোঽস্ত্র পূগানি পুরিতানি রথাং স্তথা।
খরোষ্ট্র মহিষান ছাগান্ দধিক্ষীর ঘৃতানি চ ॥ ২৫ ॥
শালি মুদ্গা মসূরাংশ্চ বিবিধান্ ভূমিজন্মনঃ।
দ্বিজপঙ্গুজড়েভ্যশ্চ অনাথ বৃদ্ধ বালকে ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। সংবাদপ্রদ দাসদাসীগণকে উপরোক্ত দান করণানন্তর মহারাজ, মণি মাণিক্য এবং রাজাদিগের উপযুক্ত সহস্র সহস্র উত্তম বস্ত্র সকল, ও গো, গ্রাম, অশ্ব, নানাবিধ রত্ন, হস্তিনী সহিত হস্তী সহস্র সহস্র, আর শত শত অস্ত্রে পরিপূর্ণিত রথ সকল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, ছাগ, শত শত, দধি, দুগ্ধ ঘৃতপুরিত কুম্ভ সকল, ও শালি তণ্ডুল, মুদ্গ মসূর প্রভৃতি ভূপ্রজাত শস্য সকল রাশি রাশি করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পঙ্গু জড়ান্ধ ব্যক্তি সকলকে এবং অনাথ বৃদ্ধ বালকদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

দরিদ্রেভ্যো বহুবিধং বণিগ্‌ভ্যোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। দরিদ্র দীনদুঃখী দিগকে তাহাদের আশাপূর্ণ করিয়া ধন

দান করিলেন। আর নগরবাসী বণিকদিগকে অর্থাৎ পণ্যজীবী সদাগর দিগকে বহুবিধ উপঢৌকন স্বরূপ মূল্যবান দ্রব্য সকল পাঠাইয়া দিলেন ॥ ২৭ ॥

নর্ত্তক্যো বারযোষাশ্চ শিল্পিনশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
গায়কা সুস্বরাবিষ্টা বাদকাশ্চ সহস্রশঃ॥
আজগ্মুস্তস্য নগরং সূতমাগধ বন্দিনঃ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজার কন্যা সম্ভব সংবাদ শ্রবণে, অলঙ্কৃত হইয়া বার বধূ নর্ত্তকীগণ ও শিল্পজীবী জন সকল, এবং সুস্বরালাপী গায়ক গণ ও সহস্র সহস্র বাদ্যকর, ও স্তুতিপাঠক মাগধ, সূত এবং বন্দীগণ সকলে মহা-সমারোহ পূর্ব্বক বৃষভানুর ভবনে আগমন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

জগুর্ননৃতু রাজস্মুস্তুষ্টুবুস্তে মুদান্বিতাঃ॥
হৃষ্টঃ প্রাদাদ্ধনং রাজা তেভ্যোবহুবিধং দ্বিজ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! অঙ্গিরা, ঐ আগত গায়ক সকল সুস্বরে গান করিতে লাগিল, নর্ত্তকীগণেরা নৃত্য করিতে ও বাদ্যকরগণেরা বাজাইতে লাগিল, মহামুদযুক্ত হইয়া স্তুতিপাঠক গণেরা যশোবর্ণনপূর্ব্বক কল্যাণকর স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল, তৎশ্রবণ দর্শনে রাজা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ শতসহস্রশঃ।
নাগরাঃ শিল্পিমুখ্যাশ্চ পৌরজান পদা অপি।
তৎশ্রুত্বা প্রাযয়ুঃ সর্ব্বে বিচিত্রা ভরণোজ্জ্বলাঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজার সুলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে, এতৎবার্ত্তা শ্রবণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় আর প্রধান প্রধান শিল্পকর-গণ, এবং জনপদবাসীও পুরবাসীগণ সকল বিচিত্রালঙ্কারে স্বালঙ্কৃত হইয়া কন্যাদর্শন মানসে রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মন্য মানো মনাঃ সদা।
সাফল্যং তপসোবাপি জন্মনশ্চাপি ভূমিপঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অবনীপতি বৃষভানু আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞানকরিয়া তখন উৎফুল্লমানা হইলেন। এবং আপনার তপস্যার ও জন্মের সফলতা মানিলেন ॥ ৩১ ॥

দ্রষ্টুং প্রতিযয়ৌ কন্যাং বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ।
ব্রাহ্মণান্ পুরতঃকৃত্বা স্বস্তিবাচ্য দ্বিজোত্তম ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণগণকে অগ্রেকরতঃ বন্ধু বান্ধগণে

পরিবৃত হইয়া মহারাজা বৃষভানু কন্যামুখ দর্শন কামনায় কন্যাসন্নিধি গমন করিলেন এবং জাতকর্ম্ম করণার্থ ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন করিলেন। ইতি উত্তরান্বয় ।। ৩২ ।।

বিধিবৎ মন্ত্রপূতেন হবিষেত্বা হুতাশনং ।। ৩৩ ।।

অস্যার্থঃ। পুরোহিত বিধিবৎ মন্ত্রপূত দ্বারা বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি দানে অগ্নির অর্চ্চনা করিলেন ।। ৩৩ ।।

পৌরৈঃ প্রকৃতিভিশ্চৈব গণিকা সূত মাগধৈঃ।
বন্দি গাথক যূথৈশ্চ বাদিত্র কুশলৈ র্নরৈঃ ।। ৩৪ ।।

অস্যার্থঃ। স্তুতিপাঠক, গায়ক, বাদ্যকর সমূহ, এবং স্তুতি সংগীত বাদিত্র নিপুণ মনুষ্যগণের সহিত, আর পুরবাসী ও অমাত্যগণ ও নৃত্যকী গণের নৃত্যদর্শন পরায়ণ হইয়া রাজা চলিলেন ।। ৩৪ ।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যশ্চ শূদ্রৈশ্চাপি সহস্রশঃ।
চিত্রাম্বরধরৈশ্চিত্র গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
মরুদ্গণৈঃ সমাসীনো বভাবিন্দ্র ইবাপরঃ ।। ৩৫ ।।

অস্যার্থঃ। বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়ী, বিচিত্র গন্ধ মাল্যানুলেপিত গাত্র সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে পরিবৃত হইয়া রাজা অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইলেন ; যেমন মরুদ্গণে পরিবেষ্টিত সুরপতি সুরলোকে সুর সভাতে সমাসীন হইয়া পরিশোভিত হয়েন ।। ৩৫ ।।

তমায়ান্ত মুপাজ্ঞায় সবন্ধুং কীর্ত্তিদা তদা।
প্রোৎফুল্ল নয়নাম্ভোজা রাজ্ঞে সাচ দদে বচঃ ।। ৩৬ ।।

অস্যার্থঃ। বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত রাজা আগমন করিলেন ইহা দেখিয়া, মহারাজ্ঞী কীর্ত্তিদা তখন উৎফুল্লকমলনয়না হইয়া রাজাকে আনন্দপূরিত এই বাক্য কহিলেন ।। ৩৬ ।।

কীর্ত্তিদোবাচ।

রাজীব রাজিনয়নাং তনয়াং তনয়প্রদাং।
রাজেন্দ্র তেপবর্গায় জাতাং ত্রৈলোক্য মোহিনীং ।। ৩৭ ।।

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা হর্ষে গদ্গদাক্ষরে বৃষভানুকে কহিতেছেন। হে রাজেন্দ্র ! তোমার অপবর্গ সাধিনী, প্রফুল্ল নলিন রাজি নয়না ত্রিলোক মোহিনী, তনয়প্রদা তোমার তনয়া হইয়া জন্মিয়াছেন দর্শন কর ।। ৩৭ ।।

আবয়ো স্তপসা জাতা সর্ব্বভূতহিতায় চ।
দুষ্ট ক্ষত্রিয় ভূভার হরণায় জগন্ময়ী ।। ৩৮ ।।

অস্যার্থঃ। মহারাজ! আমারদিগের তপো দ্বারা অর্থাৎ তপস্যা সকলার্থেও সর্ব্বজীবের হিতের নিমিত্তে এবং দুষ্ট দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়ভরে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারহরণার্থে বিশ্বরূপিণী জগন্ময়ী জগজ্জননী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।।৩৮।।

ব্রহ্মোবাচ।

এতদাকর্ণ্য তদ্বাক্যং প্রত্যুফুল্ল মুখাম্বুজঃ।
প্রণম্য দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রাঞ্জলি র্ভক্তি নম্রধীঃ।। ৩৯।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! কীর্ত্তিদার মুখে এই বাক্য শ্রবণমাত্র মহারাজার বদনকমল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রসন্ন হইল। তখন কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি নম্রবুদ্ধি রাজা পরমা ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন।। ৩৯।।

হর্ষ গদ্গদয়া বাচা হর্ষাশ্রু পূর্ণলোচনঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো জগন্মাতর মম্বিকাং।। ৪০।।

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব বচনজ্ঞ মহারাজা হর্ষাশ্রুতে পরিপূর্ণ নয়ন হইয়া হর্ষ গদ্গদস্বরে জগন্মাতা অম্বিকা দেবীকে এই বাক্য বলিলেন।। ৪০।।

বৃষভানুরুবাচ।

মাতঃ কাত্বং বিশালোক্ষ নয়না চিত্রভূষণা।
ত্বামহং নৈবতত্ত্বেন জানে তৎকথয়স্ব মাং।। ৪১।।

অস্যার্থঃ। বৃষভানু মহাদেবীকে কহিতেছেন। হে বিশালোক্ষ হে মাতঃ! বিশালনয়নে! বিচিত্র ভূষণা তুমি কে? আমি তত্ত্বদ্বারা তোমাকে জানিতে পারিতেছি না, অতএব অনুকম্পা করিয়া আমাকে তোমার স্বরূপ তত্ত্ব কহেন।। ৪১।।

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিদ্ধি তাত পরাং শক্তিং নারায়ণ কৃতাশ্রয়াং।
বিষ্ণুনা রাধিতামুগ্র তপস্যা ব্রতচারিণা।। ৪২।।

অস্যার্থঃ। বৃষভানু প্রতি মহাদেবী কহিতেছেন হে পিতঃ। তুমি আ-মাকে নারায়ণ কৃতাশ্রয়া পরমা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া জানিহ। উগ্রতপঃ ও উগ্রব্রতাচরণশালী বিষ্ণুকর্ত্তৃক আমি সম্যক্ রূপে আরাধিতা।। ৪২।।

বিশ্বসর্গা বন লয় বিধাত্রী মিষ্টদাং নৃণাং।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং মূল প্রকৃতি সংজ্ঞিতাং।। ৪৩।।

অস্যার্থঃ। হে তাত! এই বিশ্বের সর্জ্জন পালন নিধন কর্ত্রী আমি জগৎ বিধাত্রী, সমস্ত লোকের অভিলষিত ফল প্রদাত্রী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল স্বরূপা, আমার প্রকৃতি সংজ্ঞা ॥ ৪৩॥

সর্ব্বান্তঃ পঞ্জরগতাং সংসারার্ণবতারিণীং।
যুবয়ো স্তপসা জাতা পুত্রীভাবেন লীলয়া।
তববেশ্মনি রাজেন্দ্র দুষ্ট নিগ্রহণায় চ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্ব জীবের হৃৎপঞ্জর গামিনী, সংসার রূপ ঘোর সমুদ্র নিস্তারিণী বলিয়া আমাকে জানিহ। শুদ্ধ তোমার দিগের উভয়ের তপঃ প্রভাবে ও লীলা করণার্থে এবং দুরাত্মাদিগের নিগ্রহার্থ তোমার গৃহে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৪৪ ॥

বৃষভানুরুবাচ।

অম্বত্বং কৃপয়া যদীশ্বরি গৃহেজাতা স্বয়ং লীলয়া।
তন্মে ভাগ্য চয়ান্নিভান্ত সুকৃতং জ্ঞেয়ং মহন্মোক্ষদং ॥
দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং ভবাদ্যৈঃ সদা।
সূক্ষ্মা শৈবতনুং যদীশ্বরি কৃপা মে দর্শ্যতাং তে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে মাতঃ! যদি কৃপা করিয়া মম গৃহে তুমি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে ঈশ্বরি! তবে আমার বহুভাগ্য বশতঃ একান্ত পূর্ব্ব সুকৃতির ফলসিদ্ধ জ্ঞান করিলাম। যেহেতু ভবাদি দেবগণের নিত্যধ্যেয় এবং পরম মোক্ষদ পরাৎপরতর তোমার এই রূপ আমার দর্শন হইল। হে ঈশ্বরি! যদি আমার প্রতি কৃপা হয়, তবে তোমার সেই সূক্ষ্মা শিবতনু আমাকে দর্শন করাউন্। আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য রূপ মনুত্তমং।
ছিন্দ্যসৎ সংশয়ং তাত সর্ব্বদেব ময়ং মম ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। প্রার্থনা সূচক বৃষভানুর বাক্য শ্রবণানন্তর মহাদেবী তাঁহাকে কহিলেন। তাত! আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি, তুমি অসৎ সন্দেহ ছেদন করতঃ সর্ব্বদেবময় আমার অনুত্তম ঐশ্বররূপ দর্শন কর ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তমিত্যুক্ত্বা তদাতাতং দত্বাজ্ঞান মনুত্তমং।
স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে পুত্র! পরমেশ্বরী রাধা পিতা বৃষভানুকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অনুত্তম জ্ঞান ময়চক্ষু প্রদান পূর্ব্বক, তখন স্বীয় মাহেশ্বরী তনু দর্শন করাইলেন ॥ ৪৭ ।

কোটীন্দু বর সঙ্কাশং চারু চন্দ্রার্দ্ধ মস্তকং।
ত্রিশূলবর হস্তঞ্চ জটামণ্ডল মণ্ডিতং ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। নিষ্কলঙ্ক কোটি চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ কান্তি, ললাট ফলকে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ। ত্রিশূল ও বর বৃত যুগল ভুজ, জটা জাল মণ্ডিত মস্তক ॥ ৪৮ ॥

ভয়ানকং ঘোররূপং কালাগ্নি সদৃশং রুচা।
পঞ্চবক্তুং ত্রিনয়নং নাগযজ্ঞোপবীতকং ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। অতি ভয়ঙ্কর ঘোর মূর্ত্তি, কালাগ্নির ন্যায় তীব্র দীপ্তি, পঞ্চ বদন, প্রতিবদনে ত্রিলোচন, নাগ-যজ্ঞোপবীতি স্কন্ধদেশে বিরাজিত ॥ ৪৯

দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানং দ্বীপিচর্ম্মোত্তরীয়কং।
নাগেন্দ্র ভূষণং রূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময় মাগতং ॥
বভাষে বচনং মাতা রূপ মন্যৎ প্রদর্শতং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। পরিবৃত শার্দ্দূল চর্ম্ম, শার্দ্দূলাজিন উত্তরীয়, ভুজঙ্গবর ভূষণ এবম্ভূত ভয়ানক রূপ দর্শন করিয়া বৃষভানু অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদ্দৃষ্টে মহাদেবী তাঁহাকে কহিলেন; পিতঃ! তুমি অতিশয় ভীত হইয়াছ, একারণ তোমাকে অন্যরূপ দেখাইতেছি, দর্শন কর ॥ ৫০ ॥

সংহৃত্য তৎপরং রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
অন্যদ্রূপং বিশালাক্ষং জগদ্রূপা সনাতনী ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। এই কথা পিতাকে কহিয়া জগদ্রূপা সনাতনী দেবী তৎ-ক্ষণ মাত্রে সেই পরমরূপ সংহরণ করতঃ বিশালনয়ন অন্য ভগবদ্রূপ তাঁহাকে দর্শন করাইলেন ॥ ৫১ ॥

শত চন্দ্রনিভং ভাসা প্রভাসিত দিগন্তরং।
হার কেয়ূর মুকুট বনমালা বিরাজিতং ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। শত শত শশধরসদৃশ কলেবরদীপ্তি, সেই দীপ্তিতে দিগ্ দিগন্তর প্রতিভাসিত হইল। হার, কেয়ূর, মুকুটাদি আভরণে পরি-ভূষিত, এবং গলদেশে বিরাজমান বনমালা ॥ ৫২ ॥

শঙ্খ চক্রাব্জ পরিঘা প্রোল্লসৎ করপঙ্কজং।
প্রসন্ন বদনং নেত্রং শ্রিয়োজ্জ্বল সুনাসিকং ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মে করকমল চতুষ্টয় পরিশোভিত;

সুপ্রসন্নায়ত প্রফুল্ল কমল নয়নদ্বয়, সুশোভন নাসিকা পরমোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত কান্তি ॥ ৫৩ ॥

শ্বেত মাল্যাম্বরধর শ্বেত গন্ধানুলেপনং।
অব্জযোনীন্দ্র সংবন্দ্য পাদ পাথোরুহান্বিতং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। শুক্ল পুষ্পমালা ও শুক্লাম্বর পরিধৃত, শুক্ল গন্ধানুলিপ্ত গাত্র, ব্রহ্মেন্দ্র কর্ত্তৃক বন্দনীয় পাদ পদ্মদ্বয়। অনন্তর অন্যরূপ দর্শন করাইলেন, ইহা উত্তর উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

সহস্রবাহ্বক্ষি শিরোবরাননং সহস্র তাড়ঙ্ক ভুজপ্রভাসিতং।
সহস্র কর্ণাম্বর কুণ্ডলান্বিতং সহস্র শক্ত্যষ্টি গদাসি তোমরং। ৫৫।

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবৎ স্বরূপ রূপ ধারণ করতঃ মহাদেবী রাজাকে দর্শন দিলেন। সহস্র বাহু, তাহাতে সহস্র২ তাড়ঙ্কাদি আভরণ বিভুষিত, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ, সহস্র কুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র কর্ণ, সহস্র বস্ত্র পরিধান, সহস্র ভুজে সহস্র সহস্র গদা, খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি তোমরাস্ত্রপরিশোভিত অতিপ্রভাসিত রূপ ॥ ৫৫ ॥

সহস্রদেবেন্দ্র শিরোমণিপ্রভা সভাজিতং দৈত্যগণ প্রণাশনং।
সহস্র যোগীন্দ্র সুলালিতাঙ্ঘ্রিকং সহস্রধাম্না প্রবিরাজিতাঙ্ঘ্রিকং ॥ ৫৬

অস্যার্থঃ। সহস্র সহস্র দেবরাজের মুকুট মণিতে প্রতিভাসিত সহস্র চরণ, সহস্র যোগীন্দ্র কর্ত্তৃক সুলালিত পাদপদ্ম, সহস্র ধাম, অনন্তের শিরঃস্থিত মণিপ্রভাতে পরিরাজিত সহস্রাঙ্ঘ্রি এরূপ দৈত্যসূদন ভগবানের পরিশোভিত রূপ সম্পদ হয় ॥ ৫৬ ॥

নিরীক্ষ্য তদ্রূপ মিদং পরাৎপরং ননাম মূর্দ্ধা ভুবি রাজসত্তমঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ হরিপ্রিয়াং ভিয়া দিদৃক্ষুরন্যন্মনসাভি লাষিতং ॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। রাজ সত্তম বৃষভানু তাঁহার এই পরাৎপর রূপ দর্শন করিয়া অতিশয় ভয়প্রযুক্ত ভুমিগত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর অভিলষিত অন্য মনোহর সৌম্যরূপ দর্শনেচ্ছু হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক হরিপ্রিয়া রাধাকে কহিলেন ॥ ৫৭ ॥

বৃষভানুরুবাচ।

তবেদং পরমং রূপ মৈশ্বরং পরমাদ্ভুতং।
ভীতোহং তন্নিরীক্ষ্যান্য দ্রূপং দর্শয় তে নমঃ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় ভীত হইয়া বৃষভানু দেবীকে নিবেদন করিলেন। হে মাতঃ! অতি আশ্চর্য্যময় তোমার এই পরম ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া

আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। এক্ষণে অন্য মনোঽভিলষিত রূপ আমাকে দর্শন করাউন্। হে দেবি! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫৮ ॥

প্রসন্না যস্যমাতস্ত্বং তস্য কিং দুর্ল্লভং ভবেৎ।
অনুগ্রাহ্য স্ত্বয়া মাতরহং কৃপণধী র্ভৃশং ॥ ৫৯ ॥
নমঃ প্রসীদ মাতর্মে কৃপয়া বনমালিনং।
রূপং দর্শয় দেবেশি স্বরূপং চিত্তরঞ্জনং ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! তুমি প্রসন্না যাহার প্রতি হও, ত্রিজগতেতাহার দুর্ল্লভ কি আছে? আমি অতিশয় দীন, অতি দুঃখী, অতএব আমাকে তুমি অনুগ্রহ কর। হে দেবেশি! তোমাকে নমস্কার করি প্রসন্না হও। কৃপাকরতঃ স্বরূপ চিত্তরঞ্জন বনমালীরূপ আমাকে দর্শন করাউন্। ৫৯৷৬০।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য পিত্রা সা বৃষভানুনা।
অপহৃত্য পুনর্দেবী অন্যদ্রূপং সমাদধে ॥ ৬১।

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরাকে ব্রহ্মা কহিতেছেন। পিতা বৃষভানুর এই বিনয়োক্তি শ্রবণ করতঃ জগন্মাতা রাধা ঐ বিশ্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কমনীয় ও সুদর্শননীয় অন্য রূপ ধারণ করিলেন ॥ ৬১ ॥

নব পাথোধর শ্যাম মিন্দীবর নিভচ্ছবি।
বনমালা রাজিত শ্রীরাজিতোরঃ স্থলান্বিতং ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। নবীন নীল নীরদচ্ছায় শ্যামবর্ণ, ইন্দীবর সদৃশ কান্তি, গলদেশে দোদুল্যমানা বনমালা পরিশোভিতা, শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত বক্ষঃস্থল বিরাজিত ॥৬২॥

দ্বিভুজং কৌস্তুভোরস্কং বেণুবাদন তৎপরং।
গোপালবৃন্দ সংগীতৈ নৃ'ত্যন্তং প্রমুদান্বিতং ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। দ্বিভুজ মুরুলীধর, কণ্ঠভুষণ কৌস্তুভমণির দীপ্তিতে উরঃস্থল সুশোভিত, বেণুবাদন তৎপর হইয়া সংগীত পরায়ণ গোপবালকদিগের সহিত সহর্ষে নৃত্য পরায়ণ হয়েন ॥ ৬৩॥

প্রসন্ন পাথোরুহ সন্নিভাননং ভবাদিভি মৃ'গ্য তমাঙ্ঘ্রি যুগ্মকং।
সুনন্দনন্দ প্রমুখা সভাজিতং শুভাঙ্গ বাহ্বক্ষি পদাম্বুজান্বিতং ॥ ৬৪

অস্যার্থঃ। প্রস্ফুটিত সরোজসদৃশ প্রসন্নবদন, শিবাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিতব্য চরণারবিন্দ, সুনন্দ নন্দপ্রভৃতি প্রমুখ পার্ষদ গণে পরিবেষ্টিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুবাহু, শুভলোচন এবং ধ্বজবজ্রাদি চিহ্নযুক্ত যুগলচরণতল সুশোভিত ॥ ৬৪ ॥

ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিঃ প্রভয়া দিগন্তরং প্রকাশিতা জ্ঞান তমোরি সন্নিভং।
গোপালবেশং সুরসিদ্ধ সংস্তুতং বিনোদয়দ্বন্ধুগণং মুদান্বিতং ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মনোহর মূর্ত্তিপ্রভা, দিগদিগন্তর প্রকাশক দিনকর সদৃশ দীপ্তিমান রূপে জন হৃদয়স্থ অজ্ঞানধ্বান্তরাশিকে ধ্বংস করিয়াছেন। সুরগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ স্তবনীয় মোদমান গোপালবেশ, সমস্ত গোপ গোপীগণকে তদ্রূপে অতিশয় আনন্দযুক্ত করেন ॥ ৬৫ ॥

সোদ্বীক্ষ্য পরমং পরাত্মনো রূপং বৃকোহর্ষভরা কুলেন্দ্রিয়ঃ।
প্রোৎফুল্ল বিজ্ঞান সরোজরাজিঃ সুযোগ যোগো বৃষভানুসূনোঃ। ৬৬।

অস্যার্থঃ। বৃষভানু পরমাত্মা স্বরূপিণী স্বকন্যার পরম ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া অতিহর্ষভারে,আকুলেন্দ্রিয় হইলেন এবং তাঁহার বিজ্ঞান কমল কলিকা সম্যক্ উৎফুল্ল হইল ও শোভন যোগপথও সুপরিষ্কৃত হইল। অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানোদয়ে স্বকন্যাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী বলিয়া জ্ঞান জন্মিল ॥ ৬৬।

ভূভার গম্যাং ভবভাবনচ্ছিদাং ভবাব্ধভারার্থ বিমুক্তিদাং নৃণাং।
অস্তোষী দম্বাংতনয়াং জনুপ্রদাং ঘৃণাভবা নম্রবিবুদ্ধি কন্ধরঃ। ৬৬।

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানু, ভক্তিসহকারে নম্রবুদ্ধি ও নতমস্তক হইয়া ভুভারহারিণী, উৎপত্তি পথরোধিনী, এবং সর্ব্বজীবের উৎপত্তির কারণ স্বরূপা, সংসার মূলচ্ছেদিনী, জগৎজননীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ইতি ভুতকালীন প্রস্তাবকে গ্রন্থকর্ত্তা বর্ত্তমানরূপে বর্ণনা করেন ॥ ৬৭ ॥

বৃষভানুরুবাচ।

বিশ্বেশি বিশ্বেশ সমহণার্চ্চিত পদাম্বুজে বিশ্বজনিত্রি তে নমঃ।
বস্তুংত্বদন্যন্নহি বিদ্যতেভুবি জগদ্বিভাবিন্যনুগৃহ্নমাং নিজং।
সূত্রাম পাথোজ জনু হরীশ্বরৌ তবৈব দেবি জগদেব নশ্বরং। ৬৮।

অস্যার্থঃ। হেবিশ্বেশ্বরি! বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সম্যক উপকরণ দ্বারা পরি পূজিত তোমার যে পাদপদ্ম, হে বিশ্বজননি! আমি সেই চরণ পাথোজে প্রণত হই। হে জগদ্বিভাবিনি! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভগবান হরি, ভূতপতি শঙ্কর আর সুরপতি ইন্দ্র এই সকল রূপই তোমার, তোমাভিন্ন জগতে অন্য বস্তুমাত্র নাই, জগৎভ্রান্তিমাত্র তুমিই সকল; হে মাত! কৃপাপ্রকাশে আমাকে নিজদাস জানিয়া অনুগ্রহণ কর ॥ ৬৮ ॥

ধাতা বিধাতা বরদা বরেশ্বরি শক্তিঃপরা কিং মম বর্ণ্য মেব তে।
অচিন্ত্য রূপ চরিতে বিচিত্রিতং সুরেশবন্দ্যং তবরূপ মদ্ভুতং। ৬৯।

অস্যার্থঃ। হে বরেশ্বরি! তুমি বরপ্রদা, ধাতা বিধাতা, তুমি পরমাত্ম স্বরূপা পরাশক্তি, হে অচিন্তনীয় চরিতবতি দেবি! সুরেশ্বরবন্দনীয় বিচিত্রিত তোমার অদ্ভুত রূপ, আমা কর্ত্তৃক তৎ স্বরূপ বর্ণন কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৬৯ ॥

স্বাহাত্মিকা সর্ব্বসুরেশতৃপ্তিহেতুঃ স্বধেতি পিতৃ তৃপ্তিহেতুঃ।
নাকস্থিতা নাক প্রদানরূপা সমস্ত যজ্ঞাদি ফলপ্রদানা ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি! তুমি দেবগণের তৃপ্তির কারণভূতা স্বাহা। আব স্বধারূপে পিতৃলোকের তৃপ্তির কারণ হও। তুমি সমস্ত স্বর্গাধিদেবী, সর্ব্ব-লোকের স্বর্গ-প্রদান-রূপিণী এবং সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল প্রদায়িনী তুমি ॥ ৭০ ॥

রূপং সুসূক্ষ্মং তব দেবি বিদ্যায়া যদ্‌যোগিনো ব্রহ্মময়ং বদন্তি।
মাত স্তবেদং মনসোদুরাসদং বাচা মগম্যং বচসোপ্যবর্ণ্যং ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! তোমার এই সূক্ষ্মরূপকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অবলোকন করিয়া যোগিগণেরা ব্রহ্মময় বলেন, হে জননি! তোমার এই মহাদ্ভুত পারমার্থিক রূপ মনের অধ্যেয়, বাক্যের অগম্য, বর্ণনা করিতে বাণী অসমর্থা হন্ ॥ ৭১ ॥

ত্রিলোক বীজং পরমোরু বিশ্ব বিসর্গ সংহার বিধায়িতে নমঃ।
কৃপাণ শঙ্খাব্জ গদাদ্যুদায়ুধং সহস্র ভানু প্রতিমানুভানিতং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! কৃপাণ, শঙ্খ, গদা, পদ্মাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি মণ্ডিত এই তোমার পরম উরুরূপ ত্রিলোকের বীজস্বরূপ হয়, ইহার দ্বারা এতৎ বিশ্বের উৎপত্তি সংহারাদির বিধান হইতেছে। সহস্র সূর্য্যের তুল্য প্রতিভাসিত নিরূপম রূপ বিশিষ্টা তুমি ॥ ৭২ ॥

মাহেশি মাহেশধৃতং মনোহরং রূপং তবেদং পরমোরু বর্চ্চসা।
সহস্র শীতাংশু সুশীত ভাস্বরং বালাং ত্রিনেত্রাঃ শশবদ্বিভুষিকাং ।৭৩

অস্যার্থঃ। হে মাহেশ্বরি! আতিশয় পরম দীপ্তিমৎ, মনোহর, সহস্র তুহিনকর সদৃশ শীতল, এই মাহেশ্বর রূপ ধারণ করিলে, তুমি বালা ত্রি-পুরা ত্রিলোচনা, নির্ম্মল শশধর বিভুষণা, তোমাকে নমস্কার করি, ইহার পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ৭৩ ॥

যোগীন্দ্র যোগেশ সুযোগযোগিতং ভবপ্রভাব প্রভব প্রণুম্পদং।
নাগেন্দ্রভূষং রজতাদ্রি সন্নিভং প্রপঞ্চ পঞ্চাব্জ বরাননং ত্রিভিঃ ॥ ৭৪।

অস্যার্থঃ। হে মাহেশি! যোগীন্দ্র যোগেশ্বর শোভন যোগযুক্ত তোমার মহেশ্বররূপ যাহা চিন্তা করিলে ইহ সংসারে, পুনরুৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে

না। ঐ রূপ রজতাচল সন্নিভ ও নাগেন্দ্র ভূষণ। সুপ্রকাশিত পঞ্চবদন সুশোভিত হয় ॥ ৭৪ ॥

ত্রিভিঃ সুভীমায়মত লোচনৈর্লসৎ বৃতার্দ্ধচন্দ্রং জটয়া বিভূষিতং।
ভবাদ্যগম্যং ভবভাবনচ্ছিদং নমামি তে রূপ মনুত্তমং শ্রিয়া ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দীন জননি! উত্তম শ্রীযুক্তা তোমার মাহেশ্বরীতনু অতি ভয়ঙ্করা, তিন তিন লোচন দ্বারা পঞ্চ বদনারবিন্দ সুশোভিত, কপাল ফলকে ধৃত অর্দ্ধচন্দ্র, জটা দ্বারা বিভূষিত মস্তক, শিবাদিদেবতার অগম্য ও অচিন্তনীয় ভবভাব সংহরণ তোমার এবম্ভূতরূপ, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭৫ ॥

দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ পরিঘাব্জ শংখা দ্যুদায়ুধং কোটি শশাঙ্ক প্রোল্লসৎ।
স্বদেহদীপ্ত্যা জগতাংবিমোহয়ন্ শ্রিয়াভিলিঙ্গং গলশোভিকৌস্তুভং ॥
নমামিতে রূপ মিদং স্মিতাননং স্বভক্ত সংলালিত পাদপদ্মং ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। হেদেবি! অতঃপর তোমার শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবরূপকে আমি প্রণাম করি। গদা পদ্ম সঙ্খ চক্রাদি বরাস্ত্র দ্বারা সুশোভিত বাহু চতুষ্টয়, তোমার স্বদেহ দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ বিমুগ্ধ হয়। গলদেশে পরিশোভিত কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস চিহ্নে শোভিত উজ্জ্বল উরঃস্থল। স্বীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পাদপদ্ম যুগল, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল ॥ ৭৬

নবীন লীলাম্বুদ সন্নিভং রুচা প্রোৎফুল্ল পঙ্কেরুহ নেত্রপঙ্কজং।
স্বকান্ত কান্ত্যা ত্রিজগদ্বিমোহনং স্মিতাননং রত্ন বিচিত্র ভূষণং। ৭৭।

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! তোমার নবীন নীল নীরদ সমদীপ্তিমৎ বনমালী রূপ, কমনীয় কান্তি দ্যুতিতে ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ হয়। উৎফুল্ল সরোজ তুল্য যুগল নয়ন কমল, বিচিত্র রত্ন ভূষণে ভূষিত, ঈষৎ হাস্যানন বিশিষ্ট ॥ ৭৭ ॥

কেয়ূর তাড়ঙ্ক বরোল্লসৎমনঃ শ্রোত্রাভিরামং বনমালয়াঞ্চিতং।
নমামি নম্যং নমনীয় পাদ পাথোরুহে রূপ মনন্তমীড্যং ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! কেয়ূর তাড়ঙ্কাদি আভরণে পরিশোভিত জগৎ নমনীয় ও সুরাসুর বন্দনীয় তোমার বনমালীরূপ, বনমালাতে শোভনীয়, ঐ রূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান দ্বারা দর্শন করিলে বা রূপের কথা শ্রবণ করিলে মনের এবং শ্রবণের অভিরঞ্জন হয়। অতএব অনন্ত কর্ত্তৃক সংস্তুত তব পাদপদ্ম যুগলে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৮ ॥

অনন্তরূপং তব নাম মাতঃ কোবা গুণং তে পরিবর্ণিতুং ক্ষমঃ।
বেদৈরগম্যং মনসো দুরাসদং বাচা নগম্যং সুরলোক বিক্ষিতং।৭৯।

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! তোমার নামের ও রূপের এবং গুণের অন্ত নাই এমন ব্যক্তি জগতে কে আছে যে তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম হয়? মনের দুরাসদ, অর্থাৎ মনেরও চিন্তনীয় নহে যে হেতু চতুর্বেদের অগম্য অর্থাৎ বেদ সকল বর্ণনাকরিতে অসমর্থ, এহেতু বাক্যের অতীত, মনুষ্যলোকের কথা কি? দেবাদিরাও ধ্যানে অনুদর্শন করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৭৯।,

বিশ্বাত্মকং বিশ্ববিমোহনঞ্চ বিড়ম্বনং লোক হিতায়তে বৃতং।
মর্ত্ত্যোহথবা দেব বরোজগৎত্রয়ে শক্তোস্তিতে রূপমদো বিবর্ণিতুং।৮০

অস্যার্থঃ। হে জগজ্জননি! বিশ্বমোহন বিশ্বাত্মক তোমার এইরূপ, লোকের হিতের নিমিত্ত এবং লোককে ভুলাইবার নিমিত্ত ত্বৎকর্ত্তৃক সংবৃত হইয়াছে। এই জগৎত্রয়ে মনুষ্য সকল অথবা দেবতা সকলেরমধ্যে কে তোমার স্বরূপ রূপের বর্ণন করিতে শক্ত আছে? ॥ ৮০ ॥

যুগৈঃ সহস্রৈ রহমেকমানুষো ব্রবীমি তে দেবিকথং স্বরূপকং।
গুণৈঃ স্বকীয়ৈর্বরদে ন বন্ধয় স্বকীয়মায়া গুণ বন্ধনেন মাং ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বাভিপ্রায়ে সহস্র সহস্র যুগ তপোযোগে যুক্ত থাকিয়াও যোগসিদ্ধ যোগিগণেরা অনুদর্শনে অক্ষম; ইহাতে আমি অতি লঘু-জীব মনুষ্য, হে দেবি! কি প্রকারে তোমার স্বরূপ বলিতে শক্ত হইব? হে মাতঃ! হে বরদে! তুমি আপন গুণে আমাকে তোমার স্বকীয়া মায়া গুণ দ্বারা আর বন্ধন করিহ না এক্ষণে এই প্রার্থনা করি ॥ ৮১ ॥

বিশ্বেশি বিশ্বেশ্বর পূজ্য পূজ্যে নমামি তে পাদসরোজ যুগ্মকং।
ধন্যঃ কৃতার্থশ্চ জগৎত্রয়েমম তুল্যোহস্তি কঃ পাদ সরোরুহা সবং।৮২

অস্যার্থঃ। হে বিশ্বেশ্বরি! হে পূজনীয়ে! বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক পূজ্য তোমার পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করি। ধন্য এবং কৃতার্থ পুরুষ এতিন জগতে সম্প্রতি আমারতুল্য আর কে আছে? যেহেতু তোমার চরণ সরোজ মকরন্দ আমি নয়নমুখে পান করিলাম। ইতি উত্তর শ্লোকার্থাভিপ্রায়ঃ ॥ ৮২ ॥

যতোপিবং দেবি দৃশা ভবচ্ছিদং ততঃ কৃপাপাঙ্গ বিলোকনং ময়ি।
পরাবরে ব্রহ্মণি নিষ্ফলে মলে ত্বয্যস্তু চিত্তং মমসন্ততং বিভো ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি! ভববন্ধন মোচন তবরূপাসব যখন আমি এই নয়ন রূপ মুখে পান করিলাম। তখন আমাতে তোমার কৃপাপাঙ্গাবলোকন আছে ইহা সর্ব্বতো ভাবে আমি অঙ্গীকার করিলাম। অতএব মম

প্রার্থনা এই যে পরাবর নিষ্কল ব্রহ্মরূপা তুমি তোমাতে আমার চিত্ত প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ দীপ্তিমান্ হউক্ ॥ ৮৩ ॥

ভবস্য সাফল্য মতোনুমেয়ং যতস্ত্বদঙ্ঘ্র্যব্জ বরা সবামৃতং।
দৃশাপিবং মোক্ষবরোন দুর্ল্লভং কৃপারসার্দ্রা মম সন্নিধিং গতা ॥ ৮৪ ।

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ। অদ্য আমার জন্ম সফল অনুমান করি, যেহেতু নেত্র মুখে তোমার অনুত্তম পাদপদ্মাসব আমি পান করিলাম। যখন আপনি কৃপা রসে আর্দ্র হইয়া মম সন্নিধানে সমাগতা হইয়াছ, তখন আমার পরম মোক্ষ পদ আর দুর্ল্লভ নহে ॥ ৮৪ ॥

ক্ষন্তব্য মেস্মৎ কৃতকিল্বিষোৎ করং ত্বয়া গুণৈশ্বর্য্যবিমুক্তি সম্পদা।
গৃহে.গৃহোৎসাহ করীস্বমায়য়া বিড়ম্বনায়ৈ নরদেব রক্ষসাং ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি। মোক্ষসম্পৎ প্রদ ঐশ্বর গুণময়ি! তোমা কর্ত্তৃক অস্মৎকৃত উৎকট পাপ সমূহ ক্ষমা করণীয় হইয়াছে; তুমি স্বীয়া মায়াতে আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়া আমাকে গৃহোৎসাহ প্রদান করিয়াছ অর্থাৎ অপত্যতা দোষে আমার গৃহবাসেচ্ছা ছিল না, তুমি দেব রাক্ষস ও মনুষ্যদিগের বিড়ম্বনার্থ কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনপত্যতা দোষ নিবারণ পূর্ব্বক আমাকে গৃহধর্ম্ম রক্ষার্থ উৎসাহযুক্ত করিলে ॥ ৮৫ ॥

জাতাসি ভূভার হৃতে সুদুর্হৃদাং বধায় দেবেন্দ্রকৃত দ্বিষাং মম।
তাত স্ত্বমম্বেতি কুতোহদ্যসম্ভবঃ পাথোজ জন্বিন্দ্রভবাঃ সবিত্র্যা। ৮৬।

অস্যার্থঃ। হে দেবি! দুর্হৃদ দেবেন্দ্র শত্রুদিগের বধের নিমিত্ত, এবং অধর্ম্মভরা পৃথিবীর ভার হরণার্থ তুমি মম গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছ, তোমার কে মাতা, কে পিতা, জন্মই বা কোথা? যেহেতু তুমি জগন্মাতা, ব্রহ্মা ইন্দ্র ভবাদির জন্ম তোমা হইতে হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

তাতেতি মাতেতি বিড়ম্বনং ত্যজ ত্বং মাতৃতাতো জগতা মমূভূতাম্।
প্রসীদ বিশ্বেশ সমর্হণার্চ্চিতে বরাঙ্ঘ্রি পাথোরুহ যুগ্মকে নমঃ ॥৮৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! পিতা মাতা বলিয়া আমাদিগকে যে সম্বোধন করিতেছ, এই বিড়ম্বনাবাক্য এখন ত্যাগকর। যেহেতু এই জগৎত্রয়ে সকলের মাতাও সকলের পিতা তুমি। বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সম্যক্ অর্চ্চিত তবপাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করিয়া বলিতেছি এক্ষণে আমাপ্রতি প্রসন্না হও। ৮৭।

পুরো নমস্তে স্তপুরঃ স্থিতায়াঃ পশ্চান্নমস্তে বরদে ভবচ্ছিদে।
ব্রবীমিভাগ্যং মমকিং গিরেশ্বরি প্রসীদজাতাসি যতোহনুকম্পয়া। ৮৮

অস্যার্থঃ। হে বরদে! পুরতঃ স্থিতা তুমি তোমার অগ্রে আমি নমস্কার করি। এবং ভববন্ধন চ্ছেদন কর্ত্রী তুমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার

করি প্রসন্না হও। হে সর্ব্ব বাক্যেশ্বরি ! আমার ভাগ্যের কথা কি কহিব ? যেহেতু তুমি আমার প্রতি সানুকম্পিতা হইয়া মমগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৮৮ ॥

বিভাসি শুদ্ধ স্ফটিকান্তরং গতা জবা যথা দেবি সমীপ সংস্থিতা।
তথা বিভাসি জগদীশ্বরি ত্বং জড়েষু রূপেষু পরাত্মরূপে ॥ ৮৯॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি ! নিকট স্থিত জবার রক্ততায় যেমন নির্ম্মল স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখায়। হে জগদীশ্বরি ! তদ্রূপ তোমার চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা রূপে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি সংস্তূয় সংস্তূয় প্রণিপাপত্য চেশ্বরীং।
ভক্তি নম্রাত্মধী রাজা প্রাহগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! এই রূপ প্রকারে বারম্বার পরমেশ্বরীকে স্তব করিয়া ভক্তিতে নম্রকায় ও নম্রবুদ্ধি রাজা বৃষভানু গদ্গদ বাক্যে এই কথা কহিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

বৃষভানুরুবাচ।

অদঃ সংহর রূপত্ব মলৌকিক মিতোবরং।
বিশ্বাত্মংস্তে সুদুর্দ্দর্শং যোগিনা মপি তে নমঃ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবীর পুরতঃ বৃষভানু কহিতেছেন। হে বিশ্বাত্মন্, পরমাত্ম স্বরূপা দেবি। যোগিদিগের দুর্দ্দর্শ অনুত্তম এই অলৌকি রূপ তুমি সংহরণ কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯১ ॥

কিং ব্রূমঃ কীর্ত্তিদায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতং।
তবত্রিজগতাং মাতু রপিমাতা ভবন্মতঃ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগন্মাতঃ। কীর্ত্তিদার ভাগ্যেরকথা কি বলিব ? যেহেতু ত্রিজগতের মাতা তুমি, শত শত জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তিনি তোমার মাতা হইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বর প্রকান্তস্য মুদাগিরেড়িতা প্রসন্ন পাথোরুহ সন্নিভাননা।
জগাদ তাতং করুণার্দ্রধীশ্বরী সৃজন্তী পাথোনয়নে শনৈরিব ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! মহারাজা বৃকভানুর করুণোক্তি পূর্ব্বক স্তুতি বাক্য শ্রবণে প্রফুল্ল পঙ্কজবদনী জগদীশ্বরী রাধা করুণার্দ্র বুদ্ধি হইয়া নয়ন যুগলে অল্প অল্প অশ্রুজল ত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ হর্ষাশ্রুজলে ছল ছল নেত্রা হইয়াপিতাকে এই কথা বলিলেন ।৯৩।

শ্রীদেব্যুবাচ।

মহতা তপসোগ্রেণ ত্বয়াতাত গৃহস্থয়া।
অম্বয়া রাধিতা রাজং স্তুৎ পুত্রীত্ব মিতোগমং॥ ৯৪॥

অস্যার্থঃ। দেবী কহিলেন! হেতাত! গার্হস্থ বৃত্তির সংস্থান জন্য অতিশয় উগ্রতপদ্বারা মাতা কীর্ত্তিদার সহিত তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে, হে রাজন্! তোমাদিগের দ্বারা আমি আরাধিতা হইয়া তোমার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলাম॥ ৯৪॥

দর্শিতানি স্বরূপাণি ময়া প্রত্যয় কারণাৎ।
ময়িবিশ্বমিদং ব্যাপ্ত মাকাশে নৈব সর্ব্বতঃ॥ ৯৬॥
পয়োবা সর্পিষা যদ্বন্নি বেশ মন্ময়ং জগৎ॥ ৯৬॥

অস্যার্থঃ। হে পিতঃ! তোমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমার যাবৎস্বরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম। আমাতে সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করিতেছে, যেমন আকাশকে অবলম্বন করিয়া সকলের স্থিতি হয়। অথবা আকাশ যেমন সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সেই রূপ আমাকর্ত্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং ঘৃত যেমন দুগ্ধ মধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তদ্রূপ এতজ্জগতে আমার অনুপ্রবেশ, আমিই জগন্ময় সর্ব্বত্রব্যাপ্তা অর্থাৎ আমাতে বিশ্ব, বিশ্বেতেও আমি আছি॥ ৯৫॥ ৯৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুদীর্য্য তদা তাতং সঞ্জহার স্বরূপকং।
আধায় স্বাঙ্গুলী বক্ত্রে বালবৎ প্ররুরোদ চ॥ ৯৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! স্বপিতা বৃষভানুকে দেবী এই কথা বলিয়া স্বমায়া দ্বারা পুনর্ব্বার আচ্ছন্ন করতঃ প্রাকৃত বালিকারন্যায় চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী বদনে দিয়া স্তন্যার্থিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৯৭॥

দাড়ীম কুসুমাকারা সহস্রাদিত্য বর্চ্চসী।
রূপেণাসদৃশী রম্যা বভৌসর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী॥ ৯৮॥

অস্যার্থঃ। প্রস্ফুটিত দাড়িমী কুসুমেরন্যায় আরক্তবর্ণা, সহস্র সূর্য্যের সদৃশ উজ্বলদীপ্তিমতী, অতিরমণীয় রূপা, তৎ সদৃশা নারী জগতে নাই, এবম্ভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপে দেবী প্রকাশ পাইলেন॥ ৯৮॥

ভুতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ, যদ্রূপং ত্রিষু বিদ্যতে।
লোকেষু দ্বিজ শার্দ্দুলাঃ কিঞ্চিন্নসদৃশং ভবেৎ॥ ৯৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠেরা ! এই ত্রিলোকমধ্যে যতরূপ হইয়াগিয়াছে, যতরূপ বিদ্যমান আছে, আর যত রূপ হইবে, কিন্তু এরূপের নিকট সে সকল রূপ কোন অংশে তুল্য হইবে না ॥ ৯৯ ॥

ততো বৃকো নরবৃকো জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
চকার মতিমাংস্তস্যা ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১০০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর নরব্যাঘ্র, মতিমান্ রাজাবৃকভানু, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারা স্বকন্যার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ১০০।

রাধিতা তপসোগ্রেণ বাধ্যরাধ্যতরামুনে।
তেনরাধেতি তস্যাঃস নাম চক্রেপিতাতদা ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে ! পরমারাধ্যা দেবী উগ্রতপস্যা দ্বারা রাধিতা হইয়া বাধ্য হইয়াছিলেন, একারণ পিতাবৃষভানু তাঁহার রাধা বলিয়া নামকরণ করিলেন ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
রাধোৎপত্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায় ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে রাধিকার জন্মকথন সপ্তম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় আরম্ভঃ।

গোলোকপ্রতি সনৎকুমারের অভিশাপাখ্যান।

অঙ্গিরাউবাচ।

যোগিযোগেশ্বরেশ্বর্য্যা ব্রহিযোগে শ্বরেশ্বর।
কস্মাৎশপ্তং পুরংতেন গোলোকাখ্যং মহাপ্রভং ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরা ঋষি রাধিকার উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিয়া জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে যোগেশ্বরেশ্বর ! যোগেশ্বর ও যোগসিদ্ধ যোগিদিগের ঈশ্বরী রাধা, মহাদীপ্তিমৎ গোলোকাখ্য তাঁহার মহৎ পুর কি কারণে অভিশপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

সনৎকুমার মুনিনা সূনুনা তে পয়োজজ ॥
কুত্রজায়ত কিংকর্ম্ম কুত্রস্থঃ কৃতবান্ হরিঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। হে পদ্মজ ! তব পুত্র মহাজ্ঞানী সনৎকুমার, তৎকর্ত্তৃক

ভগবদ্ধাম গোলোক কি নিমিত্ত অভিশপ্ত হয়। এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকিয়া তাঁহার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তিনি কোপিত হইয়া উৎকট শাপ প্রদান করেন? ॥ ২ ॥

ভক্তায় গুরবো ব্রূয়ুঃ প্রণতায় সুগুহ্যকং।
নতৃপ্যামঃ পিবন্তস্তৎ কথামৃত মনুত্তমং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! অত্যন্ত গুপ্তকথা যদিও হয় তথাপি প্রণত ভক্তকে গুরুগণেরা তাহা কহিয়াথাকেন। অতএব আপনি সদয় হইয়া আমাদিগকে কহেন। আমরা অনুত্তম হরিকথামৃত পান শীল অর্থাৎ তদমৃত পানে আমাদিগের তৃপ্তি জন্মে না, যত শুনি ততই শুনিতে ইচ্ছা হয় ॥ ৩ ॥

পিপাসা বর্দ্ধতে নিত্যং পিবতাং তদ্গুণামৃতং ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে পিতঃ! হরিলীলামৃত পানশীল জনগণের তৎকথামৃত পানে নিত্যই পিপাসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (একারণ তদ্গুণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি) ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মনসা যেন নধ্যাতা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চিদ্রূপা পরমেশানী তৎস্বান্তং মলগর্ত্তবৎ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী নিত্যা ব্রহ্ম রূপিণী রাধা, যৎকর্ত্তৃক মন দ্বারা হৃদয়ে চিন্তনীয়া না হয়েন। তাহার সেই হৃদয় পুরীষ গর্ত্ত সদৃশ জানিহ ॥ ৫ ॥

পদ্ভ্যাং যাভ্যাং নিরতস্যা য়তনানি গতা নরাঃ।
তে পদে ধরণী জন্ম বস্তাতোলং মমানঘ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনঘ! নিষ্কলুষ অঙ্গিরা। আমি সারোপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর ইত্যাভাষ। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মনুষ্য পাদদ্বয় দ্বারা তত্তীর্থ স্থানে গমন না করে। তাহার সেই পাদদ্বয় ব্যর্থ, স্থাবর মহীরুহের তুল্য হয় ॥ ৬ ॥

অব্জনাভা ন্ধকধ্বংসি মহ্যোতচ্চরণাম্বুজৌ।
অর্চ্চিতৌ নার্চ্চিতৌ যেন সবাহুঃ শববাহুবৎ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। অব্জনাভ নারায়ণ, অন্ধকারি পঞ্চানন এবং পদ্মাসন, জগদম্বিকা রাধিকার পাদপদ্ম যুগল অর্চ্চনা করেন, সেই পাদপদ্ম যুগল যাহাদের করদ্বয় দ্বারা অর্চ্চিত না হয়, সেই কর তাহাদিগের শবকর সদৃশ অশিব কর জানিহ ॥ ৭ ॥

শ্রোত্রে বিলেতেদ্বিজবর্য্য বর্য্য যাভ্যাং নপীতং গুণকর্ম্মচামৃতং।
নজিঘ্রতো যে তুলসী সুগন্ধং তে নাসযুগে্‌া শুষিরে মলস্য ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর্য্য বর্য্য ! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তুমি অতিশয় শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছি। যে শ্রবণ যুগলে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন ও তল্লীলাকথামৃত পান নাহয়, সেই শ্রবণ শুদ্ধ মলগর্ত্তন্যায়। অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণহীন শ্রোত্রধারণের ফল কি ? ।৮।

তে চক্ষুষী তচ্চরণারবিন্দ দ্বন্দ্বাসবং সর্ব্ববিমোহ মোচকং।
যাভ্যাং নপীতং মুহুরদ্যমানে স্বান্তেন পশ্যেতি মৃষৈবধত্তে ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। দেখ, সম্যক্‌মোহ নিবারক ভগবৎ চরণারবিন্দ যুগলের শোভামৃত যে চক্ষুদ্বয়ে ঐকান্তচিত্তে নিয়ত পান নাকরে। সেই নয়ন যুগল ময়ূরপুচ্ছ চিত্র চন্দ্রিকার ন্যায় মিথ্যা ধারণ করা হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ শোভা-সাধক কার্য্যসাধক নহে ইতি ভাবঃ॥ ৯ ॥

বিবিৎসা বর্ত্ততে সাধো জন্মকর্ম্মাদিলাপনে।
হরেরুদার বৃত্তস্যা ভিধৎস্যে শৃণু সত্তম ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষি সত্তম ! উদারচরিত্র হরির জন্ম কর্ম্মাদি লীলাকথার আলাপনে সাধুদিগের শ্রবণেচ্ছা জন্মে, অর্থাৎ হরিকথালাপ শ্রবণে সাধুর অনন্তানন্দের উদয় হয় ॥ ১০ ॥

উগ্রেণ তপসাবাপ্তা হরিণোদার কর্ম্মণা।
সারাধা পরমারাধ্যা চিদ্রূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। বৎস ! চৈতন্যরূপা বিশ্ববিমোহিনী পরমারাধ্যা শ্রীরাধা, উদারকর্ম্মা ভগবান নরায়ণ অতি কঠিনতর রূপ উগ্রতপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১১

হিমালয়োদারগিরেঃ সুতাং গঙ্গাং সরিদ্বরাং।
গাত্রেনিলীয়াভ্য রক্ষৎ ভীরুর্বাণ্যাঃ শ্রিয়শ্চসঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান নারায়ণ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর ভয়ে শ্রেষ্ঠতম হিমালয় পর্ব্বতেরকন্যা সর্ব্ব নদীশ্রেষ্ঠা যে গঙ্গা, তাঁহাকে আত্মকলেবরে লয় করিয়া রাখেন ॥ ১২॥

দারৈশ্চতুর্ভিঃ পরমৈ রমমাণো বসৎসুখং।
তাসু সর্ব্বাস্বভ্যধিকা প্রিয়া প্রিয়তরা দপি।
আসীদ্রাধা বিশ্বরূপা পরমাত্মা স্বরূপিণী ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী আর বিরজা ভগবানের চারিজন পত্নী এই চারিপত্নীরমধ্যে পরমা প্রিয়া,

তাঁহারদিগের সহিত রমমাণ গোবিন্দ পরমসুখে অবস্থান করেন। কিন্তু সকল প্রিয়তরা হইতে বিশ্বরূপিণী পরমাত্মা স্বরূপা রাধা তাঁহার অধিকতরা প্রিয়া ছিলেন ॥ ১৩ ॥

একদা বিরজোৎ সঙ্গে রমমাণো বসন্ধরিঃ।
আজ্ঞায়ারক্ত নয়না প্রেষ্যাভিযোগ মান্বিতা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। কোন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরজা ক্রোড়ে রমমাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা স্বীয়া সখীগণের মুখে রাধা শ্রবণ করিয়া কোপে তাঁহার নয়ন যুগল ঘোরতর রক্তবর্ণ হইল। সেই রক্তনয়না রাধা স্বীয় সখীগণ সমভিব্যাহারে তৎস্থানে গমনোন্মুখী হইলেন ॥ ১৪ ॥

রাধাগমত্ত্বরা তত্র যত্রযোগেশ্বরো হরিঃ।
চালয়ন্ত্যাঃ পদেতস্যা ভূশ্চচাল সসাগরা ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় ত্বরাযুক্তা হইয়া যথায় সর্ব্ব যোগেশ্বর হরি অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন। তাঁহার গমনকালে প্রতি পদক্ষেপে সসাগরা পৃথিবীর কম্প হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

সপর্ব্বত বনোদ্দেশা সপুরাট্টাল তোরণা।
সদিগ্নাগা সুরসুরা সযক্ষোরগ রাক্ষসা ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ পৃথিবী কেবল সাগর সহিতা নহেন, পর্ব্বত বন প্রদেশ রাষ্ট্র, পুরী সতোরণ অট্টালিকা, দিকহস্তী ও সুরাসুর যক্ষ রাক্ষসাদির সহিত কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

তদ্বীক্ষ্য ত্রস্তমনসো গমন্ সর্ব্বেদিবৌকসঃ।
কৈলাস মদ্রিপ্রবরং সোমোযত্রাবসদ্ধরঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। এতদ্ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সমস্ত দেবগণেরা ত্রাসযুক্ত মনে পর্ব্বত প্রবর কৈলাসে গমন করিলেন, যেখানে চন্দ্রমণ্ডলাখ্য ধামে সোমাখ্য দেব দেব শঙ্কর বিরাজমান আছেন ॥ ১৭ ॥

হরোঽপিতদানাজ্ঞায় তৈঃসার্দ্ধং তৎপুরঃ সরঃ।
আসেদু গোলকং সর্ব্বে স্তুবন্তোরু পরাক্রমং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবো তাহা জ্ঞাত হইয়া সকল দেবগণের সহিত গোলোক সন্নিহিত গমন করিলেন। তথায় গমন করতঃ অনন্তর উরুপরাক্রম গোবিন্দকে সকলে স্তুতি করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮ ॥

তানাহূয় সুরান্ সর্ব্বাংস্তৈঃ সার্দ্ধং প্রাবিশৎপুরং।
বিরজোৎ সঙ্গ আসীনং বীক্ষ্যোবাচ রুষিন্বিতা।। ১৯।।

অস্যার্থঃ। অতঃপর শ্রীরাধিকা হরাদিদেবগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং বিরজা ক্রোড়ে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ রোষযুক্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন।। ১৯।।

ময়িজীবতি গোলোকে ভূতাদুর্ব্বৃত্তিরীদৃশী।
দুর্ব্বৃত্তং শঠ দুর্ব্বৃত্তং বরীবৃত্তো ময়াকরোৎ।। ২০।।

অস্যার্থঃ। হে দুর্ব্বৃত্ত! হে শঠরাজ! আমি গোলোকে জীবিতা থাকিতেই তোমার এতাদৃশী দুর্ব্বৃত্তি উপস্থিতা হইল। হে দুর্ব্বৃত্ত! প্রবঞ্চনা মূলক এত চাতুরী আমার সহিত করিলে। অর্থাৎ নিঃশঙ্কে এতাদৃশী ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছ, শঙ্কানাই ইতি ভাবঃ।। ২০।।

সংগৃহ্যেমাং প্রিয়ামিষ্টাং গোলোকাদ্গচ্ছ লম্পট।
অচঙ্ক্রমংপুরা সর্ব্বং সখীভির্ব্বারিতং মুহুঃ।। ২১।।
পুনর্দ্রক্ষ্যে বিরজয়া সার্দ্ধং চন্দন কাননে।। ২২।।

অস্যার্থঃ। এইরূপ বিরজার সহ পূর্ব্বে বিহার করিয়া ছিলে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিয়া সখীগণদ্বারা তোমাকে বারম্বার বারণ করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার সেই বিরজার সহিত চন্দনকাননে দেখিতেছি। রে লম্পট! রতি চৌর! এই স্বভাব তোমার চিরকাল অত এব এক্ষণে ঐ মনোভিলাষ পুরিণী প্রিয়াকে লইয়া শীঘ্র গোলোক হইতে গমন করহ।। ২১।। ২২।।

এব মাকর্ণ্য তদ্বাক্যং রাধাং বীক্ষ্য ক্রুধান্বিতা।
বিরজা যোগ মাস্থায় সরিদ্রূপা ভবৎক্ষণাৎ।। ২৩।।

অস্যার্থঃ। বিরজা গোপী শ্রীরাধাকে ক্রোধান্বিতা দেখিয়া এবং তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ যোগ প্রভাবে নদীরূপা হইয়া গেলেন।। ২৩।।

ষট্ত্রিংশদ্যোজনায়াম দৈর্ঘে যোজনকং শতং।
নেদিষ্ট ধরণী জাতান ভঙ্ক্ত্বা গমদধোমুখী।। ২৪।।

অস্যার্থঃ। ছত্রিশ যোজন প্রস্থে দীর্ঘে শত যোজন ধরণীতল জাত বৃক্ষ সকলকে ভঙ্গ করিয়া ক্রমে অধোমুখী হইয়া গমন করিলেন।। ২৪।।

বিরজেতি তদালোকে বিদ্বন্সা প্রথিতা ভুবি।। ২৫।।

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন! অঙ্গিরা, তদবধি পৃথিবীতে লোকে বিরজা

বলিয়া তাঁহাকে খ্যাত করিয়া থাকে, অর্থাৎ নদীরূপে বিরজা পৃথিবীতে বিশ্রুতা হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ততঃ সংভূয়ো দেবর্ষি গন্ধর্ব্বো রগকিন্নরাঃ।
অহং ভবোজ্জনাভশ্চ সুত্রাম প্রমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২৬ ॥
সগদ্গদঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ।
স্তুবন্ত্যো মুহুরব্যগ্রা ভগবন্তং পরাৎপরং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, অতি ধীরে২ দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নরগণ, এবং আমি ব্রহ্মা, বাসুদেব বিষ্ণু, ভব মহাদেব আর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সকল সজলনয়নে গদ্গদ বচনে পুলকে অন্বিত দেহ হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষ ভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ং পরংব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণং।
অমূল্যরত্ন নির্ম্মাণ রত্ন সিংহাসন স্থিতং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সকল কারণের কারণ, পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত ভবনে রত্নসিংহাসনোপরি সমাসীন। ২৮।

সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামর বায়ুনা।
গোপালিকা নৃত্যগীতৈঃ পশ্যন্তং সস্মিতাননং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্বেত চামরের সমীরণদ্বারা গোপালগণ কর্ত্তৃক সেব্যবান, ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখচন্দ্র, গোপীগণে নৃত্যগীত দ্বারা সেবা করিতেছেন, তদ্দর্শন পরায়ণ হইয়া অবস্থিত আছেন ॥ ২৯ ॥

পরিতো ব্যাবৃতং শশ্বৎ গোপৈশ্চ শত কোটিভিঃ।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণ ভূষিতং ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দন চর্চ্চিত সর্ব্ব কলেবর, রত্ন নির্ম্মিত ভূষণে পরিভূষিত, এমত শতকোটি গোপ চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টিত ॥ ৩০ ॥

নবীন নীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসং।
যথা দ্বাদশবর্ষীয় বালং গোপাল রূপিণং ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অভিনব জলধর সমশ্যামবর্ণ সুন্দর কলেবর, পরিধৃত পীত বসন, দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকের ন্যায় গোপাল রূপী পরমাত্মা গোবিন্দের মনোহর রূপ ॥ ৩১ ॥

কোটি শীতাংশু সংশীত, দ্যুতিং শ্রীলক্ষ্ম বক্ষসং।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলালাবণ্য ধামকং ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। কোটি শীত রশ্মি ন্যায় সুশীতল কান্তিমান, শ্রীবৎস চিহ্নে সুলক্ষিত বক্ষঃস্থল, কোটি কন্দর্প তুল্য লাবণ্য এবং লীলা ও সর্ব্ব লাবণ্যের এক ধাম স্বরূপ অর্থাৎ সংসারের যত লাবণ্য সে সকল ঐ শ্যাম সুন্দর রূপকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

সস্মিতানন পাথোজ গোপীভিঃ সংস্পৃহং দ্বিজ।
রত্নেন্দ্র সার মাণিক্য বিচিত্রাভি র্নিরীক্ষিতং ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! অঙ্গিরা, গোপীগণের সম্যক স্পৃহনীয় রূপ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনার বিন্দ, অত্যুত্তম রত্নসার ও মাণিক্য নির্ম্মিত বিচিত্রাভরণ দ্বারা ভূষিতকলেবর, অতি হর্ষজনক দর্শনীয় রূপ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণাধিক প্রিয়তমা রাধা বক্ষঃস্থল স্থিতং।
তয়াদত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতং ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। বক্ষঃস্থলে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা রাধা অবস্থিতা, সেই রাধাদত্ত সুবাসিত তাম্বূল ভক্ষণ পরায়ণ, এবম্ভূত রূপ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ॥ ৩৪ ।

পরিপূর্ণ তমং রাসে দদৃশু রীশ্বরং সুরাঃ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধা স্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রহৃষ্ট মানসাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ পরম বিস্ময়ং।
পরস্পরং সমালোচ্য তে সমূচু শ্চতুর্ম্মুখং ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত দেবগণেরা পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলে দর্শন করিলেন। এবং মুনি মনু সিদ্ধগণ, ও তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে পাপরাশি এমন তপস্বীগণ, ইহাঁরা প্রহৃষ্টমানসে সকলে ভগবৎ রূপ সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্ময়যুক্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর সমালোচনা করিয়া সকলে ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

নিবেদিতং জগন্নাথং স্বাভিপ্রায় মভীপ্সিতং।
অহং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা স্বদক্ষিণে ॥ ৩৭ ॥
অথমাং সংস্মৃতঃ কৃষ্ণো বচনং মধুরোপমং ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। স্বাভিলষিত অভিপ্রায় জগন্নাথ ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস! আমি তাঁহাদিগের স্বাভিপ্রায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতঃ দণ্ডায়মান থাকিলাম। অনন্তর আমাকর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দক্ষিণে আমাকে দেখিয়া মধুর তুল্য বাক্যে কহিলেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

অথ গোলোক রাস রচনা।

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।

ব্রহ্মন্ বাদয় বাদ্যানি নৃত্যন্ত্বপ্সরসাং গণাঃ।
ভবোগায়তু গীতানি প্রীতয়ে মেঽতিসুস্বরং।। ৩৯ ।।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া অনুমতি করিলেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি স্বয়ং বাদ্য বাদনকর, অপসরাগণেরা নৃত্য করুক, মহাদেব সদাশিব আমার প্রীতির নিমিত্তে অতি সুস্বরে স্বয়ং সংগীতে প্রবৃত্ত হউন্ ।। ৩৯ ।।

তস্মিন্ মহোৎসবে রাসে সর্ব্বেষাং প্রীতিদেহনঘ।
ততোমুঞ্চন্ প্রিয়ারোষং বিভজ্যাত্মান মাত্মনা।। ৪০ ।।

অস্যার্থঃ। হে অনঘ! নিষ্পাপ অঙ্গিরা! সর্ব্বজীবের প্রীতিদায়ক এই মহামহোৎসব রাসে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ক্রোধ নিবারণ করতঃ আপনি আপনার শরীরকে অনেক রূপে বিভক্ত করিলেন ।। ৪০ ।।

শতধা রূপ লাবণ্যোদার্য্য মাধুর্য্য বিস্থিতং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং বনমালা বিরাজিতং।। ৪১ ।।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ আপন রূপকে শত শত রূপে বিভাগিত করিলে সকল রূপই সমরূপে রঞ্জিত হইল, অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধরশ্যামসুন্দর বনমালা ভূষিত, রূপ লাবণ্য উদার্য্য ও মাধুর্য্য সকল রূপেই সমান। ৪১।

ময়ূর পুচ্ছচূড়ঞ্চ কৌস্তুভেন লসদ্ধৃদি।
দিগ্ভূষণ গুণৌঘেন বয়ো রূপৌ জসাশ্রিয়া।। ৪২ ।।

অস্যার্থঃ। শিরোপরি শিখি পুচ্ছ চূড়া, কৌস্তুভমণি জ্যোতিতে উদ্দীপ্তহৃদয় সুশোভিত, দশদিকের ভূষণ স্বরূপ গুণ নিকরে ও বয়সে, রূপে, ও ওজ এবং শ্রীতে সমান কল্প ।। ৪২ ।।

মূর্ত্তি কীর্ত্তি যশোবাসো ভঙ্গিমা সমশোভনং।
কৃষ্ণঃ ব্যঞ্জিত মাত্মানং সমং শতবিধং মুনে ।। ৪৩ ।।

অস্যার্থঃ। হে মুনে! সম মূর্ত্তি, সমকীর্ত্তি, সমযশ, সমবাস, সমান শোভা, সমানভঙ্গী, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শতবিধ রূপে বিভাগ করিলেন ।। ৪৩ ।।

বীক্ষ্যাত্মানং শতবিধ মকরোৎ বিশ্বমোহিনী।
রাসোৎসবং রসোপেতং রসিকাভি রথাচ্যুতঃ।।
রচয়ামাস সর্ব্বাভি স্তাভিঃ স্বাংসম্ভবৈরপি ।। ৪৪ ।।

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর! শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সমরূপে শতবিধ রূপে

বিভাগ করিলেন, তদ্দৃষ্টে বিশ্বমোহিনী রাধাও শতরূপে বিভাগিতা হই-
লেন। সে সকল আত্মসম্ভব মূর্ত্তির সহিত রাধাঙ্গ সম্ভবা সকল গোপীতে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব রসযুক্ত রাস মহোৎসবের রচনা করেন ॥ ৪৪॥

ভুজা বাবদ্ধ্য বাহুভ্যাং স্বাভ্যাং মধুরিপুর্হরিঃ।
নরী নৃত্যদ্ভিঃ কৃষ্ণৈস্তু নৃত্যন্তীভি রিতস্ততঃ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান মধুসূদন স্বভুজদ্বয় দ্বারা গোপীদিগের পরস্পর ভুজদ্বয় আবদ্ধকরত নৃত্যপরা যোষিৎগণ সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং নৃত্যমানা গোপবালা গণেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নটন চর্য্যাদ্বারা চতুর্দ্দিগে নৃত্যকরিয়া ভ্রাম্যমাণা হইলেন ॥ ৪৫ ॥

অচোচুম্বদনে লিঙ্গ দনরী নৃত্যদচ্যুতঃ।
মধ্যে মধ্যে স্থিত স্তাসা মুডুরাড়ুভি র্যথা ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। নৃত্যমানা এক এক গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে আলিঙ্গন করতঃ সকল গোপীরই বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ গগনমণ্ডলোপরি উড়ুগণ বেষ্টিত উড়ুপতি চন্দ্রেরশোভা তদ্রূপ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থিত জগন্নিবাস গোবিন্দ পরিশোভিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

রমমাণো বভৌ কৃষ্ণো নিরীহো দ্বিজ সত্তম।
মুখবাসন তাম্বূল চর্ব্বণোৎকবলং দদৌ।
আস্যেষু তাসাং রাধানাং মধ্যে কৃষ্ণো দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ সত্তম! শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপিও নির্গুণ সর্ব্ব চেষ্টারহিত বটেন তথাপি রাধানুরাগে অনুরাগীর ন্যায় রমণ মূর্ত্তিতে দীপ্তিমান হইলেন। সমস্ত রাধা মূর্ত্তির বদনকমলে সুবাসিত চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন এবং দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অশেশ্লিষ দথানন্দ সন্দোহাব্ধিবরং গতাঃ।
ভুজা বাচ্ছিদ্য তরসা ভুজাভ্যাং কৃষ্ণ মাহরৎ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। আনন্দ সন্দোহ সমুদ্রেমগ্ন হইয়া গোপী মূর্ত্তি সকল শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে ছেন। কেহবা ভুজবন্ধ ছাড়াইয়া সহসা স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তিমান কলেবরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্তে বাণী মধুর বাদিনীং।
বীণা মাদায় বাহুভ্যা মবাদয়ত সুস্বরাং ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। এরূপ গোলোকমণ্ডলে রাসস্থলে রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে। বাগ্বাদিনী বেদবিদ্যাধীশ্বরী সরস্বতীদেবী হস্তদ্বয়ে সুস্বর বিশিষ্টা মধুরবাদিনী বীণা ধারণ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহং মৃদঙ্গং পণবং বিষ্ণুর্দেবগণৈরিহ।
ভবস্তুম্বুরুণা সার্দ্ধং সগণেভ্যো ব্যজী গণৎ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! ঐ সময় আমি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলাম, সর্ব্বাসুর মর্দ্দন বিষ্ণু পণব অর্থাৎ তম্বুরা যন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বাজাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞান প্রদায়ক ভূতপতি ভব মহাদেব সংগীতনায়ক তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সহযোগে এবং কাল মহাকাল ভৈর বাদি স্বগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মাধুর্য্যরস সংগীত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সুস্বরো মধুরালাপৈ র্মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিতৈঃ ক্রমাৎ।
মূর্চ্ছিতং সর্ষি গন্ধর্ব্ব সুরা সুর মহোরগং ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। শিবকৃত সুস্বরালাপ সংগীতে ও মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিত শুদ্ধ সংগীত ক্রমে অনন্তাদি নাগরাজ ও দেবাসুর গন্ধর্ব্ব এবং সভাস্থ সকল সিদ্ধঋষিগণ একেবারে সংমূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৫১ ॥

সযক্ষো রক্ষ কিং মর্ত্ত্য বিদ্যাধর মুনীশ্বরং।
বিসংজ্ঞং হরগীতেন মধুরালাপ মূর্চ্ছনৈঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। যক্ষ, রাক্ষস, কিং পুরুষ, বিদ্যাধর ও মুনীন্দ্রগণ সকল মূর্চ্ছনা সমন্বিত রাগ-রাগিনী মধুরালাপচারি শিবসংগীত শ্রবণে এক-কালে সংজ্ঞারহিত নিস্পন্দ জড়বৎ হইলেন ॥ ৫২ ॥

বীণাবাদ রবৈ র্বিদ্বন্ সমস্তাদ্রাস মণ্ডলং।
চিত্রার্পিত মিবাভাতে সতদারাস মণ্ডলং ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। হেবিদ্বন্ অঙ্গিরা। মহাদেবী সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদিনী বাণীর বীণাবাদন রবে সমস্ত রাসমণ্ডল এবং রাসমণ্ডল গত জন মাত্রেই চিত্র পুত্তলিকারন্যায় নিস্পন্দ রূপ হইলেন। অর্থাৎ সেই বীণা গান শ্রবণে কাহারই সংজ্ঞা রহিল না ॥ ৫৩ ॥

অথ শিব সংগীত শ্রবণে রাধাকৃষ্ণ দ্রব।

অত্যন্তং মধুরঞ্চৈব সুকোমল মধুস্বরং।
ভূয়োনিশম্য তদ্গীতং দ্রবীভূতো ক্ষণাদিব ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় সুকোমল সুমধুর স্বর এবং সুমধুর রাগালাপ মূর্চ্ছনা সমন্বিত বারম্বার হর সংগীত শ্রবণ করিতে করিতে তৎক্ষণ মাত্রে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ এককালে জলপ্রায় দ্রবীভূতো হইয়া গেলেন ॥ ৫৪ ॥

নির্ম্মলং স্ফটিকা ভাসং জলং গোলোক ধামকং।
ব্যাপ্ত বত্তেন সংভ্রান্তাঃ সর্ব্বেদেবাঃ সবাসবাঃ।
হাহাকারং ততশ্চক্রুঃ কিমেত দিতিচিন্তয়ন্ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল সেই জল সম্যক গোলোক ধামে পরিব্যাপ্ত হইল, তদ্দৃষ্টে শচীপতি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আঃ একি হইল ? এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

অহো দৌর্ব্বল্য মাহাত্ম্যং কর্ম্মৌজ যশসো গুণান্।
কর্ম্মণশ্চ পরিজ্ঞাতুং ন শক্যামঃ কথঞ্চন ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। পরস্পর অমরগণেরা পরমেশ্বরের কর্ম্ম ওজ যশ গুণাদি বিষয়ে আপনাদিগের দুর্ব্বলতা জানিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন। আহা ? কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ভগবানের কর্ম্মের কি মহিমা পরিজ্ঞানে আমরা কিছুমাত্র সমর্থ নহি। অর্থাৎ কর্ম্মে যেকখন কি ঘটনা হয় তাহা কিছু বলা যায় না ॥ ৫৬ ॥

ক্বযাতা মূর্ত্তয়ো হ্যেতাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাধায়া বা মহেশান্যাঃ ক্বগতং রাসমণ্ডলং।
কুতোবা তোয়মায়াতং সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি গোলকং ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। কি আশ্চর্য্য ? পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি কোথা গমন করিল ? আর মহেশ্বরী রাধারই বা সেই সকল মূর্ত্তি কোথায় গেল ? এবং সেই মনোহর রাস মণ্ডলইবা কোথায় গমন করিল ? আর ঐন্দ্রজালিক খেলবৎ এত জলই বা কোথা হইতে আইল ? যাহাতে সমস্ত গোলোক ধাম প্লাবিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৭ ॥

অহো অদ্ভুত মেতন্নো দৃষ্টং কর্ম্ম মহাত্মনঃ।
তুষ্টুবু স্তেতদা কৃষ্ণং সরাধং দেবসত্তমাঃ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবগণে কহিতেছেন। অহো পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একি অদ্ভুত কর্ম্ম আমরা দর্শন করিলাম, অর্থাৎ ইহার মর্ম্ম কিছু মাত্র আমাদিগের উপলব্ধি হয় না, ইহা আলোচনা করিয়া দেব সত্তমেরা সকলে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

দেবা ঊচুঃ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাশ্রয়ায় চ।
নিগুর্ণায় চ শান্তায় রাধাকান্তায় তে নমঃ॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অধিবাসস্থল, সর্ব্ব ভূতের একাশ্রয়, শান্ত, নিগুর্ণ, শ্রীরাধিকার একান্ত প্রিয়, হে গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার করি॥ ৫৯॥

বিরিঞ্চি ভব সূত্রাম্নো ধ্যায়ন্তেহর্নিশং বিভো।
তৎপাদ পাথোজননং তুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। হে বিভো। জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা, জগৎ সংহর্ত্তা শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি তোমার পাদপদ্মকে ধ্যান করেন, অতএব তোমাকে আমরা ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি॥ ৬০॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ানাং কারণং করুণানিধে।
হরি বিরিঞ্চিহরাণাং ত্বং জনকস্তুভ্যং নতাস্মতে॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। হে করুণানিধে! তুমি এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ, হরি হর হিরণ্যগর্ব্ভের জনক, অতএব তব পাদপদ্মে আমরা নত হই॥ ৬১।

সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসীন্মাধ্যন্দিনা জগুঃ।
ত্বং হিতৎ পরমং ব্রহ্ম তুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীরা বলেন সদ্রূপ চিন্মাত্র যে ব্রহ্ম সকলের অগ্রেছিলেন। হে গোবিন্দ! সেই পরম ব্রহ্ম তুমি, নিত্য তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি॥ ৬২॥

যস্মা দ্বিশ্বমিদং জাতং যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।
তদব্রহ্ম শাশ্বতং তস্মৈ প্রণমামি জগৎপতে॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। হে জগৎপতে! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, পুনর্ব্বার যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, শ্রুত্যুক্ত যে পরং ব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬৩॥

দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যঞ্চ শব্দ ব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
তৎ ত্বংহি শব্দ পরমং ব্রহ্ম তস্মৈ নতাবয়ং॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। মুণ্ডক শ্রুত্যুক্ত অপরাবিদ্যা ও পরা বিদ্যা এই বিদ্যাদ্বয় দ্বারা শব্দ ব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্মকে জানাযায়, সেই সগুণ নির্গুণ উভয়রূপ তুমি, তোমাকে আমরা নমস্কার করি॥ ৬৪॥

তাৎপর্য্য। অপরা বিদ্যা কে বিজ্ঞান, আর পরাবিদ্যা কে জ্ঞান স্বরূপ। বলিয়া মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত করিয়াছেন। ঋকযজু সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ এই ছয় বেদের অঙ্গ, অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন পর্য্যন্ত যাবৎ বেদান্ত তত্ত্ব সে সমস্তই অপরা বিদ্যার বিষয়, তাহা কার্য্য ব্রহ্ম হৈরণ্যগর্ব্ভের উপাসনা হয়। যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম অধিগমন হয় তাঁহার নাম পরাবিদ্যা। অতএব শব্দ ব্রহ্মকে জানিলে পর পরব্রহ্মে অধিগমন করা যায় হে, গোবিন্দ!, তুমি সেই উভয়রূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৪ ॥

একমেবা দ্বিতীয়ং যদ্বৃহদারণ্যকোঽব্রবীৎ।
তদেকং ব্রহ্ম ত্বং দেব তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেব! বৃহদারণ্যকশ্রুতি যে এক মেবাদ্বিতীয়ং বলিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় পরং ব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নিত্য নমস্কার করি ॥ ৬৫ ॥

একোহবৈ পুরুষো যো নিত্যং সদসদাত্মকং।
শ্রুতিদ্বয়স্য বিষয়ং ত্বাং নৌমি পুরুষোঽব্যয় ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে অব্যয় পুরুষ গোবিন্দ! এক মাত্র পুরুষ যিনি সকলের অগ্রে ছিলেন নারায়ণাদি শ্রুতিতে কহেন। এবং মণ্ডুক ব্রাহ্মণাদিতে সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক ব্রহ্ম বলেন। এই শ্রুতি দ্বয়ের বিষয় পরব্রহ্ম তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬৬ ॥

ইতিশ্রুত্যাদিভিঃ স্তোত্রৈ র্মধুরৈঃ সুপদৈরপি।
ততোদেবান্ প্রহস্যাহ শিবোদার্য্যানুসান্ত্বয়া ॥
বিক্রুবান্ সজলস্নিগ্ধ মেঘগম্ভীরয়া হরিঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। শোভন পদ নিচিত, মধুর স্বর সমন্বিত এই শ্রুতি উক্ত স্তব দ্বারা সন্তোষিত হইয়া ভগবান হাস্যবদনে দেবগণকে সজল স্নিগ্ধ জলদ ন্যায় গম্ভীর স্বরে অতি উদার এবং কল্যাণকর সরল বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতেছেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।

সুস্থা ভবতো নভেতব্যং কর্মণা বোঽমরা মম।
কৃতা পরীক্ষা হ্যেতেন ব্যেতু বো মনসোজ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। দেবগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন! হে অমরাঃ! তোমরা সুস্থ হও। অস্মৎ বিস্মাপনীয় কর্ম্ম দ্বারা তোমরা ভীত হইও না, এই কর্ম্ম দ্বারা আমি তোমাদিগের পরীক্ষা মাত্র করিলাম, তোমরা মানস চিন্তাকে ত্যাগ কর ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাভাষিত মাকর্ণ্য দেবা ভব পুরোগমাঃ।
সুপ্রসন্ন মুখাঃ সর্ব্বে শ্বাস্তাঃ শ্বাস্তেন সান্ত্বিতাঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ শিবাদি দেবগণেরা ভগবানের অশরীরী বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্রসন্ন বদন হইলেন। এবং আশ্বস্ত বাক্য দ্বারা সকলে তৎকর্ত্তৃক পরি সান্ত্বিত হইলেন; অর্থাৎ চিন্তস্থ উদ্বেগকে ত্যাগ করিলেন ॥ ৬৯।

বিস্ময়োৎফুল্ল পাথোজ মনোবদন চক্ষুষঃ।
তমাবভাষিরে দেবাঃ কৃষ্ণনন্ত্র দলেক্ষণং ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎ কর্ত্তৃক পারসান্ত্বিত দেবগণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখ পদ্ম ও চক্ষু এবং মন সুপ্রসন্ন হইল. পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই তখন বিনয় সহকারে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

দেবাঊচুঃ।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হরিযোগেশ্বরে শ্বরে।
বিচিত্র কর্ম মাহাত্ম্যং রূপৈশ্বর্য্য বিমুক্তিদে ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎ প্রতি দেবগণেরা সানুনয়ে এই বাক্য কহিলেন। হে ভগবন! তুমি সর্ব্ব যোগেশ্বরের ঈশ্বর, তোমায় এরূপ, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষপ্রদ অভাবনীয় কর্ম্ম মহিমা তোমাতে অসম্ভব নহে। যেহেতু সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বরীয় সকল কর্ম্মই অলৌকিক, তাহাতে কোনমতে অনীশ্বর জনেরবুক্তি চলিতে পারে না? ॥ ৭১ ॥

কোবিজ্ঞাতুং ক্ষমোদেব তব বিশ্বাত্মকর্ম্মণঃ।
চরিতং মনসাগম্যং বচসা কর্ম্মণা হরে ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। হে হরে! তুমি বিশ্বাত্মা, সমস্ত বিশ্বকার্য্য তোমা হইতে সম্পন্ন হয়, তোমার মহিমা লোকের বাক্য মন কর্ম্মের অগম্য, অর্থাৎ অবাঙ্মনসো গোচর, তুমি অতীন্দ্রিয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর, হে দেব! তোমার কার্য্য জানিতে অন্যেকে সমর্থ হয়? ॥ ৭২ ॥

যদিতেনু গ্রহোস্মাসু ভক্তাভীপ্সিতদো যদি।
কৃপণেষুচ বাৎসল্যং দেহি নো দর্শনং বিভো ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিভো! যদি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ হয়, আর কাতর জন প্রতি করুণা থাকে, হে গোবিন্দ! তবে অনুগ্রহ প্রকাশে এই দীন দেবগণকে দর্শন দাও। কেননা তব অদর্শনে আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়াছি ইত্যভি প্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবং সম্প্রার্থিতো দেবৈ রলক্ষ গতিরীশ্বরঃ।
সহসা বিরভুৎ প্রেম্না পরিষুক্ত কলেবরঃ॥ ৭৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! অলক্ষ গতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া, তদ্দর্শনার্থি দেবগণের এই প্রার্থনাসুচক বাক্য শ্রবণমাত্র সহসা সেই সভাতে আবির্ভুত হইলেন॥ ৭৪॥

নবীন সজলশ্যাম পাথোধর বরচ্ছবিঃ।
বনমালা রাজিতোরঃ স্থলোরাধো রসিস্থিতঃ॥ ৭৫॥

অস্যার্থঃ। সজল নবীন জলধর ন্যায় সুদীপ্ত শ্যাম শরীর, বনমালাতে সুশোভিত বক্ষঃস্থল, এবং হৃদয়গতা শ্রীরাধিকা এবম্ভুত নয়ন রঞ্জন মনোহর রূপে সুপ্রকাশিত হইলেন॥ ৭৫॥

বর্হচূড়ঃ সস্মিতাস্যো দ্বিভুজশ্চারুলোচনঃ।
মনোহরন্ বেণু গীতৈ মূর্চ্ছনা মধুরস্বরৈঃ॥ ৭৬॥

অস্যার্থঃ। শিখি পুচ্ছ চূড়ায় সুশোভিত মস্তক, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রী-মুখচন্দ্রিমা, দ্বিভুজ মুরলীধর, সুচারু বঙ্কিম নয়নযুগল, সুমধুর স্বর মূর্চ্ছনা সমন্বিত বেণুগীত দ্বারা সকলের মনোহরণ করিলেন॥ ৭৬॥

কোটিগোপাল গোপীভি বীক্ষ্যমাণো মুদান্বিতৈঃ।
স্তূয়মানো মুনিগণৈঃ সুনন্দ নন্দকাদিভিঃ॥ ৭৭॥

অস্যার্থঃ। পরম হর্ষযুক্ত চিত্ত কোটি গোপালগণ ও কোটি গোপি-কাগণ কর্তৃক বীক্ষমাণ দর্শনীয় রূপ; নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুত এবং সুনন্দ নন্দাদি পার্শ্বদগণে পরিবেষ্টিত॥ ৭৭॥

তংপ্রেক্ষ সকলাদেবা মুদ মাপুরনুত্তমাং॥ ৭৮॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব মনোভিরম রূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সকল দেবগণেরা নিরতিশয় অনুত্তম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭৮॥

অথ গোলোকে সনৎকুমারাগমন।

এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বং শ্চরন্নুগতৈঃ সহ।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈ স্তচ্ছিষ্যৈ মুনিভিঃ সংশিত ব্রতৈঃ॥ ৭৯॥

অস্যার্থঃ। পঞ্চ বৎসর বয়স্ক প্রায় দৃশ্যমান্ পরমযোগী ব্রহ্ম পুত্র সনৎকুমার, গোলোক মণ্ডলে ঐসময়ে সমাগত হইলেন; ক্রমে তৎ পরি কারাদির বর্ণনা করিতেছেন। ইত্যাভাসঃ॥ ৭৯॥

তাৎপর্য্য। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! দেবগণ কর্তৃক স্বরূপ দর্শনান্তর শ্রীকৃষ্ণ

সুখোপবিষ্ট হইলেন। এমত সময় যদিচ্ছাচরণ শীল সনৎকুমার, ব্রতকর্ষিত মুনিগণ এবং অনুগামী শিষ্য প্রশিষ্যগণ এবং তৎ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকে উপস্থিত হন ॥ ৭৯॥

বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত পুরাণাগম বেদিভিঃ।
পঞ্চষট্ শত সংখ্যৈস্তু বায়ুবদ্গাতিভির্মুনে॥ ৮০॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! ঐ সকল মুনিশিষ্যগণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ ছয় শত, তাঁহাদিগের বায়ু তুল্য গতি, এবং সকলেই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও পুরাণ, আগমাদি শাস্ত্রের পারদর্শীও পরম সাধক॥ ৮০॥

আশুরোষা মহাতেজা গ্রীষ্ম তিগ্মকরপ্রভাঃ।
ধমনীভি রবচ্ছন্ন কলেবর বরঃ সুধীঃ॥ ৮১॥

অস্যার্থঃ। সকলেই শীঘ্র ক্রোধী, মহাতেজস্বী, গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের ন্যায় অত্যুগ্র প্রভাযুক্ত; অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট শরীর শিরাজালে আবৃত, সকলেই শোভন বুদ্ধিমান্॥ ৮১॥

মেরু লগ্নোদরামাংসঃ কোটরাবিষ্ট লোচনঃ।
আনাভিদোলিতশ্মশ্রু রাজিচ্ছন্ন কলেবরঃ॥ ৮২॥

অস্যার্থঃ। উদরেরমাংস সকলেরই মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু, নাভি দেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত শ্মশ্রু জালে আচ্ছন্ন শরীর, অতিশয় শীর্ণাবয়বধারী॥ ৮২॥

রৌরবাজিন বাসোভিঃ পরীধানোত্তরীয়কঃ।
প্রবৃদ্ধ বৃদ্ধতাপন্নঃ প্রগল্ভ বদনোরুবাক্॥ ৮৩॥

অস্যার্থঃ। মৃগ বিশেষ রুরুজাতি তৎ চর্ম্ম পরিবৃত ও উত্তরীয় বস্ত্র, অতিশয় বৃদ্ধরূপে আপন্ন শরীর এবং প্রগল্ভতা পুর্ব্ব ক বাক্‌জাল সমন্বিত প্রসন্নবদন; অর্থাৎ কেহই পাণ্ডিত্যে ন্যূন নহেন॥ ৮৩॥

আপিঙ্গায়ত কেশৌঘ জটামণ্ডল মণ্ডিতঃ।
কমণ্ডলু ব্যগ্রদণ্ড করদ্বিতয় শোভিতঃ॥ ৮৪॥

অস্যার্থঃ। সংযত পিঙ্গলবর্ণ কেশ সমূহ জাত জটা, সেই জটাজাল মণ্ডিত মস্তকমণ্ডল। দণ্ড ও কমণ্ডলুতে পরিশোভিত সকলেরই কর-দ্বয়॥ ৮৪॥

শ্রীনারায়ণ নামৌঘা নুচ্চৈ রুচ্চারয়ন্মুহুঃ।
শ্রীনারায়ণ নামৌঘ কৃতং তিলক মাবহন্॥ ৮৫॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমন্নারায়ণ নাম রাজি উচ্চারণ পরায়ণ এবং নারায়ণ নাম শ্রেণী কৃত চিত্রিত তিলকে সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত॥ ৮৫॥

মুনিভিঃ স্তূয় মান স্ব প্রভয়েব হুতাশনঃ।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতি হাসাগম বিদাম্বরঃ ॥ ৮৬ ॥

অস্যার্থঃ। উপরোক্ত মুনিগণ কর্তৃক স্তূয়মান, প্রচণ্ড প্রভাযুক্ত সাক্ষাৎ হুতাশন প্রায়, এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং আগমাদি শাস্ত্রজ্ঞ সকলের শ্রেষ্ঠতম ॥ ৮৬ ॥

সনৎ কুমারো দেবর্ষিঃ কৃষ্ণ দর্শন লালসঃ।
প্রতীহারপতীন্ প্রৈত্য প্রোবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৮৭ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেচ্ছু দেবর্ষি প্রবর সনৎকুমার গোলোক ধামে সমাগত হইয়া দ্বারপাল দিগের ঈশ্বরের নিকট গিয়া সুমধুর বাক্যে এই বাক্য কহিলেন ॥ ৮৭ ॥

মার্গং দদত ভদ্রংবো দিদৃক্ষা স্বব্জনাভকং।
কৃষ্ণং কৃষ্ণ ঘনশ্যামং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বারপালক পতে! তোমাদিগের মঙ্গল হউক্ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহবান্ ভগবান পদ্মনাভ নবোদিত মেঘেরন্যায় শ্যামবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণ; তাহকে দর্শন করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে দ্বার ছাড়িয়া পথ দাও ॥ ৮৮ ॥

প্রতীহারিণ উচুঃ।

রহঃস্থো নাধুনাদ্রষ্টুং শক্যঃ কেনাপ্যুরুক্রমং।
ক্ষণং বিশ্রম বিপ্রর্ষে সক্ষণং দ্রক্ষ্যসি প্রভুং ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করতঃ দ্বারপালগণ তাঁহাকে কহিলেন। হে বিপ্রর্ষে! এ সময় ভগবান উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণ অতিগোপন স্থানে রাধাসহ অবস্থান করিতেছেন, একারণ কেহই তাঁহাকে এমন সময় দর্শন করিতে সক্ষম নহে। অতএব ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া আপনি বিশ্রাম করুন, পশ্চাৎ বহির্নিষ্ক্রান্ত হইলে প্রভুকে দর্শন করিবেন ॥ ৮৯ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

অধুনৈব ময়াকৃষ্ণো দ্রষ্টব্যোরহসি স্থিতঃ।
দেহিদ্বার মরে মূঢ় ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশৎ বলাৎ ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান সনৎকুমার সর্ব্বজ্ঞ ধ্যান যোগে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, যে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে অবস্থিত আছেন, দ্বারি তাঁহাকে রহঃস্থ বলিয়া মৃষা বাক্য উল্লেখ করিল; একারণ জাত রোষ ঋষি সকোপান্তরে তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন। ইত্যাভাসঃ ॥ ৯০ ॥

অরে অরে মূঢ় মিথ্যা বদন শীল! রহসি স্থিত শ্রীকৃষ্ণ এই ক্ষণেই আমার

দ্রষ্টব্য হইবেন, তুমি আমাকে দ্বার ছাড়িয়া দাও, এই কথা বলিয়া বলপূর্ব্বক পুর প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন ॥ ৯০ ॥

অবরোধিতোবেত্রেণ দেবর্ষিঃ প্রাহতং রুষা।
নসেহে প্রতিঘাতং রে ক্ষণং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। দ্বারপাল কর্ত্তৃক বেত্রদ্বারা প্রতিবারিত হইয়া মহাক্রোধে দেবর্ষি তাঁহাকে কহিলেন। রে মূঢ়! ক্ষণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ব্যাঘাত আমি সহ্যকরিতে পারিনা ॥ ৯১ ॥

দ্বারংদেহি নচেৎ শপ্স্যে সপুরং ত্বাং নরাধম।
নজানাসি চ রে জাল্ম পশ্যমে তপসো বলং ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। একে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে রোষ জন্মিয়াছে, তাহাতে বেত্রদ্বারা প্রতিবারিত হওয়াতে সনৎকুমার দ্বিগুণ ক্রোধে জাজ্বল্যমান হইয়া প্রতীহারিকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ইত্যাভাসঃ। অরে জাল্ম, মুর্খ! অরে নরাধম! তুই আমাকে জানিস্ না। দ্বার-ছাড়িয়া দে, যদি আমাকে পুর প্রবেশ করিতে নাদেও, তবে এইক্ষণ মাত্রেই পুরসহিত তোমাকে অভিশপ্ত করিব, অদ্য তুমি আমার তপস্যার যে কি পর্য্যন্ত বল, তাহাদেখ ॥ ৯২ ॥

প্রতীহারিণ ঊচুঃ।

অনুগ্রহ্ন মুনেনাথ সুদীনান্ দীনবৎসল।
গতশ্রমেণ হি পুরং প্রবেষ্টব্য ত্বয়াগুরো ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। দ্বারপাল পতি প্রতি অতিক্রোধিত দেখিয়া তদধীন প্রতিহারিগণে সানুনয় বাক্যে দেবর্ষি সনৎকুমারকে কহিতেছেন। হে নাথ! হে দীনবৎসল! হে ঋষে! আমরা অতিশয় দীন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন্। হে গুরো! এই স্থলে কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করতঃ শ্রান্তিদূর হইলে পর আপনি পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। প্রেষ্যগণ প্রতি কোপ করিবেন না ॥ ৯৩ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

অনুগ্রহস্য পাত্রাণি নো মদান্ধা বিচেতসঃ।
মূঢ়াঃ পণ্ডিতমাত্মানং মন্যমানাঃ স্বপৌরুষং ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ। সংজাতমন্যু সনৎকুমার দ্বারীগণ প্রতি কহিতেছেন। হে প্রতীহারিগণ! তোমরা এক্ষণে যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ তাহা সফলা হইবেনা। কেননা যাহারা মদান্ধ হতজ্ঞান, আপনাকে পণ্ডিতমানী

মূঢ়, সর্ব্বাপেক্ষা আপনাতে পৌরুষাভিমান করে, তাহারা কদাচ সাধু সন্নিধানে অনুগ্রহের পাত্রভূত হয় না ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

উদীর্য্যবচনং রোষাৎ স্ফুরদ্রক্তান্তলোচনঃ।
মুনির্জগ্রাহ তোয়ংস স্ফুরদোষ্ঠঃ কমুণ্ডলোঃ ॥ ৯৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে, কহিতেছেন। বৎস! দ্বারপালগণ প্রতি সনৎকুমার এইবাক্যমাত্র কহিয়া তাঁহার ক্রোধে প্রস্ফুরিত ওষ্ঠ ও আরক্তবর্ণ চক্ষু হইল, স্বীয়করধৃত কমুণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া মহামুনি কহিলেন ॥ ৯৫ ॥

মুনিরুবাচ।

ঐশ্বর্য্য মদমত্তাস্থ্য রীদৃশা ডুর্ম্মদা জনাঃ।
পুরস্থা ভ্রষ্টদৌরাত্ম্যা দ্ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যা মরপ্রভাঃ।
সেশ্বরাঃ সানুগাঃ সর্ব্বে যায়ান্তু ধরণীমিতঃ ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থঃ। মুনীশ্বর প্রজাপতি তনয় সনৎকুমার তাহাদিগকে রোষভরে কহিতে লাগিলেন। রে পামরেরা! ঐশ্বর্য্য মদমত্ত ডুর্ম্মদ মদান্ধজন সকল অমরতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও নষ্ট শ্রীক হয়। অতএব তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে অত্যন্ত মত্ত, অতি অহঙ্কারী, আপন দৌরাত্মবশে তোমরা তোমাদিগের ঈশ্বরের সহিত ও পুরস্থ অনুগতজনগণের সহিত সত্ত্বধাম গোলোক হইতে অতি সত্বর পৃথিবীতলে গিয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৯৬ ॥

ইত্যুদীর্য্যবচোঘোরং মুনি র্বৈশ্বানরোপমঃ।
সশিষ্যো গতবাংস্তস্মাদ্যথা গত মমিত্রহন্ ॥ ৯৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে অমিত্রহন্! এই ঘোরতর অভিশাপ বাক্য প্রয়োগানন্তর অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহামুনি সনৎকুমার যথা হইতে আগত হইয়াছিলেন, গোলোকহইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত সেইস্থানে পুনরায় গমন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

তাৎপর্য্য। মহাজ্ঞানী সনৎকুমার, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, মহাযোগি সমদর্শী সত্ত্বগুণাবলম্বী, উদার স্বভাব, লাভালাভ জয় পরাজয়, মান পমানে সমানজ্ঞান, তিনি স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের পরবশ হইয়া এমত অভিসম্পাত কেন করিলেন? তদুত্তর। সর্ব্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ নিজাপ মানে ক্ষুব্ধহন্ নাই, শুদ্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা ভগবানের মনোগত ভাববুঝিয়া অভিশপ্ত করণাভিপ্রায়েই গোলোকে আগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বো[illegible] ভগবান মর্ত্ত্যলীলা করণার্থে ধরাতলে

গমন করিবেন; কিন্তু নিষ্কারণে গোলোক ত্যাগ করা হয় না, ইতি বিবেচনায় ছলে সনৎকুমার শাপ প্রকাশ করিলেন। ইতিভাবঃ। ৯৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গতেতস্মিন্ মুনৌ বিদ্বং শ্চচাল তৎপুরংমহৎ।
দেব দেবো ববর্ষাদৌ শোণিতং সাস্থিচোল্বণং ॥ ৯৮ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! মহামুনি তথা হইতে গমন করিলে পর সেই মহাপুর গোলোক তখন সহসা কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বদা দেব দেব ভগবান অস্থির অসহিত উল্বণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

সনির্ঘাতং ববুর্বাতা শ্চণ্ডবেগাঃ সুদারুণাঃ।
রাহুরগ্রসদাদিত্য মপর্ব্বণি নিশাকরং ॥ ৯৯ ॥

অস্যার্থঃ। অতি ভয়ঙ্কর বেগে নির্ঘাত শব্দবান্ সুদারুণ বায়ু বহিতে লাগিল। অপর্ব্বকালে দিবাকর ও নিশাকরকে রাহু গ্রাস করিল। অর্থাৎ অমঙ্গল সূচক উপাত সকল সমুপস্থিত হইল ॥ ৯৯ ॥

গতশ্রীকা গতবলা গতপ্রাণা গতৌজসঃ।
গতোৎসবা গতোৎসাহা গতোদ্যম পরাক্রমাঃ ॥ ১০০ ॥

অস্যার্থঃ। অরিষ্ট সূচক নিমিত্ত দর্শনে গোলোক বাসি জন সকল, বিগতশ্রী, বল রহিত, প্রাণহীন প্রায় তেজওজ রহিত, বিগতোৎসব, বিগত উৎসাহ, সর্ব্বোদ্যম শূন্য এবং সকলেই বিক্রম হীন হইলেন ॥ ১০০ ॥

তদ্ভ্রান্ত মনসঃ সর্ব্বে ভগবন্তং জনার্দ্দনং।
প্রেত্যতৎ সর্ব্ব বৃত্তান্তং বৈশসং নিবিবিৎসবঃ ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষয়সূচক অরিষ্ট দর্শনে সকলে ভ্রান্তমনা হইয়া বিনাশ প্রায় গোলোকের বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১০১ ॥

প্রণমাভ্যর্চ্চ্য সংস্তুর কৃতাঞ্জলিপুট স্থিতাঃ।
তান্ সংপ্রেক্ষ্য তথা ভূতান্ জনান্ সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ১০২ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবচ্চরণারবিন্দে প্রণিপাত পূর্ব্বক অর্চ্চনা করতঃ বিনয় বাক্যে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি যুগল হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগবান সবিশেষ সকল বৃত্তান্ত আত্মমনে উপলব্ধি করিলেন। অর্থাৎ সনৎকুমারা গমনা-

বধি পুরাভিশপ্ত ও সংশয় সূচক নিমিত্ত দর্শনাদি কুৎসিত বিবরণ সকল আত্মহৃদয়ে অবগত হইলেন ॥ ১০২ ॥

নিঃশ্বস্য পরমঃ কৃষ্ণঃ কঞ্চিৎ কালং নিনায় চ।
প্রহস্য স্বানুগানাহ ভগবান্ মধু সূদনঃ ॥ ১০৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কালকে অতিপাত করতঃ পশ্চাৎ ভগবান্ মধুহন্তাহরি হাস্য করিয়া স্বীয় অনুগত জনগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বং জানে সুরশ্রেষ্ঠা বৈশসং মুনিনা কৃতং।
ভুবং গচ্ছত ভদ্রংবঃ কুরুবৃষ্ণ্যন্ধকেষু চ ॥ ১০৪ ॥
কুকুরেষু দশার্হেষু ভোজ পাঞ্চাল মন্মথ।
কুরুপাঞ্চাল বাহ্লীক যদুদেবেষু তেষ্বথ ॥ ॥
জায়ন্তাং সর্ব্ব সত্বানাং প্রধানেষ্বমরোত্তমাঃ ॥ ১০৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে অমরোত্তমেরা! মহামুনি সনৎকুমার কর্ত্তৃক বৈশস প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষয়দশা সংপ্রাপ্ত গোলোকের বিবরণ সকল আমি জানি তাহা আমাকেবলিতে হইবে না। এক্ষণে তোমরা সকলে পৃথিবীতে গমন কর, মঙ্গল হইবে। কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর, দশার্হ ও ভোজ পাঞ্চাল দেশে গিয়া কুরুবংশে ও পাঞ্চাল রাজকুলে, বাহ্লীকান্বয়ে, এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যদুকুলে অপর প্রধান প্রধান মনুষ্য গৃহে সকলে জন্ম গ্রহণ কর। কদাপি মুনিশাপ অন্যথা হইবে না ইতিভাবঃ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

মৎপরা মৎকথালাপ মদনুধ্যান তৎপরাঃ ॥
মন্নাম কীর্ত্তনপরা মদ্গুণ শ্রবণেরতাঃ ॥ ১০৬ ॥

অস্যার্থঃ। ধরাতলে নরদেহ ধারণ করতঃ আমাতে ভক্তি পরায়ণ, আমার কথা ও আলাপন ও আমার স্বরূপ ধ্যান পরায়ণ এবং আমার নাম সংকীর্ত্তন পরায়ণ হইবে আর আমার গুণলীলা শ্রবণে সর্ব্বদা রত থাকিবে ॥ ১০৬ ॥

মদ্ভক্ত সঙ্গনিরতা মৎপাদ সেবনেরতাঃ।
বিদ্বাংসঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্ব ধনুষ্বতাং ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ। আমার ভক্ত সংঙ্গে নিয়ত সঙ্গ করিবে, অবিরত আমার চরণ সেবায় রত থাকিবে। আর আমার আজ্ঞায় সকলে সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্বান ও সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার অন্যথা হইবেনা ॥ ১০৭ ॥

অজেয়া দেব দৈত্যেয় যক্ষ রাক্ষস পন্নগৈঃ।
কঞ্চিৎ কালং তত্রনীত্বা পুনরপ্যাগমিষ্যসি ॥ ১০৮ ॥

অস্যার্থঃ। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইয়া তদ্রূপে তথায় কিছুকাল অবশেষ করতঃ পুনর্ব্বার এই মমধাম গোলোকে সকলে আগমন করিবে॥ ১০৮॥

কিং বিষাদেন শোকেন বৈক্লব্যেনা ধুনাচবঃ।
অমোঘমুক্তং মুনিনাবাগ্বজ্রং পরমোল্বণং॥ ১০৯॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয় প্রেষ্যেরা! এক্ষণে তোমরা আর কি বিষাদ কর? আর কি নিমিত্তই বা শোক কর? আর বৈক্লব্যাচরণে সুসার কি হইতে পারিবে? পরম উল্বণতেজ প্রায় মুনি কর্ত্তৃক অমোঘ বাক্‌বজ্র পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে কোন মতেই পরিত্রাণ নাই ইতিভাবঃ॥ ১০৯॥

অহমপ্য গমিষ্যামি প্রার্থিতো হ্যব্জযোনিনা।
দুষ্ট ক্ষত্রিয় ভূভার বলৌঘক্ষয় জিষ্ণুনা॥ ১১০॥

অস্যার্থঃ। তোমরা কেহ মদ্বিরহা শঙ্কা করিহ না। যেহেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষার্থ আমিও পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইব। ভূভার অপনয়ন জন্য জিতকাশী অর্জ্জুনের সহিত দুরাত্মা ক্ষত্রিয় বল সমূহ সংক্ষয় করিব॥ ১১০॥

মৎপরা যাশ্চ গোপ্যশ্চ গোপালাশ্চ সহস্রশঃ।
গোকুলেষু সমৃদ্ধেষু মদ্ভক্তি পরমেষু চ॥ ১১১॥

অস্যার্থঃ। মৎপরায়ণা ভক্তি মতী যে সকল গোপিকা, আর ভক্তি মান সহস্র সহস্র যে গোপগণ, ইহাঁরা সকলেই মদ্ভক্তি পরায়ণ, পরমধাম সমৃদ্ধিমৎ গোকুলে গিয়া গোপ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন॥ ১১১॥

যাতু রাধাভুবং দেবি প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী।
কীর্ত্তিদায়াং বৃষগৃহে সম্ভব স্তেভবিষ্যতি॥ ১১২॥

অস্যার্থঃ। মম প্রাণাধিক প্রিয়তমা দেবি! হে রাধে! তুমিও ধরণীতলে গমন কর। নন্দব্রজে বৃষভানু গৃহে কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে তোমার সম্ভব হইবে॥ ১১২॥

ব্রহ্মোবাচ।

এব মাদিশ্য তান্ সর্ব্বান্ শোকোপ হতচেতনঃ।
স্বাংকলাং প্রেষয়ত্যেকাং গোকুলেষু চ তৈঃসহঃ॥ ১১৩॥

অস্যার্থঃ। ভগবান সেই সকলকে এই আদেশ করতঃ শোকে অপহৃত চিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আপনার এক কলাংশকে গোকুলে প্রেষণ করিলেন॥ ১১৩॥

মৌন্যাস সক্ষণং দেবো নিঃশ্বসন্ বিলপন্ হসন্ ।। ১১৪ ।।

অস্যার্থঃ। ভগবান গোবিন্দদেব তাঁহাদিগকে গোকুলাভি মুখে প্রেরণ করতঃ ক্ষণেককাল মৌনাবলম্বী হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন হাস্য কখন বা বিলাপ করিতে লাগিলেন ।। ১১৪ ।।

ততঃ সর্ব্বে মহাত্মানঃ পঞ্চাল কুরুবৃষ্ণিষু।
যদ্বন্ধক দশার্হেষু ভোজ বাহ্লীকয়োরপি ।। ১১৫ ।।
অজায়ন্ত মহাভাগা বৈষ্ণবা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ।। ১১৬ ।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর ঐ সকল মহাভাগ বিষ্ণুগণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা, কৃষ্ণ নিদেশে পৃথিবীতলে গিয়া কুরু, বৃষ্ণি, যদু, অন্ধক, দশার্হ, এবং ভোজ ও বাহ্লীকাখ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন ।। ১১৫ ।। ১১৬ ।।

গোকুলেষু ব্যজায়ন্তঃ গোপগোপ্যঃ সহস্রশঃ।
রাধাপিকলয়া বৃন্দা কলয়াবর্ব্বরী তথা ।।
স্বয়ং জজ্ঞে কীর্ত্তিদায়াং কাত্যয়ন্যা প্রসাদতঃ ।। ১১৭ ।।

অস্যার্থঃ। অপর সহস্র২ গোপ ও সহস্র সহস্র গোপী সকল গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রাধাও অংশ দ্বয়ে গোকুলে বৃন্দা ও তুলসী রূপে জন্ম লইলেন। অপর কাত্যায়নী বৃষভানুর প্রতি প্রসন্না হইয়া অয়োনি সম্ভবা দেবী রাধারূপে কীর্ত্তিদার তনয়া হইয়া জন্মিলেন ।। ১১৭ ।।

কৃষ্ণস্তু কলয়া জজ্ঞে জটিলায়াং প্রভাসতঃ।
তিলকো দুর্ম্মদশ্চাপি আয়ানাবরজৌ সুতৌ ।। ১১৮ ।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও অংশ কলাতে জটিলা গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম আয়ান হয়। আয়ানের জ্যেষ্ঠ তিলক ও দুর্ম্মদ নামে জটিলা অপর দুই পুত্র প্রসব করেন ।। ১১৮ ।।

তেষা মবরজা কন্যে কুটিলাচ প্রভাকরী।
জঘন্যজা বরারোহা যশোদা নন্দ গেহিনী ।। ১১৯ ।।

অস্যার্থঃ। ঐ আয়ানাদি তিন সহোদরের কনিষ্ঠা কুটিলাও প্রভাকরী নামে জটিলার দুইকন্যা হয়। কিয়ৎকাল পরে যশোদা নামে সর্ব্ব কনিষ্ঠা আরো একাকন্যা হয়। ঐ যশোদা গোপরাজ নন্দের গৃহিনী হয়েন ।। ১১৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষিসংবাদে
সনৎকুমার শাপোনামাষ্টমোধ্যায়ঃ ।। ৮ ।।

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রসঙ্গে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে সনৎকুমারের অভিশাপ এবং শ্রীরাধাদি গোপ গোপীর জন্ম প্রস্তাবে অষ্টম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।। ৮ ।। ০ ।।

অথ নবম অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ কৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গঃ।

অঙ্গিরা উবাচ।

প্রসীদ নাথ নোব্রহ্মন্ বিবিৎসামো বয়ং গুণান্।
তস্যোদার চরিত্রস্য জন্ম কর্ম্মাদি শংসনঃ॥ ১॥
অজন্মনোঽব্যয়স্যাস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষি অঙ্গিরা জগদ্ধাতাকে প্রশ্ন করেন। হে ব্রহ্মন্! অস্মদাদির প্রতি প্রসন্ন হও, যেহেতু তুমিই সকলের এক রক্ষক। হে নাথ! আমরা উদার চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণ ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব আপনি অজ অব্যয় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোকে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে কহেন॥ ১॥ ২॥

ব্রহ্মোবাচ।

সাধো তে মনসঃ প্রীতিঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ।
গুণানুবাদ শ্রবণে সাধুতে বিহিতং মনঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতেছেন। হে সাধো! যখন অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে তোমার মনের প্রীতি জন্মিয়াছে অর্থাৎ শুনিতে উৎসাহ হইয়াছে, তখন তুমি সাধু এবং তোমার মন ও যথার্থ সাধুসম্মত॥ ৩॥

দুষ্ট দৈত্যাংশ সম্ভূতা দুষ্টক্ষত্রি ভরামহী।
রুদন্তী শনকৈঃ প্রায়াৎ সূত্রাম ধাম ভূসুর॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। হে ভূদেব! দুষ্ট দৈত্যগণের অংশে উৎপন্ন দুরাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের ভারে আক্রান্তা ধরণী, অসহ্য ভার বহনে অশক্তা হইয়া তিনি রোদন করিতে করিতে আত্ম পীড়া নিবেদনার্থ স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন॥ ৪॥

তাং রোদমানাং সংপ্রাপ্তাং প্রেক্ষ্য সর্ব্বেসবাসবাঃ।
দিবৌকসো ভয়োদ্বিগ্না হতোৎসাহাঃ সভাসদঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত দেবগণে সমন্বিত ইন্দ্র রোদন পরা ধরণীকে সমাগতবতী দেখিয়া, সভাসৎগণের সহিত দেবগণেরা সকলে সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ বর্জ্জিত ও মহাভয়ে উদ্বিগ্নমনা হইলেন॥ ৫॥

তাং দৃষ্ট্বাতু তদাদেবী উপেন্দ্র বাক্য মাদদে॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। কাতরাবস্থা সংপ্রাপ্তা জগদ্ধাত্রীকে অবলোকন করতঃ সাম বাক্যে দেবরাজ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬ ॥

উপেন্দ্র উবাচ।

ভয়স্য কারণং ভদ্রে ব্রূহিমাং বরবর্ণিনি।
কস্মা দ্রোদিষি সর্ব্বংত্বং যথাবৃত্তমনিন্দিতে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। উপেন্দ্র কহিতেছেন। হে ভদ্রে! নির্দ্দোষা বরবর্ণিনী ধরণি! তুমি কি কারণ এত ভয়যুক্তা হইয়াছ? আর কি নিমিত্তেই বা রোদমানা হইয়া সুরলোকে আগমন করিলে? যথাবৎ ইহার সম্যক বৃত্তান্ত আমাকে বল? ॥ ৭ ॥

ধরণ্যুবাচ।

নৃশংসাঃ পাপ কর্ম্মাণো যেচধর্ম্ম বিদূষকাঃ।
পৃথিব্যাং পৃথিবীপালা স্তান্ সোঢ়ুং নক্ষমেনঘ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। উপেন্দ্র বাক্য শ্রবণে ধরিত্রী কহিতেছেন। হে অনঘ! যে সকল পাপকর্ম্মা, ক্রূর, অনৃতবাদী, নিয়ত ধর্ম্ম ব্যাঘাৎকারী দুষ্ট ক্ষত্রিয় সকল পৃথিবীতে রাজা হইয়া অধর্ম্মে প্রজাপালন করিতেছে, সেই সকল দুরাত্মাদিগের ভার বহনে আমি অসমর্থা হইয়াছি ॥ ৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচোদেব্যা ধরণ্যা ধরণী সুর।
সত্য লোকং যযুঃ সর্ব্বে যদত্রাহং স্থিতঃ সুখী ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে ধরণীদেব! অঙ্গিরা। ধরণী দেবীর এই কাতরোক্তি শ্রবণে ইন্দ্রাদি সকল দেবগণে সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন, আমি নিত্য সুখে যেস্থানে অবস্থান করি ॥ ৯ ॥

ময়ি সর্ব্বং যথাবৃত্তং প্রণম্যাভ্যর্চ্য তে ব্রুবন্।
তৎশ্রুত্বাহং বিষণ্ণাত্মা তৈঃ সার্দ্ধমগমদ্দ্বিজ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে দ্বিজ! দেবগণেরা প্রণাম পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া যথাবৎ পৃথিবীর অবস্থা আমাকে বলিলে পর, আমি ঐ সকল দেবগণের সহিত বিষাদিত চিত্তে সত্বর গমন করিলাম ॥ ১০

ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং যত্র সর্ব্বেশ্বরোচ্যুতঃ।
শেতেশেষে মহাবাহু র্বিরাট পুরুষা কৃতিঃ।
লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ রমমাণো বসৎ সুখং ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর তীরে যেখানে সর্ব্বেশ্বর ভগবান

অচ্যুত অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই পুরুষাকৃতি মহাবাহু বিরাট রূপ ভগবান লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত রমমাণ হইয়া পরমসুখে অবস্থিত আছেন ॥ ১১ ॥

তত্রতং গন্ধমাল্যাদ্যৈ রর্হয়িত্বার্ঘ্য ধূপকৈঃ।
অস্তবং পরমেশানং বাগ্‌ভিরিষ্টাভি রচ্যুতং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। তথায় গন্ধমাল্য অর্ঘ্য ধূপাদি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করতঃ স্বাভীষ্ট ফল সিদ্ধ্যর্থে বচন বিন্যাসে সেই ক্ষয়োদয় রহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা স্তব করিতে লাগিলাম ॥ ১২ ॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্মেঘ গম্ভীরয়া গিরা।
অদৃশ্যমানুবাচেদং বচনো হিতমাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর। অস্মদাদির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান মধুসূদন অদৃষ্ট রূপে মেঘ গম্ভীরস্বরে আমাদিগের হিত সাধক এই বাক্য কহিলেন ॥ ১৩ ॥

অপনেষ্যে ধরাভারং ধরায়া মভবন্‌সুরাঃ।
বহবো বৃষ্ণি ভোজাদি বংশে মৎপরমাশ্চতে ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবগণেরা! আমি পৃথিবীর ভারাবতরণ করিব ভয় কি?। তোমরা সকলে পৃথিবীতে নর রূপে স্থানে স্থানে জন্মগ্রহণ কর। মৎপরায়ণ অনেকে বৃষ্ণিবংশে, ও ভোজ বংশাদিতে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

জায়ায়াং বসুদেবস্য দেবক্যাং গর্ভপঞ্জরে।
অহং জায়াং সুরবরা ব্যেতুবো মানস জ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুরবরেরা! তোমরা সকলে মানসী চিন্তাকে দূর করহ। আমি স্বয়ং বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিব ভয় কি? ১৫ ॥

দেবক্যা অষ্টমোগর্ভে ভাবয়িত্বাত্মান মাত্মনা।
অপনেষ্যে ধরাভারং তৈঃসার্দ্ধং শূক্ষণীরিব ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে আমি আপনি আপনার শরীরকে উৎপন্ন করিয়া অবতীর্ণ দলবল গণের সহিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় পৃথিবীর-ভার অপনয়ন করিব ॥ ১৬ ॥

শেষোহয়ং যাতু দেবক্যা গর্ভে পরবলার্দ্দনঃ।
ততোহং বলদেবেন সহ বৎস্যামি গোকুলে ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। পরবল মর্দ্দন এই অনন্ত দেব দেবকীগর্ভে গমন করতঃ বল-

দেব নামে খ্যাত হইবেন। অনন্তর আমি ঐ বলদেবের সহিত কিছুকাল গোকুলে বাসকরিব। ইত্যাদেশঃ॥ ১৭॥

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা দেবাস্তে শার্ঙ্গধন্বনা।
যযুঃস্বং স্বং প্রমুদিতা ধামতে ত্রিদিসৌকসঃ॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। শার্ঙ্গধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের প্রতি এই আদেশ করিলে পর, দেবতারা তদাদেশে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া সকলে আপন আপন ধামে গমন করিলেন॥ ১৮॥

অঙ্গিরা উবাচ।

নমামিতে পাদ পঙ্ক জন্নাথ পুনীহিনঃ।
বাসুদেব গুণোৎকর্ষ স্বর্ধুনী পাথসা বিভো॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে কহিতেছেন। হে নাথ! তোমার চরণ যুগল সরসীরুহে আমরা প্রণাম করি। হে বিভো! জাহ্নবীজল তুল্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গুণকথন দ্বারা আমাদিগকে আপনি পরম পবিত্র করুন্॥ ১৯॥

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি ভবাদীনি ভবস্যচ।
ব্রূহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং শুশ্রূষূণাং পিতামহ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ। হে পিতামহ! ব্রহ্মন্! ভগবানের অত্যুদার কর্ম্ম সকল, এবং জন্মাদি কথা সকল, আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি আমদিকে সেসকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহেন॥ ২০॥

ব্রহ্মোবাচ।

আসীন্মহীক্ষি দোজস্বী মথুরায়াং পরার্দ্দনঃ।
শূরসেনো বৃহৎকীর্ত্তি গুণো ভোজান্ধকেষু চ॥ ২১॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! পরবল মর্দ্দনঃ মহাতেজস্বী, অতিবিস্তার কীর্ত্তিমান, এবং অতিমহৎ গুণবান্ ভোজ ও অন্ধক বংশে শূরসেন নামে মথুরাতে এক রাজাছিলেন॥ ২১॥

মাথুরান্ শৌরসেনাংশ্চ যামুনান্ ব্রজকোষলান্।
চীনহূন বিদর্ভাংশ্চ বর্ব্বরান্ পার্ব্বতান্ খশান্॥ ২২॥
পটচ্চর কিরাতাংশ্চ যবনান্ কাশি গোপুরান্।
রাজধান্য ভবত্তস্য মথুরায়াং নরেশিতু॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। মথুরা, সৌরসেন, যমুনাতীরস্থ ব্রজভূমি, অযোধ্যা, চীন,

হুন্, বিদর্ভ, বর্ব্বর, পার্ব্বতীয়দেশ, এবং খশ অপগণাদি পারসীক দেশ। পটচ্চর অর্থাৎ অগ্নিময় শৈল কেন্দ্রে যে সকল দেশ, কিরাত, কাম্বোজাদি যবনদেশ, এবং কাশী ও গোপুর ইত্যাদি সকল দেশ তাঁহার অধীনে ছিল, ঐ শূরসেনের মধ্যে সর্ব্বলোক পূজিতা মথুরাতে তাঁহার রাজধানী ছিল ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ বৈশ্বানর সমদ্যুতী।
অধরায়া মজায়েতাং মহাদেব্যাং তপস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে তপস্বী প্রবর ঋষিগণেরা! মহাদেবী অধরা নাম্নী ভূভার্য্যাতে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী দেবক ও উগ্রসেন নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে ॥ ২৪ ॥

বলবন্তৌ মহাত্মানৌ সর্ব্বাস্ত্রেবিদুষাম্বরৌ।
পারগৌ সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধে বৃহদ্গুণ যশস্বিনৌ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ দুই ভ্রাতা মহাবলবান্ উভয়েই মহাত্মা, সর্ব্বাস্ত্র বিৎ-জন হইতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রবিৎ। সমস্ত শাস্ত্র সাগরের পারগামী, অতি বিস্তার যশস্বী উৎকৃষ্ট গুণশালী ॥ ২৫ ॥

উভৌ সুহৃদ কর্ম্মাণৌ শত্রু সংঘবিমর্দ্দনৌ।
অন্বশাস ত্বুগ্রসেনো জ্যেষ্ঠো রাজ্যমাপ্ত ধর্ম্মতঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। উভয়েই সুহৃৎগণের প্রিয় কর্ম্ম সাধক, সমূহ শত্রু নিগ্রহ-কারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উগ্রসেন স্বীয় ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে যৌবরাজ্য সংপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬ ॥

সব্যুবাহ কোষলজাং জয়ন্তীং জয়তাম্বরঃ।
দেবকো দেবসংকাশ মনবদ্যাং শুচির্গুণাং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব জয়শীলের শ্রেষ্ঠ উগ্রসেন জয়ন্তী নামে কোষল রাজ কন্যার পাণি গৃহীতা হন্। আর দেবতুল্য দীপ্তিমান্ দেহ দেবক, অনি-ন্দিতা দেবরূপা পবিত্র গুণবিশিষ্টা শুচিনাম্নী পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। ২৭

তস্যাং জজ্ঞে বরারোহা দেবকী দেবসুদ্বিজ।
জয়ন্ত্যা মুগ্রসেনস্য জজ্ঞিরে বহবঃ সুতাঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! সেই দেবক পত্নী শুচির গর্ব্ভে দেবমাতা বর আরোহা অর্থাৎ স্বধর্ম্মিণী মহাদেবী দেবকীর জন্ম হয়। আর কোষল রাজ কন্যা জয়ন্তী দেবীতে মহারাজা উগ্রসেনের বহুতর পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ২৮

কংসাদ্যাঃ সুদুরাত্মানো মহাবল পরাক্রমাঃ।
দেব ব্রাহ্মণহন্তারো যজ্ঞার্হণ বিহিংসকাঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাবল পরাক্রম কংসাদি উগ্রসেনাত্মজেরা, সকলেই দুরাত্মা অর্থাৎ নরদেহাপন্ন আসুর ধর্ম্মী, তাহারা দেবতা ও গো ব্রাহ্মণ হন্তা, এবং যাগ যজ্ঞ পুজাদি সমস্ত ইষ্ট কর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হয়॥ ২৯॥

দেবকো মার্গমাণোঽপি নোপলেভে বরং বরং।
কন্যার্থে পরিতো বিদ্বন্ রাজ ক্ষত্রান্বয়েষু সঃ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! রাজা দেবক স্বকন্যা দেবকীকে বয়সস্থা দেখিয়া তৎ সংপ্রদানার্থ নানাদেশে নানাস্থানে বর অন্বেষণা করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই দেবকীর তুল্য শ্রেষ্ঠ গুণ রূপ শালী বর ক্ষত্রিয়কুলে কোন রাজাকে প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সংকল্প করিলেন যে সুগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় অরাজা হইলেও তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য॥ ৩০॥

অধিগত্য মুনে সর্ব্বান্ গুণৌজো যশসঃ পরান্।
বসুদেবস্য মৈত্রেয়াদ দত্তাং যোষিতাং বরাং॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অনন্তর বসুদেবকে পরম যশস্বী, সর্ব্বগুণ শালী, ওজস্বান্ দেখিয়া হর্ষ হইলেন। এবং বসুদেবের সহিত পুর্ব্বে মিত্রতাও ছিল, তন্নিবন্ধনজন্য আর বিধি নির্দ্দিষ্ট প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ বিবেচনায় সর্ব্বযোষিত শ্রেষ্ঠা দৈবকীকে বসুদেবে সম্প্রদান করিলেন॥ ৩১॥

বিধিনাহূয় সম্বোধ্য বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা।
কৃতো দ্বাহায় প্রদদৌ পারিবর্হাণ্যনেকশঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ। বিধিবৎ সম্বোধন পুরঃসর বসুদেবকে আহ্বান করতঃ যথা শাস্ত্র বিধি দৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা কন্যাদান করাণান্তর কৃতোদ্বাহ জামতা বসুদেবকে দেবক বহুবিধ প্রকারে পারিবর্হ অর্থাৎ যৌতুক প্রদান করিলেন॥ ৩২॥

দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্র দ্বিতয়ং দ্বিজাঃ।
দাসাশ্ব করি পাদাত রথাস্ত্র মহিষান্ খরান্॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজাঃ! সুবর্ণ মালাধারিণী দুই সহস্র দাসী, তৎ-পরিমিত দাস, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, অস্ত্র পূর্ণ বহু রথ এবং মহিষ ও গর্দ্দভ অসংখ্যেয়॥ ৩৩॥

উষ্ট্র মেষাজ বস্ত্রাণি মহার্হাভরণানি চ।
রত্ন মাণিক্য হীরাণি মণিমদ্রথ সঞ্চয়ান্॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ। উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, এবং তল্লোমজাত বস্ত্রাদি ও মহারাজোপযুক্ত আভরণাদি, মাণিক্য রত্ন হীরকাদি মণিময় রথোপকরণ সকল॥ ৩৪॥

শ্বেতচ্ছত্রাণি শতশো বাসাং স্যজিন কম্বলান্।
প্রাযচ্ছৎ পৃথিবীপালো দুহিতুঃপতয়ে স্বকান্ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। শত শত শ্বেতচ্ছত্র, অপূর্ব্ব বসন জাত, মৃগাদি চর্ম্ম, ও কম্বলাদি নানাবিধ স্বীয় ব্যবহারীয় দ্রব্য সকল দুহিতা পতিকে রাজা দেবক যৌতুক প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥

কৃতোদ্বাহঃ শ্বস্ত্যয়নো হুতাগ্নি র্গন্তুমুদ্যতঃ।
পত্ন্যা নবোঢ়য়া সার্দ্ধং রথ মারুহ্য হে নঘ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে নিষ্পাপ। অঙ্গিরা! বিবাহ করণান্তর বসুদেব কৃতশ্বস্ত্যয়ন হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করতঃ নববিবাহিতা পত্নীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া স্বভবন গমনে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৬

তৎপ্রযান্তং রথারূঢ় মৌগ্রসেনি রবেক্ষ্য চ।
কংসঃ পরম সংহৃষ্টমনা রথ মবারুহৎ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। দৈবকীকে সঙ্গে লইয়া বসুদেব গৃহাভিমুখে গমন করেন ইহা দেখিয়া উগ্রসেনপুত্র কংস ভগিনীর মোহে আবদ্ধ হইয়া আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, অত্যন্ত হর্ষযুক্ত মনে সেই রথে যন্তারূপে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

প্রণয়াদুপ যন্তৃত্ব মুপগম্যা তুদদ্ধয়ান্।
সান্ত্বয়ন্ ভগিনীং সাম বাচামধুরয়াদ্বিজ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! কংস ভাগিনীপ্রতি প্রণয় প্রদর্শনার্থ বসুদেব দেবকীর সঙ্গে চলিলেন, এবং আপনি স্বয়ং সারথি হইয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরালয় গামিনী রুদ্যমানা ভগিনীকে সামপূর্ব্বক মধুর বাক্যে বিস্তর সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

যচ্ছতো হয় রশ্মীঘা নুবাচ মেঘ নিস্বনা।
বাচামধুয়া কংস মকায়া বাক্ ধরামর ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে ধরামর অঙ্গিরা! অশ্বরজ্জু ধারণ করতঃ কংস গমন করিতেছেন এমত সময় আকাশ হইতে দেবগণেরা মেঘ গম্ভীর মধুর স্বরে অশরীরী বাক্যে কংসকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিলেন ॥ ৩৯।

দুর্ম্মতে ত্বং নিবোধেদং মাযাতৌ সুখদং বচঃ।
অস্যা ভুভার হারায় ভগবান প্রত্যগক্ষজঃ ॥
জনিতা হ্যষ্টমে গর্ব্ভে সম্ভূয়ত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। রে দুষ্টমতি কংস! আমি তোমার সুখদ বাক্য যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর। তুমি যে দৈবকীকে রথারোহণ পূর্ব্বক

লইয়া যাইতেছ প্রত্যগাত্মা অজ অজর, অব্যয় ভগবান নারায়ণ পৃথিবীর ভার হরণার্থ ইহার অষ্টম গর্ব্ভে জন্মিবেন এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে বিনাশ করিবেন ॥ ৪০ ॥

এব মাকর্ণ্য তদ্বাক্য মসস্ত্রা গ্রহদসিং।
হন্তুকামো বরারোহাং দৈবকীং সোভ্য ধাব ত ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। এই দৈবী ভাষা আকর্ণন করতঃ দুরাত্মা কংস আর কোন বিবেচনা না করিয়া নিষ্কোষিত খড়্গ ধারণ পুর্ব্বক বরারোহা দৈবকী দেবীকে বিনাশ করিবার কামনায় ধাবমান হইল ॥ ৪১ ॥

মূর্দ্ধজং প্রতিসংগৃহ্য মন্যুনাচ পরিপ্লুতঃ।
তং তথাভূত মালক্ষ্য বসুদেবঃ সুদুর্ম্মনাঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষয়া বাচা মৃদুপূর্ব্ব মমিত্র হন্ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। মহাক্রোধে পরিপুর্ণ হইয়া কংস তখন দৈবকীর শিরস্থ বেণী নির্ম্মিত কেশ রাজিকে বামহস্তে ধারণ করিল। এবম্ভূত অবস্থাপন্ন দেখিয়া বসুদেব চিন্তাযুক্ত চিত্তে কংসকেনীতি গর্ব্ভ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য। কংস দৈববাক্য শ্রবণ করত অতিশয় ভীত হইয়া তৎকালে এই বিবেচনা করিয়াছিল, যে দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভের সন্তান আমাকে নষ্ট করিবে? আমি যদি অদ্য ইহাকে বিনাশ করি, তবে আর অষ্টম গর্ব্ভের শঙ্কা কি? কেননা তরু নিপাতন করিলে ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা আর কখনই থাকিতে পারে না? ॥ ইতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

বসুদেব উবাচ।

হন্ত্বেমাং কৃপণাং বালামবলাং রাজসত্তম।
অযশোক্ষয্য মৈনস্ত্ব মবাপ্সসি সুদারুণং ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। বসুদেব কংসকে এই প্রবোধ দিতেছেন। হে রাজসত্তম! তুমি সর্ব্ব রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ গুণশালী পরম সাধু স্বভাবাপন্ন। এই কনিষ্ঠা ভগিনী তোমার পুত্রি কোপমা, অবলা বালা, অতি দুঃখিনী, বিবাহ পর্ব্বে ইহাকে বধ করিলে তোমার সুদারুণ অক্ষয় অপকীর্ত্তি লাভ হইবে? অতএব ভোজ যশস্কর হইয়া এমন কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৩

যদহ্নি যৎক্ষণে পুংসাং বিয়োগো যোগ এববা।
নির্দ্দিষ্ট বেধসা রাজন্ সত্যং তদন্যথা নহি ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু

যে দিন যে ক্ষণে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই দিন সেই ক্ষণে তাহার উৎপত্তি ও নিধন অবশ্যই হইবে তাহার অন্যথা নাই, অতএব নিরর্থ স্ত্রীহত্যা করিয়া আপনি কলঙ্কিত কেন হও ইতিভাবঃ ।। ৪৪ ।।

জায়মানস্য লোকস্য মৃত্যুর্ধাবতি পৃষ্ঠতঃ।
অবশ্যং জায়মানস্য মৃত্যুর্জন্ম মৃতস্য চ ।। ৪৫ ।।

অস্যার্থঃ। ভোভূপতে! যে সকল লোক জন্মিয়াছে তাহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যু ও ধাবমান আছে। অর্থাৎ জায়মান ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যই হয় এবং মৃতব্যক্তিরও জন্ম হইয়াথাকে, যেহেতু জনন মরণ এই দুই চক্রবৎ ভ্রমণ করে ইতি ভাবঃ ।। ৪৫ ।।

যদহ্নিযৎক্ষণেদণ্ডে যল্লগ্নে যন্মুহূর্ত্তকে।
তস্মিংস্তস্মিন ভবেত্তন্নান্যথা রাজসত্তম ।। ৪৬ ।।

অস্যার্থঃ। হে রাজসত্তমকংস। যে যে দিনে, যে যে ক্ষণে, যে যে দণ্ডে, যে যে লগ্নে, যে যে মুহূর্ত্তে, মনুষ্যদিগের যাহা হইবার তাহাই হয়, ইহার অন্যথা কদাচ হয় না তন্নিবারণ জন্য উপায় চিন্তাকরা নিরর্থক, কেবল ব্যাকুলতা মাত্রই সার হয় ।। ৪৬ ।।

বেধসা যত্তু বিহিতং সুকৃতৈর্ন্নাবশান্নৃণাং।
অঘোনার্হসি হন্তুত্ব মিমাংতে পুত্রিকোপমাং ।। ৪৭ ।।

অস্যার্থঃ। মহারাজ! স্বীয় সুকৃত দ্বারা বিধাতা কর্ত্তৃক মনুষ্যদিগের যে বিহিত বিধান সুস্থির হইয়াছে তাহা কিছুতেই খণ্ডন হয় না, অবশ হইয়াও তাহা করিতে হয়। অতএব তোমার কন্যাতুল্যা লালনীয়া এই দৈবকীকে বিবাহপর্ব্বে হত্যাকরিতে তুমি যোগ্য হইও না ।। ৪৭ ।।

রোগিণং বালবৃদ্ধৌ চ গাং স্ত্রিয়ং ব্রাহ্মণং গুরুং।
নহন্যাচ্ছত দোষাপ্তং হন্নেনাক্ষয্য মাপ্নুয়াৎ।
অযশো ব্যাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং ত্রিলোকং সচরাচরং ।। ৪৮ ।।

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! রোগী, বালক, বৃদ্ধ, গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও গুরু ইঁহারা শতপ্রকার দোষে লিপ্ত হইলেও হন্তব্য হয়না? ইঁহাদিগকে হত্যা করিলে অক্ষয়নরক মাত্র প্রাপ্ত হয়। এবং সচরাচর ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র তাহার অযশ ব্যাপ্তরূপে চিরস্থায়ি থাকে ।। ৪৮ ।।

বরং মৃত্যু নচাশ্রেয়ঃ কর্ম্ম ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ।। ৪৯ ।।

অস্যার্থঃ। মহারাজ! বরং মৃত্যুও উত্তমকল্প, তথাপি পুরুষের অযশস্কর কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি অশ্রেয়ঃ কর্ম্ম করিতে সাহস

করিবেন না; যে হেতু তোমার মতব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত অযুক্ত কর্ম্ম হয় ইত্যভিপ্রায়ঃ ।। ৪৯ ।।

সম্ভাবিতোসি শূরাণাং রাজ্ঞাং পুণ্যবতা মপি।
অসম্ভাব্যং কথং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম লোক বিগর্হিতং ।। ৫০ ।।

অস্যার্থঃ। ভোভূপতে! তুমি বিখ্যাত মহাশূর, পুণ্যবান রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ তুমি সদ্বংশজাত শূর সম্মত পুরুষ, লোকনিন্দিত অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম করিতে আপনি কিপ্রকারে সাহস করিতেছেন ।। ৫০ ।।

ত্যজৈনাং কৃপণাং বালাং রাজংস্ত্বং দীনবৎসলঃ ।। ৫১ ।।

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! তুমি দীনবৎসল, দয়ার্দ্রচিত্ত, তোমার পুত্রিকোপমা সুদীনা, বালিকা তব ভগিনী এই দেবকী, বধে নিবৃত্ত হইয়া ইহাকে ত্যাগ কর ।। ৫১ ।।

ব্রহ্মোবাচ।

তথ্যং পথ্যং শ্রেয়োবাক্যং নিশম্যং দুর্ম্মনাভৃশং।
জহৌ শোক পরীতাঙ্গো বীর স্বগৃহমাগমং ।। ৫২ ।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! বসুদেবোক্ত শ্রেয়স্কর যথার্থ পথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইল। অনন্তর সাতিশয় শোকাভিযুক্ত শরীর হইয়া দৈবকীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন, অর্থাৎ আর বসুদেব দৈবকীর সমভিব্যাহারে গমন করিলেন না ।। ৫২ ।।

বসুদেবোপি সংহর্ষো নিবৃত্তে কুলপাংশনে।
কংসে স্বভার্য্যা মাদায় জগাম স্বংনিবেশনং ।। ৫৩ ।।

অস্যার্থঃ। কুলাঙ্গার কংস ভগিনী বধে নিবৃত্ত হইলে পর অত্যন্ত হর্ষযুক্ত চিত্ত হইয়া বসুদেবও স্বীয়া নবোঢ়া ভার্য্যা দেবকীকে লইয়া স্বভবনে গমন করিলেন ।। ৫৩ ।।

এতস্মিন্নন্তরে দেবো বিবিচ্য পরমং হিতং।
নারদং প্রেষয়ামাস ত্বরা কৃষ্ণাগমাশয়া ।। ৫৪ ।।

অস্যার্থঃ। বসুদেব স্বগৃহ প্রাপ্তানন্তর দেবতাগণে আপনাদিগের পরমহিত বিবেচনা করিয়া পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণাগমন শীঘ্র হয় এজন্য ত্বরাপর কংসালয়ে দেবর্ষি নারদকে পাঠাইতে সংমত হইলেন ।। ৫৪ ।।

গচ্ছত্বং মোহিতার্থায় যথাশীঘ্রং ধরাং প্রভুঃ।
ঈয়াত্তৎ প্রযতস্ব ত্বং ত্বংহিনঃ পরমোগুরুঃ ।। ৫৫ ।।

অস্যার্থঃ। দেবতারা দেবর্ষিকে সাতিশয় বিনয় বাক্যে কহিলেন। হে মুনে! কংসাসুরকে মোহিত করিবার নিমিত্ত এবং ধরাতলে প্রভু নারায়ণ শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবিষয়ে আপনি বিশেষ যত্ন পর হউন্। তুমিই দেবতাদিগের এক পরমহিত সাধক ও পরম গুরু হও ॥ ৫৫ ॥

ইত্যাদিষ্টো মঘবতা নারদো দেবদর্শনঃ॥
ইচ্ছন্দেব হিতং যত্না দাত্মনশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। মঘবান ইন্দ্র আদেশ করিলে পর দেবদর্শন নারদমুনি দেবতাদিগের হিতইচ্ছুক মত হউন্ বা না হউন্ বিশেষতঃ আপনার হিত ইচ্ছায় অতিশয় যত্নবান হইলেন ॥ ৫৬ ॥

আসসাদ ক্ষণার্দ্ধেন রণয়ন্মধুরাং মুনিঃ।
বীণাং কৃষ্ণগুণৌঘাঢ্যাং কংসস্য পুরমাবিশৎ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। দেবর্ষি মধুরশব্দময়ী বীণায় শ্রীকৃষ্ণগুণ সমূহ গান করিতে করিতে ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে ভোজরাজ কংসের পুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

আরাদায়ান্ত মালোক্য দেবর্ষিং দেবলোকতঃ।
মন্যমানঃ কৃতার্থং স্ব মাত্মানং পূর্ণমাশিষাং ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। স্বীয়সিংহাসনে বসিয়া কংস দেখিলেন, যে দেবলোক হইতে দেবর্ষি নারদ মমভবনে সমাগত হইলেন। তাহাতে রাজা আপনাকে সংপূর্ণ কল্যাণ নিধান এবং আত্ম কৃতার্থতা সিদ্ধি মনে মনে মান্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

প্রত্যুত্থানাভি বাদাদ্যৈ রর্হমার্হন্মুনীশ্বরং।
কৃতাতিথ্যোপবিষ্টঃ স মুনিরাহ নৃপং তদা ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। নারদ মুনিকে সমাগত দেখিয়া কংস আসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ প্রণাম পুর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি উপকরণ দ্বারা পুজাকরিলেন। রাজ দত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদ রাজাকে তখন এই কথা বলিলেন ॥ ৫৯ ॥

সাধুপ্রীতিরীদৃশীতে মদ্বিধেষু নরেশ্বর।
প্রীতোহংতে নবদ্যেন শীলেন বচনেন চ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। হে নরপতে! আমার মত ব্যক্তি প্রতি সাধুলোকের এই রূপ প্রীতিই হইয়াথাকে। অতএব তোমার সবিনয় বচনে এবং অনিন্দিত স্বভাবগুণে আমি সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হইলাম ॥ ৬০ ॥

বচোবৎস নিবোধেদং হিতং তে রয়িশাশ্বতং।
যে জাতা বৃষ্ণিভোজাদৌ যদ্বন্ধক কুলেষু চ ।। ৬১ ।।

অস্যার্থঃ। বৎস কংস! তোমার এবং তোমার ধনৈশ্বর্য্যের নিত্য হিত হয়, এমত বাক্য আমি তোমাকে কহি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৃষ্ণি, ভোজ, যদু এবং অন্ধক বংশে যে সকল লোক জন্মিয়াছে ।। ৬১

কুরুপাঞ্চাল বাহ্লীক কুকুরেষু নরেশ্বর।
গোকুলে নন্দগোপাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ।। ৬২ ।।

অস্যার্থঃ। হে নরেশ্বর! কুরু, পাঞ্চাল, বাহ্লীক এবং কুকুর বংশে। আর গোকুল নগরে নন্দাদি গোপ, আর যদুবংশে দেবকী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীগণ জন্মিয়াছে ।। ৬২ ।।

যশোদাদ্যা গোপনার্য্যঃ শ্রীদামাদ্যাশ্চ বালকাঃ ।।
সর্ব্বেদেব নিকায়াস্তে গোলোকা দাগতা নৃপ ।। ৬৩ ।।

অস্যার্থঃ। হে রাজন! যশোদা প্রভৃতি গোপনারীগণ, এবং শ্রীদামাদি যে সকল গোপবালক জন্মিয়াছে। তাহারা সকলেই দেবরূপ দেবপ্রায় দেবকার্য্য সাধনার্থে গোলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। ৬৩

ত্বাদৃক্ ক্ষত্রিয় ভূভার হারায়াব্জ ভুবার্থিতঃ ।।
কৃষ্ণঃ কমল পত্রাক্ষো দেবক্যষ্টম গর্ব্ভজঃ ।। ৬৪ ।।

অস্যার্থঃ। তোমার মত অসুর প্রায় ক্ষত্রিয় ভারে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পদ্মপলাশলোচন মধুসূদন দেবকীর অষ্টমগর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ।। ৬৪ ।।

সংভুয় অচিরা দেব হন্তা তাদৃগণ্ডনরেশ্বরান্।
যথান নাশ মভ্যেতি লোকং তৎ কুরু মা চিরং ।। ৬৫ ।।

অস্যার্থঃ। ভোরাজন্! দৈবকীগর্ব্ভে জন্মলইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল তোমাকেই বিনাশ করিবেন এমত নহে, ভবদ্বিধ নৃপতিগণ সকলকেই নষ্ট করিবেন। এক্ষণে আমি তোমাকে এই কথা বলি যাহাতে সকললোক নাশ নাহয় অবিলম্বে তুমি তাহার বিহিত উপায় করহ ।। ৬৫ ।।

তৎশ্রুত্বা বচনং তস্য পরমোদ্বিগ্ন মানসঃ।
আনায্য প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ পুরোহিত পুরোগমাঃ ।। ৬৬ ।।

অস্যার্থঃ। মহারাজা কংস নারদ কর্ত্তৃকঈরিত আত্ম অমঙ্গল সূচক সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন। অনন্তর সপুরোহিত সমস্ত অমাত্য মন্ত্রীগণকে আপন নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন ।। ৬৬ ।।

মন্ত্রয়ামাস যত্নেনা ন্বিচ্ছন্নাত্ম হিতং নৃপঃ।

কংসো দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং তৃণাবর্ত্ত বকাদিভিঃ॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সমস্ত দুষ্টমন্ত্রী তৃণাবর্ত্ত বক প্রভৃতির সহিত রাজা কংস, আপনারহিতান্বেষী হইয়া প্রযত্ন সহকারে যথা বিহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন॥ ৬৭॥

নিগৃহ্য পিতরং রাজ্য মন্বগাৎ পৃথিবীপতিঃ।

আনীয় বসুদেবঞ্চ দৈবকীং পিতরং তদা।

কারাগারে রুধল্লৌহ নিগড়ৈ র্বৃষ্ণি ভোজকান্॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। কংস স্বপিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি পৃথিবীপতি হইলেন এবং বসুদেব দৈবকীকে আনিয়া কারাগারে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করতঃ রোধ করিয়া রাখিলেন। এতদ্ভিন্ন বৃষ্ণিবংশ ও ভোজবংশে উৎপন্ন যে সকল ব্যক্তি তাহার দিগের সকলকেই কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন॥ ৬৮॥

দৈবকী সুসুবে পুত্রান্ ষট্কং সোন্যহনচ্চতান্।

ততোধক্ষজ আজ্ঞাপ্য শেষং পর্য্যঙ্ক রূপিণং॥

দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ব্ভে জন্বর্থং স্বাংশ রূপিণং॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দৈবকীর কারাগৃহ মধ্যে ক্রমে ছয় পুত্র জন্মে, দুরাত্মা কংস সেই সকল সন্তানকে নির্দ্দয় হইয়া বিনাশ করে। ভগবানের পর্য্যঙ্ক রূপী অনন্তকে শ্রীনারায়ণ দৈবকীর সপ্তম গর্ব্ভে স্বীয় অংশে জন্মিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন॥ ৬৯॥

তেনাজ্ঞপ্তো ভগবতা সহস্রানন মূর্দ্ধবান্।

বিবেশ দৈবকী গর্ব্ভং দরীংমেরো র্মৃগেন্দ্রবৎ॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎ আদেশ গ্রহণ করতঃ সহস্রবদন ও সহস্র মস্তক ধারি অনন্তদেব স্বীয় অংশে দৈবকী গর্ব্ভে আসিয়া প্রবেশ করেন; যেমন সুমেরু পর্ব্বতের গুহা মধ্যে পশুরাজ সিংহ প্রবিষ্ট হয়॥ ৭০॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে তস্মিংস্তু বীক্ষ্য সর্ব্বদিবৌকসঃ।

বৃষ্ণীন্ ভোজান্ধকাদীংশ্চ বসুদেবঞ্চ দৈবকীং॥

ত্রস্তান্ ধ্বস্তান্ নিলীনাংশ্চ কৃষ্যমানান্ দুরাত্মনা॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। দৈবকী গর্ব্ভে অনন্ত দেব প্রবেশ করিলেন এবং বৃষ্ণি ভোজ অন্ধকাদি বংশীয় পুরুষ মধ্যে দেবগণকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আর দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক দৈবকী বসুদেব প্রভৃতি যাদবাবর্গকে বিলীন বিধ্বস্ত

প্রায় ক্লিশ্যমান, অতি ত্রাসিতাবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ভগবান্ কাত্যায়নীকে আদেশ করেন ॥ ৭১ ॥ ইতি উত্তরান্বয়ঃ ॥

কাত্যায়নীং মহামায়া মাজ্ঞাপয়ত জন্মনে।
আকৃষ্য দৈবকী গর্ব্ভাৎ শেষং গোকুলমণ্ডলে।
রোহিণ্যা গর্ভ আধায় যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। স্নেহ পুরঃসর রসগর্ব্ভ বাক্যে বলদেবের জন্ম বিষয়ে মহামায়া কাত্যায়নী দৈবীকে নারায়ণ এই কথা কহিলেন। হে মাতঃ! তুমি দৈবকী গর্ব্ভ হইতে অনন্তকে আকৃষ্ট করিয়া গোকুলে রোহিণী গর্ব্ভে সংস্থাপন করতঃ আপনি যশোদা গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করহ ॥ ৭২ ॥

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা দেবী কাত্যায়নী শুভা।
আকৃষ্ট দেবকী গর্ব্ভং রোহিণ্যা গর্ব্ভ আদধৎ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। শুভ সূচনী মহামায়া কাত্যায়নী দেবী, ভগবানের আদেশে মথুরা হইতে দৈবকী গর্ব্ভে আবিষ্ট অনন্তকে লইয়া গোকুলে বসুদেব পত্নী রোহিণী গর্ব্ভে সংস্থাপন করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে রোহিণী গর্ব্ভস্থ মৃত বালককে লইয়া দৈবকী ক্রোড়ে রাখিয়া আইলেন। বৃন্দাবনে নন্দাদি গোপ কি মথুরাতে বসুদেব দৈবকী, এবং কংস দূতেরা মায়ার এই কার্য্য কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন না, দৈবকীর গর্ব্ভস্রাব হইল সকলে তথায় এই মাত্র বাক্যের ঘোষণা করিল ॥ ৭৩ ॥

ততো মুকুন্দো ভগবাং স্তুয়াস্বাংশেন চাবিশৎ।
যশোদা গর্ব্ভ আনন্দ মুদ্বহন্ গোকুলোকসাং ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মোক্ষপ্রদ ভগবান্ গোবিন্দ সেই মহামায়া ভগবতীর সহিত স্বয়ং অংশ রূপে যশোদা গর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে গোকুল বাসি সকলের পরম আনন্দোদয় হইল। অর্থাৎ যশোদা দেবী ব্রজরাজ পত্নী, সকলের মাননীয়া, একারণ তাঁহাকে গর্ব্ভবতী দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন ॥ ৭৪ ॥

আবির্ব্বভূব ভগবান স্বয়ং দেবোরমাপতিঃ।
দৈবকী গর্ব্ভ দর্য্যান্ত শঙ্খচক্র গদাধরঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু দৈবকী দেবীর গর্ব্ভ গুহাতে আসিয়া আবির্ভাব হইলেন। অর্থাৎ অযোনি সম্ভব নারায়ণ বায়ুরূপে দেবকী গর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৫ ॥

—০—

অথ বলদেবাবির্ভাবঃ।

তং প্রবিষ্টমুপাজ্ঞায় ভগবন্তমুরুক্রমং।

সচাবতিরহং বিষ্ণুঃ সশ্রীঃ সোমামহেশ্বরঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বার্থঃ। উরুক্রম ভগবান্ দৈবকী গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা-জানিয়া লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ, আর সর্ব্বভূতপতি দেবাধিদেব মহাদেব শঙ্কর ॥ ৭৬ ॥

ঐরাবত করীন্দ্রস্থঃ সখ্বভুক্ষঃ সহস্র দৃক্।

স্বাহয়া হুত ভুগ্দেবঃ সমবর্ত্তী সবাহনঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বার্থঃ। মহা গজেন্দ্র ঐরাবতারূঢ় সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র দেব-গণের সহিত। আর স্ববাহনারোহণ পুর্ব্বক দেব হুতাশন স্বপত্নী স্বাহা-দেবীর সহিত ॥ ৭৭ ॥

নৈঋর্তঃ পবনো মৃত্যু রপাংপতি রুদারধীঃ।

সগুহ্ গুহ্কাধীশো ঈশো রাক্ষসখেচরাঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বার্থঃ। পুণ্যজননৈঋর্তাধিপতি, পবন, প্রেতপতি যমরাজ, উদার বুদ্ধি জলাধিপতি বরুণ, যক্ষগণের সহিত যক্ষাধিপতি কুবের, সবাহন ত্রিশূলধারী ঈশান এই অষ্ট দিক্পালগণ এবং রাক্ষস ও আকাশ চারী গণ ॥ ৭৮ ॥

অব্ধয়ঃ সরিতাং শ্রেষ্ঠৈ গ্র্হাবসব এব চ।

দেবরাজর্ষয়শ্চৈব ব্রহ্মা বিপ্রর্ষয়োনঘাঃ ॥ ৭৯ ।

অন্বার্থঃ। হে নিষ্পাপ অঙ্গিরা! শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ নদী নিকরের সহিত জলাধিপতি সমুদ্রগণ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ধ্রুবাদি অষ্ট বসু এবং দেবর্ষি রাজর্ষিও ব্রহ্মর্ষিগণ সহিত ব্রহ্মা ॥ ৭৯ ॥

মুনয়ো মুনিপত্ন্যশ্চ মনবো মনুজাপরে।

কিন্নরোরগ পৈশাচ দৈত্য দানব পন্নগাঃ ॥ ৮০ ॥

অন্বার্থঃ। মুনি ও মুনিপত্নীগণ, অপর মনু ও মনুপুত্র সকল এবং কিন্নর সর্প পিশাচ দৈত্য দানব ও পন্নগ অর্থাৎ সরীসৃপগণ ॥ ৮০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রাদি নাগেশো যাতুধানাঃ সহস্রশঃ।

কুষ্মাণ্ড ভৈরবাঃ সর্ব্বে ডাকিনী পুতনাদয়ঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বার্থঃ। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নাগেন্দ্রগণ, আর সহস্র সহস্র যাতুধান, কুষ্মাণ্ড ভৈরব সকল- ডাকিনী বালঘাতিনী পুতনাদি সকলে দৈবকীর সূতিকাগারে সমাগমন করিলেন ॥ ৮১ ॥

নারদোগস্ত্য ভৃগবো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
যমদগ্নি র্ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ॥ ৮২॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মুনিগণ সকল আইলেন। যথা নারদ, অগস্ত্য ভৃগু, মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয়, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, আর অকৃত ব্রণাদি শিষ্য-গণের সহিত পরশুরাম॥ ৮২॥

কৌশিকো দেবলো ধৌম্যো মৈত্রেয়োতথ্যকোমুনী।
দ্বৈপায়নঃ শুকঃ কণ্বো গর্গ গৌতমকাদয়ঃ॥ ৮৩॥

অস্যার্থঃ। কৌশিক বিশ্বামিত্র, দেবল, ধৌম্য, মৈত্রেয়, উতথ্য, প্রভৃতি, আর বেদ বিভক্তা পুরাণ প্রণেতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, তৎপুত্র মহা-যোগি শুকদেব, আর যজুঃ শাখাধ্যায়ী কণ্ব, জ্যোতির্ব্বিৎগণ, এবং তর্ক শাস্ত্র প্রণেতা গৌতমাদি মুনি সকল॥ ৮৩॥

সশিষ্যাঃ সানুগাঃ সর্ব্বে সপ্রিয়াঃ সপরিচ্ছদাঃ।
সায়ুধাঃ সহযানাশ্চ সহভূষাঃ সবস্ত্রকাঃ॥ ৮৪॥

অস্যার্থঃ। উপরি উক্ত সকলে স্ব স্ব শিষ্য ও অনুগামীজন, সপরিচ্ছদ পত্নীগণ সহিত, আর অস্ত্র শস্ত্র, যানবাহন, স্ব স্ব বেশ ভূষণ বসন সমন্বিত আগমন করিলেন॥ ৮৪॥

পরমংযোগ মাস্থায় দেবকী গর্ব্ভ পঞ্জরং।
বিবিশু র্যোনিরন্ধ্রেণ ভগবন্তমধোক্ষজং॥ ৮৫॥

অস্যার্থঃ। উক্ত দেবাদিগণেরা পরম যোগাবলম্বন করতঃ যোনিরন্ধ্র দ্বারা দৈবকী গর্ব্ভ পিঞ্জরে সকলে প্রবেশ করতঃ অধোক্ষজ ভগবান নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ইতি উত্তরে অন্বয়॥ ৮৫॥

শঙ্খ চক্রাব্জ পরিঘ প্রোল্লসৎ করপঙ্কজং।
পীতাম্বরং স্মেরপাথো জনুরদরুণাননং॥ ৮৬॥

অস্যার্থঃ। কিম্ভূত রূপ ভগবান্ না। শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা দ্বারা পরম শোভিত কর পদ্ম চতুষ্টয়, পীত বস্ত্র পরিধান, ঈষৎ হাস্যযুক্ত রক্ত পদ্ম ন্যায় প্রসন্ন বদনার বিন্দ॥ ৮৬॥

কিরীট হার কেয়ূর তাড়ঙ্কাভাভি ভানিতং।
কৌস্তুভোরস্ক মাসীনং কুণ্ডলদ্যোতিতাননং॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্য মুরুহাস মুরুক্রমং॥ ৮৭॥ ৮৮॥

অস্যার্থঃ। মণিময় কিরীট ভুষিত মস্তক, রত্নময় হার শোভিত কণ্ঠ, কেয়ূর ও তাড়ঙ্ক ভূষণে উদ্দীপ্ত কলেবর, কোটি কন্দর্প তুল্য লাবণ্য, উরুক্রম ভগবানের কৌস্তুভ শোভিত হৃদয়, শ্রুতি মূলে আন্দোলিত

রত্ন কুণ্ডলে দীপ্তিমৎ মুখ পঙ্কজ, দৈবকীর হৃদি পদ্মোপরি বিরাজমান গোবিন্দকে দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমঃ পঙ্কজ নাভায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে।
পঙ্কজোদ্ভূতয়ে পঙ্কজোদ্ভবো ভূতয়ে নমঃ ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভগবন! তুমি পদ্মনাভ, কমলাঙ্ঘ্রি, পদ্মোৎপাদক এবং পদ্মোদ্ভবের উৎপত্তির কারণ, তোমাকে আমরা প্রতিপদে নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥

পঙ্কজাস্যায় তেনাথ নমঃপঙ্কজ বাহবে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় ভক্তহৃৎপদ্ম ভানবে ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! তুমি প্রসন্ন পঙ্কজ বদন, পদ্ম বাহু, প্রফুল্ল তামরস নয়ন এবং ভক্তদিগের হৃদয়কমলের ভানু স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯০ ॥

হৃষীকেশায় দেবায় হৃষীকপতয়েনমঃ।
হৃষীকানামধিষ্ঠায় হৃষীকায় নমো নমঃ ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভগবন! সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিবাস, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় রূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৯১ ॥

সাধুত্রাণায় সাধূনা মভবায় নমো নমঃ।
সাধুপূজ্যানুগম্যায় সাধুপেশয়তে নমঃ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগদ্বন্ধো! তুমি সাধু পরিত্রাণের এবং অসাধুদিগের বিনাশের কারণ, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার। তুমি সাধুদিগের সদা পূজনীয়, সংরক্ষণার্থে সাধুদিগের পশ্চাৎগামীও সাধুদিগের হৃদয়াধিবাস, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯২ ॥

সাধবে সাধুসাধ্যায় সাধুবৎসলতে নমঃ।
দৈত্যারয়ে দৈত্যদর্প সূদনায় নমো নমঃ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে পরমাত্মন্! তুমি সাধুরূপ, সাধুদিগের সাধনীয়ও সাধুবৎসল, তোমাকে নমস্কার। তুমি দৈত্য নিপাতন এবং দৈত্যদিগের সম্যক্ দর্পাপহারক, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৯৩ ॥

গোবিন্দায় গোপবাল বয়স্যায়ারি নাশিনে।
যোগায় যোগ গম্যায় যোগনাথায়তে নমঃ ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোলোকাধিপতে! তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা,

সর্ব্ববিশ্ব রক্ষাকর্ত্তা, ও সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপালক, শ্রীদামাদি গোপবালকের সখা সম বয়স্য এবং গোকুল শত্রুহারি, । তুমি যোগরূপ, সর্ব্বযোগেশ্বর, যোগ গম্য, যোগনাথ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯৪ ॥

প্রপন্নান্ দুঃখশোকার্ত্তান শরণাগত পালক ॥
ত্রাহিমাং পরমেশান ত্বংহিনঃ পরমাগতিঃ ॥ ৯৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে শরণাগত পালক দীনবন্ধো! এই দীন দেবগণের তুমিই পরমাগতি, তোমাভিন্ন আর গতি নাই। দুঃখশোকে অত্যন্ত কাতর তব অনুগত শরণাকাঙ্ক্ষী, আমাদিগকে তুমি রক্ষাকর ॥ ৯৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং ভূতভাবন ভাবনঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ নয়নঃ প্রহসংশ্চতান।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো ভগবানাদি পুরুষঃ ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! সর্ব্ব জীবের উৎপত্তির এক কারণ, সমস্ত বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান আদিপুরুষ গোবিন্দ; দেবগণের এতৎ স্তুতি বাক্য শ্রবণে অরুণপদ্মায়ত লোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাঁদিগকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে এইকথা বলিলেন ॥ ৯৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

তদর্থোয়ং মমারম্ভো নাস্তিবো ভয়মণ্বপি।
স্বপদং প্রাপ্স্যথ ক্ষিপ্র মৃদ্ধিযোগ মহৈতুকং ॥ ৯৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ আশ্বাস করিয়া দেবগণকে কহিলেন। হে দেবগণেরা! তোমাদিগের ভয়লেশ মাত্রও নাই। যেহেতু তোমাদের ভয় নিবারণ নিমিত্ত আমার এই অবতার হওয়া। সমৃদ্ধিযুক্ত স্বীয় স্বীয় পদ তোমরা নিঃসংশয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৭ ॥

সাধূনাং সমচিত্তানা মভাবায় সুরদ্রুহাং।
ধরা ভারায়মানানা মভারায় সুরাধিপাঃ ॥ ৯৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুরাধিপতিরা! সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুদিগের ভয় নিবারণার্থে এবং দেবশত্রুদিগের বিনাশার্থে, আর দৈত্য ভারে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারাবতারণ জন্য আমার সমারম্ভ জানিবে ॥ ৯৮ ॥

সম্ভবোঽহয় মব্যয়স্যা মূর্ত্তস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
ধাম গচ্ছত ভদ্রং বঃ করিষ্যে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

অস্যার্থঃ। অব্যয়াত্মা, নিরীহ, নিরঞ্জন, সর্ব্বাকার বর্জ্জিত, পরমেশ্বরের এই অবতার হইয়াছে, তোমরা সকলে নিঃশঙ্করূপে আপন আপন

ধামে গমন কর, কোন ভয় নাই, অসংশয় আমি তোমাদিগের কল্যাণ বিধান করিব ॥ ৯৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাভাষিত মাশ্রুত্য দেবাস্তে মন্মুখামুনে।
ধাম স্বং স্বং প্রমুদিতা যযুঃপ্রণতকন্ধরাঃ ॥ ১০০ ॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষিপ্রবর অঙ্গিরাকে ভগবান ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে দ্বিজবর! ভগবানের এই আশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রকৃষ্ট রূপে হর্ষযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণ সকলে আপন আপন ধামে গমন করিলেন ॥ ১০০ ॥

অথ বলদেবের জন্ম।

জ্যৈষ্ঠেমাসি সিতাষ্টম্যাং নক্ষত্রে যমদৈবতে।
জাতোরামো রৌহিণেয়ঃ শেষোহশেষ পরক্রমঃ ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ। দেবগণেরা স্বধামোপ গত হইলে পর, শুভজ্যৈষ্ঠমাসে শুক্ল পক্ষীয়া অষ্টমী তিথিতে, যমদৈবত মঘানক্ষত্রে অনন্ত পরাক্রম পরমাত্মা অনন্ত, সর্ব্বজন চিত্তরঞ্জন রামরূপে রোহিণীর গর্ব্ভ পিঞ্জর হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১০১ ॥

দেবাদুন্দুভয়োনেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি।
জগুর্গন্ধর্ব্ব পতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরো গণাঃ ॥ ১০২ ॥

অস্যার্থঃ। বলরাম দেব আবির্ভূত হইলে পর সূতিকাগারো পরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেলাগিল, এবং গগণান্তরাল স্থিত দেবগণেরা মহোৎসব জ্ঞানে দুন্দুভি বাদ্য করিলেন। গন্ধর্ব্বপতি হাহা হুহু, তুম্বুরু প্রভৃতি ভগবত্তোষণ সংগীত এবং অপসরগণেরা নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০২।

অথ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবঃ।

ভাদ্রেমাস্যসিতাষ্টম্যাং রোহির্ণ্যক্ষ যুতেহহনি।
হরিস্তান্ সুদৃঢ়ান্ মত্বা কারাগারস্য রক্ষিণঃ ॥ ১০৩ ॥
মায়েশো মায়য়া মেঘৈ রাবৃণোৎ খংখরস্বনৈঃ ॥ ১০৩ ॥

অস্যার্থঃ। বলদেবাবির্ভাব হওনানন্তর, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হইলে, ভগবান কংসস্থাপিত কারাগার রক্ষক গণকে সুদৃঢ় জানিয়া, সর্ব্বমায়েশ্বর ভগবান গোবিন্দ খরতর শব্দবান মেঘদ্বারা সমস্ত আকশ মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিলেন ॥ ১০৩ ॥

ইরম্মদস্ফূর্য্যাম্বুভি স্তনদ্ভি স্তনয়িত্নুভিঃ।

ঘন ঘর্ঘর সংঘোষ বপ্রহা ঘোর ঘোষণৈঃ।
ভীরুসম্ভীতি জননৈঃ কাশয়দ্ভির্দিশোম্বরং ॥ ১০৪ ॥

অস্যার্থঃ। আকাশ হইতে স্ফূর্য্যমান মেঘরাজি বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। অশনি শব্দে অত্যন্ত শব্দিত হইল। ঘন ঘন ঘর্ঘরিত শব্দে স্তব্ধপ্রায় জনসকল এবং ঘোরতরগিরশক্রর বজ্রঘোষণে ভীত-ব্যক্তির সাতিশয় ভয়োদ্ভাবন হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দশদিক ও গগণ মণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥

কুর্ব্বাণৈ ধ্বান্তপটলং নিবিড়ং পরমোল্বণং।
হ্রদাগার গিরিবরৈঃ প্রাসাদাট্টাল তোরণৈঃ ॥ ১০৫ ॥

অস্যার্থঃ। হ্রদ, আগার, পর্ব্বত, প্রাসাদ, অট্টালিকা তোরণঃসহ পরম ভয়ঙ্কর রূপ ঘোরতর অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, অর্থাৎ কোথা গৃহাট্টাল প্রাসাদ, কোথা হ্রদ, কোথা বা পর্ব্বত, ব্যাপ্ত ময় অন্ধকার সমূহে কিছুই লক্ষকরা যায়না ॥ ১০৫ ॥

প্রাচীর গিরি শৃঙ্গৈশ্চ পতিতৈ র্ধরণী সুর।
চণ্ডবাত প্রণুদিতৈ র্নাদৃশ্যত ধরাতলং ॥ ১০৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে অবনীসুর! অঙ্গিরা! পুরপ্রাচীর সকল ও পতিত পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল প্রচণ্ড সমীরণে উদ্ধূত সর্ব্বত্রে আকীর্ণ হইয়া পড়াতে পৃথিবী তল দৃশ্য হয় না ॥ ১০৬ ॥

সততাং দ্রুমসংঘানাং প্রাচীর গিরিবেশ্মনাং।
প্রাসাদ তোরণাট্টাল রথাশ্বখর দন্তিনাং।
নাদিতৈ র্নাদিতাঃ সর্ব্বা ধরা কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ। পতমান বৃক্ষসমূহের ও গৃহভিত্তিপ্রাচীর সমুদায়ের, আর অট্টালিকা মন্দির ফটক এবং গিরি শৃঙ্গপাতের শব্দে, রথবাজী গর্দ্দভ হস্তী সকল ভীত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, সেই সকল নাদেতে অদৃশ মানা ধরণীর সকল স্থানই প্রতি শব্দিত হইল এবং ভগ্নগৃহাদিতে আচ্ছন্ন পৃথিবীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১০৭ ॥

খরস্থূলোল্বণৈ র্লোকানাসারৈ রিষ্টকোপমৈঃ ॥
পয়োদাঃ পীড়য়া মাসু র্যুগান্তইব সর্ব্বতঃ ॥ ১০৮

অস্যার্থঃ। সম্বর্ত্তাদি মেঘ সকল অতিতীব্র, অতিভয়ঙ্কর রূপ অতিবঃ ইষ্টকন্যায় বর্ষধারা দ্বারা সকল লোককে পীড়িত করিল, তৎকালে সকলেই এমন অনুমান করিলেন, বুঝি সর্ব্বতোভাবে যুগান্ত কালে ন্যায় প্রলয় উপস্থিত হইল ॥ ১০৮ ॥

গোশ্বোষ্ট্র মহিষান্ দন্তি খরমেষ বরাহকান্।
মনুজান্ পীড়িতান্ বীক্ষ্য মেনিরে যুগ সংক্ষয়ং॥ ১০৯॥

অস্যার্থঃ। গো, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, হস্তী, গর্দ্দভ, মেষ, বরাহ, এবং মনুষ্য সকলকে বৃষ্টি ও ঘোররূপ ভয়ঙ্কর বাত্যায় পরিপীড়িত দেখিয়া তৎকালে মহাপ্রলয় হইল বলিয়া সকলে অনুমান করিলেন॥ ১০৯॥

নধরা ননভোভাতি নপ্রভাতং সুযোগবিৎ॥ ১১০॥

অস্যার্থঃ। আসার সম্পাতে এমত দুর্য্যোগোপস্থিত হইল যে অন্ধকার ময়দশদিগের অপ্রকাশ, সুযোগজ্ঞজনের রাত্রি কি দিবা, কি সন্ধ্যা এবং পৃথিবী কি আকাশ, প্রভাত কি অপ্রভাত ইহার কিছুই উপলব্ধি হয় নাই॥ ১১০॥

আসারৈঃ প্লাব্যমানাভূর্নালক্ষ্যত নভোস্বতং।
পেতিরে শতশস্তত্র নভসোল্কাশনি প্রভাঃ॥ ১১১॥

অস্যার্থঃ। আসারধারা পাতে অকালে প্রলয় সদৃশ ভূমিতল পরিপ্লাবিত হইল, কোন মতে সুপ্রকাশ রূপে আকাশ দৃশ্যমান হয় নাই, তৎ সময়ে সকলি অন্ধকারময় কেবল মেঘস্থিত শত শত বিদ্যুৎ প্রভাতে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল॥ ১১১॥

এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বন্ নিশার্দ্ধং সমপদ্যত।
তে বীক্ষ্য দুর্দ্দিনং ঘোরং কারাগারস্থ রক্ষিণঃ।
সুসুপুর্নিদ্রয়াচ্ছন্না মায়য়া শার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১১২॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! দিবাভাগে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়া ক্রমে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উপস্থিতা হইল, তদনন্তর ঘোরতর মেঘাচ্ছন্না রাত্রিকে দেখিয়া দৈবকীর কারাগার রক্ষি কংস কিঙ্করগণ সকলে ভগবন্ মায়াতে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাতে সমাচ্ছন্ন হইল॥ ১১২॥

এতস্মিন্নন্তরে নন্দ গেহিনী সূতিকাগৃহং।
প্রাবিশৎ প্রসবায়ৈব বেদনার্ত্তা ধরাসুর॥ ১১৩॥

অস্যার্থঃ। হে অবনীদেব! অঙ্গিরা! এমত সময় উপস্থিত হইলে পর নন্দরাজ গৃহিনী যশোদা দেবী প্রসব বেদনাতে অতি কাতরা হইয়া, প্রসব হইবার নিমিত্ত সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিলেন॥ ১১৩॥

সুসুবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাং সুতঞ্চহ॥ ১১৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর নন্দ মহিলা যশোদা রাণী একাকন্যা আর একটি রমসুন্দর পুত্র, এই যুগল সন্তান প্রসূতা হইলেন॥ ১১৩॥

নবীন জলদ শ্যাম পাথোধর বরচ্ছবিং।
সুনাসং সুকপোলঞ্চ সাম্যদন্তৌষ্ঠ বাহুকং॥ ১১৪॥

অস্যার্থঃ। নবীননীল নীরদন্যায় শ্যাম সুন্দর এং সজল মেঘের ন্যায় সুস্নিগ্ধ কান্তি, সুশোভন নাসিকা, সুশোভন কপোলদেশ, সমান দন্ত পংক্তি শোভিত, সমান ওষ্ঠাধর ওসমান বাহুবন্ধ॥ ১১৪॥

চার্ব্বায়ত ভুজ দ্বন্দ্বং বনমালা বিরাজিতং।
বেত্রবেণু বিষাণাদি স সংন্যস্ত মুরুচ্ছবিং॥ ১১৫॥

অস্যার্থঃ। আজানুলম্বিত সুশোভন ভুজদ্বয়, বনমালা বিরাজিত বক্ষঃ স্থল, অবয়ব বিশেষে বেত্র, বংশী, শৃঙ্গাদি সংন্যস্ত অর্থাৎ করদ্বয়ে সংধৃত মুরুলী, কটিপটে সংন্যস্ত বেত্র শৃঙ্গাদি, এবম্ভূত মনোহর কান্তিমান বপুঃ॥ ১১৫॥

বেণু বাদন নিরতঃ প্রসন্নাজ্জা রুণাননং।
অজ্জ যোনীন্দ্র সংবন্দ্য কোটিসূর্য্য প্রভাঙ্ঘ্রিকং॥ ১১৬॥

অস্যার্থঃ। নিয়ত বেণু বাদ্যরত, প্রস্ফুটিত অরুণ পদ্মের ন্যায় মুখার বিন্দ শোভা, কোটি সূর্য্য প্রভার ন্যায় যুগল চরণ তল, অজ্জযোনি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বন্দনীয় সেই চরণকমল দ্বয়॥ ১১৬॥

কোটি কন্দর্প লাবণ্য মংশজং শার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১১৭॥

অস্যার্থঃ। কোটি কন্দর্পের ন্যায় সুলাবণ্যযুক্ত ভগবানের রূপ সম্পদ, কিন্তু কন্দর্পের সহিত তুলনা করাও অবিহিত, যেহেতু সর্ব্বত্রেই কন্দর্পকে ভগবানের অংশজ বলিয়া আখ্যাত করেন॥ ১১৭॥

প্রভাতারুণ সূর্য্যাভাং দ্বিভুজাং পরমা রুচা।
নচোপ লেপতাং কন্যাং যশোদানন্দ গেহিনী॥ ১১৮॥

অস্যার্থঃ। প্রভাত কালের সমুদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় দীপ্তিমতী, দ্বিভুজা একটী কন্যাও জন্মিল, কিন্তু নন্দ গৃহিণী যশোদা দেবী তাঁহাকে তৎকালে দর্শন করিতে পারিলেন না॥ ১১৮॥

তাহার তাৎপর্য্য এই যে কেবল পুত্র মাত্র জন্মিয়াছে এই মাত্র মনে করিলেন কন্যা জন্ম তাঁহার উপলব্ধি হইল না তৎকালেমহামায়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন; যেহেতু দৈবকীর কন্যা হইয়াছিল ইহা তিনি পশ্চাৎ ব্যক্ত রূপে জানিবেন॥ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১৮॥

এবং বীক্ষ্য দম্পতীতৌ জ্ঞাত্বা তৎপরমেশ্বরং।
তুষ্টাবতু র্মুদাযুক্তৌ নত্বাপ্রণত কন্ধরৌ॥ ১১৯॥

অস্যার্থঃ। এবম্ভূত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর লক্ষণে লক্ষিত পুত্রকে পরমেশ্বর

রূপ জানিয়া অতি হর্ষযুক্ত মনে, নত মস্তকে প্রণাম করতঃ নন্দ ও যশোদা তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১৯ ॥

মায়েশো মায়য়াচ্ছন্নৌ দম্পতী ব্যাকুলেন্দ্রিয়ৌ।
নিদ্রয়াচ্ছন্ন গাত্রৌ তৌ সুস্বাপতু রথোনিশাং ॥ ১২০ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বমায়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নন্দ যশোদা উভয়েই তাঁহাকে স্তব করিতে পারিলেন না। যেহেতু যোগ মায়া প্রভাবে তৎকালে উভয়ের গাত্রই গাঢ় নিদ্রাতে সমাচ্ছন্ন এবং ব্যাকুলেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত উভয়েই ভূমিতলে শয়িত হয়েন, তদবস্থাতেই প্রায় সমস্ত যামিনী গতবতী হয় ॥ ১২০ ॥

এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বন্ নির্ম্মলক্ষা ভবন্নভঃ।
ববুর্গন্ধবহা দিব্যা ননৃতুশ্চাপ্সরো গণাঃ ॥ ১২১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! অনন্তর মথুরা মণ্ডলে ঐ সময়ে সুদারুণ বাত বৃষ্টির উপরমে নির্ম্মল নভো মণ্ডলে নক্ষত্রমালা সুপ্রকাশ হইল, মনোহর শোভন গন্ধবান সমীরণ বহিতে লাগিল। যত অপসরগণেরা সুললিত গীত গাইতে আরম্ভকরিল ॥ ১২১ ॥

জায়মানে জনে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ষিগণাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরোরগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ উপাবিশন্ ॥ ১২২ ॥

অস্যার্থঃ। গোকুলে গোকুলচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে পর মথুরাতে আসন্ন প্রসবা দৈবকী দেবী কষ্ট বেদনাতে অবসন্না হইলেন। সেই সময়ে আকাশ মণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, পক্ষীগণ, বিদ্যাধরগণ, উরগগণ, যক্ষগণ এবং পিশাচগণেরা (অজ অব্যয় পরমাত্মা নারায়ণকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ১২২ ॥

অবিরাসীজ্জগন্নাথঃ শংখাব্জ পরিঘায়ুধাঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহু রক্তাস্যোব্জ পদদ্বয়ঃ ॥ ১২৩ ॥

অস্যার্থঃ। এমত সুশোভন সময়ে দৈবকীর সূতিকাগারে জগন্নাথ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী আজানুলম্বিত চতুর্ভুজ, পীত বসন, বনমালী, প্রসন্ন কমলবদন, সুপ্রসন্ন ফুল্ল লোহিত কমল সদৃশ চরণ ভগবান নারয়ণ নিজপরিকর সহ আবির্ভূত হইলেন ॥ ১২৩ ॥

এবমালোক্য তদ্রূপং বসুদেবো মুদান্বিতঃ।
অস্তৌষী দবধার্য্যাথ দণ্ডবৎ প্রণনম্মুহুঃ ॥ ১২৪ ॥

অস্যার্থঃ। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণে লক্ষিত পুত্রকে দর্শন করিয়া বসুদেব অতিশয় হর্ষচিত্ত হইলেন। অনন্তর মমগৃহেভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন

ইহা স্বীয় বুদ্ধিতে নিশ্চিত অবধারণা করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতঃ বহুবিধ স্তব করিলেন ॥ ১২৪ ॥

তাৎপর্য্য। কিরূপ স্তব করিলেন, তাহা ভাগবতে সুব্যক্ত আছে। এখানে প্রকাশ নাই; এক প্রস্তাব সকল পুরাণে বাহুল্য রূপে প্রকাশ করা বেদব্যাসের অপ্রেত সিদ্ধ নহে। এক পুরাণে যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য পুরাণে আর তাহার বিস্তার করেন নাই। কিন্তু মূলানুগত প্রস্তাবানুসারে প্রসঙ্গত যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। দেখ ভাগবতে বিশেষ রূপ রাধার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন নাই, মাহাত্ম্য বর্ণনা থাকুক্ রাধানাম উল্লেখও করেন নাই। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতেই তাহার সম্যগংশ পরিপুর্ণ হইয়াছে। রাসাদি বর্ণনা স্থলে প্রসঙ্গতঃ প্রধানা গোপী বলিয়া যথা কথঞ্চিৎ উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। এপুরাণে শুদ্ধ শ্রীরাধা মাহাত্ম্য বর্ণন সংকল্প বিধায় কৃষ্ণাবির্ভাবাদি প্রসঙ্গ সংক্ষেপতঃ সুবর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবে বসুদেব যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা না কহিয়া কেবল ঈশ্বর বুদ্ধিতে বসুদেব স্তব করিলেন এইমাত্র সংকেতানুসারে বর্ণনা করেন। অতএব যে যে স্থানে সংক্ষেপ বর্ণন, দৃষ্ট হইবে সেই সেই স্থানে এই অভিপ্রায় বোধ করিতে হইবে ॥ ১২৪ ॥

ততোহৃষ্টোচ্যুতোদেবঃ প্রাহতাতং ঘৃণানিধিঃ।
মেঘ গম্ভীরয়া বাচা প্রসন্ন পঙ্কজাননঃ ॥ ১২৫ ॥

অস্যার্থঃ। এই বসুদেব কৃত স্তবে সংহৃষ্ট মনা হইয়া প্রফুল্ল কমল বদন ভগবান অচ্যুত, অকিঞ্চন বিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীরস্বরে স্বপিতা বসুদেবকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

তাত মাং বিদ্ধি পরমং তপঃফল মুপাগতং।
ইত্যুক্ত্বা সংজহারাশু রূপমৈশ্বর মুত্তমং ॥ ১২৬ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান কহিলেন। হে পিতঃ! তোমার পরম তপস্যার ফল স্বরূপ আমাকে জ্ঞান করহ। এইমাত্র কহিয়া অতি সত্বর আত্ম পরমোত্তম ঐশ্বর রূপ সংহরণ করিলেন ॥ ১২৬।

তাৎপর্য্য। বসুদেবকে ভগবান এই আভাষে কহিয়াছেন, যে তোমার পুর্ব্বজন্ম কৃততপস্যার ফলে পুত্ররূপে আমার আবির্ভাব হইয়াছে, তুমি পুর্ব্বে প্রশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলে, শত রূপা নাম্নী তোমার পত্নী, তোমরা দুইজনে আমাকে পুত্র ভাবে প্রাপ্ত হইবার মানসে অনেক কঠিন

তপস্যা করিয়াছিলে, সেই ফলে বসুদেব দৈবকী নাম ধারণ করতঃ ইহ জন্মে আমাকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইলে।। ১২৬।।

অথ বাসুদেবাবির্ভাবঃ।

তাতং প্রাহ পুনঃ শীঘ্রং নয়মাং গোকুলং প্রতি।
তদাশ্রুত্য তস্যবাক্যং মন্বৈবীনন্দ গোকুলং।
সূতিকা গৃহমধ্যে তং বেশয়িত্বা নয়ন্ সুতাং।
যশোদায়া মহাভাগ কারাগার মথাগমৎ।। ১২৭।।

অস্যার্থঃ। হে মহাভাগ অঙ্গিরা! ভগবান পুনর্ব্বার পিতাকে এই উপদেশ করিলেন। হে তাত! তুমি অতিশীঘ্র আমাকে লইয়া গোকুলে গমন কর (তথায় নন্দালয়ে যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া তৎ ক্রোড়ে আমাকে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে আনয়ন কর) বসুদেব এই উপদেশকথা শ্রবণ করিয়া অতিসত্বর গমনে নন্দগোকুল প্রাপ্ত হইয়া সূতিকা গৃহমধ্যে যশোদা ক্রোড়ে আত্ম বালককে নিবেশিত করতঃ তাঁহার কন্যাটীকে লইয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।। ১২৭।।

তৎপর্য্য! এপুরাণে বসুদেবের কৃষ্ণ লইয়া গোকুলে আগমন কালে অনন্ত কর্তৃক বারিধারা নিবারণ, যমুনাতে পুত্রের পতন, ও শিবা রূপে পথ প্রদর্শনার্থ মহামায়ার যমুনা জল সন্তরণ এবং বসুদেব কন্যা লইয়া যে রূপে কারাগারে সমাগত হন্ তাহা বর্ণন করেন নাই, এ সকল পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে তাহাতেই সকলে অবগতি করিবেন; এখানে সে সকল বর্ণনা করা সঙ্কল্প সিদ্ধনহে। অন্যচ্চ যৎকালে বসুদেব পুত্র সংস্থাপন করেন, তৎকালে যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত ছিলেন, তদাগমনানন্তর উভয় কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়া পূর্ণরূপে এককৃষ্ণ প্রকাশ মান থাকিলেন ইতি ভাবঃ।। ১২৭।।

ততো বুধ্যন্ততে সর্ব্বে কারাগারস্য রক্ষিণঃ।
বালস্বন মবাশ্রুত্য ত্বরা রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্।। ১২৮।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর (কারাগারে বসুদেব, দৈবকী ক্রোড়ে মহামায়াকে স্থাপনা করিবামাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন) সেই বালকের রোদন ধ্বনি শ্রবণে কারাগার রক্ষিগণেরা জাগ্রত হইয়া দ্রুতপদে গিয়া রাজাকংসকে নিবেদন করিল, (মহারাজ!) দৈবকী অদ্য প্রসূতা হইয়াছেন)।। ১২৮।।

অবেত্য স্বন্দ্বচঃ কংস স্তরসেত্যা বধীচ্ছতাং।
বিদ্যুদ্রূপ ধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকং ॥ ১২৯॥

অস্যার্থঃ। দূত মুখে দৈবকীর প্রসব বার্ত্তা শ্রবণে কংসরাজ আমুক্ত কেশে ধাবমান হইয়া অতিবেগে সূতিকাগার সংপ্রাপ্ত হইয়া ঐ কন্যাকে লইয়া শিলোপরি আঘাত করিল। মহামায়া জগদ্ধাত্রী তাহার হস্তচ্যুতা হইয়া অষ্টভুজা রূপে আকাশপথে শিব সন্নিধানে গমন করিলেন। অর্থাৎ জগন্নিয়ন্ত্রী ঐশ্বরী শক্তিকে বিনাশ করিবায় ক্ষমতা কি? যন্মায়া বশে এই জগৎ অভিভূত প্রায় রহিয়াছে॥ ১২৯॥

তাৎপর্য্য! ভাগবতাদিতে এই প্রস্তাব বিপুলী কৃত করিয়া কহিয়াছেন। অর্থাৎ কংসহস্তচ্যুতা অচ্যুতানুজা মহাদেবী গগণান্তবালে অবস্থিতা হইয়া হাস্যাননে কহিলেন। রেদুর্ব্বিনীত! তুই আমাকে নষ্ট কি করিবি? তোকে নষ্ট যে করিবে সেই তোর পূর্ব্বশত্রু যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কহিয়া দেবী যথাস্থানে গমন করেন॥ ১২৯॥

এতাবন্মাত্র কৃষ্ণাবির্ভাব কহিয়া অতঃ পর উত্তরাধ্যায়ে শ্রীরাধিকার জন্মানন্তর বাল্যলীলা বর্ণনা করেন। আর গোকুল পর্ব্ব যে নন্দোৎসবঃ পুতনা, তৃণাবর্ত্ত অব বক বৎস বধাদি ও ভগবানের গোচারণাদি কোন লীলা বর্ণনা করেন নাই, শুদ্ধ শ্রীরাধিকার সহ শ্রীকৃষ্ণের মিলনাবধি মাধুর্য্য লীলাই কিঞ্চিৎ সুবর্ণিত হইয়াছে? শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি সকল পুরাণান্তরে দ্রষ্টব্যঃ। ইতিভাবঃ॥ ০॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে প্রসঙ্গত
শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তির্নাম দশমোধ্যায়ঃ॥ ১০॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে রাধা হৃদয় প্রস্তাবে কৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গে দশম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১০॥

একাদশাধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অহন্যহনি সাতস্য গেহেরাধাব্যবর্দ্ধত।
ঐন্দ্ররী সিতপক্ষীয়া কলেব শারদী শুভা॥ ১॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরাকে ব্রহ্মা শ্রীরাধার জন্মানন্তর যেরূপে বৃষভানু পুরে বৃদ্ধিদশা প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবী যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। হে বৎস! বৃষভানুপুরে শুক্ল পক্ষীয় শরৎ শশধর কলার ন্যায় সেই মহাদেবী দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিলেন॥ ১॥

কলবাগ্‌ভিঃ সুললিতৈঃ পদ্দোর্গমন পেশলৈঃ।
হাস্য লাস্যধরৈর্ভঙ্গ্যা লাবণ্যরূপ সম্পদা ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবতী রাধাদেবী প্রাকৃত কালিকার ন্যায়, সুললিত আধ আধ মধুর বাক্য দ্বারা এবং হস্ত পদ দ্বারা খেল গতিতে গমন দ্বারা সুভঙ্গিম নৃত্য ও শোভন লাবণ্য রূপ সম্পৎ এবং সুমধুরহাস্য দ্বারা নিয়ত মাতা পিতাকে রঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অর্দ্ধমুগ্ধাক্ষর গিরা রময়া মাস দম্পতী।
আনন্দাব্ধি নিমগ্নৌ তৌ কীর্ত্তিদা বৃষভানুকৌ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। রাধিকার নৃত্য ভঙ্গী, হাস্য আর অর্দ্ধাস্ফুট বাক্য মাধুর্য্য এবং বদনারবিন্দ শোভা সন্দর্শনে, তন্মাতা কীর্ত্তিদা ও তৎ পিতা বৃষভানু নিয়ত আনন্দ সাগরে মগ্ন প্রায় হইতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

রাধাকর্ত্তৃক মাকরী গ্রস্তাকীর্ত্তিদার উদ্ধরণ।

ব্রহ্মোবাচ।

একদাহস্কর সুতা পুলিনে ভ্যেত্য কীর্ত্তিদা।
স্বাঙ্কাৎ সখ্যঙ্ক মাবোপ্যাগাৎ পাথসি শনিস্বসুঃ ॥ ৪ ॥
বরদাং সাবরারোহা সুতাং বিষ্ণুসুতাং তদা ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! কদাচিৎ প্রত্যূষকালে অবগাহনার্থ বরারোহা কীর্ত্তিদারাজ্ঞী বিষ্ণু প্রসূতা বরদা স্বকন্যা শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সখিগণ সমভিব্যাহারে দিবাকর তনয়া যমুনার ঘাটে উপস্থিতা হইয়া আপনার কোলে হইতে তীরস্থা সখীর কোলে রাধিকাকে সমর্পণ করতঃ শনৈশ্চর ভগিনী কালিন্দীর জলে অবতরিতা হইলেন। এবং যমুনার স্বচ্ছজলে মগ্নাহইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

স্নানার্থখর গম্ভীরোত্তুঙ্গ তারঙ্গকে মুনে।
বাতোল্লসিত কল্লোলৈঃ কূর্ম্ম নক্রঝসাকুলে ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! গাত্র মার্জ্জনানন্তর বরাননা কীর্ত্তিদা খর স্রোতা অতি গম্ভীরতোয়া, অতিশয় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যুক্তা, সমীরণ প্রবাহে উল্লসিত কল্লোলবতী, কূর্ম্ম কুম্ভীর মৎস্যাদি জলচর নিকর ব্যাপ্তা যমুনার দূর জলে স্নানার্থ অবতরিতা হইলেন ॥ ৬ ॥

ভীরূণাং ভীতিদে গাধে তচ্ছ কচ্ছেচরৎ খগে।
সুভীমা মকরী রোষা দ্রবমাশ্রুত্য সত্বরা ॥
জগ্রাহাভ্যেত্য জঙ্ঘেদ্বে সাননাদার্ত্ত বত্তদা ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। অতি ভয়ঙ্করী যমুনা, ভীরুদিগের অতি গাঢ় ভয় প্রদ তাঁহার অগাধ জল, তন্মধ্যে হংস হংসী কারণ্ডব কঙ্ক ক্রৌঞ্চ, সারসী, চক্রবাকাদি জলচর পক্ষী নিকর প্রচরিত, এবম্ভূতা যমুনার জলে স্নাতুমতী কীর্ত্তিদা কর্ত্তৃক আস্ফালিত জল শব্দ শ্রবণে এক মহাভীম মূর্ত্তি মকরী তরসা মহাক্রোধে আসিয়া মহারাজ্ঞীর জঙ্ঘা দ্বয় গ্রহণ করিল। তন্ত্রাসিতা রাজ মহিলা অত্যন্ত কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। (এবং সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) হে সখিগণেরা। আমাকে উদ্ধার করহ আমি সুভীম গ্রাহগ্রস্তা হইলাম) ॥ ৭ ॥

সখ্য স্ত্রস্তাঃ স সম্ভ্রান্তা দিক্ষুপশ্যন্নকং নরং।
স্বাক্ষস্রবত্তোয় ধার সাদ্রবাঙ্গাঃ সবাসসঃ॥ ৮।

অস্যার্থঃ। মকরী গ্রস্তা মহারাজ্ঞীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে তীরস্থা সখীগণেরা সম্ভ্রান্তমনা, অতিশয় ত্রাসযুক্তা হইয়া চারিদিগে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক কোন এক জন মনুষ্যকেও দেখিতে পাইলেন না, যে তাহাকে ডাকিয়া উদ্ধার করিতে বলেন। তদুদ্ধরণে নিরাশা হইয়া সকলের চক্ষুতে শত শত অশ্রুধারা ব্যাপ্তা হইল, তজ্জলে সকলের অঙ্গ এবং অঙ্গাবৃত বসন আর্দ্র হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

হাহেতি কাচিদ্ব্রুবতী কিমেতদিতি চাপরাঃ।
হানাথ তাত দেবেতি হাভ্রাত রিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদার জীবন ত্রাণের উপায় না দেখিয়া সকল সখীগণেরা একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিল। হা এ কি হইল এ কি হইল? হা নাথ! হা গোবিন্দ! ঠাকুর কি করিলে? কেহবা হা পিতা হা মাতা হা ভ্রাতা ইত্যাদি (বাপ মা ভাই এই নাম ব্যাহরণ পূর্ব্বক কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা হইল) ॥ ৯ ॥

নাসাগ্র দত্ত করজা কচ্ছেকাচি দ্বরাঙ্গনা।
ভয়ার্ত্তা নাস্পৃশং স্তোয়ং তাঃ সখ্যো ধরণীসুর ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। হে অবনীদেব! অঙ্গিরা। কোন বরনারী যমুনা গর্ব্ভে অবতরিতা নাসাগ্রে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বিস্ময়পন্ন হইয়া রহিল, কিন্তু অতিশয় ভয়ার্ত্তা হইয়া সখীগণেরা কেহই তজ্জল স্পর্শ করিতে সাহস পায়েন নাই ॥ ১০ ॥

ধূলি ধূষর সর্ব্বাঙ্গা রুদন্তী কাচি দঙ্গনা।
অটাট্টমানা লোলুণ্ঠ্যমানা কাচিৎ বরাঙ্গনা ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। তীরের উপরে কোন সখী ভূমিতলে লুণ্ঠ্যমানা ধূলিতে

অবলিপ্ত গাত্রা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কোন কোন সখী হাহাকার রবে ব্যাকুল চিত্তে ইতস্তত চারিদিগে ধাবমানা হইয়া ভ্রমণ পরায়ণা হইলেন॥১১॥

হা স্বামিন্নিতি স্বামিন্‌বা প্রভোএহীতি চাব্রবীৎ।
তমগাঃ স্বামিনি ক্ষিপ্র মেতাং পরম দুর্দ্দশাং॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। কোন সখী মহারাজা বৃষভানুকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে স্বামিন্! কোথা রহিলে একবার শীঘ্র আসিয়া মহারাণীর দুর্দ্দশা অবলোকন কর। কেহ কেহ মহারাজাকে সংবাদ দিতে মহাবেগে চলিলেন। কেহবা হে প্রভো! হে অনাথ নাথ গোবিন্দ! হে মধুসূদন! এই বিপদে রক্ষা করহ বলিয়া ক্রন্দমানা হইতে লাগিলেন॥ ১২॥

কুরর্য্যা ঘোরসন্নাদ কৃপায়া রাজ্ঞি কীর্ত্তিদে।
কথমস্মানপাহায় নোনাথা নয় সুন্দরি॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। কোন সখী কুররীর ন্যায় ঘোর শব্দে চীৎকার করতঃ মহাখেদে রোদন করিয়া বিলাপ করিতেছেন, হে মহারাজ্ঞি কীর্ত্তিদে! তোমা ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই, তুমি কি নিমিত্ত আমা সকলকে পরিত্যাগ করতঃ অনাথা করিয়া যে গমন করিতেছ, এ তোমার উচিত নহে। হে সুন্দরি! আমাদিগকে ত্যাগ করিহ না সঙ্গে করিয়া লহ, ইহা কহিয়া সকলেই যমুনা জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যতা হইলেন॥ ১৩॥

সুপ্রভে সুভ্রুনয়নে পীনোন্নত পয়োধরে।
স্তন্যপ্রাণাং কথমিমামপহায় গতাহ্যসি॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। কোন সখী শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে করিয়া সাক্ষেপ বাক্যে কহিতেছেন। শোভন প্রভাযুক্তা সুনয়না পীনোন্নত পয়োধরা হে দেবি কীর্ত্তিদে! শুদ্ধ স্তন দুগ্ধপানে প্রাণ রক্ষা হয় এমন কন্যাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে (আমরা কন্যা মুখ হেরিয়া যে প্রাণ ধরিতে পারি না? দুঃখে আমাদিগের যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়?)॥ ১৪॥

রাজ্ঞে কিংবা বদিধ্যাম স্তন্যজীবা মিমাং কথং।
বালমব্যক্ত বচনাং পালয়িষ্যাম সুন্দরি॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। হে বর সুন্দরি! আমরা গৃহে গিয়া রাজাকে বা কি বলিব? এবং দুগ্ধ পোষ্যা কেবল স্তন্যপ্রাণা অস্ফুট বচনা এই বালিকাকেই বা কিরূপে প্রতিপালন করিয়া বাঁচাইব॥ ১৫॥

কিং রুষ্টাসি ননোদেবি দেহ্যস্মাসু সুদর্শনং।

প্রহাসার্থং নিলীনাসি তোয়ে গাধে শুচিস্মিতে ॥
আত্মানং ব্যঞ্জয়িত্বাতু প্রাণান্ রক্ষসুমধ্যমে ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে পবিত্র হাসিনি! কীর্ত্তিদে দেবি! তুমি কি এক্ষণে দাসীগণ প্রতি রোষ করিয়া, না পরিহাস করিবার জন্য অগাধ যমুনা জলে মগ্না হইয়া রহিয়াছ? আমরা যে তব অদর্শন রূপ দাবদাহে দগ্ধ হইতেছি ঝটিতি আমাদিগেকে তোমার স্বীয়রূপ দেখাইয়া জীবন দান করহ। ১৬।

ব্রহ্মোবাচ।

এবমাহৃত্য তাঃ সর্ব্বাঃ করেণোরো মুহুর্মুহুঃ।
বিলেপিরে মুক্ত কণ্ঠ্যো মুক্তা ভরণ বাসসঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন হে দ্বিজ! এবং প্রকারে মহাখেদ যুক্ত চিত্তে সকল সখীগণেরা বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করতঃ বারম্বার হৃদয়ে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

রোরূয়মানাঃ সন্ত্রাসা মুক্ত মূর্দ্ধজ পংক্তয়ঃ।
মূর্চ্ছয়া সম্পরীতাঙ্গাঃ সুসুপুঃসর্ব্ব যোষিতঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। রোরুদ্যমানা সকল সখীগণের কেশপাশ আলুলাইয়িত হইল, সম্যক্ ত্রাস সমন্বিত গাত্রা সকলে মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতলে নিদ্রিতার ন্যায় শয়ন করিলেন। (কোন মতে আর সংজ্ঞার লেশ মাত্র ও থাকিল না)। ॥ ১৮ ॥

মূর্চ্ছান্ধাস্তাঃ সমালোক্য পতত্রাধাম্ভসি ক্ষণাৎ।
রুষাকালানল প্রখ্যা ত্রিনেত্রা ঘোর রূপিণী ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। মূর্চ্ছাগতা সখিগণকে অন্ধপ্রায়া দেখিয়া প্রলয়ানল সদৃশ ঘোররূপা রাধিকা তাতাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে মহাক্রোধে তৎক্ষণাৎ সেই যমুনার অগাধ জলমধ্যে নিপতিতা হইলেন ॥ ১৯ ॥

খড়্গা খট্টাঙ্গ পরিঘা সিতোমর বরায়ুধা।
অনন্তরূপা জননী সাগ্রহীত্ত্বরসা ম্বিকা ॥
মকর্য্যা সহকৌসুম্য মাল্যবৎ কতিচিৎ পদে ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী খড়্গ, খট্টাঙ্গ, গদা, অসি, তোমরাদি, বরায়ুধধারিণী, অনন্ত রূপিণী, বিশ্বজননী, অম্বিকা অতি সত্বর কতিপয় পাদ প্রক্ষেপানন্তর পুষ্পমাল্য ন্যায় মাতা কীর্ত্তিদার সহিত ভয়ঙ্করী মকরীকে গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ (পুষ্পমাল্য গ্রহণে যেমন লোকের শ্রম বা ভারবোধ হয় না তদ্রূপ তদ্গ্রহণে তাঁহার কোন আয়াস বোধহইল না ॥ ২০ ॥

পদ্ভ্যামতাড়য়দ্দুষ্টাং মকরীং তাং রুষান্বিতা।
আনিনায় তটে ধৃত্বা কৃপাণেন শিরোহরৎ॥ ২১॥

অস্যার্থঃ। ভগবতী রাধা মহারোষযুক্তা হইয়া জল মধ্যে সেই দুষ্টা মকরীকে চরণদ্বয়ে আঘাত করতঃ যমুনাতীরে আনিয়া কৃপাণ দ্বারা তাহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন॥ ২১॥

কায়াৎ কায়াপতত্তস্যা শ্চালয়ন ভূমিজন্মনঃ।
ভঞ্জন্ সহস্রশো বিদ্বন্ কম্পয়ন্ ধরণীতলং॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরা! রাধাকর্ত্তৃক নিহতা মকরী শরীর হইতে মস্তক ভূমিতলে নিপতিত মাত্র যমুনা তীরস্থ মহীরুহ সমূহ প্রচলিত হইল, তন্নিবন্ধন বৃক্ষে বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া সহস্র সহস্র বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতেলাগিল। এবং পৃথিবীও প্রকম্পিতা হইয়া উঠিলেন॥ ২২

অদ্যাপ্যাস্তে মুনে ব্যাপ্য কায়ঃ কচ্ছে যমস্বসুঃ।
ভীরু ভীমো মহারৌদ্রো যোজনানি চতুর্দ্দশঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! অদ্যাপিও সেই মহাভয়ঙ্কর ঘোরতর ভীমরূপা মাকরী তনু পাষাণময়ী হইয়া যমুনা তীরে চতুর্দ্দশ যোজন ব্যাপিয়া অবস্থিতা আছে॥ ২৩॥

খগাঃ সগগদৈতেয় দানবো রগরাক্ষসাঃ।
বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ॥ ২৪॥
পিশাচাশ্চারণাঃ সর্ব্বে গণা রাজর্ষয়শ্চ যে।
মুমুচুঃ সুমনো রাজ্ঞী রীজিরে তাং সুরামুনে॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! মকরী রতনু নিপতনানন্তর গগণান্তরাল হইতে দেবতা যক্ষ রাক্ষস কিংপুরুষ, সিদ্ধ, চারণ, উরগ, খগ, দৈত্য, দানব, পিশাচ, বিদ্যাধর ও অপ্সরগণ, আর দেবর্ষি, রাজর্ষি মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলে শ্রীমতি রাধিকার উপরি সুগন্ধ কুসুম রাজী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং অপ্রতিহতা ভক্তি সহকারে দেবতারা মহাদেবীকে বেদোদিত স্তুতিবাক্যে বহুশঃ স্তব করিলেন॥ ২৪॥ ২৫॥

উদ্গাগত্য কায়ান্মাকর্য্যাঃ সর্ব্ব ভূষণ ভূষিতা।
দিব্যস্রগগন্ধ সংছন্না দিব্যাম্বর ধরাশুভা॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। মাকরী তনু নিপতিত হইলে তদ্দেহ হইতে সর্ব্ব ভূষণে পরিভূষিতা, দিব্যমাল্য ধারিণী সুগন্ধ লিপ্ত গাত্রা, দিব্য বস্ত্র পরিধানা সুশোভনা একা কামিনী উদ্গাতা হইল॥ ২৬॥

রথোপস্থে স্থিতা সর্ব্বান বিদ্যাঙ্গী সুরোপমা।
দেবকন্যা কর বরোদ্ধৃত চামর বীজিতা ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। দেব গর্ভ সদৃশ উত্তমা অনিন্দিতাঙ্গীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ঐ কন্যা বরমালাভূষিত শূন্যাগত দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। এবং শত শত দেবকন্যা দিগের হস্ত উদ্ধৃত সুশ্বেত চামর ব্যজন সমীরণে উপবীজিতা হইলেন ॥ ২৭ ॥

তামেত্যাভ্যর্চ্চ্যচ মুদা প্রহ্বারাধাং বরাঙ্গনা।
ক্রীড়া মনুজতাং প্রাপ্তা মস্তোষী দ্বৃষ নন্দিনীং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বরাঙ্গনা মুক্ত দেহা বরনারী, পরম ভক্তি সহকারে লীলার্থ মানুষ রূপিণী বৃষভানু নন্দিনী রাধার পুরতঃ সমাগতা হইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা তদর্চ্চনা করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

জানেহং ত্বাং পরস্থান মীশ্বরীং জগদম্বিকে।
নমস্যে সর্ব্বভূতানাং জননী মণ্ডসম্ভবাং ॥ ২৯ ॥
পরাৎপরাং চিদানন্দ রূপিণীং বিশ্বমোহিনীং ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! আমি তোমাকে জানি, তুমি অণ্ড হইতে উৎপন্না পরমাত্ম স্বরূপা, পরমেশ্বরী, জগদম্বিকা, সর্ব্বজীবের উৎপাদন কর্ত্রী, হে জগদম্বিকে! তুমি পরাৎপরা জ্ঞান স্বরূপা বিশ্বমোহন কারিণী, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

অহং রম্ভা পসরা পূর্ব্বং শপ্তা দুর্ব্বাসসোম্বিকে।
ত্বৎ প্রসাদাদবাপ্তাস্মি স্বাং গতিং দেবি তে নমঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অতি বিনয়াব নত কন্ধরে রম্ভা শ্রীরাধিকাকে কহিতেছেন হে জগদম্বিকে! আমি রম্ভানাম অপসরা, পূর্ব্বে মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশপ্তা করেন, একারণ আমি মাকরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া এই কালিন্দী সলিলে অধিবাস করিয়াছিলাম। অদ্য তব প্রসাদে স্বীয়া গতি প্রাপ্তা হইলাম। অর্থাৎ মকর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম। হে দেবি! তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥

ইত্যুক্ত্বা স্বাং গতিং পেদে রম্ভা সাপ্সরসাং বরা।
বিস্ময়োৎফুল্ল পাথোজ নয়নাস্তাস্ত্রিয় স্তদা ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বাপ্সরার শ্রেষ্ঠা রম্ভা, দেবী প্রসাদে পরিমুক্তা হইয়া বিবিধ প্রকার স্তুতিবাক্যে তাঁহাকেবিনয় করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। এই পরমাশ্চর্য্য ময় শ্রীরাধিকার কর্ম্ম দেখিয়া কীর্ত্তিদার সখীগণেরা তখন অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইলেন ॥ ৩২ ॥

বীক্ষ্যাতি মানুষং কর্ম্ম রূপঞ্চ পরমাদ্ভুতং।
প্রণেমুঃ সার্দ্র চিত্তাস্তাঃ সশংসুর্ননৃতু র্জগুঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা প্রভৃতি সমস্ত স্ত্রীগণেরা শ্রীরাধার পরম অদ্ভুত ঐশ্বর রূপ, আর মনুষ্যাতিরিক্ত আশ্চর্য্যকর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন। এবং ভক্তিরসে আর্দ্র চিত্তা হইয়া তদ্গুণানুকীর্ত্তন পূর্ব্বক অনেক প্রশংসা করতঃ মহাহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

চুচুম্বু শিশ্লিষূ রাধাং জহৃষু শ্চুকুজুঃ কলং।
অঙ্কাদঙ্কং সমারোপ্য মমৃজু র্বদনং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার অলৌকিকী ক্রিয়া দর্শনে সকলে সংহৃষ্টা হইয়া পরস্পর সকল সখীগণেরা রাধাকে বক্ষঃস্থলে করিয়া তাঁহার মুখারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং মনোহর ঐ মধুর কথা বারম্বার জল্পনা ও একজনের কোলে হৈতে অন্যজনে আপনার কোলে লইয়া স্ব স্ব অঞ্চলে শ্রীরাধার মুখপদ্ম মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

ততোহৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূয় নগরং যযুঃ।
বৃত্তমাবেদয়াঞ্চক্রুরাজ্ঞে সর্ব্ব মশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সমস্ত যোষিৎগণেরা সংহৃষ্টমনা হইয়া রাধিকাকে লইয়া নগর মধ্যে গমন করিলেন। এবং সংপূর্ণরূপ রাধাকর্ত্তৃক গ্রাহগ্রস্তা কীর্ত্তিদার উদ্ধার ও তাহার অদ্ভুত মূর্ত্তিধারণ ও মকরী বধ, বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানুকে বিস্তারিত রূপে কহিলেন। অর্থাৎ (মহারাজ। তোমার এই তনয়া সামান্যা মানুষী নহেন, ইনি জগজ্জননী পরমারাধ্যা পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি হয়েন) ইতিভাবঃ ॥৩৫ ॥

তদাশ্রুত্যবচ স্তাসাং সর্ব্বং জ্ঞানমশেষতঃ।
গুহ্যং নোদ্ঘাটয়া মাস ধাত্র্যাং ত্রিজগতাং তদা ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল সখীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন মহারাজা বৃষভানু কিছুই বলিলেন না। আত্মকন্যা শ্রীমতী রাধা যে ত্রিজগতের জননী তাহা তিনি বিশেষ রূপ জানেন। কিন্তু লোকে প্রকাশ হইবে বলিয়া শঙ্কিতমনে তাঁহার গোপনীয় তত্ত্ব কাহার সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন না ॥ ৩৬ ॥

অঙ্কেনিধায় তাং রাজা ব্যশ্বাসয় দনিন্দিতাং।
মাভৈর্বৎসে কুতোভীতি মদঙ্কে শ্বসিতাসুকিং ॥
ত্রস্তা ব্যস্তা নিলীনাচ ভীতেব পরিলক্ষ্যসে ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। স্বরূপ তত্ত্ব গুপ্তকরিয়া প্রাকৃত ভীতিযুক্ত বালককে যেমন মাতা পিতায় আশ্বাস করে, সেই রূপ রাজা বৃষভানু রাধাকে নিজাঙ্কে লইয়া আশ্বাস করিতেলাগিলেন। বৎসে! তুমি অতিত্রাস যুক্ত ব্যস্ত সমস্তা, সংকুচিতকলেবরা ভীতার ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্তত অবলোকন কেন করিতেছ। মাতঃ! ভয়নাই ভয়নাই, আমার ক্রোড়ে আছ তোমার কি ভয়? এই আশ্বাস বাক্যে সেই অনিন্দিতা কন্যাকে বহুশঃ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

এবমাশ্বাস্য তাং বালাং বৃষভানু র্মহাযশাঃ।
ব্রাহ্মণৈ র্বেদবিদ্বদ্ভিঃ পুণ্যেষ্বায়তনেষু সঃ।
দেবীমভ্যর্চ্চয়া মাস জগন্মাতর মম্বিকাং।
সর্ব্বলোক শ্রেয়স্কর্য্যাঃ শ্রেয়স্কামো মহামনাঃ ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাযশস্বী মহামতি রাজা বৃষভানু আপনকন্যাকে এই প্রকার আশ্বাস করতঃ অনন্তর আত্ম কল্যাণ কামী হইয়া সর্ব্বলোকের কল্যাণ কারিণী মহাদেবীর অধিষ্ঠিত পুণ্যতমালয়ে গিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারা জগন্মাতা অম্বিকাকে বিবিধোপচারে গাঢ় ভক্তির অনুসারে অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অথ রম্ভার শাঁপ বৃত্তান্ত কথন।

অঙ্গিরা উবাচ।

নাথ তেস্মান্নু গ্রাহ্য মস্তীত্যেবোপলক্ষয়ে।
শপ্তা রম্ভাপ্সরাঃ পূর্ব্বং কেন দুর্ব্বাসসাব্জজ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরা বিনত কন্ধরে পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হেনাথ! হে পদ্মযোনে! বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, যে আপনার কর্ত্তৃক আমরা অনুগ্রহীত হইয়াছি। অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি কারণে পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা বরাপ্সরা রম্ভাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন?। ৪০।

কারণং তত্রনো ব্রূহি গরীয়ো ভাতি নোমনঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! তৎকারণ জানিতে আমাদিগের মনের অত্যন্ত আগ্রহতা জন্মিয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা বিস্তার করিয়া কহেন ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

একদা নন্দনে রম্যে কল্পদ্রু শত বেষ্টিতে।
সর্ব্বর্ত্তু ফলপুষ্পাঢ্যে নানা গুণ সমন্বিতে ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাকহিলেন; বৎস অঙ্গিরা! পূর্ব্বযুগে কোন এক সময়ে নন্দন বনে দুর্ব্বাসা ঋষি রম্ভা বিদ্যাধরীর সহিত রমমাণ হইয়াছিলেন। সেই নন্দনবন কিম্ভূত তাহা শ্রবণ কর। নানা বিধ প্রকার গুণে সম্যক অন্বিত, অতি রমণীয় শত শত কল্প পাদপে পরিবেষ্টিত, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত এইছয় ঋতুর সময়োচিত ফল পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষসকল॥ ৪২॥

স্থিরচ্ছায়া কিশলয় নবশাখা দ্রুমান্বিতে।
মন্দসৌগন্ধ সংশৈত্য বহা নিলগণাঞ্চিতে॥ ৪৩॥

অস্যার্থঃ। বৃক্ষসকল স্থিরছায়াবিশিষ্ট, নবীন পল্লবে পল্লবিত শাখা সমূহ সমান্বিত, সুশীতল কুসুম সৌগন্ধ লইয়া দক্ষিণাগত মলয় সমীরণ গণ ইতস্তত বহমান হইতেছে॥ ৪৩॥

কুজদল্যালি সংঘোষে মধুরংপিকনাদিতে।
পারিজাত প্রসূনোত্থ গন্ধা কৃষ্ট মধু ব্রতে॥ ৪৪॥

অস্যার্থঃ। পুনঃ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণপর ভ্রমর নিকরের মনোহর ধ্বনি বিশিষ্ট, এবং সুমধুর কোকিল গণের কুহুনাদে প্রতিনাদিত প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমোত্থিত গন্ধে আকৃষ্ট ঝঙ্কারনাদি মধুব্রত মণ্ডিত ও কুঞ্জ সমূহ সমন্বিত॥ ৪৪॥

শীতাংশুশীত কিরণা চুম্বিতে মদনাস্পদে।
মন্দাকিনী তরঙ্গৌঘ মঞ্জু মন্দনিনাদিতে॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বস্থল সুশীতল চন্দ্র চন্দ্রিকা কর্ত্তৃক আচুম্বিত, এবং উন্মদ মদনাশ্রয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মনোভবের বিহার স্থান, সমূহ তরঙ্গ মালিনী মন্দাকিনীর মনোহর জলকল্লোল শব্দে প্রতিশব্দিত॥ ৪৫॥

নাগ কিংপুরুষা যক্ষা রমমাণাঃ প্রিয়াজনৈঃ।
নাসন্ যত্র তদা কেচি দ্রতি বেশধরান্ বিনা।
রমমাণান্স্মরশরা ক্রান্ত স্বান্তকলেবরান্॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। আর ঐ রম্যবনে নিজনিজ প্রিয়াগণের সহিত নাগ, কিন্নর, এবং যক্ষগণেরা নিয়ত রতিপরায়ণ হইয়া বাসকরিতেছেন। অমোঘ কন্দর্প বাণে আক্রান্ত মন ও কলেবর সকলেই প্রায় মিথুনী ভাব প্রাপ্ত। রমণ বেশধারি ব্যতীত তথায় কোন স্ত্রী পুরুষই দৃষ্টহয় না॥ ৪৬।

তত্র রম্ভাপ্সরঃ শ্রেষ্ঠা নিত্যপ্রীতি করাভবৎ।
মুনের্দুর্ব্বাসসো বিদ্বন্ রতিমণ্ডল মণ্ডিতা॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন! অঙ্গিরা! রতিমন্দির শোভনীয়া রতি নিপুণা,

সর্ব্বাপ্সরাঃ শ্রেষ্ঠা রম্ভা, মহামুনি দুর্ব্বাসারচিত্ত প্রীতি প্রদায়িনী রূপে নিত্য ঐ নন্দন কাননে অধিষ্ঠান করেন ।। ৪৭ ।।

রমমাণো মুনিঃ সাকং রম্ভয়াপ্সরসামুদা ।
হাব হাস্যৈঃ সুললিতৈঃ মধুরাব্যক্ত ভাষিতৈঃ ।। ৪৮ ।।

অস্যার্থঃ। ঐ নন্দন বনে কদাচিৎ মহামুনি দুর্ব্বাসা রম্ভার সহিত রমমাণ আছেন। এবং পরমামোদমানা রম্ভাপ্সরা হাব ভাব হাস্যাদি, এবং অতিসুললিত অব্যক্ত মধুরবাক্যদ্বারা দুর্ব্বাসাকে স্মরবশে আনয়ন করিয়াছেন ।। ৪৮ ।।

তাম্বূল কবলৈঃ প্রেষ্ঠা মদ্যমাংসাশনৈ রপি ।
বস্ত্র প্রহারৈ রাশ্লেষৈ শ্চুম্বনৈঃ ক্ষপনৈ রপি ।। ৪৯ ।।

অস্যার্থঃ। সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ এবং মদ্য মাংস ভোজনদ্বারা, আর বাহুবন্ধ আলিঙ্গন নিতম্ব প্রহার দ্বারা পরস্পর উভয়েই উভয়ের মনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ পরস্পর রতিসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ।। ৪৯ ।।

নখালী বরপাতৈশ্চ দংষ্ট্রাঘাতৈঃ সপিচ্ছলৈঃ ।
স্বোরস্যাং ধায় তাং চিত্রাং চিত্রাভরণ ভূষিতাং ।।
মুনিরেমে তয়া সার্দ্ধং বর্ষং রমণ কোবিদঃ ।। ৫০ ।।

অস্যার্থঃ। হেমুনে ! পরস্পর মুখামৃতপানে পরিতৃপ্ত মানস, ওদন্তা ঘাত এবং নখরাঘাত চিহ্নে অঙ্কিত কলেবর পরিশোভিত, এইরূপ রতি রস নিপুণ রমণ পণ্ডিত মহর্ষি দুর্ব্বাসা সেই বিচিত্রা লঙ্কার ভূষণা বিচিত্রা রমণী রম্ভাকে স্বহৃদয়ে ধারণ করতঃ তাহার সহিত সুরতে সুরত হইয়া সংপূর্ণ একবৎসরকালকে অতি পাত করেন ।। ৫০ ।।

ঐরাবতেভ মারূঢ় মায়ান্তং নমুচে রিপুং ।
বীক্ষ্যরম্ভা ভয়োদ্বিগ্না সবেপথু রজায়ত ।। ৫১ ।।

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্ ! দৈবনিবন্ধন ঐনন্দন উদ্যানে, সেইকালে নমুচি সূদন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করতঃ আগমন করিলেন। ইন্দ্রাগমনাবলোকন করিয়া রম্ভা বিদ্যাধরী সভয়ে উদ্বিগ্নমনে অতিশয় কম্পিত কলেবরা হইলেন ।। ৫১ ।।

সুত্রামা লক্ষ্য তাং তেন রহঃ স্থাং মুনিনা তদা ।
রুষাহায়িনিভৃতস্থাং দুষ্টে কিং কৃতবত্যসি ।। ৫২ ।।

অস্যার্থঃ। সুত্রামা সুরপতি, সেই দুর্ব্বাসামুনির সহিত রহঃস্থান স্থিতা রম্ভাকে দর্শন করিয়া মহাক্রোধে জাজ্বল্য মান হইয়া ঐ নিভৃত

স্থানস্থা রম্ভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। অয়ি। দুষ্টে পুংশ্চলি! এ কি কার্য্য করিলি (আমাকে তৃণীকৃত করত এই অন্যায্য কর্ম্ম করিতে তোর কিছুমাত্র শঙ্কা হইলনা হা ?॥ ৫২॥

ভীরু মাশ্রুত্য তদ্বাক্য মুত্তস্থৌ শাপভীতিতঃ।
মুনিং নিরস্য তরসা সোক্রুধ্যত মুনি স্তদা॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। দেবরাজের ভয়ঙ্কর রোষযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভা শাপ ভয় প্রযুক্ত অতি সত্বর দুর্ব্বাসা মুনিকে ত্যাগ করত উঠিয়া দণ্ডায়-মানা হইল। তখন অতৃপ্তকাম মহামুনি দুর্ব্বাসা রম্ভাকৃত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলেন॥ ৫৩॥

গর্ব্বাদ্‌যৎ কৃতমেতন্মে নিরাকর মনীপ্সিতং।
কুম্ভীরী জায়তাং দুষ্টে দুষ্টোয়ং ভ্রংক্ষতিশ্রিয়ঃ॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ। রে দুষ্টে পুংশ্চলি! আমার অপূর্ণ অভিলাষে যেমন আমাকে নিরাকৃত করিলে, তৎফলে তুমি অগাধ কালিন্দী সলিলে কুম্ভীর যোনি প্রাপ্তা হইয়া বহুবর্ষ অবস্থান করিবে। আর এই দুরাত্মা ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত সম্পদমদে মত্ত মহৎ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যেমন আমার মনোভিমত কামে ব্যাঘাত জন্মাইল, একারণ মম শাপে এই অনার্য্যশীল অচিরাৎ ভ্রষ্ট শ্রীক হইবেক॥ ৫৪॥

উভৌতাবভিশপ্যাথ মুনির্বৈশ্বানর দ্যুতিঃ।
তপসেগাদ্বনং বিপ্রো রেবায়া অতিরোষণঃ॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। সাক্ষাৎ অগ্নি তুল্য দীপ্তিমান অতিরোষণ দুর্ব্বাসা মুনি রম্ভা আর ইন্দ্রকে এই অভিশাপ দিয়া অতি সত্বর রেবানাম্নী নদীতীরে বন মধ্যে তপস্যার্থে গমন করিলেন॥ ৫৫॥

অথ দেব দানব সংগ্রাম।

ব্রহ্মোবাচ।

অমূল্য রত্নমাণিক্য মণি হীরক নির্ম্মিতে।
পর্য্যঙ্কে স্বাপয়িত্বা তাং রাধাং বৃষ গৃহেশ্বরী॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! এই রম্ভা শাপের কারণ কহিলাম, অতঃপর রাধার অপর চরিত্র কথা শ্রবণ করহ। বৃষ ভানুরাজার গেহিনী কীর্ত্তিদা মণি মাণিক্য হীরাসারাদি রত্ন নির্ম্মিত পালঙ্কে শ্রীরাধাকে শয়ন করাইয়া (বহির্নিষ্ক্রান্তা হইলেন)॥ ৫৬॥

একদোপবনে রাজ্ঞী প্রেষ্যাভিঃ সহসাদরা।
দিদৃক্ষু শ্রিয়মব্যগ্রা স্বোদ্যানস্থ বরাননা॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। কোন এক দিবস রাধার মাতা কলাবতী রাধিকাকে নিভৃত গৃহে শয়িত রাখিয়া আদর পূর্ব্বক সখিগণ সমভিব্যাহারে অতি ধীরে ধীরে আপন উদ্যান শোভা সন্দর্শনার্থ উপবনে গমন করিলেন। অর্থাৎ পুরী সন্নিহিত কৃত্রিম বনের নাম উপবন॥ ৫৭ ॥

তত্রেত্য ঋষি গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগাঃ।
অহংসগী র্ভবঃ সোমঃ সরমো বিষ্ণুর ব্যয়ঃ॥
বৃহস্পতিঃ সতারশ্চা স্তুবংস্তাং দৈত্যদর্পহাং॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিবর অঙ্গিরা! কীর্ত্তিদা রাজ্ঞীর উদ্যান গমনানন্তর গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগবর অনন্ত এবং ঋষিগণ সমভিব্যাহারে আমি সরস্বতীর সহিত, মহাদেব শিব পার্ব্বতীর সহিত, অব্যয় অচ্যুত বিষ্ণু কমলা দেবীর সহিত ও তারার সহিত দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীরাধার শয়ন গৃহে সমাগত হইয়া দৈত্য দর্প দলনী দীন দয়াময়ী রাধাকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৫৮ ॥

দেবাঊচুঃ।

নমোদৈত্যারি মারারি প্রজাপতি পতিস্তুতে।
দৈত্যারয়ে নমস্তুভ্যং পুরারিপতয়ে নমঃ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ স্মরারি মহাদেব শঙ্কর, প্রজাপতি পতি ব্রহ্মা, এই ত্রিদেব কর্ত্তৃক সংস্তুতা তুমি; হে দেবি, তোমাকে নমস্কার। আর দৈত্যারি বিষ্ণু ও কামারারি শিব, ইহাঁদিগের উৎপাদন কর্ত্রী তুমি। হে দৈত্য সূদনি তোমাকে আমরা নমস্কার করি। (দৈত্যারয়ে পুরারিপতয়ে ইতি পাঠে তদঙ্কস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও উদ্দেশতো নমস্কার করিতেছেন। অর্থাৎ দেবকার্য্য সংসাধনার্থ উভয়েরি আবির্ভাব হয়) ইতিভাবঃ॥ ৫৯ ॥

মুরারি পূজ্য পাথোজ পাদায়ৈ পরমাস্পদে।
ধরাধর ধরাপাল ধরাধৃধরয়ে নমঃ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। হে পরমাস্পদে! অর্থাৎ তুমি জগতের পরম আশ্রয় ভূতা মুরমার কর্ত্তৃক পূজিত তোমার পাদপদ্ম যুগল, অচলাধর নাগও ধরাপালক নারায়ণ, ধরাধর ধারক কচ্ছপ কর্ত্তৃক পরি নমস্কৃত তব পাদারবিন্দে নমস্কার করি॥ ৬০ ॥

নমোদৈত্যান্ত পূজ্যাঙ্ঘ্রি কমলায় বরাবরে।
পারাবার বরে দেবি পারাবার বরেশ্বরি ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। দৈত্যগণান্তক অন্ধকরিপু কর্ত্তৃক পরিপূজ্য তব পাদপদ্ম দ্বয়, অতএব তোমার চরণ কমলবরে প্রণাম; হে দেবি! পারাবার স্বরূপা ও পারাবার সকলের তুমি ঈশ্বরী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥

পাতাধাতা বিধাতাসি ধাতৃধাতা কৃপাকরে।
দৈত্য দর্পাগ্নি সন্তপ্ত দেহানাং শরণং ভব ॥ ৬২ ॥
শরণ্যে শরণত্রাণে শরণ্যেশ্বরিতে নমঃ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে কৃপা করে। অর্থাৎ করুণার আকর স্বরূপা দেবি! তুমি বিশ্বধারিণী, বিশ্ব পরিপালিনী, বিধাতা এবং ধাতার ধাতা স্বরূপা হে মাতঃ! এক্ষণে দৈত্যগণের দর্প রূপ হুতাশন জ্বালায় সম্যক্ পরিতাপিত কলেবর দেবগণের তুমি আশ্রয় ভূতাহও। হে শরণ্যে! তুমি জগদাশ্রয় শরণাগত ত্রাণ কারিণী, তুমি, সকল শরণদের ঈশ্বরী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যভিষ্টূয়তাং দেবীং প্রহ্বস্কন্ধ শিরোহংশকাঃ।
প্রণিপাপত্য ভুয়স্তা মর্হা মর্হন্ধধরামরাঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে অবনি দেবেরা! শ্রবণ করহ, এই রূপ বিশেষ ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে দেবগণেরা পরমার্চ্চনীয়া মহাদেবীকে প্রণাম করতঃ বিবিধোপচারে অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৬৪ ॥

স্মৃত্বাহ তান্ সুরান্ সর্ব্বান্ মম্মুখামণ্ড সম্ভবা।
ভানবী পরমেশান মর্চ্চ্য পাদপয়োরুহা ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভুসুর অঙ্গিরা। আমাদিগের সকল দেবতার স্তুতি বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্টা হইয়া পরমেশ্বর পূজিত পাদপদ্ম অণ্ড সম্ভবা মহাদেবী বৃষভানু নন্দিনী রাধা ঈষৎ হাস্যমুখে অস্মদাদি দেবগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬৫ ॥

দেব্যুবাচ।

শ্রেয়োস্তবো মহাভাগাঃ স্বাধিকার ভুজঃ সুরাঃ।
বিবর্ণবদনাম্ভোজা দৈন্যা হত বর শ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
হতোৎসাহা হতবলা হতপ্রাণা হতৌজসঃ।
লক্ষয়ে কথমেবংহি সর্ব্বে সঙ্গর কোবিদাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী দেবগণকে কহিতেছেন। হে মহাভাগ স্ব স্ব অধিকার ভুক দেবগণেরা! তোমাদিগকে অতিশয় মলিন বিবর্ণবদন কেন দেখিতেছি অর্থাৎ তোমাদিগের বদনাম্ভোজ অতিশয় মলিন কেন হইয়াছে? এবং অতি দীনতাপ্রাপ্ত বিগতশ্রী, হতবল, সর্ব্বোৎসাহ ওজ হীন ম্রিয়মান প্রায় কেন দেখিতেছি। ইহার যে কারণ তাহা বল তোমাদিগের মঙ্গল হইবে; তোমরা সকলেই সংগ্রাম পণ্ডিত (তথাপি এমত অবস্থার ঘটনা কেন হইয়াছে) শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ৬৬॥ ৬৭॥

দেবাউচুঃ।

রোষণো মর্ষণশ্চৈব দানবৌ যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
কালনেমী সুতৌ বীরৌ ভবদত্ত বরায়ুধৌ॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। দেবী বাক্য শ্রবণে হর্ষ গদ্গদস্বরে দেবগণেরা নিবেদন করিতেছেন। ভোভুবনেশ্বরি! পূর্ব্ব কল্পে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত দুর্জ্জয় কালনেমী দানব তৎপুত্র রোষণ ও মর্ষণ নামে মহাবীর দুই দানব শিবদত্ত বরায়ুধধারী অতিশয় বলবান্ দুর্ম্মদ যোদ্ধা॥ ৬৮॥

দুরাত্মানৌ দুরাচারৌ সুরর্ষি সুরহিংসকৌ।
সপ্ততন্তু বিতানাদি ভঞ্জকৌ লোলচক্ষুষৌ॥
অস্মান্ যুধি বিনির্জ্জিত্য স্বৌজসাতুদুরাসদৌ॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি! ঐ দুরাত্মা দানবদ্বয় অতি দুরাচার, দেব দেবর্ষি হিংসক, ঘোর রক্তবর্ণ চঞ্চল চক্ষু, সপ্ততন্তু বিতানাদি সমস্ত যাগ যজ্ঞ বিধ্বংসক, অতি দুরাসদ, তাহারা স্বীয় বলদ্বারা আমাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য অপহরণ করিয়াছে॥ ৬৯॥

সৌত্রামং বারুণং সৌম্যং যাম্য মাগ্নেয় সৌরকং।
শৈষং নৈর্ঋত মৈশানং কৌবেরং পদমাসতে॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! দেবগণ পরাজিত হইলে পর ইন্দ্রলোক বরুণ লোক চন্দ্রলোক, যমলোক, অগ্নিলোক, সূর্য্যলোক এবং নাগলোক, নৈর্ঋতি লোক, ঈশানলোক ও কুবেরলোক প্রভৃতিকে অধিকার করতঃ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে॥ ৭০॥

আয়ুধানিচ যানানি স্বাসনানি পৃথক্ পৃথক্।
তয়োরনুচরাঃ সর্ব্বে মহাবল পরাক্রমাঃ!
অধ্যাসাতে পদং তৌতু সৌত্রামং দানবর্ষভৌ॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। এবং আমাদিগের অস্ত্রশস্ত্র যান বাহনাদি সমস্ত গ্রহণ করতঃ মহাবলপরাক্রম ঐ দুই দানবের অনুচরগণেরা সর্ব্বলোকে পৃথক

পৃথক আপনাদিগের সিংহাসন কল্পনা করিয়াছে। অর্থাৎ (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, নৈঋ্ঋতি, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশানাদি পদ এক এক জনগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব শাসনে রাখিয়াছে) কেবল ইন্দ্রের ইন্দ্রপদ লইয়া ইন্দ্রাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া রোষণ ও মর্ষণ নাম দুইভ্রাতায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৭১ ॥

বয়ংনিরস্ত ভূয়িষ্ঠা মর্ত্ত্যবন্মর্ত্ত্য বাসিনঃ।
বিচরামো জগদ্ধাত্রি পাহিনঃ শরণং গতান্ ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ হে জগদ্ধাত্রি! আমরা সকলে স্বপদ ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতলে মনুষ্যবৎ মনুষ্যদিগের সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, অতএব হে মাতঃ! আমরা তোমার শরণাগত, অতএব কৃপাকরিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রাব্যমাণ মুপাশ্রুত্য তৈর্ব্বচাত্মহিতং সুরৈঃ।
আদদৌ ব্যাহৃতং পথ্যং শ্রেয়স্কর সুখাবহং ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! আত্মহিতকর, এবং কল্যাণদায় দায়ক, সর্ব্বসুখাবহ শ্রবণোপযোগ্য দেবগণ কর্ত্তৃক উক্তবাক্য শ্রবণকরতঃ মহাদেবী তাঁহাদিগকে পথ্য এবং শ্রেয়স্কর বাক্য ব্যক্তকরিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

দেব্যুবাচ।

ব্যেত্বুবো মানসোত্তাপ জ্বরোদেবাহিতঙ্করঃ।
বিধাস্যে তত্র শৃণুত বচো ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা দেবগণকে কহিলেন। হে ভাগবতোত্তম দেবগণেরা! তোমাদিগের অহিতকারী অতিশয় উত্তাপ বিশিষ্ট মানসজ্বর শাস্ত্যর্থে আমি মহৌষধি স্বরূপ যে বাক্য কহিতেছি, তোমরা তাহা শ্রবণ করহ, চিন্তাকরিহনা, আমিতথায় গিয়াইহার বিশেষ বিধান করিব ॥ ৭৪

পুরায়াদ্বা পুরাভ্যাসং তয়োরাহ্বয়তা মরাঃ।
সঙ্গরায়ানুগত্যাহং শ্রেয়োধাস্যেঞ্জসাচবঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে অমরগণেরা! আমার বাক্যে তোমরা সকলে তৎপুরে বা পুরসন্নিধানে সমাগত হইয়া যুদ্ধার্থে রোষণ ও মর্ষণ এই দুই দানব কে আহ্বান কর, পশ্চাৎ আমি তথায় গমনকরতঃ অনায়াসে তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব, ইহাতে কোন শঙ্কানাই ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাদিশ্য সুরান্ সর্ব্বান্নারায়ণ মনোহরা।
ছায়া মাধায় পর্য্যংকে নির্জগাম স্ববেশ্মতঃ॥ ৭৬॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরা ঋষিকে পিতামহ ব্রহ্মাকহিলেন। বৎস! শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহিনী শ্রীরাধিকা শয়ন মন্দিরে পালঙ্কের উপরে স্বীয়া ছায়া মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তথাহইতে স্বয়ং গমন করিলেন॥ ৭৬॥

দেবাস্তে মম্মুখায়াদ্বা পুরাভ্যাসং তদাতয়োঃ।
আহবায় সমাহ্বায় স্থিতাঃ সমর দুর্জয়াঃ॥ ৭৭॥

অস্যার্থঃ। হে অঙ্গিরা! সংগ্রামে অজেয় মমাশ্রিত দেবগণেরা সকলে দেবীবচন শ্রবণানুসারে দানব পুরসমীপে গমন করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া ব্যূহরচনা পূর্ব্বক দূতদ্বারা সমরার্থে দান দ্বয়কে আহ্বান করিলেন॥ ৭৭॥

তমাশ্রুত্যরবং তেষাং দেবানা মাহবৈষিণাং।
নির্ব্বযুর্নগরাচ্ছূরা ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ॥ ৭৮॥

অস্যার্থঃ। সমরেচ্ছু দেবগণের আহ্বানে এবং সৈন্যগণের তুমূল কোলাহল রব শ্রবণে মহাস্ত্রপ্রহারী বহুতর দানবী সেনা এবং বহুতর অনীকপতি মহাবীর সকলে রণোন্মুখ হইয়া অতিসত্বর নগর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল॥ ৭৮॥

সেনান্যঃ কোটিশ স্তেষাং রথ যূথপ যূথপাঃ।
তেষাং সুতুমুলোঘোরঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ॥ ৭৯॥

অস্যার্থঃ। দানবদিগের কোটি কোটি রথ যুথপতি, কোটি কোটি গজ যূথপতি ও সেনানি সকল বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেব সেনা ও দেব সেনাপতি দিগের সহিত সমবেতহইয়া পরস্পর ঘোরতর রূপে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অর্থাৎ তৎ যুদ্ধ দর্শনে সকলেরই লোমাঞ্চিত কলেবর হইল॥ ৭৯॥

আসম্মুখাশ্চ দেবৈশ্চ দ্বন্দ্ব যুদ্ধানি কোটিশঃ।
সূত্রামা দানবেন্দ্রেণ বলাসেন সহাভবৎ॥ ৮০॥

অস্যার্থঃ। সংগ্রামসম্মুখে সমাগত কোটি কোটি দানবগণেরা দেবগণের সহিত দুই দুই জন মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দানবেন্দ্র রোষণ ও বলাস মর্ষণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৮০॥

ভাস্করো যুযুধে বিপ্র চিত্তিনা সহসত্বরঃ।
দম্ভেন সমরং জাতং শীতরশ্মের্ম্মহাত্মনঃ॥ ৮১॥

অস্যার্থঃ। দিনকর সূর্য্যদেব অতিসত্বর হইয়াবিপ্রচিত্তি দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আর মহাত্মা তুহিনকর কুমুদিনী কান্ত চন্দ্রের দম্ভনামা দানবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥ ৮১ ॥

কালেশ্বরেণ কালস্য গোকর্ণেন হুতাশনঃ।
কুবেরঃ কালকেয়েন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন চ ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থঃ। কালেশ্বর নাম দানবের সহিত কালের সংগ্রাম, গোকর্ণের সহ অগ্নি, কালকেয়ের সহিত যক্ষাধিপতি কুবের, ময়দানবের সহ বিশ্বকর্ম্মা সমরে বৃত হইলেন ॥ ৮২ ॥

মৃত্যুর্ভয়ঙ্করেণাপি সংহারক যমস্তথা।
কলবিঙ্কেন বরুণ শ্চঞ্চলেন সমীরণঃ ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থঃ। ভয়ঙ্করের সহ মৃত্যু অর্থাৎ সর্ব্ব সংহারক যম তাঁহার সংগ্রাম হয়, কলবিঙ্কের সহিত বরুণ, আর চঞ্চলাসুর সমভিব্যাহারে সমীরণ বায়ু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

বুধশ্চঘৃতধূম্রেণ রক্তাক্ষেণ শনৈশ্চরঃ।
জয়ন্তো রত্নসারেণ বসবো বর্চ্চসাংগণৈঃ ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দ্রপুত্র বুধগ্রহ ঘৃতধূম্রনামা অসুরের সহিত, আর রক্তাক্ষের সহিত সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর গ্রহ, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রত্নসারাখ্য দানবের সহিত, বর্চ্চসাখ্য অসুরগণের সহ মহাহবে বসুগণেরা সংপ্রবৃত্ত ॥ ৮৪ ॥

অশ্বিনৌ রক্তপুণ্ড্রেণ ধূম্রেণ নলকুবরঃ।
ধুরন্ধরেণ ধর্ম্মশ্চ কোটরাক্ষেণ ভূমিজঃ ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। অশ্বিনী কুমার দ্বয় রক্ত ও পুণ্ড্রের সহ, ধূম্রাসুরের সহিত কুবের পুত্র নল কুবর দ্বৈরথ্য যুদ্ধে সংমিলিত হন। আর ধুরন্ধর নামা দানবের সহিত ধর্ম্ম, এবং কোটরাক্ষের সহিত ভূমিপুত্র মঙ্গল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৫ ॥

পিঙ্গলাক্ষেণ চৈশানঃ পিঠরেণ চ মন্মথঃ।
গোমুখেন বৃষাক্ষেণ নীলেন পবনেন চ।
শিশুমারেণ পিত্তেন ধূম্রেণ সহ নন্দিনঃ ॥ ৮৬ ॥

অস্যার্থঃ। দিকপতি ঈশানদেবের যুদ্ধ পিঙ্গলাক্ষ নামা অসুরের সহিত আরম্ভ, আর পিঠরের সহ রতিপতি কন্দর্পের সংগ্রাম হয়। গোমুখ, বৃষাক্ষ, নীল, ইহাদিগের সহিত পবনের যুদ্ধারম্ভ হয়। শিশুমার, পিত্ত, ও ধূম্রের সহিত নন্দীর যুদ্ধ ॥ ৮৬ ॥

বরাহাস্যেন বীরেণ বিষ্ণুর্গন্ধ বহেন চ।
অহং শূরেণ দৈত্যানাং চমূনাথেন শর্ম্মণা ॥ ৮৭ ॥

অস্যার্থঃ। মহাবীর বরাহ বদন ও গন্ধবহ, ইহাদিগের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, আর দৈত্যদিগের সেনাপতি মহাবীর শর্ম্মের সহ আমার যুদ্ধ-হয় ॥ ৮৭ ॥

ভবোপি দানবেন্দ্রেণ যুযুধে বৃষপর্ব্বণা।
একাদশ রুদ্রগণো যুযুধে দানবৈঃ সহঃ ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। দানবেশ্বর বৃষপর্ব্বার সহিত ভব মহাদেব শিব স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একাদশ রুদ্রগণেরা অপর অপর দানবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্তহয়েন ॥ ৮৮ ॥

মহামারীচ যুযুধে চোগ্রচণ্ডাদিভিস্তথা ॥
নন্দীশ্বরা দয়ঃ সর্ব্বে দানবানাং গণৈঃ সহ ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। দৈত্য সৈন্যাধিকারিণী মহামারী উগ্রচণ্ডাদি দেবীগণের সহিত, আর নন্দীশ্বর প্রভৃতি শিবপার্শ্বদ গণেরা, অপর দৈত্যদানব দিগের দলবলের সহিত যুদ্ধে সংপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগি-লেন ॥ ৮৯ ॥

অসিপট্টিশ নারাচ ভল্লতোমর মুদ্গরৈঃ
গদাপরিঘ নিস্ত্রিংশ বৎসদন্ত ক্ষুরপ্রকৈঃ ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থ। অসি, পট্টিশ নারাচ ও ভল্লাস্ত্র, তোমরাস্ত্র, মুদ্গরাস্ত্র, গদা পরিঘ কৃপাণ এবং বৎস দন্তাখ্য অস্ত্র ও ক্ষুরপ্র অর্থাৎ ক্ষুরুপাশাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৯০ ॥

ক্ষুদ্রকৈঃ শক্তি সংঘৈশ্চ পাশৈঃ পরম দারুণৈঃ।
ধরারুহৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈ র্যুযুধুস্তে পরস্পরং ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শর, ও শক্তি সমূহ, পরম ভীষণ পাশাস্ত্র দ্বারা, এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘাত করিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

রত্নসিংহাসনস্থৌ তৌ প্রেক্ষকৌ দানবোত্তমৌ।
দেবাশ্চদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে দানবৈর্যুদ্ধদুর্ম্মদৈঃ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। অপূর্ব্ব রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দানবোত্তম রোষণ ও মর্ষণ উভয় ভ্রাতায় উভয় দলের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানবগণ কর্তৃক সুতাড়িত হইয়া দেবগণেরা সকলেই ভঙ্গদিয়া পলায়ণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯২ ॥

পরাজিতাঃ শরৈর্নুন্ন সর্ব্বেচ ক্ষত বিক্ষতাঃ।
নশক্নুবন্ বারয়িতুং স্বশরৈ র্দানবোত্তমান্ ॥ ৯৩॥

অস্যার্থঃ। সকল দেবতাগণেরা পরাজিত, এবং দানব শরে সকলেরই অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। উত্তমযুধি দানব গণের অস্ত্র নিবারণে অমর গণেরা সক্ষম হইতে পারিলেন না ॥ ৯৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তর খণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে দেব দানবাহবা রম্ভো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥ ০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদ রাধাহৃদয়াখ্যানে দেবদানবের যুদ্ধারম্ভ নামে দশম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১০

অথ একাদশ অধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃস্কন্দো মহাতেজাঃ কোপমুল্বণ মাহরন্।
যযৌ যুদ্ধায় বিস্ফার্য্য ধনুরৈন্দ্র মনুত্তমং॥ ১॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! দানব সৈন্য কর্ত্তৃক দেব সৈন্য পরাজিত হওনানন্তর শিব সন্তান মহাতেজস্বী কার্ত্তিকেয় অতিশয় উল্বণ ক্রোধাহরণ পূর্ব্বক পরমোত্তম ঐন্দ্রধনুতে অর্থাৎ ইন্দ্রদত্ত ধনুতে টঙ্কার দিয়া যুদ্ধার্থ মহাবেগে সংগ্রাম স্থলে গমন করিলেন॥ ১॥

ময়িস্থিতে ন ভেতব্যং সঙ্গরে রণকোবিদাঃ।
এবমাশ্বাসয়িত্বাদৌ দেবানিন্দ্র পুরোগমান্॥ ২॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন শরজন্মা প্রথমতঃ সংগ্রাম ভূমি প্রবেশ করতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলকে এইরূপ আশ্বাস করিলেন। হে রণ পণ্ডিত দেবগণ সকল! আমি বিদ্যমান থাকিতে ভয় কি? তোমরা কেন অনাগস ভীত হইতেছ তা বল দেখি?॥ ২॥

ববর্ষ শরজালানি তোয়ধারা ইবাম্বুদঃ।
রথান্ ধ্বজান্ পদাতীংশ্চ করিণোশ্বান্ সহস্রশঃ।
চর্ম্ম বর্ম্ম ধনুঃ শক্তি শরমালাঙ্গ ধ্বংসয়ন্॥ ৩॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। ইহা বলিয়া মহাবীরবর শিবসুত কার্ত্তিকেয় মহাকোপে মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক করতঃ শক্র সৈন্যোপরি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন আসারকালে অনবরত মেঘ সকল জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে

তাহাতে শত্রু পক্ষীয় সধ্বজ রথ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। হস্তীর সহিত হস্তীযোধি অশ্বের সহিত অশ্বারোহী এবং পদাতী সৈন্য সকল নিহত হইয়া নিয়ত ধরণী পৃষ্ঠে শয়ন করিতে লাগিল। চর্ম্ম ধর্ম্ম ধনুঃ শক্তি ও দানবকৃত শরজাল চ্ছেদন পূর্ব্বক নিজাস্ত্রে দানবাঙ্গ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ৩ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বংসহা শবৈরাসী দগম্যা তত্র সংসদি।
হাহাকার মভূৎতত্র যত্রাভূৎস মহারণঃ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। সেই মহা সংগ্রামে নিকৃত্ত শব শরীর দ্বারা তথকার ভূমি অগম্যা হইল অর্থাৎ মার্গ রহিত প্রযুক্ত মনুষ্যের গতি রহিত হইল। হতাহত সৈন্যের হাহাকার রবে সেই সংগ্রাম ভূমি পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল॥ ৫ ॥

শিরঃসু সাঙ্গদভুজান্ শীর্ষোষ্ণি জঘনোরুকান্।
বাণৈরাশীবিষাকারৈঃ সহস্রাংশু করপ্রভৈঃ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন প্রহিত বিষধর সদৃশ বাণ সকল প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রভার ন্যায় জাজ্বল্যমান, তদ্দ্বারা দানবদলের দলপতি সকলের কুণ্ডল উষ্ণীশ কিরীট সহিত মস্তক সকল ও অঙ্গদ বলয়াদি ভূষিত বাহু সকল, এবং ছিদ্যমান পদাতী দিগের মস্তক জঙ্ঘা পাদাদি অবয়ব সকল ভূমি তলে পতিত হইতে লাগিল॥ ৬ ॥

মুষলৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈঃ [illegible] মুদ্গর শক্তিভিঃ
পাতয়া [illegible] [illegible] বাণৈঃ [illegible]॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। [illegible] ভুজঙ্গোপম বাণের [illegible] মুষল মুদ্গর প্রাশ পট্টিশ শক্তি ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] দ্বারা শত্রু সৈন্যকে ভূমিতলে নিপাতন করিতে লাগিলেন॥ ৭ ॥

অক্ষৌহিণীনাং শতকং দানবানাং মহাবলং।
ক্ষণেন তৎসমগ্রং হি শৈবির্নিন্যে যমক্ষয়ং॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। এক শত অক্ষৌহিণী পরিগণিত দানবদিগের মহা সৈন্য শিব সুত মহাসেন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক ক্ষণমাত্রে সে সমুদায় শমন সদনে নীত হইল॥ ৮ ॥

শোণিতোদাং মহাভীমাং নদীংতত্র প্রবর্ত্ততে।
দৈতেয় কচশৈবালাং শিরোশ্ম চর্ম্ম কচ্ছপাং॥
গৃধ্রকংক বকাং ভীমা মুত্তুঙ্গ লহরীং মুনে॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অঙ্গিরা! সেই সংগ্রাম স্থলে তৎক্ষণাৎ দানব

শরীর নিঃসৃত শোণিতময়ী মহাভীম রূপা একা নদী বহিতে লাগিল। দানবদিগের কেশরাজী শৈবালরূপ ভাসমান হইল, মস্তক সকল তীরস্থ গণ্ডশৈল, চর্ম্ম অর্থাৎ ফলক সকল কূর্ম্মরূপ; শকুনি কঙ্ক বক চিল্লাদি ভয়ঙ্কর উত্তুঙ্গ লহরী স্বরূপ হইল ॥ ৯ ॥

যানোড়ুপাং রথাঙ্গোরু নক্রচক্র নিষেবিতাং।
বীরাপঘন সংঘৌঘান্ রোহাণাং ভুজমৎস্যকান্ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ রৌধিরা নদীতে ভেলার ন্যায় রথ সকল ভাসিতে লাগিল; রথের ভগ্ন কূবরাদি নক্র চক্র অর্থাৎ হাঙ্গর কুম্ভীরাদির ন্যায় ভয় জনক হইল, নিহত বীরবরদিগের শরীর তিমির ন্যায়ও আরোহীদিগের ভুজ সকল মৎস্য সদৃশ সঞ্চরিত হইল, (অশ্ব সকল রায়বাকার মৃত হস্তী মকরাকারে পরিশোভিত হইয়া ভীরুদিগকে ভয় প্রদান করিতে লাগিল।) ইত্যাভাসঃ ॥ ১০ ॥

হাতাত বন্ধো দৈবেতি আসীদার্ত্ত স্বন স্তথা।
খর্পরেণ [illegible] কালীকমল লোচনা ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ ঐ সংগ্রাম স্থলে আহত হইয়া কেহ হা তাত হা তাত বলিয়া [illegible] করিতে লাগিল, কেহবা হা মাতঃ হা ভ্রাতঃ কেহবা হা পরমেশ্বর! [illegible] উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল. সেই [illegible] এই রূপ [illegible] আর্ত্তনাদ [illegible] কমললোচনা [illegible] পান করিতে লাগিলেন [illegible]

[illegible]
[illegible] ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্টা কালী দশ লক্ষ হস্তী ও শত লক্ষ অশ্বকে এক হস্তে আকর্ষণ করিয়া অবলীলা ক্রমে বদন মধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

রথানাং দশসাহস্রং রথী সারথিনা সহ।
তুরগৈঃ পৃষ্ঠ পার্ষ্ণিভ্যাং গৃহীত্বা মাল্যবদ্রুষা ॥
আস্যে চিক্ষেপতান্ কালী হসন্তী শনকৈরিব ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। রথী এবং সারথির সহিত দশ সহস্র রথ ও রথাশ্ব সকলকে উভয় চরণের পার্ষ্ণি দ্বারা আকর্ষণ করতঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে নিঃক্ষেপ করিয়া সমর স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

কবন্ধানাং সহস্রাণি ননৃতুঃ কথিতানি হি।
স্কন্দস্য বাণ বর্ষেণ দানবাঃ ক্ষতঃ বিক্ষতাঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের শর বর্ষণ দ্বারা সমস্ত দানব সৈন্য অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইল। আর সুতুমুল ঘোর যুদ্ধে এত সৈন্য নিপতিত হইল যে তাহাতে কথিত শাস্ত্রানুসারে সহস্র সহস্র কবন্ধ উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

হতশিষ্যা দুদ্রুবুস্তে পলায়ন পরায়ণাঃ।
বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তি র্দম্ভশ্চাপি বিকঙ্কনঃ।
স্কন্দেন সার্দ্ধং যুযুধু র্যুগপৎ ক্রমশো পিচ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। দানব সৈন্যদিগের মধ্যে সংহারাবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা সকলেই সংগ্রামস্থল হইতে পলায়ন করতঃ চারিদিগে ধাবমান হইল, কোনক্রমে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। তদ্দৃষ্টে দানব সেনাপতিরা ভঙ্গীয়ান সৈন্যদিগকে আশ্বাস করতঃ বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ, আর বিকঙ্কন এই চারিজনে ক্রমে একত্র মিলিত হইয়া এককালিন্ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মহামারীচ যুযুধে ন বভূব পরাং মুখী।
নসোঢ়ুঃ শরজালানি শক্তাঃ স্কন্দস্য তেভবন্ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মহাযুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ কেবল মহামারা দানবী পরাং মুখী নহেন। বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকঙ্কন এই চারিজনে কর্ত্তিকেয়ের শরনিকর বর্ষণের নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া তদাঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১৬ ॥

পরাং মুখা হতোৎসাহা হতোদ্যম পরা ক্রমাঃ।
দুদ্রুবুঃ শংখ তুর্য্যাণি বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
নেদুদু র্ন্দুভয়ো বিদ্বন্ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! বৃষপর্ব্বাদি দানব সকল কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রাম সহ্য করিতে নাপারিয়া ভগ্নোৎসাহ সর্ব্বোদ্যম শূন্য, হত পরাক্রম হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তদ্দৃষ্টে দেবগণেরা জয় সূচক শংখধ্বনি করতঃ সহস্র সহস্র বাদিত্র ও দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন। এবং কার্ত্তিকেয়ের মস্তকোপরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টিপাত হইল ॥ ১৭ ॥

স্কন্দস্যাহব মন্বীক্ষ্য পরমাদ্ভুত মুল্বণং।
দানবানাং ক্ষয়করং যুগান্ত ইব সর্ব্বতঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। দানবাধিপতি মর্ষণ, পরম অদ্ভুত অতি উল্বণ যুগান্ত কালের ন্যায় দানবদিগের ক্ষয়কর কার্ত্তিয়ের সংগ্রাম দৃষ্টে মহাপ্রলয় জ্ঞান করিলেন ॥ ১৮ ॥

হবিষেব হুতেনাগ্নিং বিধূমং জ্বলিতং মুনে !
কালীহৃদয়জং বীক্ষ্যা শুকার্ম্মুক বরংতদা।
মর্ষণো যান মারুহ্য শরৈরাচ্ছাদয় দ্গুহং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে ! ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত ধূমরহিত জাজ্বল্য মান উদ্দীপ্ত অগ্নিরন্যায় পার্ব্বতী নন্দনকে সংগ্রাম সমাজে অবলোকন করতঃ মর্ষণ দানব মহাক্রোধে স্বরথে আরূঢ় হইয়া বরকার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক অতিসত্বর শরনিকর বর্ষণ দ্বারা কৃত্তিকানন্দনকে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বাণৌব মুখতো বহ্নি র্নির্গত্য শতশঃ ক্ষণাৎ।
খেট খর্ব্বট বাট্যোঘ রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥
দদাহ নর সংঘাশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য মুঞ্চতঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের হস্ত হইতে বিমুক্ত যে সকল বাণ, তন্মুখ হইতে অগ্নিবাহির হইয়া শত শত গ্রাম নগর রাজ্য ও খেট খর্ব্বট বাটা এবং সমূহ মনুষ্য গণকে ক্ষণমাত্রে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিল ॥ ২০ ।

ততো জগ্রাহ পার্জ্জন্যং দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
অক্ষিপচ্চ ততো মেঘৈ রাবৃত্য চ নভস্তলঃ ॥
ববর্ষুঃশর বর্ষাণি ঘনাঘনগণা মুনে ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। কার্ত্তিকেয়ের অগ্ন্যস্ত্রে সেনা সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, ইহা অবলোকন করতঃ মহামর্ষী দানবেন্দ্র মর্ষণ, অগ্নি নির্ব্বাণার্থে চাপে মেঘ বাণ সন্ধান করিল, সেই বাণ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া মেঘ রূপ গগণ মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া জলরাশি বর্ষণ দ্বারা তদগ্নি নির্ব্বাণ করিল, এবং সেই মেঘ হইতে মহাসেনের উপর শরনিকর নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২১

ততঃশিবাত্মজঃ ক্রুদ্ধো বায়ব্যং পরমাদ্ভুতং।
সন্দধে কার্ম্মুকে মুঞ্চস্তেন মেঘানবারয়ৎ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেব সেনানী শঙ্কর তনয় মহাক্রোধে পরমাশ্চর্য্য ময় বায়ুবাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন। সেই মহাস্ত্র মহা বাত্যা রূপে ঘোর বেগে বহিতে লাগিল, তৎপ্রচণ্ড প্রতাপে দৈত্যেন্দ্র প্রহিত মেঘাস্ত্রকে এক বারে ছিন্নভিন্ন করতঃ নিবারণ করিল ॥ ২২ ॥

পার্জ্জন্যেন চ পার্জ্জন্যং বায়ব্যো ন চ মারুতং।
আগ্নেয় মগ্নি সম্বন্ধান্বিতেন সমবারয়ৎ ॥ ২৩ ॥

শ্বকে নিহত করিল, আর ক্ষুরপ্র দ্বারা কুণ্ডল মণ্ডিত সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতলে নিপাতন করিল ॥ ৩৪ ॥

আগ্নেয়েন রথং দিব্যং স্কন্দস্য ব্যদহৎক্ষণাৎ।
ময়ূরং জর্জ্জরীভূতং দিব্যাস্ত্রেণ চকারসঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষণমাত্রে মহাসুর মর্ষণ কার্ত্তিকেয়ের মনোহর রথকে অগ্নিবাণে ভস্মসাৎ করিল এবং ধ্বজোপরি ময়ূরকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা একেবারে জর্জ্জরী ভূত করিয়া তুলিল ॥ ৩৫ ॥

শক্তিং চিক্ষেপ স্কন্দায় শত সূর্য্য সমপ্রভাং।
তয়া প্রদলিত প্রাণঃ ক্ষণং মূর্চ্ছা মবাপসঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। শত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এক শক্তি কার্ত্তিকেয়ের প্রতি দানবেন্দ্র নিঃক্ষেপ করিল। সেই মহাশক্তিতে আপীড়িত প্রাণ শঙ্কর সুত ক্ষণকালমাত্রে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

সংপ্রাপ্য চেতনা মন্য দাদত্ত কার্ম্মকং মহৎ।
যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পূর্ব্বং বিস্ফার্য্য সমবাকিরৎ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষণকালান্তরে সংজ্ঞালাভ করতঃ কার্ত্তিকেয় পুনর্ব্বার অন্য এক মহাধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহাকে পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু প্রদান করিয়াছিলেন; সেই ধনু আকর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ মহাবেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

শরৌঘৈর্মর্ষণং ভূয়ো ব্যচ্ছাদয় দমর্ষণঃ।
রুক্ম পুংখৈঃ শিলাধৌতৈ রাকর্ণা কর্ষিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহামর্ষী কার্ত্তিকেয় জাতক্রোধে আকর্ণাকৃষ্ট ধনুঃ সন্ধিত স্বর্ণপাখা বিশিষ্ট শিলাশাণিত তীক্ষ্ণশর নিকর দ্বারা পুনর্ব্বার দানবেন্দ্র মর্ষণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

মুষ্টিদেশে দ্বাদশভি রাচ্ছিনজ্জ্যাং সমর্ষণঃ।
স্কন্দক্রুদ্ধো গৃহীচ্চক্রং শতাবর্ত্ত মুরুপ্রভং ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাক্রোধে মর্ষণবীর দ্বাদশ শরদ্বারা কার্ত্তিকেয়ের করস্থিত ধনুকের মুষ্টিদেশে জ্যা ছেদন করিল; অনন্তর মহাবীর কার্ত্তিকেয় মহাপ্রভাযুক্ত শতাবর্ত্ত এক মহৎ চক্র ধারণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং তত্যাজঃ শম্ভুজঃ ক্ষণাৎ।
আয়াতং চক্র মালোক্য রথা দবরুরোহ স।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তদগচ্ছ দ্বিহায়সা ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন শম্ভু সুত সেই চক্রকে এক শত বার ভ্রমণ করা-

হয়া অর্থাৎ ঘুরাইয়া ক্ষণমাত্রে দানবোদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। আগত সেই মহাচক্রকে দর্শন করিয়া দানবেশ্বর রথহইতে ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক ভূমিগতশিরা হইয়া প্রণিপাত করিলেন; তখন তাহাকে নতশিরা দেখিয়া সেই চক্র উর্দ্ধদেশে আকাশ পথে চলিয়া গেল ॥ ৪০ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ পাবকিঃ পাবকোপমঃ।
শতচন্দ্রং শতাবর্ত্তং শততারং শতাক্ষিমৎ।
চর্ম্মাসিঞ্চ সজগ্রাহ বেগাদ্গচ্ছন্ বিহায়সা ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পাবক পুত্র পাবক তুল্য মহাতেজস্বী শত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি শততার যুক্ত ঘণ্টা বিশিষ্ট, এক শত আবর্ত্তন, শত লোচনযুক্ত চর্ম্ম ও তীক্ষ্ণধার এক খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতিবেগে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

হর্ত্তুকামঃ শিরস্তস্য সোচ্ছিন দসিচর্ম্মণী।
বৎসদন্তৈ রুক্মপুংখৈ রাশীবিষ সমপ্রভৈঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। মর্ষণের মস্তক চ্ছেদনাভিলাষে অসি চর্ম্মধারী শিব সুত গমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া মর্ষণ বিষধর সমপ্রভ স্বর্ণ পক্ষ বিশিষ্ট বৎস দন্তবাণ দ্বারা তাঁহার সেই খড়্গ চর্ম্মদ্বয় চ্ছেদন করতঃভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

ততস্তু কৃত্তিকা পুত্রঃ প্রাহস ন্নবলীলয়া।
তোমরেণ ধনুশ্ছিত্ত্বা সারথিং তুরগান্ রথং ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাসেন কৃত্তিকাসুত কার্ত্তিকেয় ঈষৎ হাস্য করতঃ তোমরাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে মর্ষণের করস্থিত ধনুঃচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার রথ যোজিত অশ্ব সকলকে এবং সারথির সহিত রথকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩ ॥

সন্নাহং রত্ন মাণিক্য কিরীটং তিলশঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ দ্বাদশ শরৈ স্তোমরৈ গার্দ্ধরাজিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। মর্ষণকে ছিন্নধনুঃ হতাশ্ব, হত সারথি এবং বিরথ করতঃ শম্ভুতনয় প্রখর খরশাণিত শর দ্বারা তাহার গাত্রাবরণ কবচ চ্ছেদন করতঃ রত্ন মাণিক্য নির্ম্মিত মনোহর শিরঃস্থিত মুকুটকে শকুনিপক্ষ শোভিত দ্বাদশ তোমারাস্ত্র দ্বারা তিল তিল করিয়া কর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৪

শক্তি মায়স রত্নৌঘ ভূষিতাং গন্ধ চর্চ্চিতাং।
অক্ষিপ চ্ছম্ভুজো বিদ্বন্ দানবেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥ ৪৫

অস্যার্থঃ। শম্ভু নন্দন সেনানী কার্ত্তিকেয়, দিব্য রত্নে পরিশোভিতা সুগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্তা একা লৌহসার বিনির্ম্মিতা শক্তি দানবেন্দ্র মর্ষণের হৃদয়ে আঘাত করিলেন ॥ ৪৫ ॥

মূর্চ্ছামাপ্য মর্ষণোপি ধ্বজ যষ্টিং সমাশ্রিতঃ।
সংজ্ঞামবাপ্য রোষাত্তু জগৃহে সোসিধর্ম্মণী ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। অনিবারিতা সেই শক্তির আঘাতে মর্ষণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া রথের ধ্বজ দণ্ডকে সমাশ্রয় করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া অতিশয় ক্রোধের আহরণ করতঃ অসি চর্ম্ম ধারণ করেন ॥ ৪৬ ॥

উৎপ্লুত্য মর্ষণো হন্তু কামঃ শিব সুতং তদা।
বিহায়সা তমালোক্য গচ্ছন্তং পাবকি স্তদা ॥
চিচ্ছেদ শরবর্ষেণ তীব্রেণ সোসি চর্ম্মণী ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ অসি চর্ম্মধারণ পূর্ব্বক শিবতনয় কার্ত্তিকেয়কে বিনাশ করিবার অভিলাষে মর্ষণ আকাশে যখন ধাববান হইল, তদ্দৃষ্টে তখন অগ্নি সম্ভব বিশাখ সুতীব্র শর বর্ষণ দ্বারা তাহার করস্থিত অসি চর্ম্মকে চ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥

ততোপি মর্ষণো ভূয়ঃ শক্তি মাগৃহ্য সত্বরঃ।
প্রলয়াগ্নি শিখাকারাং শত সূর্য্য সমপ্রভাং ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর জাতামর্ষী মর্ষণ এক শত সূর্য্যের সমান দেদীপ্যমানা এবং প্রলয়কালে উত্থিত অগ্নি শিখার ন্যায় জাজ্বল্যমানা মহাশক্তি করদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কার্ত্তিকেয় প্রতি আঘাত করিবারমানসে অতিসত্বর হইল ॥ ৪৮ ॥

অমোঘাং গন্ধমাল্যাদ্যৈ শ্চর্চ্চিতাং দানবৈঃ সদা।
চিক্ষেপতাং মহাজ্বালাং স্কন্দোরসি সদানবঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। সেই অমোঘা শক্তি দানবগণ কর্ত্তৃক গন্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূজিতা, মহাজ্বালমালা সমন্বিতা ঐ শক্তি মহারোষে মর্ষণ দানব কার্ত্তিকেয়ের হৃদয়োপরি নিক্ষেপ করিল ॥ ৪৯ ॥

পপাতোরসি সা শক্তিঃ স্কন্দস্য পরমাত্মনঃ।
তয়া বিভ্রংসিত জ্ঞানঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। নির্ভরে ঐ অমোঘা শক্তি পরমাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হৃদয়োপরি পতিত হইল, তদাঘাতে ভিন্ন বক্ষঃস্থল সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত হইয়া পার্ব্বতী পুত্র ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

কালী গৃহীত্বা তংক্রোড়ে নিনায় শিব সন্নিধৌ।
জীবয়ামাস মন্ত্রেণ স্কন্দং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। কার্ত্তিকেয়কে সংগ্রাম স্থলে মৃত দেখিয়া কালিকা দেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া শিব সন্নিধানে গমন করিলেন। দেবাধিদেব মহাদেব শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র প্রভাবে ষড়াননকে পুনর্জীবিত দান দিলেন ॥ ৫১ ॥

অনন্ত বল মাধায় চোত্থাপয় দনিন্দিতং।
পিতুঃ সকাশে তস্থৌসঃ আহবায় যযৌ শিবা ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। এবং সেই অনিন্দিত পুরুষ কার্ত্তিকেয়কে মহাদেব অপরিমিত বল প্রদান পূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন। দেবসেন গাত্রোত্থান করতঃ পিতার সন্নিধানে অবস্থান করিলেন। তদনন্তর মহাদেবী কালিকা সংগ্রাম করণার্থে রণ সমাজে স্বয়ং গতবতী হইলেন ॥ ৫২ ॥

ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা অনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ।
দেবকিন্নর গন্ধর্ব্ব পিশাচো রগ রাক্ষসাঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। রণোন্মুখী হইয়া রণোন্মাত্তা কালিকা সংগ্রামাভিমুখে আযোধনে যখন গমন করেন তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিগণ ও দেব, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসগণ তখন সহস্র সহস্র তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়া চলিলেন ॥ ৫৩ ॥

খগাঃসিদ্ধাশ্চারণাশ্চ বিদ্যাধর সভৈরবাঃ।
ডাকিনী যাতুধানাংশ্চ পূতনা মাতৃকাদিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। এবং পুণ্যজন যাতুধানাদিগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধচারণগণ, আর বিদ্যাধর ও অসিতাঙ্গাদি মহাভয়ানক ভৈরবগণ, ডাকিনী যোগিনী ও বাল ঘাতিনী পূতনাদি এবং গৌরী পদ্মাদি মাতৃকাগণ ও ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেব শক্তিগণও তদনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন ॥ ৫৪ ॥

ততঃ সা সিংহনাদেন ভীষয়ন্তী জগত্রয়ং।
হৃষ্টামধু পপৌ কালী ননর্ত্ত সমরেচ সা ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কালী সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ দ্বারা ত্রিজগৎকে অতি ভয় যুক্ত করিলেন। এবং সমর হর্ষে হর্ষিতমনাকালী কৈরাতক মধুপান করতঃ উন্মত্তারূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

উগ্রচণ্ডাদয়োষ্টৌ চ পপুর্মধু যথেষ্টতঃ।
যোগিন্যঃ কোটিশ স্তত্র ননৃতুরাসবং পপুঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। উগ্র চণ্ডাদি অষ্ট নায়িকাগণ যথেচ্ছা পূর্ব্বক অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মধুপান করিলেন। আর কোটি কোটি যোগিনী গণেরা ও আসবপানে প্রমত্তা হইয়া সংগ্রাম ভুমে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন॥ ৫৬॥

রোষণো মর্ষণশ্চৈব রথমাস্থায় সত্বরৌ।
মর্ষণঃ প্রাহরাজানং তিষ্ঠেতি ভ্রাতরং রুষা॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর রোষণ আর মর্ষণ দুই ভ্রাতায় রথারূঢ় হইয়া আযোধন গমনে অতি সত্বর হইলেন। কিন্তু অতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা রোষণকে মর্ষণ কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনি স্থির হইয়া অবস্থিতি করুন্ আমি একাই এ ক্ষুদ্র সংগ্রাম জয় করিব ইতিভাবঃ॥ ৫৭॥

তাৎপর্য্য। মর্ষণ এই অভিপ্রায়ে কহিল, যে আপনি মহাধনুর্দ্ধর ত্রৈলোক্যাধিপতি, অতএব অবলা স্ত্রীলোকের সহিত আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে। এ সংগ্রাম একা আমাকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে তাহাতে সংশয় করিবেন না॥ ৫৭॥

আভাষ্য কবচী খড়্গী শরীরথ বরস্থিতঃ।
বদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণঃ প্রগৃহীত শরাসনঃ। ৫৮॥

অস্যার্থঃ। এই বাক্যে রাজ সমীপে স্পর্দ্ধা করতঃ মর্ষণ স্ব গাত্রে তনুত্রাণ পরিয়া শর চাপ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক রথবরে আরূঢ় হইয়া গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলি ত্রাণ করজে আবদ্ধ করিলেন॥ ৫৮॥

দানবা ভয় সংবিগ্না পলায়ন পরায়ণাঃ।
কালী চিক্ষেপ নারাচং প্রলয়াগ্নি শিখোপমং॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। অত্র সংগ্রামে মহাকোপে কাল মহিলা জগদম্বিকা কালী, প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় মহাস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দন্দহ্যমানা দানবী সেনা সকল সভয়ে পলায়ন পরায়ণা হইতে লাগিল॥ ৫৯॥

নির্ব্বাপয় ন্মহাস্ত্রেণ পার্জ্জন্যেন স মর্ষণঃ।
তস্মাদক্ষিপদৈশান্যং গান্ধর্ব্বেন সমর্ষণঃ॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী ক্ষিপ্ত অগ্নি অস্ত্রকে সক্রোধে মহৎ মেঘাস্ত্র দ্বারা মর্ষণ নির্ব্বাপন করিলেন। তদ্বিঘাতে কালী অতি কোপিনী হইয়া ঈশানাস্ত্র সন্ধান করেন। গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা তদস্ত্রকে মর্ষণ নিবারণ করেন॥ ৬০॥

পাশুপতং সা চিক্ষেপ শত সূর্য্য সমদ্যুতিং।
দানবেন্দ্রায় দেবেশী বারুণেন ন্যবারয়ৎ॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী সর্ব্বদেবেশ্বরী দানবেন্দ্র মর্ষণ বধোদ্দেশায় পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহামর্ষী দানব কুলপতি মর্ষণ সুতীক্ষ্ণ বরুণাস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিবারণ করেন॥ ৬১॥

নারায়ণাস্ত্রং মন্ত্রেণ পবিত্রা নগনন্দিনী।
অক্ষিপৎত্বরয়া রাজা বরুত্থ রথ সত্তমাৎ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। নগরাজ হিমালয় তনয়া দেবী মন্ত্র পূত করতঃ দানব প্রতি নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। তদস্ত্র সন্দিগ্ধ দানবরাজ মর্ষণ রথ সত্তম হইতে সত্বর ভূমিতলে অবতরিত হইলেন॥ ৬২॥

ননাম পরয়া ভক্ত্যা তজ্জগাম বিহায়সা॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। সম্যক্ ভক্তি সহকারে রাজা দেবী প্রহিত নারায়ণাস্ত্রকে অবনত শিরা হইয়া প্রণাম করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজার কোন হানি না করিয়া ঐ মহাস্ত্র আকাশ পথে চলিয়া গেল॥ ৬৩॥

ব্রহ্মাস্ত্রং শক্তি মূর্দ্ধাভাং দশযোজন বিস্তৃতাং।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ তদারাজা নিরবাপয়দচ্যুতাং॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাদেবী ব্রহ্মাস্ত্র আর দশ যোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ-দীপ্তিমতী আকাশ সন্নিভা শক্তি এই উভয়াস্ত্রকে এককালে দানবোদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। দানবেন্দ্র মর্ষণ এক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্মাস্ত্র ও বিস্তীর্ণা অমোঘা মহাশক্তিকে এককালে নির্ব্বাপন করিলেন॥ ৬৪॥

সাচিক্ষেপ মহাশস্ত্রং মন্ত্রেণ দানবোরসি।
মর্ষণোপ্যস্ত্র জালেন নিরবাপয়দচ্যুতং॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। মন্ত্র পূত করতঃ কালী দানব হৃদয়ে মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মর্ষণ দানব বাণ জাল বর্ষণ দ্বারা দেবী প্রহিত সেই অমোঘ মহাস্ত্রকে নিবারণ করেন॥ ৬৫॥

যোজনায়াম বিস্তারং শূলং দীপ্তাগ্নি সন্নিভং।
অসিনা শতধা কৃত্বা প্রাহিণোৎ পরমাস্ত্রবিৎ॥ ৬৬॥

অস্যার্থঃ। এক যোজন দীর্ঘ তদনুরূপ বিস্তীর্ণ প্রজ্বলিত বিধূম অগ্নির-ন্যায় উদ্দীপ্ত এক ভয়ঙ্কর শূল দানবোদ্দেশে কালিকা দেবী নিঃক্ষেপ করি-লেন। পরম রণ পণ্ডিত সর্ব্বাস্ত্রবিৎ দানব অসির আঘাতে সেই দেবী প্রহিত শূলকে শতধা করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৬৬॥

পার্ব্বতং পার্ব্বতী তস্মৈ প্রাহিণো দ্দানবায় সা।
ববর্ষ পর্ব্বতৌঘাং স্তুদস্ত্রং দানব মূর্দ্ধনি॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দানবোদ্দেশে পর্ব্বত রাজ পুত্রী পার্ব্বতী পর্ব্বতাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সেই পর্ব্বতাস্ত্র দেবীর কর চ্যুত হইয়া দানবরাজের মস্তকোপরি অনবরত পর্ব্বত বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৬৭॥

বায়ব্যেন মহাস্ত্রেণ দানবো নাশয়চ্ছতং॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। পর্ব্বতাস্ত্র কর্ত্তৃক পর্ব্বত বর্ষণ দ্বারা দানব সৈন্য সকল উপদ্রুত হইতেলাগিল, ইহা অবলোকন করিয়া মহাসুর মর্ষণ বায়ু অস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন॥ ৬৮॥

তপ্ত জাম্বূদ প্রখ্যাং জাম্বূনদ বিভূষিতাং।
মুখেগ্নি র্লোকপালাশ্চ ফলে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। দানব কর্ত্তৃক পর্ব্বতাস্ত্র কর্ত্তিত হইলে পর হিমশৈল সুতা প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং কাঞ্চনাভরণ ভূষিতা এক শক্তিধারণ করিলেন। ঐ শক্তির মুখে অগ্নির এবং লোকপালদিগের অবস্থান, আর তাহার ফলাতে অব্যয় নিত্য সত্য বিষ্ণুর অবস্থিতি হয়॥ ৬৯॥

মধ্যেহং পৃষ্ঠত স্তির্ষ্ঠন্ ভাস্করা দ্বাদশাত্মকাঃ।
তামাদায়তদা ক্ষেপ্তুং কালী শক্তিময় স্ময়ীং॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।বৎস! তন্মধ্যে আমি অবস্থিতি করি, আর তৎপৃষ্ঠদেশে দ্বাদশাত্মক সূর্য্যের অবস্থান, সেই সর্ব্বায়সী মহাশক্তি গ্রহণ করতঃ কালী দানব প্রতি নিক্ষেপ করণোদ্যতা হইলেন। ৭০।

বাগুবাচ মহাদেবীং নাদয়ন্তী নভস্তলং।
নৈতৎ ক্ষেপ্তুং বরারোহে উচিতং দানবোরসি॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। ঐ শক্তি পরিত্যাগের অব্যবহিত কালে সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে গম্ভীর শব্দে প্রতিনাদিত করতঃ মহাদেবী কালিকার প্রতি এই দৈববাণী হইল। হে বরাহ্রোহে! হে শম্ভুদয়িতে কালি! দানব হৃদয়ে তোমার এতৎ শক্তিনিঃক্ষেপ করা উচিত হয় না॥ ৭১॥

ইত্যুক্তা বিররামাথ কালী কমললোচনা।
শত লক্ষং দানবানা মহনৎ শিববল্লভা॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। এই আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কমল নয়না শিব বল্লভা কালী সেই শক্তি নিঃক্ষপের বিরাম করিয়া দানবদিগের শত লক্ষ সৈন্য হনন করিলেন॥ ৭২॥

গ্রস্তুং জগাম তরসা মর্ষণং শক্র মর্দ্দিনী।
তদাস্যং পূরয়ামাস শরজালৈ রনেকধা ॥ ৭৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর চণ্ডরূপা মহোগ্র মূর্ত্তি শক্র মথনী কালী অতি বিস্তীর্ণ রূপে মুখ ব্যাদান করতঃ মর্ষণা সুরকে গ্রাস করিতে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে মহামর্ষী মর্ষণ অনেক প্রকার বাণ জাল বর্ষণ দ্বারা তাঁহার অতি বিস্তার বদনকে পরিপুর্ণ করিলেন॥ ৭৩॥

পয়োদধিজ মাদায় ক্ষিপদ্রোষ সমন্বিতা।
দিব্যাস্ত্রৈস্তং মহাশঙ্খং শতধা প্রাহিণোদ্রুষা ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। মহাকোপ সংযুক্তা কালী জলধিজাত এক বর শঙ্খ গ্রহণ পুর্ব্বক দানবেন্দ্র প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। আগত শঙ্খাবলোকনে মহারোষ যুক্ত হইয়া মর্ষণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহাকে শতভাগে চ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৭৪॥

পুনর্গ্রস্তুং মহাদেবী তরসা তমধাবত।
সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ ববৃধে বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী অতিবেগে তাহাকে পুনর্ব্বারগ্রাস করিতে যখন উদ্যতা হইয়া ধাবমানা হইলেন। তদ্দৃষ্টে সর্ব্ব যোগ সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব ঐ দানবোত্তম অতি বিপুলতর আত্ম শরীকে তখন বাড়াইতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীমান্ মর্ষণ কালীর গ্রহণাযোগ্য অতিশয় বর্দ্ধমান শরীরাপন্ন হইলেন॥ ৭৫ ॥

গৃহীত্বাতং ভুজাভ্যাং সা কোপেন দ্বিগুণীকৃতা।
বভঞ্জত রথং তস্য তুরগান্ সহসারথিং ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। পরম ভীষণা সেই মহাকালী দ্বিগুণ কোপে আপন্না হইয়া দানবকে বাহুদ্বয়ে আকৃষ্ট করতঃ সুদৃঢ় পদাঘাতে সতুরঙ্গ সারথির সহ তাহার রথকে ভঙ্গ করিয়া চূর্ণীকৃত করিলেন ॥ ৭৬ ॥

পার্ষ্ণিগ্রাহান্ বরারোহান্ সাপ্রৈষীন্মৃত্যবেতদা।
অচিক্ষিপন্মহাশূলং প্রলয়াগ্নি শিখোপমং ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাকালী দানবের পার্শ্ব রক্ষক সেনাগণকে সহসা যম রাজ সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এবং প্রলয়াগ্নি শিখার ন্যায় অতি জাজ্বল্যমান এক মহাশূল দানব প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন॥ ৭৭॥

দানবেন্দ্র স্ততঃক্রুদ্ধো নৈষীৎ ক্ষয় মমুং যদা।
মুষ্ট্যাজগ্রাহ কেশেষু মাল্যবত্তস্য কোপিতা ॥ ৭৮॥

অস্যার্থঃ। মহা প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দানবপতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া

যখন ঐ শূলকে নিষ্প্রভ করিয়া নিপাতিত করিলেন। তখন মহৎ কোপ পরীতাঙ্গী হইয়া চণ্ডরূপা কালী মুষ্টি দ্বারা মাল্যের ন্যায় তাহার কেশপাশকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

অবভ্রমত্তদা দৈত্যং গতচেতন মাশুতং।
অচিক্ষিপত্তং তরসা নগান্নগ মিবাশনিঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ। কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে গগণান্তরালে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দৈত্যপতি তদ্ভ্রমণে একেবারে চৈতন্য শূন্য হইল। সেই গত চৈতন্য দানবকে তরসা দেবী পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না, ক্রমে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পতিত হইতে লাগিল; বজ্র স্পর্শে যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গ চূর্ণ হয়, তদ্রূপ তাহার বজ্রাঙ্গ স্পর্শে পর্ব্বত সকল সুচূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ৭৯ ॥

মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
ক্ষণং বিশ্রাম্য দৈত্যেন্দ্র সংজ্ঞা মাপ্যাস সত্বরঃ ॥ ৮০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দৈত্যপতি ধূলি ধূসরিতাঙ্গ সংজ্ঞা রহিত মূর্চ্ছিত প্রায় ভূমিতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া পরে চৈতন্য লাভ করতঃ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে সত্বর হইয়া আগমন করিল ॥ ৮০ ॥

ত্বরস্বী কোপনো গচ্ছন্নভঃ কশ্মল মোহিতঃ।
সাগচ্ছ তরসা দেবী বাহু যুদ্ধং তদা করোৎ ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ। মহাকোপন অতি ত্বরস্বী মর্দ্দণ অতিশয় কোপে মূর্চ্ছিত হইয়া অতিবেগে আকাশ পথে আগমন করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে মহাদেবীও অতি সত্বরা হইয়া তখন তাহার সহিত শূন্যে বাহু যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৮১ ॥

তেনসার্দ্ধ মহোরাত্রং ননামতেন সাপুনঃ।
নাস্ত্রং মুমোচ তস্যৈ স মাতৃ বুদ্ধ্যা চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী কালিকা মর্দ্দণের সহিত পুনঃ পুনঃ অহোরাত্র ব্যাপিয়া বাহু যুদ্ধ করিলেন। মহাবৈষ্ণব দানবপতি মর্দ্দণ ভগবতীর প্রতি আর অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন না মাতৃজ্ঞানে তাঁহাকে হইয়া নত-শিরা পুনঃ পুনঃ প্রণামকরিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

গৃহীত্বা দানবং দেবী ভ্রাময়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
ঊর্দ্ধেচ প্রেরয়ামাস পুনঃ সোব্যপদ্ভুব ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাদেবী কালিকা দম্ভময় মর্দ্দণকে গ্রহণ করতঃ বারবার ভ্রাম্যমাণ করিয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু

তাহাতেও সেই দানবপতি শ্রান্ত না হইয়া পুনরপি ভূমিতলে নিপতিত হইল ॥ ৮৩ ॥

তরসা স সমুত্তস্থৌ দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
প্রণিপত্য মহাকালী মারুরোহ মহারথং ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থঃ। মহাপ্রতাপশালী দানব রাজ অতিবেগে ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করতঃ মহাকালীকে প্রণিপাত করণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় মহারথে আরোহণ করিল ॥ ৮৪ ॥

নমমার যদাদৈত্য স্ততশ্চিন্তা পরাভবৎ।
সর্ব্বমাখ্যাপরা মাস বৃত্তং দেবী মহেশ্বরে ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী দৈত্য নিধনার্থ বিবিধোপায় করিলেন কিন্তু কিছুতেই যখন দানবেন্দ্র মৃত্যু পথে গমন না করিল, তখন অতিশয় চিন্তা যুক্তা হইলেন। অনন্তর সংগ্রামাবহার করতঃ সত্বর শিব সন্নিধানে গিয়া সমস্ত সংগ্রাম বিবরণ ব্যক্ত করিয়া মহাদেবকে কহিলেন ॥ ৮৫ ॥

তৎশ্রুত্বা তস্য বৃত্তান্তং সোপিচিন্তা পরঃশিবঃ।
সস্মার রাধাং মনসা রক্ষা স্মানিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবতী কালিকার মুখে দানবপতির সম্যক্ বিবরণ শ্রবণ করতঃ দেব দেব মহাদেব সদাশিবও অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন। অনন্তর ভক্তি সহকারে মানসে শ্রীমতি রাধিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! হে হৃষীকেশ মহিলে! রাধে! আমরা অত্যন্ত বিপদার্ণবে পতিত হইয়াছি আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৮৬ ॥

ততঃখস্থা মহামায়া চিদ্রূপা পরমোত্তমা।
আজ্ঞায়া চিন্তিতং তস্য বধার্থং দৈত্যয়োস্তদা ॥ ৮৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর চৈতন্যরূপিণী মহামায়া রাধিকা আকাশতলে আবির্ভূতা হইয়া মর্দ্দণাসুর বিনাশার্থ মহাদেবকে পরম চিন্তিত দেখিলেন। ঐ দৈত্যদ্বয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভয়ানক রূপ হয় ॥ ৮৭ ॥

অজেয়য়োঃ সুরৈরন্যৈ র্বৈষ্ণবোত্তময়ো স্তথা।
শতচন্দ্রং শতাবর্ত্তং সহস্রারং শতাক্ষিমৎ ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। উভয় দানব বৈষ্ণবোত্তম, অন্য দেবগণ কর্ত্তৃক অজেয়, তাহাদিগের বধার্থে মহাদেবী স্বীয় দয়িতাস্ত্রসুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। ইতি উত্তরান্বয়ঃ। ঐ অস্ত্র কিম্ভূত না, শত চন্দ্র সমান দ্যুতিমান, এক শত আবর্ত্তনে তেজস্বী হয়, সহস্র ধারাযুক্ত, একশত চক্ষু বিভূষিত ॥ ৮৮ ॥

কামগং কামহং কাম কামোঘং পরমোল্বণং।
দৈত্যান্ত করণং নাম চক্রং দেবগণার্চ্চিতং ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। কামগামী ঐ অস্ত্রবর চক্র ইচ্ছামত গমন করেন পরাভিলাস নাশক, কামনানুরূপ কর্ম্ম সাধক, অমোঘ, পরম উল্বণ তেজোযুক্ত, সমস্ত দৈত্য দানব সংহারক ও সমস্ত দেবগণ কর্তৃক নিত্য প্রপূজিত হয়েন ॥ ৮৯ ॥

জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ কোটি সূর্য্য সমপ্রভং।
সস্মার মনসা দেবী নির্ম্মিতং চক্রিণা ততঃ ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং সম্যক্ তেজো দ্বারা জাজ্বল্যমান, অতি ভয়ানক রূপ, চক্রধর নারায়ণ কর্তৃক নির্ম্মিত, সেই পরম প্রিয়াস্ত্রকে তৎকালে দেবী স্মরণ করিলেন ॥ ৯০ ॥

তস্যা চিন্তিত মাজ্ঞায় প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
কিং করোমীতি তাং দেবী মুবাচ নতকন্ধরঃ ॥ ৯১ ॥
তদাশ্রুত্য বচস্তস্য দেব্যবভাষত সাদরং।
বৎসাব দেবান্ দৈত্যাভ্যাং ভবব্রহ্ম পুরোগবান্ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা স্মরণ করিবামাত্র সুদর্শনাস্ত্র মূর্ত্তিমান রূপে কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণী হইয়া তৎসমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক সাতিশয় বিনয় সহকারে দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাত! কি কারণে আহ্বান করিলেন? আর কি করিতে হইবে? তাহা আজ্ঞা করুন্। চক্রবরের এতদ্বাক্য আকর্ণন করতঃ মহাদেবী আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। বৎস! রোষণ ও মর্ষণ উভয় দানব কর্তৃক পরমার্দ্দিত হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণকে তুমি অত্যরক্ষা কর ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥

ত্বং বিনা নাস্তি দেবানাং ত্রাতা কশ্চিৎ সুরারিহন্।
সাদনং সর্ব্ব দুর্গানাং শূলনাশন আরুষঃ ॥
ত্রৈলোক্য স্বৌজসা দগ্ধুং শক্তস্ত্বং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুর শত্রুনাশন! তোমা ব্যতিরেকে দেবতাদিগের পরিত্রাণ কর্ত্তা আর কেহই নাই, তুমি সমস্ত দুর্গনাশন, সম্যক্ বেদনা-পহারক, এবং সমস্ত আর্ত্তি বিনাশক হও। তুমি স্বকীয় তেজো দ্বারা ত্রিজগৎ দাহ করিতে সমর্থ ইহার অন্যথা নাই ॥ ৯৩ ॥

নারায়ণ্যাঃ সমাকর্ণ্য বচশ্চক্রং তদাত্মনা।
আত্মানং বর্দ্ধয়ামাস সম্বর্ত্তক সমং মুনে ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে মুনে!

তখন পরমা শক্তি নারায়ণীর বদন কমল বিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ চক্রাস্ত্র রাজ সুদর্শন আপনি আপনার কলেবরকে সেই রূপ বর্দ্ধমান করিলেন, যেমন প্রলয়কালে সম্বর্ত্তক নাম্মা হুতাশন বৃদ্ধি হইয়া থাকেন ।। ৯৪।।

ধরাচচাল বেগেন চুক্ষুভুঃ সাগরা স্তথা ।
হাহাকার মভূৎ সর্ব্বং জগৎ সনর মানুষং ।। ৯৫ ।।

অস্যার্থঃ। চক্র বেগে ধরণী টলটলায়িতা হইলেন, সমস্ত সাগর সংক্ষুব্ধ হইল, এবং নর ওদেব গণের সহ সমস্ত জগৎ হাহাকার শব্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ অকালে প্রলয় হইল বলিয়া সকলে ভয়াকুল হইলেন ।। ৯৫ ।।

তচ্চক্রং স্বৌজসা ব্যাপ্য ধরাখং রোদসীদিশং।
তৎ সকাশং ততোগত্বা তচ্চক্রং দৈত্য সূদনঃ ।। ৯৬ ।।

অস্যার্থঃ। দৈত্য বিনাশন সেই মহাস্ত্র সুদর্শন চক্র স্বীয় তেজোদ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দশদিকে ব্যাপ্ত ময় হইয়া মহাবেগে দানবপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন ।। ৯৬ ।।

সরথৌ সধ্বজৌ সাশ্ব সূত পার্ষ্ণিগ্রহৌ ক্ষণাৎ ।
অদহচ্চক্র মগমৎ দেব্যাঃ পার্শ্বং সুরারিহা । ৯৭ ।।

অস্যার্থঃ। দানব পতিদ্বয়ের সান্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ঐ দৈত্য বিনাশন মহাস্ত্র রথ ধ্বজ সারথি ও পার্ষ্ণিগ্রহ সহিত ক্ষণমাত্রে রোষণ ওমর্ষণকে দগ্ধ করতঃ পুনর্ব্বার মহাদেবী রাধিকার নিকটে আগমন করিলেন ।। ৯৭ ।।

ততোদেবাঃ স গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষস ভৈরবাঃ।
বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধাঃ পিশাচোরগ কিন্নরাঃ ।। ৯৮ ।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বাপসর যক্ষ রাক্ষস ভৈরবগণ, সিদ্ধ বিদ্যাধরগণএবং কিংপুরুষ পিশাচ উরগগণ সকলে সুস্থমনা হইলেন ।৯৮

জগুর্ননৃতু রাজঘ্নু র্বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
ঋষয়স্তুষ্টুবু শ্চৈনাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পা বৃষ্টয়ঃ ।। ৯৯ ।।

অস্যার্থঃ। মহানন্দ মনে সকলে গীত গাইতে লাগিলেন। আর মহা মহোৎসব সূচক নৃত্য করতঃ সহস্র সহস্র বাদ্য বাজাইতে আরম্ভকরিলেন। ঋষিগণে হর্ষযুক্ত চিত্তে মহাদেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে দেবীর উপর পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল ।। ৯৯।।

ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে রোষণ মর্ষণবধো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।। ০।। ১১ ।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রোষণ মর্ষণ নামে অসুরদ্বয় বধ একাদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ০ ॥ ১১ ॥

অথ দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ।

তয়োঃকায় বরাভ্যাঞ্চ চক্রেণ দহ্যমানয়োঃ।
উত্থিতৌ পুরুষবরৌ শঙ্খ চক্রাব্জ পাণিনৌ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! রোষণ ও মর্ষণ এই উভয় দানবের দেহ চক্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে পর তৎক্ষণাৎ সেই দগ্ধ শরীর দ্বয় হইতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারি চতুর্ভুজ পুরুষ দ্বয় উত্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

দিব্য মাল্যাম্বর ধরৌ স্রগ্বিনৌ মৃষ্টকুণ্ডলৌ।
স্বভাসা ভাসন্তৌ তৌ ধরাংখং রোদসীদিশং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ উভয় পুরুষ দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্র পরিধায়ী, দিব্য মৌক্তিক মালা মণ্ডিত, পরিমার্জ্জিত রত্ন কুণ্ডলে শোভিত শ্রুতি মণ্ডল দ্বয়, তাহাদিগের শরীরের দীপ্তিতে ধরামণ্ডল ও গগণান্তরাল ও দশদিক সাতিশয় উদীপ্ত হইল ॥ ২ ॥

দেবকন্যা করবরোদ্ধূত চামর বীজিতৌ।
কৃষ্ণস্য পার্শ্বদাং শ্রেষ্ঠৌ সেবিতৌ বৈকুণ্ঠোত্তমৌ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। দেবকন্যাগণের করকমলবর দ্বৃত উদ্ধৃত শ্বেত চামর সমীরণ দ্বারা উপবীজিত। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বদগণের মধ্যে উহারা অতি শ্রেষ্ঠ, ভাগবতগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত বৈকুণ্ঠোত্তম হয়েন ॥ ৩ ॥

রথাদবপ্লুত্য মুদান্বিতৌ বরৌ বিয়ৎস্থ নারায়ণ পূজ্যপাদৌ।
প্রণম্যমূর্দ্ধা পরভক্তি যন্ত্রিতৌ সমর্হতা মর্হণ পুষ্পরঞ্জিতৌ ॥ ৪

অস্যার্থঃ। বৈকুণ্ঠাগত আকাশস্থিত রত্নময় দিব্য রথস্থ থাকিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুই ভ্রাতার সর্ব্বার্চ্চনীয় ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পরিপূজিত মহাদেবী রাধিকার পরম শোভিত চরণ কমল দ্বয়ে পরম ভক্তি সহকারে হর্ষযুক্ত শরীরে ভূমি গত শিরা হইয়া প্রণিপাত করিলেন ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বা পরাৎপরাং দেবীং চিদ্রূপাং বিশ্বমোহিনীং।
পতিতৌ চরণোপান্তে ভক্ত্যা প্রণত কন্ধরৌ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর জ্ঞান স্বরূপা পরাৎপরা বিশ্বমোহিনী পরমা

দেবীরাধিকাকে অবলোকন করতঃ ভক্তি ভরে অবনত মস্তকে উভয়ে শ্রীমতীর চরণান্তিকে পতিত হইয়া স্তুতি বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

মর্ষণ উবাচ।

মাতস্ত্বৎ পাদ পাথোজ দ্বন্দ্বাসব পিপাসয়া।
মন্মূর্দ্ধ ভ্রমরোধ্যাস্তাং পাদয়োস্তে পরাবরে ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে পরাবরে। হে মাতঃ। তবপাদপদ্ম যুগল গলিত মোক্ষ মকরন্দ পিপাসায় আমাদিগের এই মস্তক দ্বয় নিয়ত ভ্রমর রূপে অবস্থান করিতেছে, যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ কৈবল্য রূপাহও ॥ ৬ ॥

ত্বৎ প্রসাদা দ্বিমুক্তৌস্ব ঘোরা ত্বং শাপ বহ্নিতঃ ॥
গন্তুমিচ্ছাব হে দেবি বামনুজ্ঞাতু মর্হতি ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে অম্ব! হে জননি! ঘোরতর তব শাপাগ্নিতে দন্দহ্যমান হইয়া এতদিনের পরে তোমার প্রসাদে আমরা শাপাগ্নি হইতে পরিমুক্ত হইলাম। হে করুণাময়ি! আমরা পূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক পরিশাপিত হইয়া ইদানীং তোমা কর্ত্তৃকই পরিমোচিত হইলাম। অনন্তর বিশেষ ভক্তি সহকারে দুই ভ্রাতায় মহাদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে দেবি! এক্ষণে আমরা স্বধামে গমন করিতে বাসনা করি প্রসন্ন হইয়া আপনি অনুমতি প্রদান করুন্। অর্থাৎ শুদ্ধ তোমার ইচ্ছাধীনজীবের শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে ইতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

ইত্যুক্ত্বাতৌ পরিক্রম্য পাদৌ সংবন্দ্য ভক্তিতঃ ॥
যান শ্রেষ্ঠং সমারুহ্য যযতুঃ স্বং নিকেতনং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। এই কথা বলিয়া শ্রীরাধার আজ্ঞানুসারে দুইজনে ভক্তি পূর্ব্বক পরমেশ্বরীর পাদপদ্মদ্বয়ে প্রণাম করিয়া রথবরোত্তম আরোহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।

কোহেতু রস্য শাপস্য কারণং নৈববিদ্মহে।
তৎ সংশয় নিবদ্ধান্নো মোচয়ত্বং বচোসিনা ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। রোবণও মর্ষণ এই উভদানবের পরিমোচন প্রসঙ্গ শ্রবণে অঙ্গিরা ঋষি পরম বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে জগদ্ধাতা প্রতি প্রশ্ন করিলেন। হে জগৎ পিতঃ! আমরা দানবদ্বয়ের এই শাপের হেতু কি? ইহা না জানিয়া অতিশয় সংশয় জালে আবদ্ধ হইলাম। আপনি কৃপা প্রকাশে বাক্যাসি দ্বারা সেই শাপ কারণ কহিয়া সংশয় বন্ধন ছেদন করতঃ আমাদিগকে পরিমুক্ত করুন্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

একদা গঙ্গয়া রেমে কৃষ্ণোভীরু শ্রিয়োম্মুনে।
রাধায়াশ্চৈব বাণ্যাশ্চ নির্জ্জনে নগ মূর্দ্ধনি ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। পুত্র! কোন এক সময় মহালক্ষ্মী ও শ্রীরাধিকা আর মহা সরস্বতী ইহাঁরদিগের ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে লইয়া নির্জ্জন স্থান গিরিবর গন্ধমাদন শৃঙ্গে গিয়া তাঁহার সহিত রমণে সংযত মনা হইলেন ॥ ১০ ॥

রমমাণৌ নয়ৎকালং বর্ষাণি দশসপ্ত চ।
মার্গমাণা বরারোহা রাধা কৃষ্ণং নকুত্রচিৎ।
অদ্রাক্ষীন্মহতা যত্নেনাবিষ্টা ত্রিদশালয়ে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। গঙ্গার সহিত রমমাণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সপ্তদশ বৎসর কাল অবসান হয়, এতাবৎকাল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিয়া বরারোহা শ্রীরাধিকা ব্যগ্রধী হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নানা স্থানে তাঁহাকে অন্বেষণা করিতে লাগিলেন; দেবালয়ে দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক্ যত্ন দ্বারা অন্বেষণা করতঃ কুত্রাপি তাঁহার দর্শন প্রাপ্তা হইলেন না ॥ ১১ ॥

কৃগতো মামপাহায় ইতি চিন্ত্যা পরাভবৎ।
ততোজ্ঞাসী দ্রহস্থংভং গন্ধমাদন সানুষু ॥
রমমাণং নগজয়া কৃণাগচ্ছন্তদন্তিকং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা যখন মানসোদ্দিশ্য কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলেন, তখন তদ্বিরহে সন্দগ্ধ চিত্তা ও অত্যন্ত রূপা গাঢ় চিন্তাতে আপন্ন হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন হা? উপায় কি? শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন। এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঐশ্বর যোগে বিজ্ঞাত হইলেন। যে সুরম্য গন্ধমাদন পর্ব্বতের কন্দরে নির্জ্জনবনরাজী মধ্যে গিরিকন্যা গঙ্গার সহিত সুরতে সুরত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তদনুচিন্তায় চিন্ত্যমানা শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জাত রোষে সহসা কৃষ্ণান্তিকে গমন করিলেন ॥ ১২ ।

সানুদ্বারি বেত্রপাণী পুরুষৌ তাবপশ্যতঃ।
কৃষ্ণ বেশধরৌ দেবী স্রগ্বিনৌ পীতবাসসৌ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী শ্রীরাধা পর্ব্বতসানু সন্নিহিত উপস্থিতা হইয়া দেখিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ সম বেশধারী, বনমালা মণ্ডিত পীতবস্ত্র পরিধান পুরুষদ্বয় বেত্রপাণী হইয়া গুহাদ্বার রক্ষা করিতেছে ॥ ১৩ ॥

তাবীক্ষ্যোবাচ সংত্রস্তা দহন্তীব রুষান্বিতা।
অস্তীতি কৃষ্ণো রহসি গুহায়াং মত্রনোবদ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা সন্ত্রস্ত মনে সেই বেত্র পাণী দ্বারপালদ্বয়কে অবলোকন করতঃ অতিশয় ক্রোধে সন্দগ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রে পুরুষদ্বয়! তোমরা আমাকে স্বরূপ কহিবে, এই নির্জ্জন সুরম্য গুহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কি? তা আমাকে সত্যবল ॥ ১৪ ॥

নেতিতা বুচতু স্তাঞ্চ তৎশ্রুত্বা মন্যুরাবিশৎ।
সাম্বভ্যন্ত রগাত্তত্রাপশ্য দ্গাঙ্গাঞ্চ কেশবং ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধার বাক্যাবগত হইয়া তাঁহারা ত্রাসযুক্ত হইয়া বারম্বার কহিলেন। মাতঃ! এখানে শ্রীকৃষ্ণ নাই এই মৃষাবাক্য শ্রবণে স্বচ্ছিত্তে সহসা ক্রোধোপস্থিত হইল। সেই ক্রোধভরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতঃ গঙ্গা সঙ্গত শ্রীকৃষ্ণকে রমণোৎসুক অবলোকন করিলেন ॥ ১৫ ॥

তামন্বীক্ষ্য রুষাবিষ্টাং ভয়াদন্ত র্দ্দধেহচ্যুতঃ।
সাদ্রিং ভিত্বা সরিৎ শ্রেষ্ঠা যযৌ বেগবতী তদা ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় কোপ পরীতাঙ্গী শ্রীরাধাকে অবলোকন করতঃ সাতিশয় ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধত হইলেন। আর নদী শ্রেষ্ঠা শৈল তনয়া গঙ্গা রাধাভয়ে তখনি ঐ পর্ব্বত গুহা বিদীর্ণ করিয়া অতিবেগে পলায়ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

রুষাবিষ্টা চ সারাধা শশাপ বেত্র পাণিনৌ।
ধরণ্যাং ধরণীশানৌ মৃষাবাদ প্রলাপতঃ ॥
জায়েতাং দানবৌ ঘোরা বজেয়ৌ দেবদানবৈঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান এবং গঙ্গা নদী রূপে পলায়ন করিলে পর, মহা রোষযুক্তা শ্রীরাধিকা গুহাদ্বারে সমাগতা হইয়া সেই বেত্রপাণী দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিলেন। রে রে দুর্বৃত্ত পুরুষেরা! কৃষ্ণ এস্থানে নাই এই মিথ্যা বাক্য বারম্বর প্রয়োগ জন্য তোমরা মৎশাপে পৃথিবীতলে গমন করতঃ দানব বংশে জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু সর্ব্বলোক জয় করিয়া রাজ রাজ্যেশ্বর হইবে। অতি ঘোরতর দানবরূপে দেব দানব কর্ত্তৃক অজেয় হইবে ইহার অন্যথা হইবেক না ॥১৭

যক্ষ কিং পুরুষৈঃ সিদ্ধৈ র্ঋষিদৈতেয় পন্নগৈঃ।
পিশাচ খগ কুষ্মাণ্ড গন্ধর্ব্বাপ্সসাং গণৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। এবং যক্ষ কিং পুরুষ ও সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, পন্নগগণ,

আর গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সুপর্ণ, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম রাক্ষসাদি পিশাচগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইবে। ইতি পূর্ব্বোত্তরান্বয়ঃ॥ ১৮॥

অজেয়ৌ সত্ত্ব সম্পন্নৌ নারায়ণ পরায়ণৌ।
সর্ব্বাস্ত্র কোবিদৌ শূরৌ দর্পিতৌ যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
ময়ৈব মোক্ষিতৌ ভূয়ো মৎপদং প্রাপস্যথোচিরাৎ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। আর মহাবল পরাক্রান্ত, অতি শূর সংগ্রাম দুর্ম্মদ মহা দর্পে দর্পিত হইবে এবং সমস্ত অস্ত্রবিৎ সমরপণ্ডিত সর্ব্বজীবের অজেয় হইবে। পুনর্ব্বার আমা কর্ত্তৃক কালে মোক্ষিত অর্থাৎ মম হস্ত চ্যুত অস্ত্র তেজে দগ্ধ হইয়া অচিরকালের মধ্যে মৎ পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবে॥ ১৯

ইত্যুক্ত্বা বাস্প সংপূর্ণ নয়নে পরিমৃজ্যসা।
প্রিয়াৎ প্রিয়তমৌবাচ সার্দ্দে কশ্মলান্বিতা॥ ২০॥

অস্যার্থঃ। প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া মহামোহে আবিষ্ট চিত্তা হইয়া শ্রীরাধার অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল হইতে বাস্প বারি পতিত হইতে লাগিল, তাহামার্জ্জন করতঃ অনন্তর তাহাদিগকে স্নেহ গর্ভ এই বাক্য কহিলেন॥ ২০॥

শ্রীরাধিকোবাচ।

দণ্ড্যেষু দণ্ডো নময়া বিধেয়ঃ সংবিধীয়তে।
তদা ন দুর্হৃদঃ পাপাঃ শমংযান্তি কদাচন॥ ২১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা কহিতেছেন। হে বৎসেরা! আমি দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড বিধান না করিয়া অদণ্ড্যের দণ্ড করিলাম, তাহাতে সেই দুর্বৃত্ত জনের অপরাধের শমতা কিছুমাত্র হইল না। অর্থাৎ আমার সৌহার্দ্দ্যের প্রতিফল সে ব্যক্তি কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিল না॥ ২১॥

নকার্য্যং কশ্মলং ভূয়ো ভবদ্ভ্যাং মৎপুরেবরৌ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। হে বৎসদ্বয়। তোমরা আমার পুরেদ্বারপাল শ্রেষ্ঠ, মৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ বলিয়া পুনর্ব্বার তজ্জন্য কোন দুঃখ করিহ না॥ ২২

ইত্যুক্তা বাস্প সংপূর্ণ নয়নান্তরয়া মুনে।
অভিবন্দ্যা তু বাদ্যৌ তৎ পাদ পাথোরুহৌ চ তৌ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে। বাস্প জল পরিপূর্ণ নয়নান্তরা শ্রীরাধা এই সস্নেহ বাক্য কহিলে পর ঐ দ্বারপালদ্বয় প্রফুল্ল সরসীরুহ সদৃশ অভিবাদনীয় তৎ পাদপদ্ম যুগলে অভিবাদন করিলেন॥ ২৩॥

রোষণ মর্ষণের রাজ্যবর্ণন।

নিঃশ্বসন সতুরুষ্ণঞ্চ দীর্ঘঞ্চ পার্ষদাম্বরৌ।
ততোজাতৌ মহাসত্বৌ সর্ব্বাস্ত্র বিদুষাং বরৌ॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। দেবী বাক্য শ্রবণে ভগবৎ পার্ষদগণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, দ্বৌবারক দ্বয় অতি উষ্ণ ও সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোলোক হইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবং মহাবলন্ত ও সর্ব্বাস্ত্রবিৎ সংগ্রাম কুশল হইলেন। অর্থাৎ যুদ্ধ শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত হইলেন॥ ২৪॥

সূত্রামানং হুতভুজং সমবর্ত্তিন মেব চ।
বৈঋতিঞ্চৈবমব্বীশং মাতরিশ্বান মেব চ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। ঐ দানবদ্বয় রোষণ আর মর্ষণ সর্ব্বত্র সংগ্রামে জিত হইয়া ইন্দ্রপদ, অগ্নিপদ ও যমপদ, নৈঋত পদ এবং বরুণের ও পবনের পদ গ্রহণ করিলেন॥ ২৫॥

যক্ষরাজ মনন্তঞ্চ ঐশানংমাঞ্চ দানবৌ।
মন্মথং বিশ্বকর্ম্মাণং বসুগ্রহ সুরেশ্বরান্॥
জিত্বাধিকারান্ স্ববলে রাক্রম্য সমতিষ্ঠতাং॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। মহামর্ষী প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দুই দানবপতি স্বীয় বাহু বলে যক্ষ রাজকুবের ও ঈশান আর আমাকে পরাজয় করিয়া এবং কন্দর্প ও বিশ্বকর্ম্মা ও অষ্টবসু, নবগ্রহ প্রভৃতি অমরেশ্বরগণকে জয় করিয়া তাঁহারদিগের অধিকারকে স্ববশে অধিকৃত করতঃ অবস্থিত হইল। অর্থাৎ একেবারে দেবগণকে নিরাকৃত করিয়া সেই সেই পদের কার্য্য সম্পাদক রূপে এক এক জন দানবকে নিযুক্ত করিল॥ ২৬॥

তাভ্যাং বিনির্জ্জিতা দেবা ভবংশরণ মন্বয়ুঃ।
ভবোপি সমরং চক্রে তাভ্যাং ঘোরতরোল্বণং॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ। ঐ দুই দানব কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণেরা স্বপদ ভ্রষ্ট কষ্ট দশাপন্ন হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেবও দেবকার্য্য সাধনার্থে তাহাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর রূপ ঘোরতর সংগ্রাম করেন॥ ২৭।

ভবমাবদ্ধ্য তরসা নাগেন যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
স্বপুরং প্রাপ্যতাং ক্ষিপ্রং ভবেন বলিনাম্বরৌ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সংগ্রাম দুর্ম্মদ দানবদ্বয় শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়া

সত্বর নাগপাশাস্ত্রে মহাদেবকে আবদ্ধ করিল। সর্ব্ববলী শ্রেষ্ঠ দানব রাজেরা যুদ্ধ জয় করতঃ শিবকে সঙ্গে লইয়া স্বপুর প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥

অদাৎ পাশুপতং তাভ্যা মমোঘ মববারণং।
অধ্যাসাতাং পদং তৌতু সৌত্রামং দানবর্ষভৌ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেব পরাজিত হইয়া আত্ম মোক্ষণার্থ দানব ঋষভ দ্বয়কে অনিবার্য্য অব্যর্থ নিজ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। অনন্তর তাহারা ইন্দ্রের পদকে অধিকৃত করিয়া আপনারা তৎ সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিল ॥ ২৯ ॥

উচ্চৈঃশ্রবস মশ্বং তা বৈরাবত গজং তথা।
পারিজাত তরুবরং সন্তানক বনোত্তমং ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। দুই জনে ইন্দ্রকে জয় করিয়া অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ আর হস্তী রত্ন ঐরাবত, বৃক্ষরত্ন পারিজাত, বনরত্ন সর্ব্বোত্তম সন্তানক বনকে গ্রহণ করিল ॥ ৩০ ॥

নন্দনং পরমং রম্যং পুরীঞ্চৈবামরাবতীং।
ইন্দ্রাণী মশনিঞ্চাস্ত্রং নীতবন্তৌ তরস্বিনৌ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অতি তরস্বী দানবদ্বয়, অপর রমণীয় নন্দনোদ্যান, আর পুরীরত্ন অমরাবতী নগরী, স্ত্রীরত্ন ইন্দ্রাণী শচী, অস্ত্র রত্ন অশনি অর্থাৎ বজ্রকে লইয়া অবস্থিতি করিল। অর্থাৎ ইন্দ্রাণীকে গ্রহণ করিল যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পাতিব্রত্য ধ্বংস না করিয়া আসেধ পূর্ব্বক পুরান্তরে রাখিয়াছিল ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩১ ॥

বহ্নেরুৎক্রান্তিদাং নাম শক্তি মব্যর্থ পাতনাং।
যমস্য মহিষং দণ্ডং নিঋর্তি জ্ঞান মেব চ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। উৎক্রান্তিদা নাম অগ্নির অমোঘ শক্তি অর্থাৎ ভদাঘাত কোন ক্রমে ব্যর্থ হয়না। আর যমরাজের বাহন মহিষও যমদণ্ড এবং নৈঋত পুণ্যজনের জ্ঞান সম্পৎ হরণ করিল অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র তথাহইতে অপহরণ করিল ॥ ৩২ ॥

বারুণং ছত্রমতুলং পাশঞ্চৈব হৃতং বলাৎ।
দেবানাং পরমংশস্ত্রং যান মৈশ্বর্য্য মেব চ ॥
হৃতবন্তৌ মহাত্মানৌ দানবৌ বাহুশালিনৌ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। যুদ্ধ দুর্ম্মদ বাহু বলশালী মহাত্মা দানবদ্বয় কাঞ্চন স্রাবি অমূল্য বরুণের বারুণ ছত্র এবং অমোঘ পাশকে বল পূর্ব্বক অপহরণ

করিল। এইরূপ সমস্ত দেগণের পরমাস্ত্র সকল, এবং যান বাহন প্রভৃতি সম্যক ঐশ্বর্য্য বলে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হইয়া বসিল ॥ ৩৩ ॥

এবং বর্ষ সহস্রাণি শতানি বৈষ্ণবোত্তমৌ।
অধ্যাসাতে পদং তৌতু সৌত্রামং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণোত্তমেরা! শ্রবণ কর। এইরূপে অসংখ্য শত সহস্র বর্ষ পরিমাণে বৈষ্ণবোত্তম ঐ দুই দানব ইন্দ্রপদে অধ্যারূঢ় হইয়া পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

নযষ্টব্যং ন হোতব্যং নদাবাং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।
সর্ব্বতো ঘোষয়া মাস দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ দানবেন্দ্র দ্বয় দেবপ্রতি বিদ্বেষাচরণ করণাভিলাষে দুর্বুদ্ধি বশতাপন্ন হইল। অতি প্রতাপবান্ দানবপতি কতিপয় বৎসরকে অতিপাত করতঃ ব্রাহ্মণদিগের সমাজে এই ঘোষণা দিল। হে দ্বিজগণেরা! তোমরা সাবধান থাকিবে, কেহ যজ্ঞ করিবে না, দেবোদ্দেশে ঘৃতাহুতি বা পূজোপলক্ষে কোন দানাদি করিবে না। করিলে সমুচিত রাজ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্যং। ঘৃতাহুতি ভোজনে দেবতারা বলবান হইতে না পারে? এইরূপ পটহ ঘোষণ দ্বারা স্বাহাস্বধা বষট্ বৌষট্ প্রণবাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক শুভকার্য্য বর্জ্জিত করতঃ বসুধাতলে নিষ্কণ্টক রূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

অথ ধুন্ধু মারবধোপাখ্যান।

অঙ্গিরা উবাচ।

মহর্ষি অঙ্গিরা পরমারাধ্যা রাধার চরিতাখ্যানে রোষণ মর্দ্দনের উৎপত্তি প্রকরণ শ্রবণানন্তর পিতামহকে পুনঃপ্রশ্ন করিতেছেন।

ক্রীড়ামনুজ রূপিণ্যাঃ পিবতাং নোগুণামৃতং।
সুতং ত্বদাস্য পাথোজাৎ ন স্বান্ত তৃপ্তিমৃচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! তব বদন শশধর বিগলিত লীলা মানুষ রূপিণী ভগবতী শ্রীরাধিকার গুণামৃত পান শীল আমারদিগের অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না? অর্থাৎ তল্লীলা কথা শ্রবণেচ্ছার নিবৃত্তি নাই পুনঃপুনঃ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে অতএব বিস্তারিত করিয়া কহেন ॥ ৩৬

ভূয়এব বিবিৎসাম স্তৎকর্ম্ম পরমাদ্ভুতং।
যৎশ্রুত্বা নন্দ পাথোধি মগ্নস্বান্ত কলেবরাঃ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে পিত! পুনর্ব্বার সেই রাধার পরমাশ্চর্য্যময় অপর কর্ম্ম সকল শ্রবণ লালসায় চিত্তকে আবদ্ধ করিতেছে। যেহেতু রাধিকার গুণ কীর্ত্তনাদি শ্রবণে আমারদিগের মনঃ ও শরীর আনন্দময় সলিল নিধি সলিলে নিরন্তর মর্জ্জমান হইতেছে॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

একদালী সমূহেন স্নানার্থং পরিবারিতা।
যম স্বসু স্তটমিতা গন্ধবাহ প্রবাহিতং॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে বৎস! অঙ্গিরা। কোন এক দিবস বার্ষভানবী শ্রীরাধিকা সখিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, সুস্নিগ্ধ মকরন্দ গন্ধস্পর্শী সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত যমুনা তটে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন॥ ৩৮ ॥

তাংবীক্ষ্যতাশ্চ পাদেন গচ্ছন্তি দূরতো মুনে।
ধুন্ধুমারাভিধঃ কামরূপঃ কামগমঃ খরঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! এমন সময় সখীগণ সমন্বিত গমন শীলা শ্রীরাধাকে কামগামী এবং কামরূপী গর্দ্দভ কলেবরধারী ধুন্ধুমার নামে এক নিশাচর অবলোকন করিল॥ ৩৯॥

বিসৃজন রাক্ষসীং মায়াং মহারাবং বিনাদয়ন্।
প্রমুঞ্চন ঘোরঘোষং স সতোয় ইবতোয়দঃ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ ধুন্ধুমার রাক্ষসী মায়াকে সৃষ্টি করিয়া মহারবে যমুনাতীর সংস্থিত বন স্থল সকলকে প্রতিশব্দিত করিল। এবং সজল জলধর গর্জ্জনের ন্যায় পুনঃপুনঃ ঘোর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল॥ ৪০॥

তস্য নাদেন সংত্রস্তা জলস্থল বনৌকসঃ।
মনুজাশ্চ খরোষ্ট্রাখু করিণো জাবয়ঃ খগাঃ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। সেই ভয়ঙ্কর নিশাচরের ভয়ানক রব শ্রবণে জলচর স্থলচর এবং কাননচর ও মনুষ্য গর্দ্দভ উষ্ট্র মূষিক হস্তী গো ছাগল মেষ ও পক্ষীগণ প্রভৃতি সকলেই ত্রাস যুক্ত হইল॥ ৪১ ॥

মার্জ্জার মহিষাঃ সর্ব্বেপ্রাণিনো দুদ্রুবুর্দিশঃ।
তদ্বনং তস্যনাদেন সকম্পিত মিবাভবৎ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ। বিড়াল মহিষাদি প্রাণি-মাত্র সকলেই মহাভয়ে ভীত

হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার ঐ ঘোরতর গর্জ্জন শব্দে সেই বন তৎক্ষণাৎ কম্প কম্পান্বিত হইল ॥ ৪২ ॥

পদচালয়ত স্তস্য গিরিস্কন্ধোপমে মুনে।
পদ্ভ্যাং রুগ্নাঃ পাদপৌঘাঃ ভুবিপেতুঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে। পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ মহারাক্ষস ধুন্ধুমারের পাদ সঞ্চালনে প্রতিপদ ক্ষেপে সহস্র সহস্র মহীরুহ বিভগ্ন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

চচাল তোয়ং বেগেন সঝসং তদ্‌যম স্বসুঃ।
তৎপ্রেক্ষ্য মহদাশ্চর্য্যং বিয়দ্বৃষ্টি প্রবাহিতা ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। তাহার পাদ সঞ্চালন বেগে সজলচর যমুনার জলকম্প হইল, সেই উচ্ছলিত জলরাশি আকাশ পথে উত্থিত হইয়া বর্ষণবৎ বায়ু কর্ত্তৃক প্রতিবাহিত হইল, সেই মহৎ আশ্চর্য্য দর্শনে সখীগণ সকলেই সন্ত্রস্তা হইলেন ॥ ৪৪ ॥

দদৃশুস্তং মহাসত্বং ঘোরভীষণ ভীষণং।
স্রগ্দাম পুরিত শিখং বিয়দাগত মস্তকং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। মহা শরীরবান্ ঘোরতর রাক্ষস রূপ অতি ভয়ঙ্কর, মালাবৎ আকুঞ্চিত কেশ মণ্ডিত গগণ স্পর্শী মস্তক, শ্রীরাধিকার সহিত তৎ সখীগণেরা সকলে ঐ মহাকায় রাক্ষসকে তখন অবলোকন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

ক্রূরং মানুষ মাংসাদং মহাবীর্য্য পরাক্রমং।
ষট্‌ত্রিংশদ্যোজনায়াম দৈর্ঘেণ শতযোজনং ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। মহাবলপরাক্রম নরমাংস ভুক্ মহাক্রূর গর্দ্দভরূপ রাক্ষস, তৎকলেবর প্রস্থে ষট্‌ত্রিশৎ যোজন, দীর্ঘে একশতযোজন পরিমিত হয় ॥

ব্যাপ্য দেহেন তিষ্ঠন্তং ভীষণাকার কর্কশং ॥
প্রাবৃট জলধরঃশ্যামঃ পিঙ্গাক্ষো দারুণা কৃতিঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মহাকায় দ্বারা যমুনোপবনে ব্যাপিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহার রূপ অতি কর্কশ এবং ভয়ানক, বর্ষাকালের নিবিড় অঞ্জন বর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, অতি দারুণ ভীতিবর্দ্ধন পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিশিষ্ট ॥ ৪৭ ॥

অষ্টদংষ্ট্রং করালাস্যং পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুরার্দ্দিতং।
লম্বস্ফিক্ লম্বজঠরং রক্তশ্মশ্রু শিরোরুহং ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। অতি করালবদন, বহির্নিষ্ক্রান্ত ভয়ানক অষ্টদন্ত সমন্বিতঃ নরমাংসভোজন লালসায় ক্ষুরাঘাতে ধরামণ্ডলকে খনন করিতেছে,

অতি সুদীর্ঘপার্শ্ব, আলম্বিত উদর, তাম্রবর্ণ গোঁপদাড়ী এবং লোহিতবর্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ ॥ ৪৮ ॥

জৃম্ভমানং মহাবক্ত্রং বিস্তৃতাস্যং পথিস্থিতং।
বীক্ষ্যসর্ব্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ পুরোগত মিবান্তকং ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বদা জৃম্ভমান মহামুখ অর্থাৎ মাংসলোলুপ হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক হাই তুলিতে লাগিল এই রূপে শ্রীরাধিকার আগমন পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তকাল যমরূপ সেই রাক্ষসকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া শ্রীরাধার সখীগণেরা অতিশয় ভয়ে উদ্বিগ্নমনা হইলেন ॥ ৪৯ ॥

রোরূয়মানাং কৃপণা মার্ত্তবৎ পর্য্যদেবয়ন্।
বাচো বিক্রবিতা স্তা স্তা রুরুদু র্ভৃশ দুঃখিতাঃ ॥ ৫০ ॥
তাগ্রস্তা রক্ষসা ঘোর রূপেণাত্মান মাত্মনা ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। সকল বালিকা গণেরা সেইভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষসকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রোদনোন্মুখী ও অতিশয় দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কাতরা হইলেন এবং ভয়যুক্ত চীৎকারধ্বনি করতঃ সকলে মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ঘোররূপ রজনী চর কর্ত্তৃক গ্রাসিতা হইয়া সকলে প্রাণ পরীপসায় সঙ্কুচিত গাত্রা, অতি ব্যস্তসমস্তা হইলেন ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

রাক্ষস গ্রস্তা সখীগণকে ব্যস্তসমস্তা দেখিয়া মহাদেবী শ্রীমতি রাধিকা তখন ঐ ক্রূর নিশাচরকে কহিতে লাগিলেন। ইত্যাভ্যাসঃ।

অরে মানুষ মাংসাদ পাপাচার ন তেক্ষমং ॥
গ্রস্তুং মীনোজলহ্রদে বিষপিণ্ডং যথামৃতঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। অরে পাপাত্মা মনুষ্যমাংস ভুক্ রাক্ষস! আমার এই সখীগণকে গ্রাসকরিলে তোর কোনমতে কল্যাণ হইবেনা। যেমনহ্রদ স্থিত অগাধজলে বিষমিশ্রিত আহার গ্রাসকরিয়া মৎস্য সকল মৃত হয়; সেই রূপ আমাদিগকে গ্রাস করিলে তোর জীবন রক্ষা কদাচ হইবে না।

ত্যজমাং নাভিজানাসি জীবেপ্সা যদিতে হৃদি।
সবয়স্যা ভদামাং তং ত্যক্তু মর্হষিরাক্ষস ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। অরে ক্রূর পলাশন! আমাকে ত্যাগ কর। তুই আমার স্বরূপ তত্ত্ব অনভিজ্ঞ, আমিকে তাহা জানিতে পারিস্ নাই। যদিতোর বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র আমার সখীগণের সহিত আমাকে ত্যাগ করিতে যোগ্য হও ॥ ৫৩ ॥

ত্যজমাং যদিকল্যাণং বাঞ্ছসে রাক্ষসাধম।
সর্ব্বথাত্বাং হনিষ্যামি দেবযজ্ঞার্হণান্তকং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। অরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম! সর্ব্বতঃ প্রকারে আমিতোকে কহিতেছি, যদি তোর্ আত্মকল্যাণ ইচ্ছা হয় তবে আমাকে পরিত্যাগ কর্। তুই দেবতাদিগের যজ্ঞ ও পূজাদির অপহারক, তোকে আমি অদ্য নিশ্চয় বিনাশ করিব॥ ৫৪ ॥

তাদৃক্ দুর্ম্মদভূভার হারায়াব্জভুবার্থিতা।
শাসিতাস্মি বৃষগৃহে জাতা সর্ব্বসুরেশ্বরী ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। অরে পাপনিশাচর! সকল দেবতার ঈশ্বরী আমি, তোর মত উদ্ধত যজ্ঞঘ্ন পুরুষ দিগের শাসন কর্ত্রী, অতএব পৃথিবীর ভারহরণার্থ পদ্ম যোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বৃষভানু রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥

সৃজত্যব সংহরতি জানন্ জন্যান্ জনৈরিহ।
শ্রেয়ানন্যান্ প্রাপ্তকালাংস্ত্বাং মাং বিদ্ধিপরাৎপরাং ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। অরে মূঢ়! সৃজন পালন সংহার আমাহইতেই হয়, বিচক্ষণ জনেরা ইহানিশ্চয় জানেন। উৎপত্তিকালে জন্মগ্রহণ করতঃ প্রাপ্তকাল পর্য্যন্ত আমাতেস্থিতিক্রমে, এবং সংহারকালে হত হইয়া আমাতেইগমন করে। অতএব অখণ্ড দণ্ডায় মান কালস্বরূপা পরমেশ্বরী বলিয়া আমাকে জানহ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতদা শ্রুত্যতদ্বাক্যং পরুষাক্ষর সংজ্ঞিতং।
নমর্ষয়ন্ বচস্তস্যা রোষার্চ্চিরিবপাবকঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরাকে পিতামহ কহিতেছেন। কালস্বরূপা পরাৎপরা পরমেশ্বরী রাধার পরুষোক্তি বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুর্ম্মেধা রাক্ষস তদ্বাক্য প্রতি মনোযোগ না করিয়া কটূক্তি প্রয়োগ বিবেচনায় মহাক্রোধে জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নির ন্যায় হই ... ॥

জাজ্বল্য রোষতাম্রাক্ষো বচনঞ্চাহতাংতদা।
যমদংষ্ট্রাভ্যন্তরস্থা ত্বমেব পরিকথ্যসে ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় রোষে জাজ্বল্যমান তাম্রবর্ণ আরক্ত নয়ন হইয়া শ্রীরাধিকা প্রতি তখন সে এই কথা বলিল। রে পাপীয়সি! যমদন্তের মধ্যস্থিতা হইয়াও আবার এরূপ কথা কহিতেছ, অর্থাৎ আর কি তোমার জীবন মোক্ষের উপায় আছে?। ইতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

দর্শয়ে ভানুতয় মদনত্বমিতো ধমে ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। রে অবলে! রে অধমে! রে ভানুতনয়ে! কিঞ্চিৎকাল স্থিরহও এইতোমাকে আমি তপন তনয় সদন দর্শন করাইতেছি। পশ্চাৎ তুমি আমার যাহা করিতে পার তাহা করিবে এক্ষণে তুমি আমার আহার ভূতা উপস্থিতা হইয়াছ।। ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বচনস্ত্বাস্যং ব্যাদায়ামস্থ বিস্তরং।
গ্রস্তুকামো গমৎ ক্ষিপ্রং রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। নিশাচর এই কথা বলিয়া অনেক আয়াম পরিমিত বদন বিস্তার করতঃ সখীগণ সহিত শ্রীরাধিকাকে গ্রাস করিবার বাসনায় অতিশীঘ্র আগমন করিতে লাগিল, যেমন পূর্ণশশধরকে রাহুগ্রহ গ্রাস করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তমাপতন্ত মালোক্য বিস্তৃতাস্যং ত্রিযোজনং।
অচিন্তয় দমেয়াত্মা কথমেতদ্ভবং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। তিনযোজন পথ ব্যাপিয়া মুখ বিস্তার পূর্ব্বক ঐ মহারাক্ষস আগমন করিতে লাগিল, অপরিমেয় আত্মা মহাদেবী শ্রীরাধিকা তখন আত্ম মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? কিরূপে আত্ম সখীদিগের পরিত্রাণ হইবে ॥ ৬১ ॥

সাধূনামবলম্বস্যা ঘোরাপদ সরাক্ষসাৎ।
বধোস্য দুষ্টশত্রোশ্চ বিনাশহিংসয়া ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেবী রাক্ষস হইতে সঙ্কট প্রাপ্ত সাধুদিগের পরিত্রাণ পথাবলম্বিনী হইয়া উগ্রভাবা ঐ দুরন্ত শত্রুরবধ চিন্তা-করিলেন, অর্থাৎ বাহু বিক্রম প্রকাশ না করিয়া সাম্যরূপে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৬২ ॥

এবং চিন্তাপরীতাঙ্গী সালীং ক্ষুৎক্ষামকর্ষিতঃ।
জগ্রাস তরসা ভ্যেত্য বদনাদুদরং গতা ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। এই রূপ চিন্তাপন্না মহাদেবী রাধিকা সখীগণের সহিত দণ্ডায়মানা হইলেন। অনন্তর ক্ষুৎক্ষামে পরীত রাক্ষস অতি বেগে আগত হইয়া সখীগণের সহিত রাধিকাকে বিস্তৃত বদনে গ্রাস করিল, গ্রস্তমাত্রে মহাদেবী বয়স্যা গণের সহিত তাহার মুখ হইতে উদরমধ্যে প্রবেশিতা হইলেন ॥ ৬৩ ॥

ববৃধে সাত্মনা আনং তড়িচ্চপল রূপিণী।
দশযোজন বিস্তারং রূপেণা বহতী শুভা ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। তড়িতের ন্যায় চঞ্চল রূপিণী রাক্ষসোদরগতা হইয়া দেবী আপন শরীরের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। শুভজননী ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আত্মদেহকে দশ যোজন পরিমিত বিস্তার করতঃ ব্যাপ্তময়ী হইলেন ॥ ৬৫ ॥

উদরং ত্বচ মাচ্ছিত্ত্বাসিনাপহৃদধো প্লুতাঃ।
নিরসারয়তাঃ সর্ব্বাঃ সখী রাধাস্ত সাদরা ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা রাক্ষসোদর গতা হইয়া অসি দ্বারা তাহার উদরের চর্ম্মচ্ছেদন করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ক্রূর নিশাচর সর্ব্ব প্রাণের সহিত বিযুক্ত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন শ্রীরাধা আদরের সহিত সখীগণকে আশ্বাস করতঃ সেই উদরচ্ছিদ্র দিয়া সকলকে বাহিরে আনয়ন করিলেন ॥ ৬৬ ॥

অগচ্ছদ্বহিরব্যগ্রা পূর্ব্ববৎ পঞ্চহায়ণী।
তদীক্ষ্য বিপুলং কর্ম্ম দেবাইন্দ্র পুরোগমাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। অতি শীঘ্র শ্রীরাধিকা তাহার উদর হইতে বাহিরে আগত মাত্র পূর্ব্ববৎ পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা রূপিণী হইলেন। অনন্তর এই আশ্চর্য্যময় সুবিস্তারিত তাঁহার কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৬৭ ॥

মুমুচু র্ননৃতুঃ পুষ্পং জগুরাজঘ্নু রুল্বণং।
তুষ্টুবু স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরাঃ ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। দেবগণেরা স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ করণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহবা দুন্দুভি বাদ্যঃ কেহবা সুস্বরে জয় সূচক সঙ্গীত, কেহ কেহ ভক্তিতে আনত মস্তক হইয়া দেবীর গুণ সমূহ উদ্গীরণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে
ধুন্ধুমার বধোনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডান্তর্গত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে ধুন্ধুমার নামক রাক্ষস বধঃ দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ রাধা বিবাহার্থ বরান্বেষণা।

অঙ্গিরা উবাচ।

ত্বদাস্য পাথোজ বরামৃতাসবং পিবন্ননোভ্যেতি মনো ন তৃপ্তিং।
গৃণীহিনাথাশু তদুদ্বহাত্মিকাং ক্রিয়াং প্রপন্নান্ বচসাং পুণীহিনঃ॥ ১।

অস্যার্থঃ। ধুন্ধুমার বধোপাখ্যান শ্রবণানন্তর অঙ্গিরা ঋষি জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে কহিতেছেন। হে পিতামহ! তোমার প্রফুল্ল বদনকমল বিগলিত দেবী গুণামৃত পরমা সব, তাহা শ্রোত্র মুখে পান করিয়াও আমাদিগের মনের তৃপ্তি হইতেছে না? অর্থাৎ আরো পান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে নাথ! আমরা তোমার শরণাগত পুত্র এবং শিষ্য আশু হৃদ গ্রন্থিচ্ছেদিনী শ্রীমতি রাধিকার গুণ বাহিনী ক্রিয়া কথানুবর্ণন দ্বারা আপনি আমাদিগকে আশু পবিত্র করুন্॥ ১॥

ব্রহ্মোবাচ।

তামুদ্বীক্ষ্য বিশালোরু জঘনাক্ষী মুরু প্রভাং।
লাবণ্যৌদার্য্য সুগুণ শ্রীরূপোরু সুযৌবনাং॥ ২॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! মহারাজা বৃষভানু স্বকন্যা শ্রীমতিরাধাকে বিস্তীর্ণ উরু ও বিস্তীর্ণ জঘনা ও বিশাল নয়না, হাব ভাবাদি ভাব যুক্তা, অত্যন্ত প্রভা বিশিষ্ট ঔদার্য্য গুণশালিনী ও রূপ লাবণ্যযুক্তা এবং দিন দিন উদ্ভিন্ন যৌবনাক্রান্তা অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ২॥

রাজ্ঞা স্মরশরেণাধি কৃতা মুরুতুঙ্গ বক্ষজাং।
সংপ্রেষী দ্বন্দিনো দূতান্ যান্ যান্ নরবরেষু সঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। অতি উন্নত পয়োধরা এবং অনুদিন মদন রাজার শরে অধিকৃতা কন্যাকে দেখিয়া পৃথিবীপতি পৃথিবীতে রাজ বংশে যে যে সকল উত্তম রাজ পুত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বরান্বেষণার্থ গুণ বর্ণন সক্ষম বন্দী দূত সকলকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতেলাগিলেন॥ ৩॥

বরপ্রেপ্সু র্বরো রাজ্ঞা দশার্ণ বঙ্গকেষু চ।
কলিঙ্গাঙ্গ চীন হুন্ বিদর্ভ কাশি কোষলে॥
সুরাষ্ট্রাবন্তি কুরুষু পাঞ্চাল মাথুরেষু চ।
ব্রজাকরেষু গ্রাম্যেষু স্ব দ্বেষু বনজেষু চ॥ ৪॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। কন্যার বর প্রেপ্সু রাজা বৃষভানু কর্ত্তৃক আদিষ্ট বন্দীগণ

ও ভট্টগণেরা বরান্বেষণার্থে চারিদিকে ধাবমান হইয়া রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দশার্ণ, আনর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারাণশী অযোধ্যা, সুরাষ্ট্র, অবন্তী, হস্তিনা, কুরু জাঙ্গল, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল মথুরা ব্রজাকরাদি এবং তপোবনে তপোবনে, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অন্বষণা করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সংমার্গমানো রাষ্ট্রেষু নাধ্যগচ্ছদ্বরং বরং।
দুতৈস্তে র্দত্তদায়ৈশ্চ ভুক্তভোজ্যৈরশেষতঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। রাজদত্ত পাথেয় ধন দ্বারা পথি ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন পরায়ণ দূত সকল রাজ্যে রাজ্যে অশেষ মত অন্বেষণা করিয়া কোন রাজ্যে বা কোন নগরে কি কোন গ্রামে অসদৃশীরূপা শ্রীরাধিকার সদৃশ উত্তম বর সংপ্রাপ্ত হইল না ॥ ৬ ॥

তেষু সর্ব্বেষু দুতেম্বা বেদিতা বেচ্ছবেষু চ।
শনকো নিপুণো দৌত্যে কৃতনাম মহীভুজে ॥
রাজ্ঞি প্রিয়ম্বদো নীতি বুদ্ধি পৈষল্য বিদ্বরঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। দূত সকল দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপ্রাপ্ত বর বিষয় রাজ পুরতঃ আবেদন করিল। হে মহারাজ! পৃথিবীতলে রাজবংশে আপনার কন্যার সদৃশ বর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতৎ শ্রবণা-নন্তর দৌত্যকার্য্য কুশল, শনক নামক কোন রাজদূত নীতিজ্ঞ, সুবুদ্ধিমান্ অতি প্রিয়ম্বদ ও সর্ব্বভাবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, রাজ সভাতে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অভাষত মহাভাগং বৃষভানুং নৃণাম্বরং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মন্ত্রী প্রবর তখন মহাভাগ্যধর নরশ্রেষ্ঠ রাজা বৃষভা-নুকে এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ মহারাজ! যদি ক্ষত্রিয়বর অপ্রাপ্ত হয় তন্নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইবেন না, আপনি বৈশ্যরাজ বৈশ্য জাতির মধ্যে উত্তম বর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করুন্। ইতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

শনক উবাচ।

হিতোপজীবী মদ্বাচ মায়তৌ হিত সৌখ্যদাং।
নরেন্দ্রা শ্রুত্য তে পথ্যং কুরুনৈশ্রেয়সংপরং ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। শনক অতি প্রিয়ভাবে রাজাকে কহিলেন। হে নরনাথ! হে নরেন্দ্র! আমি তোমার হিতসাধক অর্থাৎ হিতসাধনার্থ ভৃতক ভোগ করিয়া থাকি। তোমার সুখদ ও সুবিস্তীর্ণ যে বাক্য বলি তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই রূপ কার্য্য কর, তাহাতে আপনার পরম হিত এবং মঙ্গল হইবে ॥ ৯ ॥

কোষলে বসত স্তস্ত মাল্যস্য জটিলাপতেঃ।
গোপান্বয় পুরোগস্য কুলেনৌজো ধনেন চ॥
যশসা সুকৃতৌঘেন নীত্যা মাল্যস্য গোপতেঃ॥ ১০॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! কোষলদেশ নিবাসি মাল্যক নামে এক গোপরাজ আছেন, তিনি ধনে মানে কুলে শীলে বলে সর্ব্ব গোপ শ্রেষ্ঠ, এবং নীতিতে যশে ও পুণ্যে ধন্যতম, তত্তুল্য গোপান্বয়ে কেহই নাই, তিনি সর্ব্ব প্রকারে সকলের অগ্রগণ্য তাঁর পত্নীর নাম জটিলা॥ ১০॥

মদনো দুর্ম্মদদমা আয়ানোঽবরজঃ সুতঃ।
ত্রিস্রেপি শুনব স্তস্যা য়ানাবরজতা মিতাঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ। ঐ মাল্যক গোপরাজের চারি পুত্র যথা, মদন, দুর্ম্মদ, দম এই তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ আয়ান, এই পুত্র চতুষ্টয় শোভনীয় রূপবান্ তন্মধ্যে আয়ান প্রখ্যাত রূপবানের মধ্যে গণ্য হয়েন॥ ১১॥

যশোদা কুটিলা রাজন প্রভাকর্য্যোভবা স্বসা॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। জটিলা জঠর জাতা ঐ মাল্যের কন্যা ত্রয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ভ্রাতা চতুষ্টয়ের সহোদরা যশোদা, কুটিলা এবং প্রভাকরী॥ ১২॥

মদনোহলম্বুষাং নাম মিত্রদক্ষস্য গোপতেঃ।
তনয়াং চারু সর্ব্বাঙ্গী মুপযেমে বরাবরং॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। মাল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মিত্র দক্ষ নাম গোপের কন্যা অলম্বুষাকে বিবাহ করেন॥ ১৩॥

দুর্ম্মদো বসুসেনস্য প্রভূত ধন গোপতেঃ।
ব্যবাহাবরজাং কন্যাং সুদেবীং কমলেক্ষণাং॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। মদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ম্মদ, তিনি প্রভূত ধনশালী গোপরাজ বসুসেনের কমল পত্র নয়না সুদেবী নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার পাণী গ্রহণ করেন॥ ১৪॥

দমো যামুনকাধীশ সুতা মাহৃত্য শৌর্য্যতঃ।
অনূঢ়াং শতপত্রাক্ষীং নাম্নাং গন্ধবতীং বলী॥ ১৫॥
পরিণীয়োপ ভুক্তেচানারতং রাজ সত্তম॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। হে রাজ সত্তম! তত্তৃতীয় ভ্রাতা মহাবলী দম, তিনি স্বীয় শূরতাবলম্বন পূর্ব্বক যামুন দেশাধিপতি গোপরাজের সরোজ দলায়ত নয়নী গন্ধবতী নাম্নী অবিবাহিতা কন্যাকে অপহরণ করতঃ বিবাহ করিয়া নিরন্তর উপভোগ করিতেছেন॥ ১৫॥ ১৬॥

যশোদাং নন্দগোপায় প্রদ্যুম্নে কুটিলাং দদৌ।
প্রভাকরী মম্বুজাক্ষীং দদৌ হেমায় মাল্যকঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে অবনীপতে! মাল্যক গোপরাজ আপনার প্রথমজা কন্যা যশোদা, তাহাকে ব্রজরাজ নন্দকে প্রদান করেন। দ্বিতীয়া কন্যা কুটিলাকে প্রদ্যুম্ন নামক গোপকে দেন, তৃতীয়া কন্যা পদ্ম পত্রাক্ষী প্রভাকরীকে হেম নাম গোপকে সম্প্রদান করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ভূরি গোরত্ন মহিষ মজাবি খর সেবিতং।
প্রভূত ধন ধান্যঞ্চ বহুবেশ্ম পরিচ্ছদং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মাল্যক গোপ অপরিমেয় গোধন, মহিষ, অজ, মেষ, গর্দ্দভাদি ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত, আর প্রভূত ধন ধান্য সম্পন্ন, তাঁহার ঋদ্ধিমৎ গৃহ, বহু নিকেতন গৃহাট্টালাদি ও অমূল্য পরিচ্ছদাদিতে উপসেবিত হয়েন ॥ ১৮ ॥

রত্ন মাণিক্য হিরৌঘ মণি বাসো বরাসনৈঃ।
রাজপট্ট মহারত্ন দাসীদাস শতাবৃতং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। নানারত্ন মণি মাণিক্য অপূর্ব্ব বসন ও উত্তমাসন এবং রাজপট্ট মহারত্ন হীরক নিকরে মাল্যক গোপতির বরবেশ্ম পরিপূর্ণ, আর শত শত দাস দাসীতে নিরন্তর পরিবৃত ॥ ১৯ ॥

ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈ শ্চর্ব্ব্য চোষ্যৈ র্লেহ্যপেয় বরাবৃতং।
নরাজা রাজবৎ সর্ব্বং ভদ্গৃহং বহুলর্দ্ধিমৎ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্ব্বিধ আহারীয় সামগ্রীতে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ, তিনি রাজা নহেন কিন্তু রাজগৃহের ন্যায় বহুতর ঐশ্বর্য্য সমন্বিত তদ্গৃহ পরিশোভিত হয়। অর্থাৎ অতুলৈশ্বর্য্য বান পুরুষ, তাঁহার তুল্য গোপজাতিতে ধনি অতি বিরল। ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

আয়ানোঽবরজ স্তেষা মকৃতোদ্বাহ সংশ্রিয়ঃ ॥
সিংহর্দ্ধ গতিঃ শ্রীমান্ মত্তমাতঙ্গ বিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। মাল্যকের পুত্র আয়ান, পূর্ব্বোক্ত তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ, অকৃতো দ্বাহ, তিনি অতি শ্রীমান্, সিংহের ন্যায় খেলগতি, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, অতিশয় তেজস্বী হয়েন ॥ ২১ ॥

রূপলাবণ্য পৈষল্য গতিমাধুর্য্য ভাষণৈঃ।
বাহুবল পরাক্রান্তোৎ সাহো দ্যোগ গুণৈর্ব্বরঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ আয়ান অতুল্য লাবণ্য বিশিষ্ট, অনুত্তম পেষলগতি,

মধুর ভাষণদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রিয়, বাহুবল পরাক্রমযুক্ত, সর্ব্বোদ্যোগ ও সর্ব্বোৎসাহ সমন্বিত, অশেষগুণে সর্ব্বত্র বিখ্যাত পুরুষ ॥ ২২ ॥

নাধ্যগচ্ছৎ বিনাতং তে বরং নরবরেশ্বর ।
নগরেষুচ রাষ্ট্রেষু দেশ গ্রাম ব্রজাকরে ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজাধিরাজ! বিনা মাল্যক শুভ্র আয়ান, কোনদেশে, কোনগরে বা ব্রজ আকরে কি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া কোনরাজ্যে আপনার কন্যার সমতুল্য বর আমরা প্রাপ্ত হইলাম না ॥ ২৩ ॥

ভ্রমন্নানারুতং বিদ্বন্নলেভে বরমিপ্সিতং ।
ক্ষমোয়ন্তে মহাবাহো কন্যার্থে বরসত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। বরনাম শব্দানুসারে আমারা অর্থাৎ যে স্থানে পাত্র আছে শুনিলাম সেইস্থানেই আমরা গমন করিয়াছিলাম, এবং তদ্ভিন্ন নানা দেশে অন্বেষণা করিয়া, হেরাজন! হে বিদ্বন্! তব্কন্যাযোগ্য উত্তম বর কোন দেশেই লাভ করিতে পারিলাম না, হে মহাবাহো! এক্ষণে যে বিহিত হয়, তাহা আপনি করুন্ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্যাহৃতব্যং কৃতিং দূত মহ্য মহ্যমহীপতিঃ।
স্বান্তঃস্থালী স্রজ বত্রে বরং নরবরং বৃকঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। বৎস! মহীপতি বৃষভানু, কর্ম্মকুশল দূতের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যার উপযুক্ত মনুজ শ্রেষ্ঠ বরানয়নার্থ, অন্তঃপুরস্থা পদ্মমালিনী রাজমহিলার সহচরীগণকে আজ্ঞাকরিলেন ॥ ২৫ ॥

ততোবাচ মুবাচেদং প্রসন্নস্বান্ত চন্দ্রমাঃ।
যাহিতং বরয়স্বাশু বরমানয় সত্বরং ॥ ২৬ ॥
বচনান্মে মহাভাগ যদীচ্ছসি হিতং মম ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর চন্দ্রতুল্য সুপ্রসন্নচিত্তে রাজা মন্ত্রীবর শনককে কহিলেন। হে মন্ত্রিন! তুমি যদি আমার হিত চিন্তক হও তবে অচিরাৎ এই সকল সখীগণ সমন্বিত হইয়া, হে মহাভাগ। আমার বাক্যানুসারে বরানয়নার্থে সত্বর গমন করহ। অর্থাৎ তোমাভিন্ন অন্যদ্বারা এতৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না? ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সৈব্য সুগ্রীবযুক্তেন রথেন চতুরঙ্গিনা।
যযৌকোষল রাজস্য বিষয়ে গোপবেশ্মনি ॥ ২৮ ॥

আমন্ত্রণার্থং রম্ভোর্ব্বা বিবাহায় মহামনাঃ ।। ২৯ ।।

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন! সৈব্য সুগ্রীব অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মন্ত্রীবর রাজদুহিতা রম্ভোরু রাধিকার বিবাহার্থ বরানয়নের নিমিত্ত এবং অন্যোন্য আত্মীয়গণকে বৈবাহিক নিমন্ত্রণ করণ জন্য কোষলরাজার অধিকারে মাল্যক গোপের ভবনে গমন করিলেন ।। ২৮ ।। ২৯।।

তদাকর্ণ্যবচঃ ক্রূর মহিতং শোকবর্দ্ধনং ।।
দীর্ঘচিন্তা পরীতাত্মা নিঃশ্বাস পরমাভবৎ ।। ৩০ ।।

অস্যার্থঃ। অতিক্রূরতর, অহিত ও শোকবৃদ্ধির কারণ পিতা বৃষভানুর এই বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীমতিরাধিকা অতিশয় দীর্ঘ চিন্তাতে আপন্না হইলেন। এবং পরম বিষণ্ণচিত্তা হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।। ৩০ ।।

নলক্তং স্বপতী স্বাপ মিতা স্বেন্দ্রিয় কোচনং ।।
অশ্নতীতিষ্ঠতি স্নাতী গাত্রাণিপরিমার্জ্জতী ।। ৩১ ।।
ব্রুবতী গায়তীগীতং শিল্পকর্ম্মাণি কুর্ব্বতী ।
নলেভে মনসস্তুষ্টিং ভ্রান্তস্বান্তা সদা ভবৎ ।। ৩২ ।।

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! আয়ানের সহিত পিতা আমার বিবাহ দিবেন, আত্মপক্ষে এই কথাকে অশুভকরী জ্ঞানে শ্রীমতি রাধা মহতী চিন্তায় চিন্ত্যমানা হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রিয় সকল ভাবনাতে সঙ্কুচিত হইল। ভোজন করিয়া কি দণ্ডায়মানা থাকিয়া বা সুস্নাতা হইয়া, অথবা নানা শোভন সুগন্ধ দ্রব্যে গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা, বা সখীগণের সহিত নানা প্রবন্ধে কথা বার্ত্তা কহিয়া কি সুস্বরালাপে সংগীত গাইয়া, অথবা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বিবিধ শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছুতেই মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, নিরন্তর ভ্রান্তা হইয়া উদ্বিগ্নান্তরা হইতে লাগিলেন ।। ৩১ ।। ৩২ ।।

পুরৈব শাপিতা তেন কৃষ্ণেনাহং মহাত্মনা।
কেনোপায়েন তং ক্ষিপ্র মাস্যে ধোক্ষজ মধ্যয়ং ।। ৩৩ ।।

অস্যার্থঃ। আয়ানকে বরনিরূপণ করাতে শ্রীমতি রাধিকা আত্মমনে তখন এইচিন্তা করিতে লাগিলেন। হা? আমার এক্ষণে উপায় কি? পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি অভিশপ্তা হইয়া রহিয়াছি, আমার পাণিগ্রহণ প্রাকৃত মনুষ্যে করিবে? সেই সময় কি এই উপস্থিত হইল?

এখন কি উপায় দ্বারা সেই অধোক্ষজ অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেন, এবং আমি শীঘ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৩ ॥

আল্যালীশত সংহূয় যযৌ কচ্ছং যম স্বসুঃ।
কাত্যায়নী ব্রতচ্ছদ্মা রিরাধয়িষু রচ্যুতং ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। ইতি চিন্তা পরায়ণা রাধা আপনার শত শত সখীগণকে আহ্বান করতঃ স্বসমভিব্যাহারে লইয়া কাত্যায়নী ব্রতের ছলে শ্রীকৃষ্ণারাধনেচ্ছুকা হইয়া স্বচ্ছতোয়া কালিন্দী তীরে সমাগতবতী হইলেন ॥৩৪॥

স্বেন বৃন্দপ্রচারৈঃসা কালিন্দী লহরীবৃতে।
বিটপী বিটপচ্ছন্ন ছায়ে গুঞ্জন্ মধুব্রতে ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ কলিন্দ নন্দিনী যমুনা আপনার তরঙ্গ সংঘ বিস্তার করতঃ আপনাকে অতি শোভনীয়া করিয়াছেন। আকীর্ণ তরুরাজিচ্ছায়াতে বনরাজি অতিমনোরম দৃশ্য হইয়াছে, উৎফুল্ল কুসুমরাজিতে মকরন্দলোলুপ মধুকর নিকর নিবিষ্ট হইয়া গুঞ্জু রব করিতেছে ॥ ৩৫

ব্রততী শত সংচ্ছন্নে নানা কুসুমগন্ধিতে।
আরাধয় জ্জগন্নাথং পরং নিয়ম মাস্থিতা ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিস্তীর্ণ পুষ্পবতী শত শত লতায় সংচ্ছন্ন এবং নানা সুগন্ধি কুসুম গন্ধে সুগন্ধিত স্থানে শ্রীরাধিকা পরম নিয়মে অবস্থিতা হইয়া জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পতিলাভ করিবার নিমিত্ত আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

এক ভক্তা দিবাহারা নিশাশানশনা ক্বচিৎ।
পয়োশনা ফলাহারা পয়ঃফেনা শনা ক্বচিৎ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি কৃষ্ণপতি প্রাপ্তির আশয়ে কঠিনতর রূপে কৃষ্ণ ব্রত ধারণ করিলেন। কখন দিবাতে একবার আহার করেন, কখন বা রাত্রিতে একাহার করিয়া থাকেন; কখন বা অনশন কখন বা ফলমাত্র ভোজনে, কদাচিৎ দুগ্ধফেন পানে দিবসাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

অপ্পর্ণরস সম্ভোজ্যা নিনায়াহ্নঃশতঞ্চসা।
জিতেন্দ্রিয়া জিতশ্বাসা স্বাত্মা রামা ব্যরীরমৎ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। কখন শুদ্ধ জলমাত্র আহার, কখন কেবল পত্ররস পান করেন, এইরূপে শ্রীমতি বহু দিবসকে অতিপাত করিলেন। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়কে জয় করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণা হইয়া আত্মরঞ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

তপস্বী তপতাং শ্রেষ্ঠা কন্দুকেনেব পোতকাঃ।
সাভূদনুদিনং ক্রোশাৎ কান্ত কান্তি রনুত্তমা ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাতপস্বিনী সর্ব্ব তপস্বী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা বাল ক্রীড়ার ন্যায় অবলীলায় কঠিনতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপঃ প্রভাবে সমস্ত কান্তি মৎ হইতে অনুদিন কমনীয় পরমোত্তম কান্তিমতী হইলেন ॥ ৩৯ ॥

শিতপক্ষে শশিকলা লাবণ্য বারিধিপ্লুতা।
রূপৌদার্য্য শ্রিয়াবাচা গমনেন শুচিস্মিতা ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। পবিত্র হাসিনী শ্রীরাধিকা লাবণ্য রূপ জলধিমগ্না শুক্ল পক্ষীয়া চন্দ্রকল্যার ন্যায় রূপে ও ঔদার্য্য, শ্রীতে এবং মাধূর্য্য বচনে ও সুললিত গতি দ্বারা পরম শোভনীয়া হইতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

মধুর প্রেম গম্ভীর স্বান্তাহ্লালী সুখাবহা।
নাম্নাসীদাস্য পাথোজঃ প্রফুল্ল ইবনিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। সুমধুর প্রেম গম্ভীরতায় সুনিপুণা ও সর্ব্বজনের হৃদয়ানন্দ দায়িনী তাঁহার নামোচ্চরণে যেমন সকলের হৃৎপদ্ম প্রফুল্লিত হয়, সেইরূপ উৎফুল্লকমল সদৃশ নিয়ত তন্মুখ শোভা সমৃদ্ধা হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

ক্লিষ্টায়া তপসোগ্রেণা তিমানুষ সুরেনতু।
গ্রীষ্মতিগ্ম করৈর্জুষ্টা সরসীব সরোরুহাঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। দেবতা ও মনুষ্যের অসাধ্য উগ্রতপঃ দ্বারা ক্লিষ্টা হইয়াও শ্রীরাধিকার কান্তি শোভার হানি হয় নাই। যেমন অতি উগ্র চণ্ডাংশু প্রভাকর কর সন্তপ্ত হইলেও সরোবর জলে সরোজ রাজি আত্ম প্রসন্নতাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ৪২ ॥

তপতীং তপসালোকান্ বীক্ষ্যেমাং মাধবোরিহা।
আবিরাসীৎ পুরস্তস্যা নবীন নীরদচ্ছবিঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। তপস্বীদিগের ন্যায় শ্রীরাধিকা ঘোর আড়ম্বরে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাকে তপঃ ক্লিষ্টা দেখিয়া সর্ব্ব শত্রু মর্দ্দন শ্রীপতি ভগবান নারায়ণ নবীন নীল নীরদ ন্যায় পরম মনোহর রূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

মঞ্জু গুঞ্জাবতংসঃ শ্রীলক্ষা লক্ষিত বক্ষসঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ বরাস্য স্তেজসা জ্বলন্ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। কিবা গুঞ্জপুষ্প গুচ্ছে পরিশোভিত মনোহর বেশ, শ্রীবৎস

চিহ্নে অঙ্কিত বক্ষঃস্থল, প্রস্ফোটিত সরসিরুহ সদৃশ বদনারবিন্দ, জাজ্বল্যমান ব্রহ্ম তেজ দ্বারা উদ্দীপ্ত কান্তিমান ॥ ৪৪ ॥

বেণু মঞ্জুল সংগীত রসিকোত্তম বরাসনঃ।
বর্হি বর্হশিখঃ শ্রীমান্ ভৃগুঙ্ঘ্রি বর চিহ্নিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। মনোহর বেণু সংগীত পরায়ণ রসিকবর পদ্মাসন স্থিত এবং ময়ূর পুচ্ছ সমন্বিত মুকুট শোভিত মস্তক মণ্ডল, শ্রীবৎস ভৃগুপদ চিহ্নে চিহ্নিত পরিশোভিত উরঃস্থল হয় ॥ ৪৫ ॥

বনমালালি গুঞ্জস্রক্ সুমনোরাজি রাজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। নানা প্রকার কুসুম পরিগ্রথিত বনমালা গলদেশে দোদুল্যমানা, তাহাতে মধুপানাসক্ত ভ্রমর পংক্তি সুমধুর গুঞ্জরবে উড্ডীয়মান হইতেছে ॥ ৪৬ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ বর বিম্বূর্দ্ধ রেখয়া বভৌ।
গোস্পদেন বরাংঘ্রীদ্বৌ বিভ্রদ্বাহূসুবর্ত্তুলৌ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও বিম্ব, ঊর্দ্ধরেখাদি চিহ্ন ও গোস্পদাঙ্ক চিহ্নিত চরণতল দ্বয় সুদীপ্যমান এবং গূঢ়াস্থি বর্ত্তুলাকার বাহু যুগল সুশোভিত হয় ॥ ৪৭ ॥

আজানুলম্বিতৌ শশ্বৎ হ্রদবন্নিম্ন নাভিকঃ।
গয় প্রহ্লাদ দৈত্যেন্দ্র শুক নারদ সেবিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। আজানুপরিলম্বিত মৃণালায়ত ভুজ যুগল, কুপের ন্যায় অতি গভীর নাভি মণ্ডল; গয়রাজা ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যেন্দ্র সকল, এবং শুকদেব ও নারদাদি সুরর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৪৮ ॥

কাশয়ন স্বান্ত পাথোজং স্বেক্ষা হংসকরৈর্বিভুঃ।
মধুর প্রেম গম্ভীর গিরোবাচ হসংশ্চতাং ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। সেই মনোহর রূপ দর্শনে সকলের হৃদয় পদ্ম প্রফুল্লিত হয়, যেমন সূর্য্য কর দ্বারা নলিনী রাজি প্রফুল্ল হইয়া থাকে; প্রেম গর্ভ সুমধুর রস পূর্ণ গম্ভীর বাক্যে হাসিতে হাসিতে শ্রীহরি শ্রীরাধাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

মা মাংতাপয় লোকাংশ্চ তপসাতে সুরেশ্বরি।
ক্রীতোহং দাসবত্তেহং বরয়ত্বং যদীপ্সিতং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুরেশ্বরি। তুমি এক্ষণে তপস্যার বিরাম কর, এই উগ্রতপ দ্বারা আমাকে এবং ত্রিলোককে আর তুমি তাপযুক্ত

করিহ না ? আমি তোমার ক্রীত দাসের ন্যায় বাধ্য হইলাম। এখন আমার নিকট মনোভিলষিত বর তুমি যাচ্ঞা কর ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নিমীল্য নয়নে তঞ্চ বীক্ষ্যাভ্যুত্থাথ সত্বরা।
প্রণামাভ্যর্চ্চ্য পুতাত্মা কৃতাঞ্জলি রথেশ্বরং ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা ভগবদীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়নযুগল উম্মীলন পূর্ব্বক সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। এবং অতি সত্বর গাত্রোত্থান করতঃ প্রণাম পুরসরঃ মানসোপচার দ্বারা পূজা করিয়া আপনাকে পবিত্রা করিলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া ভগবানকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫১ ॥

দেব্যুবাচ।

ধর্ম্ম গার্হ্যেন ভগবন্ মা মা মা ক্ষিপতে নমঃ।
দাস্যহংতে বিভীতাস্মি ভীরুত্রাণ সুরারিহন্ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। অতি বিনয় পূর্ব্বক মধুরাক্ষরে শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন। হে ভগবন্! হে সুরারি হন্! তুমি আমাকে জুগুপ্সিত ধর্ম্মে নিঃক্ষেপ করিহ না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ভয়চ্ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, অতিশয় ভীতা হইয়াছি, হে নাথ! আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৫২ ॥

নাথ তেহং পদাম্ভোজৌ প্রণমে প্রহ্বকন্ধরা।
আয়ানায় পিতাদাতু মামিচ্ছতি বরানন ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরমুখ! নত শিরস্কা হইয়া তব পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি। কোষল দেশজাত মাল্যক গোপের পুত্র আয়ানকে আমায় সম্প্রদান করিতে পিতা সম্মতি করিয়াছেন। একারণ আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥

কথমন্যো নরঃক্ষুদ্র স্ত্বাং বিনা ত্বৎ পরায়ণাং।
মামুদ্বহেন্নচে ত্বং মা মুদ্বহিষ্যসি মানদ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে মান প্রদ! হে মধুসূদন! আমি ত্বৎ পরায়ণা, তোমাভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র মানবে আমাকে কি প্রকারে বিবাহ করিতে যোগ্য হইবে? ইহা চিন্তা করিয়া আমি অতিশয় সংকুচিতা হইতেছি, অতএব হে নাথ। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমি আমাকে বিবাহ কর। নচেৎ আমি এপ্রাণ রাখিতে কদাচ সক্ষমা হইব না ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ম্রিয়ে পাষাণ মাবধ্য কণ্ঠেহব্ধৌ পতিতা তদা।

কথম্বোপেক্ষতে সিংহ পৃষ্ঠমাংসানি খাদিতুং ॥
শ্বান মায়াত মারাত্তু ক্ষমমে পরমেশ্বর ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে পুরুষ সিংহ! তুমি আমাকে শরণাগতা জানিয়াও কি প্রকারে উপেক্ষা করিতেছ, সিংহের পৃষ্ঠস্থ মাংস, ভোজনার্থে সমুদ্যম পূর্ব্বক কুঃকুর সমাগত হইবে? হা? পরমেশ্বর। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমাকর। যখন তুমি পরিত্যাগ করিবে তখন আমি বৃহৎ শিলা কণ্ঠে বন্ধন করিয়া অগাধ সমুদ্রে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাভাষিত মাকর্ণ্য বচো মধ্বরিহা হরিঃ।
মুঞ্চতীং শোকজং বারি বীক্ষ্যাঙ্কে বিনিবেশ্যতাং ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। হে বৎস শ্রীমতি রাধিকার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করতঃ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুগল নয়নে অবিরত অশ্রুজল পতিত হইতেছে এবম্ভূতা সেই শ্রীরাধাকে দেখিয়া সত্বর আপনার কোলে আনিয়া বসাইলেন ॥ ৫৬ ॥

বিমৃজ্য নয়নে তস্যা শ্চুচুম্ব বদনং মুদা।
সান্ত্বয়া মাস গোবিন্দ শ্লক্ষ্ণা মধুরয়া গিরা ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ সস্নেহে স্বীয় পীতাম্বরের অঞ্চল দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নযুগল মার্জ্জনা করিয়া পরম হর্ষে ত্বদ্বদনার বিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং পরমানন্দে সুমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিস্তর আশ্বাস করিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মাভৈঃ সুশ্রোণি শৃণুমে বচনং হিতমাত্মনঃ।
উপায়স্ত্বাসতে পদ্মদল প্রভ শুভা ননে ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীভগবান্ শ্রীমতিকে কহিতেছেন। হে কমলদল সদৃশ শোভন মুখি। হে সুশ্রোণি? ভয় কি? কেন এত ভীতা হইতেছ তোমার ভয় নিবাবণের বিস্তর উপায় আছে অতএব আমি তোমার আত্ম হিতকর যে বাক্য বলি তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫৮ ॥

সোঽপ্যজাতো মমাংশেন বরবর্ণিনি কিং ভিয়া ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বর বর্ণিনি! তাহাতে তোমার কি ভয়? তুমি যে আয়ান কর্ত্তৃক পরিণীতা হইবার জন্য ভয় করিতেছ, সেই আয়ান আমারি অংশ সে অন্য ক্ষুদ্র মানব নহে ॥ ৫৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অস্তুত্বদংশজো নাথ তেননাহং প্রিয়ে সকৃৎ।
মরিষ্যেতে পুরোরজ্জুং গলেবধ্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ ! সে তোমার অংশজ হয় হউক্ আমি একবারও তাহাকে মনে প্রিয় করিয়া ভাবি না। যদি সে আমার পাণিগ্রহণ করে তবে আমি আত্ম গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করিব, নিশ্চয় কহিলাম ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৬০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুশ্রোণি নানৃতং বচ্মি বাচংতেহং সুমধ্যমে।
বচনং কল্পিতং পূর্ব্বং কথমেবং প্রভাষসে ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন। হে সুশ্রোণি ! হে শোভন মধ্যে ! শ্রবণ কর, আমি মৃষা বাক্য তোমাকে বলি নাই। এবচন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে স্মরণ কর, ইহা তুমি জানিয়াও কি প্রকারে এখন এমন কথা বলিতেছ ? ॥ ৬১ ॥

পতিদ্বৈধে হি নারীণাং মহান্ দোষঃ প্রজায়তে।
ধর্ম্মং পুণ্যঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ সর্ব্বং নশ্যতি নান্যথা ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাধে ! তুমি নিশ্চিত অবধারণা কর, এক স্ত্রীর দুই পতি হইলে মহান্ দোষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ধর্ম্ম, পুণ্য, কীর্ত্তি এ সমস্তই নাশ পায় তাহার অন্যথা নাই ॥ ৬২ ॥

দেব্যুবাচ।

নাহংতেন রমে ক্বাপি প্রাণাযাস্যন্তি যদ্যপি।
কার্পণ্য মাপ্তদেহেন নমে স্তীহ প্রয়োজনং ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ ! যদ্যপি আমার প্রাণ সকল বিয়োগ হয় সেও উত্তম কল্প তথাপি তাহার সহিত কখন রতি কার্য্যে লিপ্তা হইব না ? আমি তোমাকে নিশ্চিত কহিলাম, সুতরাং দীনতা প্রাপ্ত এমন দেহে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৬৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামি মানসোত্তাপনাশনং।
তদুদ্বাহোৎসব প্রেক্ষা সিদ্ধার্থং মাতুলগৃহং ॥
মাত্রা গমিষ্যে তদনু মাতুলাঙ্ক গতোস্ম্যহং ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ শ্রীরাধাকে এই কথা কহিলেন। হে রাধে ! পূর্ব্ব বাক্য মিথ্যা কদাচ হইবে না। এক্ষণে তোমার মনের উত্তাপ নাশন

যে উপায় আমি বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার মাতুল আয়ান, তাঁহার বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত মাতা যশোদার সহিত আমি মাতুল গৃহে গমন করিব, তদনন্তর মাতার ক্রোড় হইতে মাতুলের অঙ্কগত হইব ॥ ৬৪ ॥

আয়াস্যে ত্বৎ পিতুর্গেহং ক্রোড়গো মাতুলস্যহং।
তং ভ্রংশয়িত্বা দায়ানং পুংস্ত্বাৎ কৈতব মাতুলং ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাধে! আমি মাতুল আয়ানের ক্রোড় স্থিত হইয়া বিবাহকালে তোমার পিতা বৃষভানুর ভবনে আগমন করিয়া, তদনন্তর শঠতা দ্বারা আয়ানকে পুরুষত্ব হইতে নিবর্ত্ত করতঃ নপুংসক করিব? ॥৬৫

তাৎপর্য্যঃ। যখন বিবাহকালে আয়ানের ক্রোড়গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গমন করিবেন উল্লেখ করিয়াছেন তখন আয়ান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গত থাকিবেক, সুতরাং বৈবাহিকোপকরণ কৃষ্ণের গ্রহণ করাই সুসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে রাধার পরিণয় শ্রীকৃষ্ণেরই সিদ্ধ হইবেক ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ।

উপায় স্ত্বাস্ম ধর্ম্মেণ ত্বামহং মত্তকাশিনি।
লোকাজানন্তু পরমং ননৌ গুহ্যতরং রহঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়ে! আমি ধর্ম্মের সহিত এই উপায় স্থির করিয়া তোমাকে কহিলাম। হে মত্তকাশিনি! স্পষ্ট রূপ লোকে জানিবে রাধার সহিত আয়ানের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমার ও আমার পরম গোপনীয় পরম তত্ত্ব রহস্য কেহই জানিতে পারিবে না ॥ ৬৬ ॥

সমস্যেহং ততো দেবি যথেপ্সিত মনিন্দিতে।
আয়ান পত্নীং ত্বাংসর্ব্বে জানন্তু লোক সংঘকাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনিন্দিতে! সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি রাধে! আমি তাহার সহিত আসিয়া তোমার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করিব। হে দেবি! কিন্তু পরম রহস্য না জানিয়া সকল লোকেই তোমাকে আয়ানের পত্নী বলিয়া জানুক ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুদীর্য্য প্রিয়হিতং প্রিয়ায়াং প্রিয়মাত্মনঃ।
পুনরাহ বচঃ কৃষ্ণোললিতং রঞ্জয়ন্ প্রিয়াং ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার হিত এবং প্রিয় বাক্য কথনানন্তর আত্ম হিতসাধক অতি প্রিয় সুললিত বাক্যে শ্রীমতিকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রীতোহংতে প্রিয়তমে পুনস্তেহং বরং দদে।
স্মৃতৌ প্রাগেব তেনাম স্মরিষ্যতি জনঃ সদা ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীভগবান্ শ্রীমতিকে কহিতেছেন। হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীতিযুক্ত হইয়াছি, একারণ তোমাকে পুনর্ব্বার আরও এক বর প্রদান করিতেছি। অদ্যাবধি মন্নাম চিন্তক জনেরা তোমার রাধানাম পূর্ব্বে সংযুক্ত করতঃ সর্ব্বদা আমার এই কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিবে ॥ ৬৯ ॥

প্রাগ্রাধেতি পদংদত্বা চানুকৃষ্ণপদং প্রিয়ে।
স্মরন্নিত্যং জনোবিদ্বান্ মোক্ষভাগ্ জায়তে হিসঃ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়ে! হে রাধিকে! যে সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি অগ্রে রাধা এই শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎ পশ্চাৎ কৃষ্ণ শব্দ যোগ করতঃ নিত্য স্মরণ করিবে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত পরম মোক্ষ ভাজন হইবে ॥ ৭০ ॥

ত্রিকালৈনাং সমূহস্ত স্মরণান্নাশ মেতিহ।
গোবাল ব্রহ্মনারীণাং হত্যা বিশ্বাস ঘাতকঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বর বদনে! যে ব্যক্তি প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই ত্রিকালে রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম জপ করে, তৎফলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা আর বিশ্বাস ঘাতকাদি সমস্ত পাপ তাহার বিনাশ হয় ॥ ৭১ ॥

কৃতঘ্নো বৃষলী ভর্ত্তা সুরাপী সোমবিক্রয়ী।
অগম্যাগমনং যত্র কৃতং স্বর্ণ হর স্তথা ॥ ৭২ ॥
রাধাকৃষ্ণেতি পঠনা মুক্তিমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। কৃতঘ্ন, সুরাপান শীল; শুক্র বিক্রয়কারক, অগম্যা স্ত্রী গমন কর্ত্তা আর শূদ্রাদির স্ত্রী সম্ভোগ কৃৎ ব্রাহ্মণ এবং স্বর্ণাপহারী ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ এই যুগল নাম উচ্চারণ ফলে সর্ব্ব পাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমামুক্তি লাভ করিবে তাহাতে সংশয় মাত্র নাই ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

রাধাকৃষ্ণেতি দ্বেনাম সুস্মৃতোগোপ নন্দিনি।
মহাপাপোপ পাপৌঘ কোটিশো যান্তি সংক্ষয়ং ॥
মৎসাযুজ্য পদমিতো মোদতে দেববৎ সদা ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোপনন্দিনি রাধে! রাধাকৃষ্ণ এই দুই নাম যে ব্যক্তি নিয়ত অনুস্মরণ করিবেক, মহাপাপও উপবাপ প্রভৃতি কোটি২ পাতক তাহার বিনষ্ট হইবে। অন্তে দেহাবসানে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক

মম লোকে গমন করতঃ মৎ সাযুজ্য পদ প্রাপ্তে সর্ব্বদা মম সান্নিধ্য দেববৎ প্রায় হইয়া পরমানন্দে অধিবাস করিবেক ॥ ৭৪ ॥

মমনাম পদস্ত্বাদা বুচ্চার্য্য মোহতে পিবা।
শক্তিং শৃতিং জপন্মর্ত্যো ভ্রূণহত্যা ফলং নভেৎ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। যদ্যপি মোহ প্রযুক্ত বা ব্যঙ্গোক্তি ক্রমে পরিহাস চ্ছলে কেহ আমার নাম অগ্রে উচ্চারণ করতঃ পশ্চাৎ তোমার রাধানাম সংযুক্ত স্মরণ করিলে ভ্রূণহত্যা জনিত যে পাতক, সেই পাতক গ্রহণ করিতে হইবেক ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণ রাধেতি যোক্রতে মোহাদজ্ঞানতোপিবা।
কোটি জন্মকৃতং পুণ্যং ক্ষণাদেব বিনশ্যতি ॥ ৭৬ ॥

অস্যাথঃ। কৃষ্ণ রাধা বিপরীত ক্রমে এই নাম যে উচ্চারণ করিবে, তাহার কোটি জন্মকৃত পুণ্য রাশি তৎক্ষণ মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যাইবেক ॥ ৭৬ ॥

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
বিপপর্য্যয়ে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। কেবল পুণ্যনাশ মাত্র নহে প্রথমতঃ রাধা পদ উচ্চারণ করিবে ইহার বিপরীত উচ্চারণে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ লাভ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

আশ্বাস্য মধুরালাপৈ র্হিতৈঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।
গাত্রাণি মার্জ্জয়ং স্তস্যাঃ ক্ষণাদন্তরগাত্মনে ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বলোক পিতামহ চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। বৎস! এইরূপ মধুরালাপ দ্বারা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়া রাধাকে বিস্তর আশ্বাস করিয়া প্রেমভাবে স্বীয় পরিধৃত কনক কপিবাঞ্চলে তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্দ্ধান হইলেন ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে
রাধাবরা বাপ্তির্নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার বর প্রাপ্তি নামে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ রাধা বিবাহ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততোবৃষঃ সমানয্য প্রকৃতি র্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
পুরোহিতৈঃ পৌরজনৈ র্নাগরৈঃ পরমোৎসবং॥ ১॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণ হইতে বরলাভ করতঃ শ্রীরাধিকা তখন সানন্দমনে পিতৃ গৃহে সমাগতা হইলেন। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু আমাত্য মন্ত্রীগণ, পুরবাসী ও নগরবাসীগণ সকলকে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বভবনে আনয়ন করিয়া রাধা বিবাহ সূচক মহামহোৎসব করিলেন॥ ১॥

ঘোষয়ামাস ঘোষেণ সদাসী দারবান্ধবান্।
জ্ঞাতীন্ কুলীনান্ কৌটুম্ব বন্ধু স্বজন ভূমিপান্॥ ২॥

অস্যার্থঃ। অথ রাজা বৃষভানু মহাঘোষ দ্বারা সর্ব্বত্রে রাধা বিবাহ ঘোষণা দিলেন। এবং দাস দাসী ও পত্নীগণের সহিত আত্মীয় জ্ঞাতিগণ, কুলীন কুটুম্ব বন্ধুগণ ও স্বজনগণ এবং আত্মীয় ভূপালগণকে স্বভবনে উপস্থিত হইবার কামনায় এবং মহামহোৎসব সন্দর্শনার্থে তাঁহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন॥ ২॥

বাদকান্ বার যোষাশ্চ শিল্পিনো বণিজ স্তথা।
নট বৈতালিকান্ প্রৌঢ়ান্ সূত মাগধ বন্দিনঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। দূতদ্বারা সংবাদ দিয়া বহুশঃ বাদ্য কর, বারাঙ্গনাগণ, ও শিল্পকরগণ ও প্রচুর ধনশালী বণিকগণকে, আর নৃত্যক, বৈতালাক ও স্তোত্র পাঠক মগধ দেশীয় সূতগণকে এবং রাজ বংশাবলী বাচকবন্দী ও ভট্টগণকে আহ্বান করিয়া সভায় আনয়ন করিলেন॥ ৩॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রান্ সানুগান সহবান্ধবান্।
ঋষীন্ ব্রহ্ম বিদোভিক্ষু গণানাভীর মণ্ডলান্॥
নিমন্ত্রয়া মাস দূতৈঃ শীঘ্রগৈঃ পত্রিকান্বিতৈঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর রাজা বৃষভানু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চাতুর্ব্বর্ণকে ও বেদবিৎ ঋষি সকলকে আর ভিক্ষুক উদাসীন সন্ন্যাসীগণকে এবং অনুগত দাস দাসী স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের সহিত আভীর পল্লীস্থ গোপ জাতি সকলের আমন্ত্রণার্থ নিমন্ত্রণ পত্র সমন্বিত শীঘ্রগামী দূত দ্বারা বৈবাহিক নিমন্ত্রণ করিলেন॥ ৪॥

শুভ সংসৃষ্ট সংসিক্ত গোপুরাট্টাল তোরণং।
মণি মাণিক্য রত্নৌঘ হার হীরকস্রগ্‌গণৈঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর মহারাজা বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে পুরী শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মনোহর গন্ধ সংযুক্ত সলিলে পুরাভ্যন্তর্ব্বহির্মার্গকে নিয়ত সংশিক্ত করিতে লাগিলেন। এবং প্রধান প্রধান সিংহ দ্বার ও তোরণ অট্টালিকা মালাকে মণি মাণিক্যাদি রত্ন নিকরে আর হীরকহারে ও অপূর্ব্ব কুসুম মালাতে সুমণ্ডিত করিলেন॥ ৫॥

গন্ধলাজ পরিক্ষিপ্তং ধূপ দীপানি সেবিতং।
দ্বারাণি শত সম্বাধ সুচত্বর বরান্বিতং॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। শত শত পুরদ্বার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ পথ ও প্রধান চতুষ্পথে এবং চত্বর চত্বরে সুশোভন গন্ধান্বিত লাজ কুসুম বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর সকলগৃহের দ্বারে দ্বারে সপল্লব সিন্দুরাক্ত জলপূর্ণ কলস সফল সংস্থাপন পূর্ব্বক আম্র পল্লবিত ও সুগন্ধ ধূপে ধূপিত করতঃ সহস্র সহস্র আলোক মালায় মণ্ডিত করিলেন॥ ৬॥

সিতরক্তা সিতাপীত পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ।
মণয়ঃ শতশস্তত্র কীর্ণাঃ পরম ভাস্বরাঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। অপর শ্বেত রক্ত নীল পীতাদি নানাবর্ণে পতাকা দ্বারা প্রাসাদ শিখর সকলকে পরিশোভিত করিলেন। স্থানে স্থানে আলোকার্থে মন্দিরাভ্যন্তরে উদ্দীপ্ত পরম কিরণাকীর্ণ শত শত মণি মালা সংস্থাপন করিলেন। অর্থাৎ তজ্জ্যোতিতে সম্যক্ গৃহোদর আলোকময় হইল। ৭

গৃহাণি বাস্তু মুখ্যানি দধ্যক্ষত সুচন্দনৈঃ।
রত্নদাম মণিবর হার মাণিক্য দীপকৈঃ॥
শোভাতি শোভিতা ন্যাসন্ সুমৃষ্টানি সমন্ততঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। প্রধান প্রধান বাটী ও প্রধান প্রধান গৃহ সকলকে রত্ন মালাতে এবং মণিময় বরহারে সুমণ্ডিত করতঃ দধি অক্ষত পুষ্প ও শোভন সুগন্ধ চন্দনে অন্বিত করিলেন; অপর মাণিক্য দীপাবলি দ্বারা শোভাতিরিক্ত শোভায় শোভিত এবং সুমার্জ্জিত করিয়া রাখিলেন॥ ৮।

ব্রাহ্মণাবেদ বিদ্বাংসঃ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
অমর্হন্ বেদমন্ত্রেণ দেবান্ মঙ্গল মাচরন্॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। বেদবিৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সকল রাজাজ্ঞানুমতে সুপুণ্য দেবালয়াদিতে নানোপহার দ্বারা বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের পূজা করিয়া শুভ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৯॥

পুণ্যঘোষং শ্রুতি সুখং বেদঘোষাবঘোষিতং।
পুরং বৃষস্য সর্ব্বং তদাসীৎ পরম শোভনং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানুর প্রতিভবনই শ্রবণ রসায়ণ সুপুণ্য বেদ ধ্বনিতে সম্যক্‌প্রতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বিবাহ মহোৎসব কালে রাজ ভবন অপ্রতিম পরম শোভা সন্ধারণ করিল ॥ ১০ ॥

রথনাগাশ্ব শস্ত্রাণি মণি মাণিক্য রত্নকৈঃ।
হার হীরক গন্ধৈশ্চ স্রগ্‌বরৈ শ্চর্চ্চিতানিহ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। এবং রথাশ্ব কুঞ্জর মালাকে ও অস্ত্র শস্ত্রাদি সমূহকে মণি মাণিক্য রত্ন দ্বারা অপর হীরক নির্ম্মিত হার দ্বারা আর গন্ধ পুষ্প ও পুষ্প রচিত বর মালা দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অর্থাৎ যাহাতে পরম শোভান্বিত দেখা যায় তদ্রূপ শোভা বিস্তারক উপকরণ দ্বারা অন্বিত করিলেন ॥ ১১ ॥

সায়ুধাঃ সপরীধানাঃ সভূষাঃ সোষ্ণিকামুনে।
বদ্ধ গোধাঙ্গুলি ত্রাণা স্তথায়ুধ কলাপিনঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! পরিধাপনীয় পরিচ্ছদ বসন ভূষণান্বিত মস্তকে উষ্ণীক ও কর যুগলে আয়ুধধারগ সেনাপতিগণ, গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলি ত্রাণে আবদ্ধাঙ্গুলী ও তাহারা সকলেই নানাবিধ অস্ত্র কলাপে পরম কুশল ॥ ১২ ॥

রথিনঃ সাদিনশ্চৈব পৃষ্ঠগোপাঃ পদাতয়ঃ।
অতিষ্ঠন্ত কক্ষদেশে শতশোথ সহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। অপর রথীগণ ও অশ্বারোহীগণ আর হস্তীযোধি সেনাপতিগণ ও পশ্চাৎভাগ রক্ষক শত শত সহস্র সহস্র পদাতি সৈন্যগণ, রাজদত্ত পরিচ্ছদ ভূষিত হইয়া প্রথম কক্ষে দণ্ডায়মান রহিল ॥ ১৩ ॥

বাদকা গাথকাঃ সর্ব্বে সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ।
নানাভরণ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর বিভূষিতাঃ ॥
নানা সুগন্ধ লিপ্তাঙ্গা মধ্যকক্ষে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। সুমার্জ্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী, দিব্য বস্ত্র পরিধায়ী, নানা অলঙ্কারে আচ্ছন্ন গাত্র, বিবিধ সুগন্ধ সামগ্রী অনুলেপিত শরীর, শত শত বাদ্যকর ও শত শত গায়কগণ মধ্য কক্ষে অবস্থিত হইল ॥ ১৪ ॥

নর্ত্তক্যো বারমুখ্যাশ্চ নটা বৈতালিকা স্তথা।
নটাশ্চ ভব্যবেশাঢ্যা বন্দিন স্তুতি পাঠকাঃ ॥

জগুর্নন্নৃতু রাজন্ম স্তুষ্টুবুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। নর্ত্তকী বারাঙ্গনাগণ আর নর্ত্তকগণ ও বেশধারি নটগণ এবং স্তুতি পাঠক বৈতালিকগণ ইহারা সকলেই সুদিব্য বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া যথোপযোগ্য আপন আপন আধিকারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, অর্থাৎ পরম হর্ষ যুক্তান্তঃকরণে নানা বাদ্য বাজাইয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল এবং স্তুতিপাঠকগণেরা যশো বর্ণনাকরিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

স্ত্রিয়শ্চ শতশো দিব্যাঃ কুণ্ডল দ্যোতিতাননাঃ।
চিত্রাম্বর পরীধানা শ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। কুণ্ডল দ্যুতিতে উদ্দীপ্ত বদন এমন শত শত যুবতী স্ত্রীগণেরা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়িনী এবং বিচিত্র মাল্যধারিণী, দিব্য গন্ধে তাহাদিগের অনুলিপ্ত গাত্র ॥ ১৬ ॥

হার কেয়ূর রত্নৌঘ নূপুরাঙ্গদ শোভিতাঃ।
সায়তাসিত কেশাঢ্যাঃ পৃথুশ্রোণ্য শ্চলৎকুচাঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। অপর বিপুলতর নিতম্বিনী বয়োধিক প্রৌঢ়া স্ত্রীগণেরা দোদুল্যমান কুচ যুগল বিশিষ্টা, বিবাহোৎসব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাহারা সকলেই হার, কেয়ূর, নূপুর এবং অঙ্গদবলয়াদি আভরণে পরিশোভিতা হইল, তাহাদিগের শিরস্থিত অতিশয় দীর্ঘতরভ্রমর নিকর পরিনিন্দিত অঞ্জনবর্ণ কেশ পাশ পরিশোভিত হয় ॥ ১৭ ॥

পুরন্ধ্র্যঃ পরমোদারা গোপনার্য্যঃ সহস্রশঃ।
বীথয়ো রাজমার্গাশ্চ মর্যবে কবরান্বিতাঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। আর পরম উদার স্বভাবা, পুরবাসিনী গোপাঙ্গনা সকল অপূর্ব্ব কবরীবেশ বিন্যাস পূর্ব্বক বর দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া শ্রেণী বদ্ধরূপে রাজ পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তাসু তেষুচ সর্ব্বাসু নগরেষু পুরেষু চ।
মণি মাণিক্য রত্নৌঘ হার হীরক সূত্রকৈঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল গোপনারী ও গোপ সকল নগরে নগরে সকল পুরীদ্বারে মাণিক্য প্রভৃতি রত্ন সমূহ নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান পুর্ব্বক এবং সূত্র গ্রথিত হীরাহার মণ্ডিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৯ ॥

গন্ধদধ্যক্ষতৈ র্ধূপৈ র্লাজ সিদ্ধার্থ পল্লবৈঃ।
বিদ্রুম প্রবরা রক্ত দাম জাল শতাঙ্কিতৈঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। মঙ্গল সূচক প্রতি দ্বারে দাধ অক্ষত গন্ধ পুষ্প সিদ্ধার্থ

লাজ এবং আরক্ত বর্ণ নব প্রবাল মালা দ্বারা দ্বার সকলকে শোভিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

সুশীত কুন্দশঙ্খাভ তোয় মাল্য শভান্বিতৈঃ।
নবৈদৃ ঢৈ রকালিমৈ্যঃ কম্বুগ্রীবান্বিতৈ র্ঘ টৈঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। অপর শঙ্খ ও কুন্দ পুষ্প ন্যায় সুদীপ্ত শুক্লবর্ণ নির্ম্মল সুশীতল জলেপূর্ণ কম্বুগ্রীব যুক্ত অকালিম সুদৃঢ় নবীন ঘট দ্বারা প্রতি দ্বারের দুই পার্শ্ব পরিশোভিত করিলেন ॥ ২১ ॥

হিমবচ্ছিখর প্রেক্ষ্যবেশ্মানি কোটিশো নৃপঃ।
সুচত্বারাণি সর্ব্বাণি জাতরূপ ময়ানি চ ॥
সুদ্বারাণি সুমৃষ্টানি সুসিক্তানি জলৈর্মুদা ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানু হিমালয় পর্ব্বতের সুশ্বেত শিখরের ন্যায় সুদৃশ্য কোটি কোটি রাজ নিকেতনকে সুবর্ণ মালায় মণ্ডিত করতঃ চত্বর শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। আর,সুশোভন পুরদ্বারাদিকে সুমার্জ্জনা করণ পূর্ব্বক পরম হর্ষে সুগন্ধি জলে সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

সুখারোহণ সোপান স্বাসনাসন দীপকৈঃ।
জাতরূপ শতচ্ছন্ন পালঙ্ক শোভিতানি চ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। সুখে আরোহণ করা যায় এমন সোপান যুক্ত প্রতি মন্দির, শোভন শয্যাসন দ্বারা এবং রত্ন দণ্ড সমন্বিত শত শত উদ্দীপ্ত দীপ দ্বারা গৃহাজিরকে শোভিত করিতে লাগিলেন। আর প্রতি গৃহই সুবর্ণ মণ্ডিত পরম মনোহর পাতিত পালঙ্কে সুশোভিত হইল ॥ ২৩ ॥

অনর্ঘাজিন বস্ত্রাণি ভূষিতানি সমন্ততঃ।
নিরমীম পদেতানি নিবাসার্থং মহীক্ষিতাং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা রাজাদিগের যোগ্য সুপূজিত বসন ভুষণে ভুষিত সর্ব্বোপকরণ সমন্বিত শোভন গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া নিমন্ত্রিত রাজাদিগের বাসার্থ প্রস্তুত রাখিলেন ॥ ২৪ ॥

সরাংসি স্বচ্ছতোয়ানি সুখারোহ শিলানিচ।
কুশেশয়ানি কুমুদোৎপলচ্ছন্ন জলানিচ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ সরোবর নিকর পদ্মোৎপল কুমুদ কহ্লার কোকনদে সমাচ্ছন্ন এবং সুখাবতরণীয় সুতীর্থ সকল মনোহর পাষাণ নিকরে আবদ্ধ ॥ ২৫ ॥

হংস কারণ্ডব বক চক্রবাক বৃতানি চ।
ময়ূর সারস বর কুক্কুটানি যুতানিহি ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল সরোবরোপকূলে রাজ হংস রাজহংসী চক্রবাক চক্রবাকী দাত্যূহকারণ্ডব ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী এবং ময়ূর ময়ূরী, সারস সারসী পরিবৃত, তত্তীরে বর কুক্কুট মালা খেলিয়া বেড়াইতেছে ॥ ২৬ ॥

নিরমাপয়দৰ্ব্যগ্রো রমণীয়ানি সৰ্ব্বতঃ।
উদ্যানানি মনঃ শ্রোত্র নাসিকা সুখদানিচ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। কন্যা বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে মহারাজা ঐ সকল জলাশয়ের শোভা সম্পাদনীয় রমণীয় উপকরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখিলেন। তত্তীর নিসন্ন মনোহর সুপুষ্পিত উদ্যান সকলকে বিবিধ কৌশলে সৌন্দর্য্য গুণাদিতে এমন সংযুক্ত করিলেন, যাহাতে আশু মনঃ শ্রবণ এবং নাসিকার সুখ সম্পাদন করিতে পারে ? ॥ ২৭ ॥

কারয়ামাস রাজর্ষিঃ পুণ্য শ্লোক ইবাপরঃ।
নানা বিধানি ভোজ্যানি সুপান্ন পায়সানি চ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। সাক্ষাৎ পুণ্য শ্লোক নল শিবি রন্তীদেব ও যুধিষ্ঠিরাদির তুল্য দ্বিতীয় রাজর্ষি কল্প মহারাজা বৃষভানু নিমন্ত্রিত জন নিকরের ভোজনোপযুক্ত নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পায়স, অন্ন, পিষ্টকাদি সূদ দ্বারা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

সূপানিচ বিচিত্রাণি মিষ্টানি শতশো মুনে।
ফলানি স্বাদুভূরীণি নানা দ্রব্যানি চানঘ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে ! হে নিষ্পাপ অঙ্গিরঃ ! আর বিবিধ প্রকার বিচিত্র ব্যঞ্জন, ও শত শত প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইলেন। এবং প্রভূত সুস্বাদু মধুর রসান্বিত নানাজাতীয় ফলসমূহ, অপর অনেক প্রকার ভক্ষ্যোপযোগিদ্রব্য সকল ও ভূরি ভূরি পক্কান্ন প্রস্তুতীকৃত করিলেন ॥ ২৯

মাংসানি মৃগজাতীনাং মেধ্যানাং বিবিধানি চ।
চৰ্ব্ব্য চোষ্যাণি লেহ্যানি পেয়ানি রসবন্তি চ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। যথা মেধ্য মৃগ জাতীয় মাংস নিচয়ের বিবিধ প্রকার স্বরস যুক্ত চৰ্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া স্থানে স্থানে সংস্থাপনা করাইলেন ॥ ৩০ ॥

দধিক্ষীর ঘৃতাদীনি নবনীতানি সৰ্ব্বতঃ।
ভূরীণি কারয়া মাস রাজ সিংহঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। প্রচণ্ড প্রতাপশালী মহারাজা রাজকেশরী ঘোষণা দ্বারা স্ববিষয়স্থ গোপদিগের দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে প্রভূত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি আনয়ন পূৰ্ব্বক প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন ॥ ৩১ ॥

ততোদিগ্‌ভ্যঃ সমুপেতু র্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
বেদেতিহাস মীমাংসা পুরাণাগম বাদিনঃ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর নানাদিক্ হইতে নিমন্ত্রিত ব্রহ্মবিৎ মুনিগণেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদ, ইতিহাস, মীমাংসা ও পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্র বেত্তা হয়েন॥ ৩৩ ॥

জ্যোতি র্ব্বেদান্ত বেদাঙ্গ ন্যায় তত্ত্ব বিচক্ষণাঃ।
পৃচ্ছন্তঃ কেচিদথতান্ শৃন্বন্তশ্চ তথা পরে॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল সমাগত পণ্ডিতগণেরা সভারোহণ পূর্ব্বক কোন কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিতেছেন, কেহ কেহ তাহাদিগের কৃত প্রশ্ন শ্রবণ করিতেছেন, অপরে প্রশ্ন শ্রবণানন্তর তৎপ্রতি পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন॥ ৩৪ ॥

ব্রুবন্তো বিব্রুবন্তশ্চ চলন্তইব বায়বঃ।
গ্রীষ্মতিগ্ম কররুচো জ্বলন্তো ব্রহ্ম তেজসা॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। কেহ কেহ বক্তার প্রতিবক্তা হইয়া প্রচলৎ বায়ুর ন্যায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাচালতায় যেন ঘোরতর ঝড় বহিতে লাগিল। গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যাহ্ন কালোদিত প্রচণ্ড রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সকলেই ব্রহ্ম তেজে জাজ্বল্যমান্॥ ৩৫ ॥

বৃদ্ধাঃ প্রবৃদ্ধা চরণাজিন কৌপীন বাসসঃ।
হবির্ভি র্দীপ্যমানাঃ স্ব প্রভয়েব হুতাশনঃ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। অপর কত শত বিদ্বান্ তর ধর্ম্মাচরণ শীল সন্ন্যাসীগণেরা কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী কেহবা চেলখণ্ড কৌপীনাচ্ছাদিত কটি ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, যেমন প্রভূত ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত স্বপ্রভাতে দীপ্যমান হুতাশন তৎসদৃশ কল্প হয়েন॥ ৩৬ ॥

ধমনীজাল সংচ্ছন্ন কলেবর ধরামুনে।
মেরুলগ্নো দরামাংসাঃ কোটরাবিষ্ট লোচনাঃ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। কত শত শত তপস্বীগণে আগমন করিলেন, হে মুনে! তাঁহাদিগের তপঃ ক্লেশে শিরাজাল সমুহে সমাচ্ছন্ন কলেবর, উদরের মাংস মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছে, সকলেরই চক্ষু কোটরে সংপ্রবিষ্ট, সকলেরই অতিশয় শীর্ণ দেহ॥ ৩৭ ॥

কৌপীনাজিন বাসোভিঃ পরীধানোত্তরীয়কাঃ।
আপিঙ্গায়ত কেশৌঘাজটা মণ্ডল মণ্ডিতাঃ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল উদাসীন সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কাহার মৃগচর্ম্ম

পরিধান উত্তরীয় বস্ত্রও মৃগচর্ম্ম; কাহার বা কৃষ্ণসারচর্ম্ম নির্ম্মিত কৌপীন তদ্দ্বারা সমাচ্ছাদিত কটিদেশ হয়, আপাদ লম্বিত দীর্ঘায়ত পিঙ্গলবর্ণ জটাজালে মণ্ডিত মস্তক মণ্ডল ॥ ৩৮ ॥

কমণ্ডলু ব্যগ্রকর দণ্ডাঙ্কিত করামুনে।
শাক্তশৈব বৈষ্ণবেন্দ্রাঃ সৌরাশ্চ গাণপত্যকাঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অপর শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য এই পঞ্চায়তনী দীক্ষায় দীক্ষিত দণ্ড কমণ্ডলুধারী মুনিগণেরাও সমাগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভরদ্বাজাত্রি গর্গাশ্চা গস্ত্য জৈমিনি গৌতমাঃ।
কশ্যপো জমদগ্নিশ্চ জামদগ্ন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। ভরদ্বাজ, অত্রি, গর্গাচার্য্য, অগস্ত্য, জৈমিনি, গৌতম। কশ্যপ আর জমদগ্নি ও জামদগ্ন্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র মুনি সমাগত হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিভাণ্ডকঃ কৌশিকশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মহামনাঃ।
দধীচী মিত্রাবরুণ বালিখিল্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। বিভাণ্ডক, কৌশিক, মহামতি মার্কণ্ডেয়, আর দধীচী, মিত্রা বরুণ, ও বালিখিল্যাদি সমাগত সহস্র সহস্র ঋষি ॥ ৪১ ॥

অসিতো দেবলো ধৌম্যো দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ।
অর্চ্চাবসুঃ সুমিত্রশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকো বলিঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। অসিত, দেবল, ধৌম্য, মহামুনি দত্তাত্রেয়, আর অর্চ্চাবসু সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক এবং বলি প্রভৃতি ॥ ৪২ ॥

বকো দাল্ভ্য স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।
সুমন্তু র্যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সসুতো লোম হর্ষণঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। বক ঋষি, দাল্ভ্য, স্থূলশিরা, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তৎপুত্র শুকদেব। আর দারুণ কর্ম্মা অথর্ব্ব বেদাচার্য্য সুমন্তু ঋষি, বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য, এবং পৌরাণিক সপুত্র লোমহর্ষণ ॥ ৪৩ ॥

গালবো বায়ুভক্ষশ্চ শাণ্ডিল্য সত্যপালকঃ।
এতেচান্যেচ মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ সসুতা মুনে ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। গালব, বায়ু ভক্ষক শাণ্ডিল্য, সত্যপালক, এই সকল মুনি এতভিন্ন পুত্র ও শিষ্যের সহিত আরও অনেকানেক মুনিরা আগত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

দিদৃক্ষবো মহারঙ্গ ভোক্তুকামা যথেষ্টতঃ।
অর্থকামা যোজকারি যোটুকামাশ্চ ভোদ্বিজাঃ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজগণেরা! বিবাহ দর্শনেচ্ছু অনেক ব্রাহ্মণ সুশোভমানা সভাদর্শন কামনায়, অপরে যথেষ্ট ভোজনীয় সামগ্রী ভোজনেচ্ছায় কত শত শত জন সমাগত হইয়াছেন, এতভিন্ন অর্থাকাঙ্ক্ষী ঘটক পাঠকগণ ও কুলবাচক স্তাবক ভট্টগণ সকল ঐ মহাসভায় সভাস্থ হইতেছেন ॥ ৪৫ ॥

কাশ্যপাঃ ভৃগবশ্চান্যে আত্রেয়াঙ্গিরসাঃ পরে।
বাশিষ্ঠাঃ পৌলহা হ্যত্রকৌশিকাশ্চ তথৈবচ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। অপর কাশ্যপ গোত্র, ভার্গবগোত্র, আত্রেয় গোত্র, আঙ্গিরস গোত্র, বাশিষ্ঠও পৌলহ গোত্র, এবং বিশ্বামিত্র গোত্রজাত বহুশঃ বিপ্র বংশ্যেরা সমাগত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্র বণিজো নাগরা স্তথা।
আযযু র্নগরং তস্য সূত মাগধ বন্দিনঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। এতভিন্ন অন্যোন্য ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণ এবং মহাসমৃদ্ধিশালী নগরবাসী বণিকগণ সকল মহারাজা বৃষভানুর নগরে বিবাহ দর্শনার্থ সমাগত, অপরভট্ট ও বন্দী ও মাগধীয় স্তুতি পাঠকগণেরা যে যেখানে ছিল সকলেই ঐ বিবাহ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আর অনাহুত নটবৈতালিকগণ, ও সহস্র সহস্র বার যোষিত গণেরা সমাগতা হইল ॥ ৪৭ ॥

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
সানুগাঃ সহভৃত্যাশ্চ সপরিচ্ছদ বাহনাঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেশ দেশান্তরীয় নিমন্ত্রিত রাজা সকল সবাহনে স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অমাত্য ও অনুগামী দাস এবং পুরোহিত গণের সহিত সমাগত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

গান্ধার রাজঃ শকুনিঃ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
অচলো বৃষকশ্চৈব কর্ণশ্চ রথিনাম্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। গান্ধার দেশাধিপতি সুবল পুত্র মহাবল পরাক্রম শকুনি আর অচল রাজ বৃষক, এবং অঙ্গদেশাধিপতি সর্ব্ব রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণ ॥ ৪৯ ॥

ততঃশল্যো মদ্ররাজো বাহ্লীকশ্চ মহাবলঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেশ্চে রঙ্গঃ কালিঙ্গক স্তথা ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর মদ্রাধিপতি গিরিদুর্গস্থ উত্তরাদিক্ পাতা শল্যরাজা এবং মহাবল পরাক্রান্ত বাহ্লীক রাজা, আর পৌণ্ড্রক রাজ বাসুদেব ও রঙ্গ রাজা, কলিঙ্গ রাজা প্রভৃতি তৎপুরে সকলেই সমাগত হইলেন ॥ ৫০ ॥

ভূরিভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তঃ কৌরব নন্দনাঃ।
অশ্বত্থামা কৃপোদ্রোণঃ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। ভূরি ও ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। আর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কুরুরাজার সহিত দ্রোণাচার্য্য মাগত হইলেন ॥ ৫১ ॥

দ্রুপদোধৃষ্ট কেতুশ্চ শাল্বশ্চ সসুতাইমে।
সাগরীয়াঃ পার্ব্বতীয়া ভগদত্তো বৃহদ্বলঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। আর পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শৌভপতি শাল্বরাজা পুত্রের সহিত সমাগত হইলেন। সাগরান্তবর্ত্তী উপদ্বীপবাসী ও পার্ব্বতীয় রাজা সকল এবং প্রাগ্জ্যোতিষপতি নরকরাজার পুত্র ভগদত্ত ও মহারাজা বৃহদ্বল ॥ ৫২ ॥

অকর্ষ কুন্তলশ্চৈব বারনশ্যান্ধ্রকা স্তথা।
দ্রাবিড়াঃ সৈংহলাশ্চৈব রাজা কাশ্মীরকাস্তথা ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। দাক্ষিণাত্য অন্ধ্রকরাজ, কাশীপুরাধীশ্বর, কুন্তল, অকর্ষ রাজা। আর দ্রাবিড় দেশীয় রাজা সকল, সিংহলাধিরাজ এবং কাশ্মীর অধিপতি ॥ ৫৩ ॥

সুদ্যুম্ন কুন্তিভোজাশ্চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বিরাট সহ পুত্রাভ্যাং শংখেনৈবোত্তরেনচ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা কোষলেন্দ্র সুদ্যুম্ন, কুন্তি ও ভোজরাজ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, এবং শঙ্খ ও উত্তর এই পুত্রদ্বয় সহিত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজা সমুপস্থিত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

সপুত্রঃ শিশুপালশ্চ দন্তবক্রো মহাবলঃ।
ভীষ্মশ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সপাণ্ডবাঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। সপুত্র চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপাল, আর করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্র। কুরুবংশীয় মহাপ্রতাপী ভীষ্ম, স্বপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

বসুদেবোগ্রসেনৌচ কংসো দেবক এবচ।
জরাসন্ধশ্চ মতিমান্ বৃষ্ণয়ো যাদবান্ধকাঃ॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। মাথুররাজ বসুদেব, উগ্রসেন, কংস ও দেবক প্রভৃতি যদুভোজ বৃষ্ণি অন্ধক বংশীয় রাজারা সকলেই আইলেন। এবং মগধাধিপতি সুবুদ্ধিমান মহারাজা বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ সবল বাহনে আগত হইলেন॥ ৫৬॥

অন্যেচ বহবস্তত্র নানা জনপদেশ্বরাঃ।
বৃত্তং বিবিৎসবস্তস্য কন্যারত্ন দিদৃক্ষবঃ।
আযযু র্নগরংতস্য সানুগাঃ স্বপরিচ্ছদাঃ॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। উপরি উক্ত রাজাগণ, এবং তদ্ভিন্ন অন্য নানা রাজ্যের রাজা সকল বিবাহ বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত, এবং কন্যারত্ন বৃষভানু নন্দিনীর রূপলাবণ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্ব স্ব পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অনুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে বৃষভানু রাজার নগরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন॥ ৫৭॥

আয়াৎসুতেষু সবৃষো রাজরাজেষুতেম্বথ।
অভ্যুত্থানাভি বাদাদা বর্হ্য নর্হ স্মহা মনাঃ॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল রাজ রাজেশ্বরগণ সমাগত হইলেন, তদ্দৃষ্টে মহামতিমান বৃষভানু স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে যথা যোগ্যানুরূপ অভিবাদন করতঃ সমাদরে সুপ্রীত রূপে সকলকে গ্রহণ করিলেন॥৫৮॥

তেষা মাবসথা ন্রাজা দিদেশাথ সুপুষ্কলান।
কৈলাসশিখর প্রখ্যান মনোজ্ঞান্ দ্রব্যসংযুতান্॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানু সমাগত রাজাদিগের নিবাসার্থ পূর্ব্বকল্পিত গৃহ সকল আদেশ করিলেন। সেই সকল গৃহ কৈলাস পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় অত্যুচ্চ, ও অতি ধবল বর্ণ, নানা বিধ মনোহর রাজোপযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ॥ ৫৯॥

সর্ব্বতঃ সম্বৃতানুচ্চৈঃ প্রাকারৈঃ সুবৃতৈঃ সিতৈঃ।
সুবর্ণ মাল্য রত্নৌঘ মণি কুট্টিম শোভিতান্। ৬০॥

অস্যার্থঃ। সকল গৃহই সর্ব্বতঃপ্রকারে সমান উন্নত, চতুঃপার্শ্বে সুশ্বেত বর্ণ প্রস্তর রচিত প্রাচীর দ্বারাপরিবেষ্টিত, সুবর্ণমালাতে সুমণ্ডিত, নানাবিধ রত্ন সমূহে এবং মণিময় কলিকাকার কলস দ্বারা পরিশোভিত হয়॥ ৬০

সুখারোহণ সোপানান্ মহার্ঘ সুপরিচ্ছদান্।
স্রক্‌সংঘ সমবচ্ছন্না নুত্তমা গুরু বাসিতান্॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গৃহের সোপান অতি সুখারোহ, সুপূজিত পরিচ্ছদে পরিশোভিত, এবং মাল্য নিচয়ে সমাচ্ছন্ন, উত্তম অগুরুগন্ধে গৃহান্তর সুগন্ধিত হয় ॥ ৬১ ॥

হংসক্ষীর প্রতীকাশা নাযোজন সুদর্শনান্।
অসম্বাধান্ সমদ্বারানুচ্চানুচ্চাবচৈর্গুণৈঃ।
বহুধাতু বিচিত্রাঙ্গান্ হিমবচ্ছিখরানিব ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। অনেক ধাতু চিত্রিত হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গেরন্যায় প্রতিভাসিত অপ্রতিম মন্দিরাদি সকল এক যোজন পথপর্য্যন্ত সুদর্শনীয়। অপ্রতিবন্ধ সমদ্বার বিশিষ্ট এবং উচ্চাবচ নানা গুণে সমন্বিত হয় ॥ ৬২ ॥

তেষু তেম্ববিশন্ হৃষ্টা রাজানো ভূরিতেজসঃ।
জ্ঞাতয়ো গোপসংঘাশ্চ কুটুম্বাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। সম্যক্ হর্ষযুক্ত মনে সমাগত অত্যুগ্রতেজস্বী রাজাগণ, এবং সহস্র সহস্র জ্ঞাতি বান্ধব গোপগণ আর আহুত কুটুম্ব গণ সকলে সেই সকল মনোজ্ঞ গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৩ ॥

আযযুর্নগরং তস্য সুবেশাভরণোজ্জ্বলাঃ।
অনোভিরনডুদ্যুক্তৈর্দধিক্ষীর ঘৃতানি চ।
নানা বিধানি ভূরীণি দ্রব্যান্যাদায় সর্ব্বশঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। নানাবিধ মনোহর বেশভূষা করতঃ বিচিত্র আভরণে উজ্জ্বলাঙ্গ স্ববিষয় বাসি গোপ সকল রাজ নিমন্ত্রিত হইয়া অনডুহ যোজিত শকটে দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি নানাবিধ বহুশ দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ করতঃ বৃষভানুর ভবনে সমাগত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

নাসন্ কেচিদ্বিমনসো নাসন্ কেচিদ্বিমানিতাঃ।
কথয়ন্তঃকথা বহ্বীঃ পশ্যন্ত নটনর্ত্তকান্ ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। আনন্দময়ীর শুভবিবাহোৎসবে কোন লোকই বিমনা নহে, আর আহুত রবাহুত আগত লোকের মধ্যে কেহই রাজা কর্ত্তৃক বিমানিত হয়নাই। নট ও নর্ত্তক দিগের নৃত্য দর্শন পূর্ব্বক বিবাহ সম্পর্কীয় নানা বিধা কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে আসিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

ভুঞ্জতাঞ্চৈব বিপ্রাণাং বদতাঞ্চ মহাত্মনঃ।
অনারতং শ্রুতস্তস্মিন্ প্রহৃষ্টানাং সহস্রশঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। এবং স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সকল মহাহর্ষে ভোজন করিতে বসিলেন, অবিরত তৎ কোলাহল শব্দে তৎস্থান মহা-

শব্দিত হইতেলাগিল, অর্থাৎ দীয়তাং দীয়তাং ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং খাদ্যতাং খাদ্যতাং। সর্ব্বদা এই মাত্র শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

দীয়তাং দীয়তা মস্মৈ পীয়তা পীয়তা মিদং।
খাদ্যতাং ভোজ্যতাং বিপ্রা মোদ্যতাং পচ্যতা মিতি ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। পরিবেশন দর্শক জনেরা পরিবেশন কারক বিপ্রগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্রাঃ! ইহাঁর পত্র শূন্য দেখিতেছি ইহাঁকে কিছু দাও, ব্যগ্রধী ব্রাহ্মণগণকে কহিতেছেন ও ঠাকুর গণেরা! খাও খাও,পেয়া-দিদ্রব্য সকল পান কর কেন ব্যস্ত হইতেছেন, মনস্বী না হইয়া স্বচ্ছন্দ যুক্ত চিত্তে ভোজনীয় সকল পরিমিত রূপে ভোজন করুন্ এমন বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিবেন যেন পরিণামে পরিপক্ক হয়?। ৬৭।

স্থীয়তাং গীয়তাং গীতং পঠ্যতাং ভণ্যতা মিতি।
গম্যতাং সুপ্যতা মস্মিন্ বিশ্যতাং পূজ্যতা মপি ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। কুটুম্ব পরিদর্শক জনেরা সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করতঃযথাযোগ্য কার্য্যে জন সকলকে নিয়োগ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহাদিগের বদনেরিত এইমাত্র শব্দ হইতে লাগিল। অহে তোমরা স্থিরহও স্থিরহও, অহে গায়ক গণেরা তোমরা গীত গাইতে আরম্ভ কর, হে স্তুতি পাঠকেরা স্তুতি পাঠকর, অহে কুলাচার্য্যগণ তোমরা সকলে কুলবর্ণন করহ। অপর দ্রব্য বাহক গণকে কহিতেলাগিলেন তোমরা দ্রব্যানয়নে যাও যাও বিলম্ব করিহ না। কুটুম্বাদির বাসগৃহে গিয়া কেহ কহিতে লাগিলেন, মহাশয়েরা এই স্থানে শয়ন করুন্ এইস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হউন্, এবলে উহাকে সে বলে তাহাকে যাও ভাই যাও নিমন্ত্রিত জনগণকে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করহ দেখো যেন কোনক্রমে অনাদর নাহয় ॥ ৬৮ ॥

ততঃ সদস্যৈ র্বহুভি র্ব্রাহ্মণৈ র্বেদবেদিভিঃ।
সর্ব্বমভ্যুদয়ার্থং স চকার পৈতৃকীং ক্রিয়াং ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর বহুতর বেদবিৎ সদস্য ব্রাহ্মণ গণের সহিত মহারাজা বৃষভানু অভ্যুদয়ার্থ সম্যক্ মাঙ্গলিক কর্ম্ম এবং পৈতৃকী ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

দেবান্ সদস্যান্ ব্রহ্মণ্যান ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্যচ।
দর্ভপাণিঃ প্রতীক্ষেত সতস্যা গমমঞ্জসা ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্যজপ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করণানন্তর অর্চ্চনাদ্বারা দেবগণের সন্তর্পণ করতঃ ব্রাহ্মণ গণকে দান মান পুরঃসর ভোজনাদি করাইয়া সন্তোষিত করিলেন। পরে সামাত্য

মহারাজা বৃষভানু কুশহস্ত হইয়া পরমানন্দ মনে বরসহ বরযাত্রগণের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।। ৭০ ।।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধা হৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি
সংবাদে রাধা বিবাহোৎসবো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ । ১৪ ।

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীরাধিকার বিবাহ মহোৎসব নামে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপনঃ ।। ১৪ ।।

পঞ্চদশ অধ্যায়ারম্ভঃ ।

অথ বরাগমন প্রস্তাব ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদাশ্রুত্য সসন্দেশং বৃষভানো র্মহাত্মনঃ ।
রূপং গুণঞ্চ কন্যায়াঃ মাল্যঃ সংহর্ষিতস্তদা ।। ১ ।।

অস্যার্থঃ। মহর্ষি অঙ্গিরাকে জগৎস্রষ্টা পিতামহ কহিতেছেন । বৎস ! শ্রবণকর । বরপিতা মাল্যক গোপরাজ মন্ত্রীসহ পুরন্ধ্রী গণের মুখে বৃষভানুর সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকন্যা শ্রীমতি রাধিকার রূপ গুণ বর্ণনা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিতমনা হইলেন ।। ১ ।।

সূতান্ বন্দিবরান্ প্রৌঢ়ান্মাগধান্ স্তুতি পাঠকান্ ।
বাদকান্ গাথকান্ দক্ষান্নটান্ বৈতালিকাং স্তথা ।। ২ ।।

অস্যার্থঃ। গোপশ্রেষ্ঠ মান্যবর মাল্যক পুত্র বিবাহ উৎসবে বৃষভানু পুরগমনোন্মুখ হইয়া ভট্ট কুলাচার্য্য স্তুতিপাঠে সুনিপুণ মাগধীয় বন্দিগণকে এবং নটনটী বৈতালিক গণকে, আর বিশিষ্ট বাদ্যকর ও সংগীত্ত্র কুশল গায়ক গণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করিলেন ।। ২ ।।

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রান্ বণিজানন্ত্যজান্ বহুন্ ।
বান্ধবান্ জ্ঞাতি সুহৃদঃ কুটুম্বান্নগরৌকসঃ ।। ৩ ।।

অস্যার্থঃ। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও নানা পণ্যজীবী বণিক গণ ও সৎশূদ্রগণ আর বহুতর অন্ত্যজাতিজন্ সকলকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনয়নপূর্ব্বক, জ্ঞাতি কুটুম্ব সুহৃৎগণ ও প্রতিবাসি নগরীয়লোক সকলকে নিমন্ত্রণ দ্বারা আপনভবনে আনয়ন করিলেন ।। ৩ ।।

গুরূন্ পুরোহিতামাত্যান্ মুনীন্ ব্রহ্মবিদস্তথা ।। ৪ ।।

অস্যার্থঃ। গুরুবর্গীয় জন সকলকে আর অমাত্যগণ ও পুরোহিতগণ এবং ব্রহ্মবিৎ মুনীগণকে যত্নপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ।। ৪ ।।

মিত্রদক্ষং সাবরজং সজ্ঞাতিং সসুতংতথা।
সভার্য্যং সানুগঞ্চাপি সধনং সপরিচ্ছদং ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মাল্যক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মদনের শ্বশুর মিত্রদক্ষকে সহভ্রাতা, সপুত্র, সভার্য্য, সধন পরিচ্ছদ যুক্ত ও অনুগামী জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ॥ ৫ ॥

বসুসেনং দুর্ম্মদস্য শ্বশুরং সহবান্ধবং।
সজ্ঞাতিং সসুতঞ্চাপি সভৃত্যবলবাহনং ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। দ্বিতীয় পুত্র দুর্ম্মদ তাঁহার শ্বশুর বসুসেনকে সপুত্র কলত্র, জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব বাহন সামন্ত দাসদাসীগণের সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ৬ ॥

বসুংযামুনকাধীশং সজ্ঞাতি সুতবান্ধবং।
দমস্য শ্বশুরং মান্যং মহাকুল সমুদ্ভবং ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। তৃতীয় পুত্র দম, তাঁহার শ্বশুর মহাকুলীন মহদ্বংশ প্রসূত যমুনাতীরস্থ বিষয়ের অধিকারী বসু; সপুত্র, সবান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব কলত্র সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বৈবাহিক পুরে বৈবাহিক নিমন্ত্রণে সমাগত হইলেন ॥ ৭ ॥

যশোদাং নন্দগোপঞ্চ সকৃষ্ণ বলদেবকং।
সোপনন্দমহানন্দ প্রনন্দ পরিনন্দকং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণবলরামের সহিত, আর উপনন্দ, মহানন্দ, প্রনন্দ, পরিনন্দ প্রভৃতি গোপ প্রবরগণের সহিত প্রধান জামতা নন্দকে ও যশোদা কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ॥ ৮ ॥

সুদ্যুম্নং কুটিলাঞ্চৈব সভৃত্য বলবাহনং।
সবন্ধুং সানুগঞ্চাপি সজ্ঞাতি সুহৃদং তথা ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। এবং সভৃত্যবর্গ, বলবাহন, বন্ধুবান্ধব, অনুগতজন এবং জ্ঞাতি ও সুহৃৎ বর্গ প্রভৃতির সহিত মধ্যমজামাতা কুটিলা পতি সুদ্যুম্ন ও মধ্যমা কন্যা কুটিলাকে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আপন ভবনে আনয়ন করিলেন ॥ ৯ ॥

হেমং প্রভাকরীঞ্চৈব সভ্রাতৃপিতৃকং তথা ॥
সবন্ধুজ্ঞাতি সুহৃদং সমিত্রং সপরিচ্ছদং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। কনিষ্ঠা কন্যা প্রভাকরীকে ও কনিষ্ঠ জামাতাকে পিতা, ভ্রাতা সুহৃৎমিত্র বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতিগণের সহিত এবং সবাহন দাস দাসী পরিচ্ছদ সমন্বিত নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ১০ ॥

আনিনায় মহাযানৈ রথ্যৈঃ করিবরৈস্তথা।
অনোভি রনডুদ্যুক্তৈ রথৈ রুচ্চা বচৈরপি ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। মহাঢ্য মাল্যক, এই জামাতা ব্রকে সপরিবার মহা পায়া, ও অশ্ব হস্তী দ্বারা এবং অনড্বাহযুক্ত শকট ও নানাবিধ বাহন যুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া সমাদরপুর্ব্বক আনয়ন করিলেন ॥ ১১ ॥

দেবানভ্যর্চ্চয়া মাস ব্রাহ্মণৈ র্বেদ বাদিভিঃ।
নানোপহার বলিভিঃ পুণ্যেষ্বায়তনেষু সঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহামতি মাল্যক বেদবাদী ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারা প্রতি দেবালয়ে নানা উপকরণ ও পশুপুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবতাদিগের পূজা করাইলেন ॥ ১২ ॥

দৈবপৈতৃক মার্ষঞ্চাভ্যুদয়ায় তদাকরোৎ।
কর্ম্মসর্ব্বং তদামাল্যো দেবকল্পৈ র্মহর্ষিভিঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। মাল্যকগোপবর অভ্যুদয়ার্থ দৈব, পৈতৃক এবং আর্ষকর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করিলেন। অর্থাৎ গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা ও মার্কণ্ডেয়াদি চিরজীবীগণের পূজা বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্যজপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করতঃ দেবতুল্য মহর্ষিগণের দ্বারা অপর মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমুদায় যথা বিধানে যথা সময়ে সমাপন করাইলেন। অর্থাৎ ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বাস্তুদেব, পঞ্চানন, সুবচনী এবং জলকুমারী প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চ্চনা করাইলেন ॥ ১৩ ॥

অথ বরেরসহিত বরযাত্রগণের যাত্রা।

সমাদায় সর্ব্বানীমন ব্রাহ্মণৌঘান্।
বণিক্ গোপ গোপী নৃপক্ষত্র বৈশ্যান্।
লসদ্ধেমনিষ্কাংশ্চলৎ কুণ্ডলৌঘান্।
লসচ্চিত্র দামস্ফুরচ্চিত্র দেহান্ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গমনোন্মুখ বরযাত্র গণের শোভা বর্ণন করিতেছেন। সমাগত মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, আঢ্যতম বণিকগণ, গোপ গোপীগণ, ও ক্ষত্রিয়রাজা ও বৈশ্য শূদ্রাদিগণ, সকলেই স্বর্ণমালামণ্ডিত পরিশোভিত স্কন্দালিত কুণ্ডলবান্, বিচিত্র মণিমালা ও পুষ্পমালাতে পরি শোভিত কলেবর, সেই সকলকে মাল্যক সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন ॥ ১৪ ॥

নানাভরণ সংচ্ছন্নান্নানাযুধ লসৎকরান্।
রথিনো রথমারূঢ়ান্ লসদম্বর ভূষিতান্ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। অপর নানাপ্রকার অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন অলঙ্কৃত দেহ, নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রকর কঞ্চুকোষ্ণীষধারী, বিবিধ বস্ত্রোপশোভি সুভূষিত রথীগণ রথারোহণ পূর্ব্বক বরানু গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

কেচিদশ্বেষু করিষু কেচিদ্রথবরেষুচ।
অনঃস্বুকেচিদব্যগ্রাঃ শিবিকাসু সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। কোনকোন ব্যক্তিরা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ হস্তীস্কন্ধে, কতক লোক উত্তম রথে, অপরে অব্যগ্রচিত্তে শকটে আরোহণ করিয়া এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি শিবিকা রূঢ় হইয়া চলিলেন ॥ ১৬ ॥

চর্ম্মী বর্ম্মী রথী খড়্গী শরী তূণীচ তোমরী।
মুদ্গারী মুষলী শূলী গদী চক্রী বরোষ্ণিষী।
ভিন্দীপালী বিপাশীচ জগ্মুঃ শক্তিমদাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। অপর চর্ম্ম বর্ম্মধারী রথী সকল, শরতূণধারী ধানুষ্কীগণ ও তোমর মুদ্গার, মুষল, শূলপাণীনিকর, গদা, চক্র ও উত্তম উষ্ণীষধারী সমূহ, বিপাশ ভিন্দীপাল ও শক্তিধারী ইত্যাদি সামন্তগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বরের দুই পার্শ্বে অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সুসজ্জীত সৈন্য-গণের শোভা সন্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন ॥ ১৭ ॥

রক্তসূত্র লসদ্বাহুং বিচিত্রাম্বর ভূষণং।
আরোহয়দ্যান বরং কৃতকৌতুক মঙ্গলং।
আয়ানং করমব্যগ্র শস্ত্রপাণিং বরাসনং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর রক্তসূত্রবদ্ধ বাহু, সুশোভিত বরার্হ বিচিত্র বস্ত্রা-লঙ্করণ ও মুকুটধারণে পরিশোভিত, অব্যগ্র মনা অস্ত্রহস্ত বরবেশধারী আয়ানকে কৃত কৌতুক মঙ্গলে শুভক্ষণে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করাই-লেন ॥ ১৮ ॥

অনুজগ্মুস্ততঃ সর্ব্বে গোপালাঃ সর্ব্বভূষণাঃ।
খেলন্তশ্চবদন্তশ্চ হসন্তশ্চ তথা পরে ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব ভূষণে ভূষিত গোপালক গণেরা খেল গতিদ্বারা নানা বিধা কথার জল্পনা পূর্ব্বক পরিহাস্য করিতে করিতে বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

গর্জ্জন্তশ্চ প্লবন্তশ্চ গায়ন্তশ্চ তথাপরে।
নৃত্যন্তশ্চ তথৈবান্যে পশ্যন্তঃ খেল খেলকং ॥ ২০ ।

অস্যার্থঃ। অপর কেহ গভীরস্বরে গর্জ্জনপূর্ব্বক উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন

গতিতে, নাচিতে নাচিতে, কেহবা মনোহর শ্রবণ রসায়ণ গীত গাইতে গাইতে, কেহবা অন্যোন্য অনুযাত্র খেলক দিগের খেলা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

আযযুর্নগরাভ্যাসং বৃষভানো র্মহাত্মনঃ।
দূতং মাল্যঃ প্রহৃষ্টেন প্রৈষীৎ স্বান্তেন ভূসুরং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। মহামতি বরকর্ত্তা মাল্যক বরসহিত মহাত্মা বৃষভানুর নগর সন্নিধানে সমাগত হইয়া আপনাদিগের আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি সুবুদ্ধিমান প্রিয়ম্বদ শান্তমনা এক জন ব্রাহ্মণ দূতকে সত্বর বৃষভানু ভবনে প্রেরণ করিলেন ॥ ২১ ॥

বৃষঃ শ্রুত্বা সহামাত্যঃ সগণঃ সপুরোহিতঃ।
অভ্যুত্থানার্থ মায়াত যত্রমাল্যো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। দূতমুখে বরাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করতঃ সহর্ষে মহামনা বৃষভানু তাঁহার দিগের অভ্যুত্থানার্থ স্বজন সুহৃৎগণ ও পুরোহিত সহিত যথায় মাল্যক অবস্থিতি করিতে ছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥

তানাদায় বৃষঃ প্রায়াৎ স্বপুরং সমহামনাঃ।
তানাগতান্ বহুবিধান্ দ্রষ্টুকামাঃ পুরৌকসঃ।
গবাক্ষ জালৈঃ সংচ্ছন্নৈঃ প্রাসাদান্ রুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। তত্রোপস্থিত হওনানন্তর মহামনা বৃষভানু স্বীয় বৈবাহিককে বর ও বরযাত্রগণের সহিত সমাদরপূর্ব্বক স্বপুরে লইয়া চলিলেন। সেই সকল সমাগত বরযাত্রগণের সহিত বরকে দেখিবার অভিলাষে কত শত শত নগর বাসিনী নারীগণেরা অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছাদে আরোহণ করিতে লাগিলেন। অপর কত কত ললনাগণে চীকদ্বারা সমাচ্ছন্ন গবাক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া বরকে দেখিতেছেন ॥ ২৩ ॥

গীতৈ র্বাদ্যৈঃ সিংহনাদৈঃ শূরাণাং গর্জ্জিতাং মুনে।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব নভঃ সংপূরিতানি হি ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! বরানুযাত্র গায়ক দিগের সংগীতরবে, এবং নানাবিধ বাদ্য কোলাহলে, আর সৈন্য সামন্তের সিংহনাদ ধ্বনিতে, অপর মহাবীরভাগের গর্জ্জনে দিক্ বিদিক্ প্রতিনাদিত হইতে লাগিল, এবং সমস্ত গগণ মণ্ডলও এককালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

ততোযানা দবারুহ্যাঙ্কগ কৃষ্ণং বরং পুরং।
আনিনায় বৃষো রাজা সভৃত্য বলবাহনং ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পুরদ্বারপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্কগত আয়ান রথেহইতে অব

ত্বরিত হইলেন। মহারাজা বৃষভানু অনুযাত্র সৈন্য সামন্ত ও দাসগণের সহিত সেই বরকে সম্মান পুরঃসর পুরাভ্যন্তরে সভাতলে আনয়ন করিলেন ॥ ২৫ ॥

সানুগংসহবন্ধুংচ সজ্জাতি ব্রাহ্মণং মুদা।
বরয়িত্বা বরং বৃষ্যা মাশ্বিতা মাহিতা সনঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। আহিতাসন বৃষভানু মহাহর্ষে সহবন্ধু বান্ধব ও অনুগামী জনগণ এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বরকে মহাহর্ষে বরাসনে উপবেশন করাইয়া বরণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

শুচিঃ শুচং দর্ভপাণির্দর্ভপাণিং বৃষস্তথা।
দেবাগ্নি পুরতো বিপ্রেঃ স্বস্তিবাচ্যচ ভূসুরাঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভূদেবগণেরা! পাদ প্রক্ষ্যালন পূর্ব্বক কৃতাচমন পবিত্র দর্ভপাণি বর উপবেশন করিলেন। অনন্তর কুশহস্ত বৃষভানু দেবতা ও অগ্নির পুরতোভাগে বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্থিবাচন করাইলেন ॥ ২৭ ॥

সমর্চ্চ্য মধুপর্কাদ্যৈ বস্ত্রাভরণ মাল্যকৈঃ।
আনায্যালঙ্কৃতাং কন্যা মযোনিজ শুভাননাং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পাদ্যাসন মধুপর্ক বসন ভূষণ অলঙ্করণ গন্ধ পুষ্প মাল্যদ্বারা বরের অর্চ্চনা করণানন্তর অযোনিসম্ভবা শুভাননা স্বীয়া কন্যাকে নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া মহারাজা ছায়ামণ্ডপে সমানয়ন করিলেন ॥ ২৮ ॥

ক্ষৌমার্ঘ বরমাণিক্য রত্নাখচিতমম্বরং।
বিভ্রতীং রক্তসূত্রাণি করে সব্যে মনোহরাং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বমনোহারিণী ঐ কন্যা মাণিক্যাদি বররত্নে খচিত রাজোপযোগ্য ক্ষৌমবস্ত্র পরিধায়িনী, বামকরে আবদ্ধ রক্তসূত্রে পরম শোভিতা ॥ ২৯ ॥

মালতী মল্লিকা দামচ্ছন্না দুন্দুভিকো পমৌ।
দোদুল্যমানা বায়ত্যা শ্যামাস্যৌ বর্ত্তুলৌ কুচৌ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। শোভন ন্যুব্জীকৃত দুন্দুভি ন্যায় সমসুবর্ত্তুল শ্যামবর্ণ চুচুক পয়োধর যুগল গন্ধবতী মালতী ও মল্লিকা মালে সমাচ্ছন্ন; আগমন কালে গুরুতরভরে দোদুল্যমান হইল ॥ ৩০ ॥

দধতীং গুরুজঙ্ঘোরু ভরা নম্র কটিস্থলাং।
বিহরন্তী মনোযূনাং কটাক্ষোঘৈ রিবাগতাং ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুতর জঙ্ঘা দ্বয় ও গুরুতর উরুস্থলভরে আনম্রিভ কটি

দেশ, নয়নযুগল ভঙ্গিমাদ্বারা যুবা পুরুষদিগের মনোহারিণী রূপে পরিণয় সভায় সমাগতা হইলেন ॥ ৩১ ॥

বীক্ষ্যসর্ব্বে মনোজন্ম বিশিখা ক্লুপ্ত মানসাঃ।
সর্ব্বে মোহমিতস্তত্র নাসন্ কেচিৎ সসংজ্ঞকাঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। সভাস্থ সকলে তদ্রূপলাবণ্য সংবীক্ষণ করতঃ স্মর শরাহত মানস হইয়া এককালে সকলেই মহামোহ বশগত হইলেন। তৎকালে সে সভায় পুরুষ মধ্যে কেহই চৈতন্য সম্পন্নছিলেন না ॥ ৩২ ॥

ততস্তাং চারু সর্ব্বাঙ্গীং বৃষোদিৎ সুস্তমীক্ষ্যসঃ।
ধাঙ্ক্ষায়েব পুরোডাশ মধ্বরে মাধবো রুষা।
আয়ানাঙ্কগ কৃষ্ণস্তু পুংস্ত্বা দপনয়ং স্তদা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন ব্যক্তি বরের আসন হইতে শস্ত্র সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞীয়ঘৃত কাককে প্রদান করারন্যায় বৃষভানু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মনোহারিণী কন্যা আয়ানকে দানকরিতে ইচ্ছুক হইলেন, অযোগ্য বিবেচনায় আয়ানক্রোড় স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরমরোষে তাহার পুরুষার্থাপহরণ করিলেন অর্থাৎ আয়ানকে নপুংসকত্ব প্রদান করিলেন ॥ ৩৩

দ্বিতীয়ং প্রকৃতিং তস্মা দায়ানায়া দদৎ ক্ষণাৎ।
যস্যেঙ্গিতৈ র্লয়ং যান্তি ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তস্যা বিবিৎসিতং কর্ম্ম কোবা বারাযতুং ক্ষমঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। তৎক্ষণাৎ আয়ানের পুরুষত্ব নিবারণ পূর্ব্বক স্বভাবের বিপরীত স্বভাব তাঁহাকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণেঙ্গিত মাত্র আয়ান দ্বিতীয় প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত যে হইলেন, সেকর্ম্ম ভগবৎ সম্বন্ধে বিচিত্র নহে, যেহেতু যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও লয় হয়, তাঁহার অকরণীয় কার্য্য জগতে কি আছে? সেই অচিন্ত্য অব্যয় পরম পুরুষের বিবেচনা সিদ্ধবিধেয় কর্ম্ম নিবারণ করিতে কে শক্তিমান হয়? ॥ ৩৪ ॥

প্রিয়ায়া লিপ্সিতং যত্তু বিধায়োরুক্রমস্তদা।
প্রসারিত করো বাঢ় মুবাচ তদনন্তরং ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। উরুক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতি রাধিকার মনোভিলষিত যে প্রার্থনা তাহা সংপূর্ণ করতঃ আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কন্যারত্নের পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদনন্তর বাঢ়ং ইতি প্রতিগ্রহ সূচক বাক্য কহিলেন ॥ ৩৫ ॥

সতদ্ধস্তে দদভানু র্দক্ষিণা রত্ন সঞ্চয়ং।।
নাজ্ঞাসীত্তস্য তদ্বৃত্তং কিঞ্চিদ্রাজা তদামুনে।। ৩৬।।

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অঙ্গিরা! বৃষভানু রাজা কন্যাদান করতঃ তদ্দক্ষিণা স্বরূপ কতকগুলি রত্ন সঞ্চয় শ্রীকৃষ্ণ হস্তে প্রদান করিলেন শ্রীকৃষ্ণও স্বস্তি বলিয়া লইলেন, কিন্তু এতাদৃক্ তদ্বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎ মাত্রও উপলদ্ধি করিতে পারিলেন না। অন্যাপরে কাকথা ইতিভাবঃ। ৩৬

ততঃপরম সংহৃষ্টঃ পারিবর্হং মহাধনং।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং বহ্বর্ঘক্ষৌম বাসসাং!
দাসানাং শতশস্তস্মৈ জামাত্রে মুদিতাত্মবান্।। ৩৭।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর পরমহৃষ্টমানসে মুদিতাত্মা রাজা বৃষভানু নানা বিধ ধন এবং রাজার্হক্ষৌম বস্ত্র পরিধায়িনী সুবর্ণমালা মণ্ডিতা শত শত দাসী ও শত শত দাস জামাতাকে যৌতুক দিলেন।। ৩৭।।

করিণাং ষষ্টিবর্ষাণা মশ্বানাং দ্বেশতে তদা।
রথানাং রত্নমাণিক্য বরশস্ত্র রথিস্রজাং।
পঞ্চাশতং দদৌতস্মৈ গবাং পঞ্চশতংতদা।। ৩৮।।

অস্যার্থঃ। এবং ষাটিবৎসর বয়স্ক দুইশত হস্তী, আর দুইশত তুরঙ্গম, মণি মাণিক্য রত্ন ভূষিত মণিমালা মণ্ডিত অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত রথির সহিত পঞ্চাশৎ উত্তম রথ এবং প্রভূত দুগ্ধবতী সবৎসা পঞ্চশত গাভী জামাতাকে বৃষভানু প্রদান করিলেন।। ৩৮।।

বহ্বর্ঘাণিচ বাসাংসি কম্বলা ন্যজিনানি চ।
রত্নমাণিক্য ভূরীণি মণিহীরক ভূষণং।
গ্রামান্ শতং পদাতীংশ্চ খরোষ্ট্র মহিষান্ বহূন্।। ৩৯।।

অস্যার্থঃ। এবং বহুমূল্যবান বস্ত্র, কম্বল, রাঙ্কব, অজিনাদি, মণি মাণিক্যপ্রভৃতি রত্ন নিকর, এবং মণিময় ও হীরকময় বহুশ ভূষণাদি, বহুশত পদাতি সৈন্য, অনেক সংখ্যক গর্দ্দভ উষ্ট্র ও মহিষ, আর একশত গ্রাম জামাতাকে যৌতুক দিলেন।। ৩৯।।

সংতোষ্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ বৃদ্ধান্ পঙ্গূন্ জড়ান্ বহূন্।
অনাথান্ কৃপণান্ বালা মাতৃপিতৃ বিহীনকান্।
বাদকান্ গাথকান্ সূত নট মাগধ বন্দিনঃ।। ৪০।।

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু অনাহুত বহুসঙ্খ্যক ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, পঙ্গু, জড় ও অনাথ দীন দরিদ্র সকল, আর মাতৃ পিতৃহীন বালক

এবং বাদ্যকর, সংগীতনায়ক, স্তুতি পাঠক সূত মাগধ বন্দীগণ ও নটনর্ত্তক গণকে প্রভূত ধনদান দ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় করিলেন ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞাগোপান্ সুমর্হন্ বহুমান পুরঃসরং।
ততঃ সংভূয়তে সর্ব্বে দম্পতীতৌ মুদান্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর, সমাগত রাজাগণ, এবং পুজণীয় জন গণকে বহু মানপুর্ব্বক বিদায় করিলেন। তাঁহারা সকলেই পরম হৃষ্টমানসে বর কন্যাদ্বয়কে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদানে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

লব্ধাশিষৌ কৃতনমস্কারৌ যান মরুহ্যতাং।
স্বং স্বং যান মবারুহ্য স্বং স্বং ধামযযু র্মুদা ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। বর বরাঙ্গনা তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পুর্ব্বক সকলকে নমস্কার করতঃ বর যানে আরোহণ করিলেন। ততঃ পর আর আর সকলে হর্ষ মনা হইয়া আপন আপন যানারূঢ় হইয়া আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

ততঃ প্রভৃতি গোপেন্দ্রবাল আয়ান উষ্ণকং।
দীর্ঘঞ্চ মুমুচেশ্বাসং নশর্ম্ম লভতে কদা ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মাল্যক বরকন্যাকে মহাসমৃদ্ধি পুর্ব্বক জাঁকজমক করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর অবধি গোপ্রেন্দ্র বালক আয়ান দীর্ঘোষ্ণনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সর্ব্বদাই চিন্তাবারিধিতে নিমগ্ন কোনদিনই আপনার প্রসন্নতা সাধন করিতে পারেননা ॥ ৪৩ ॥

শয়নাসন মেবাদৌ গমনাশন মজ্জনে।
দীর্ঘচিন্তা পরীতাত্মা বিলপন্ বিরুবন্মুহুঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় দীর্ঘ চিন্তাতে আপন্ন আয়ানের শয়ন উপবেশন গমন ভোজন স্নানাদিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সুখবোধহয়না, আমার এ কিদশা হইল ইহাই মনে মনে সর্ব্বদা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া দিবসাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

নকিঞ্চিদ্রুরুচেতস্য সদান্য মানসঃ স্থিতঃ।
তথাভূতন্তমাজ্ঞায় বয়স্যাস্তস্য গোপকাঃ।
পপ্রচ্ছুঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং তদাশোকস্য কারণং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ান সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, কিঞ্চিন্মাত্রও মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার বয়স্য গোপবালকেরা তথা ভূত তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শোকের কারণ কি ? ইহা অব

গত হওনাকাঙ্ক্ষায় একদা সম্যক্ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

পৃষ্টঃ সর্ব্বমশেষেণ ত্বানাচক্ষ্যৌ তদাশুচা।
দহ্যমানো দিবারাত্রৌ আয়নো গোপবালকান্ । ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল গোপবালক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি শোকে দন্দহ্যমান আয়ান আপনার সাম্প্রত প্রাপ্তাবস্থার বিবরণ ঐ সকল সমবয়স্য গোপবালক দিগকে বিশেষরূপ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন ॥ ৪৬ ॥

তেতস্মাৎ সর্ব্ববৃত্তান্ত মাজ্ঞায় মাল্যকেতদা।
জটিলায়ৈচ তৎসর্ব্ব মাচক্ষু গোপদারকাঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ানের স্থানে তদবস্থার সকল বিবরণ বিজ্ঞাত হইয় গোপবালক সকল অতিসত্বর গমনে গিয়া আয়ানের পিতা মাল্যক্কে এবং তন্মাতা জটিলাকে বিস্তারিত করিয়া কহিলেন ॥ ৪৭॥

এতদ্বিপ্রিয় মাকর্ণ্য দম্পতীতৌ শুচার্দ্দিতৌ।
দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয়ৌ মূর্চ্ছিতা বাসতাং তদা ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। বালকদিগের মুখে পুত্রের বিতথাবস্থার কথা শ্রবণ করতঃ মাল্যক ও জটিলা উভয়েই অতিশয় শোক পীড়িত হইলেন, এবং সাতিশয় দুঃখিত ও সন্তাপিত চিত্তে মূর্চ্ছিত প্রায় অবসন্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে
ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে রাধোপযানং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীমতিরাধিকার বিবাহানন্তর গোকুলে মাল্যক গৃহাগমন নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ সমাপনঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন।

ব্রহ্মোবাচ।

যমুনোপবনে রম্যে বল্লীকুসুম গন্ধিতে!
মল্লিকা জাতিবকুল যূথীলকুচ সঙ্কুলে॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে মুনিবর অঙ্গিরা! অনন্তর শ্রীরাধা কৃষ্ণের যে রূপে মিলন হইয়াছিল, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর ইত্যাভাসঃ।

কদাচিৎ কলিন্দনন্দিনী তীরে মনোরম লতামণ্ডিত, নানাবিধ প্রস্ফু-টিত প্রসুন গন্ধে সুগন্ধিত, মল্লিকা বকুল জাতি যূথী এবং লকুচ তরু সমূহে সমাকীর্ণ উপবন সকল ॥ ১ ॥

মঞ্জুভ্রমর সংঘুষ্টে লতাকুঞ্জ শতাবৃতে।
চারুচন্দ্রকরৈ র্জুষ্টে সর্ব্বেষাং মন্মথাস্পদে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বনস্থল লতানির্ম্মিত শত শত কুঞ্জভবনে সমাবৃত, বিকসিত কুসুম রাজিতে মধুলোলুপ প্রমত্ত মধুকর নিকর মধুপানাসক্ত হইয়া সুমধর স্বরে ঝঙ্কারধ্বনি করিতেছে, এবং সমুদিত মনোহর শশধর কিরণ পাতে সুশোভিত মকর কেতনের সমাশ্রিত স্থান, অর্থাৎ সর্ব্বজনের স্মরোদ্দীপক হয় ॥ ২ ॥

দেবকী নন্দন শ্রীমান্ বৃতো গোপার্ভকৈস্তদা ॥
বীক্ষ্য সর্ব্বং বনং রন্তুং মনশ্চক্রে স্মরোৎসবে ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। তৎকালে কতকগুলি গোপ বালকের সহিত শ্রীমৎ দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবম্ভূত বনরাজীর শোভা অবলোকন করতঃ মদন মহোৎ-সবে সেই সকল বনে রমণ করিতে মনোযোগ করিলেন, অর্থাৎ রমণী গোষ্ঠী লইয়া ক্রীড়া করিতে অভিলাষুক হইলেন ॥ ৩ ॥

বেণুনাহ্বায়য়া মাস রণন্মঞ্জুরবেণ চ।
অনঙ্গ শরসংভিন্ন হৃদয়াং রাধিকাং বনে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। গোপী বিহারেচ্ছু ভগবান ভূতভাবন গোবিন্দ, অনঙ্গ বর্দ্ধন সুমধুর বেণু ধ্বনি করতঃ কুসুম শর সংবিদ্ধ হৃদয়া শ্রীমতিরাধি কাকে সেই বনমধ্যে আহ্বান করিলেন ॥ ৪ ॥

এহ্যেহি চারু সর্ব্বাঙ্গি রাধে মৎ প্রীতিদায়িনি।
নির্ব্বাপয়িষ্যে কামাগ্নিং ত্বদাশ্লেষাম্ভসিপ্রিয়ে ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বেণুস্বরে সংকেতানুসারে শ্রীমতিকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে শ্রীমতি রাধে! হে মন্মনঃ প্রীতিদায়িনি! হে মনোহর সর্ব্বাঙ্গি! হে প্রিয়ে! এই নির্জ্জন বিপিনে তুমি সত্বর দ্রুতপদে আগমন কর। আমি স্মর শররানলে অত্যন্ত সংদগ্ধ হইতেছি, এক্ষণে তোমার আলিঙ্গন রূপ সুশীতল সলিলাবগাহন করতঃ সুতীব্র মদনানলকে নির্ব্বাপণ করিব ॥ ৫ ॥

মৃতং জীবয় মাং ভীরু মারবাণৌঘ জর্জ্জরং।
ত্বেধরামৃত দানেন চারুসর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! হে সুশোভন চরিতে! হে সাধু-শীলে! খরতর সমূহ স্মর শরাঘাতে জর্জ্জরীভূত মৃতপ্রায় হইয়াছি! হে ভীরু! তোমার অধরামৃত প্রদানদ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত করহ। আর যন্ত্রণা জালে আবদ্ধ হইয়া আমি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিনা? ইতিভাবঃ॥ ৬ ॥

ইতি বেণুরবং শ্রুত্বা প্রবৃদ্ধানঙ্গ কশ্মলা।
সংজ্ঞয়া তাং সখী বুদ্ধ্বা বেণুনাকৃষ্ট মানসা॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃত সংকেত বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র শ্রীমতি রাধিকা অতিশয় কাতরা এবং বর্দ্ধমান মদনমোহে মূর্চ্ছিত প্রায়া হইলেন। ইঙ্গিতানুসারে তৎসখী গণেরা তাঁহার স্মরভাবের উপলব্ধি করিলেন, অর্থাৎ শ্রীমতিরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ কৃত বংশীরবে আকর্ষিত মনা হইয়া বিজ্ঞান হীনা হইয়াছেন॥ ৭ ॥

বিহায় শয়নাদীনি মনোগন্তুং সমাদধে।
তন্মনস্কা তদালাপা তদনু ধ্যানতৎপরা॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। বেণু সংকেত শ্রবণাবধি শ্রীমতি রাধা শয়ন, উপবেশন অশনাদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃষ্ণগতমনা হইয়া তদ্গুণালাপ ও তদ্রূপ ধ্যান পরায়ণা এবং তদন্তিক গমনে সর্ব্বক্ষণ মনোধারণা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গিয়া সেইচিত্তহর মদনমোহন রূপ দর্শন করিব এইমাত্র মানসে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন ইতি ভাবঃ॥ ৮ ॥

তদ্বেণুগীত হৃদয়া তদ্গুণ শ্রবণে রতা॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে বৃষভানুনন্দিনী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তা হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ গুণগান শ্রবণে নিরতা হইলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণালাপ শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার আর কোন আলাপ মাত্র শ্রবণেচ্ছা হয় না। এতাদৃশী ব্যস্ত সমস্তা হইয়া স্বীয়া সখীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে প্রিয়তম কান্ত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনবেশে অবস্থান করিতেছেন॥ ৯॥

আরাত্তা বীক্ষ্য আয়াতা যোষিতো ধোক্ষজো হসন্।
আহূতা মোহয়ন্ বাচা বহিঃ কঠিনয়া মুনে॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস!

সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বসন্নিধানে শ্রীমতি রাধিকাকে সমাগতা হইতে অবলোকন করতঃ তাঁহাদিগকে পেষল বাক্যে মোহ যুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে এমনকথা বলিলেন যে বাহিরে তাহা অত্যন্ত শ্রবণ কটু কিন্তু ভিতরে রসপূর্ণ হয়, অর্থাৎ আত্মাভি লাষকে সংগোপন করিয়া গোপীদিগের আগ্রহতাই ব্যক্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

কাযূয়ং চারু সর্ব্বাঙ্গ্যো ব্যাড় ব্যাঘ্র নিষেবিতে।
দস্যুভিঃ সেবিতে তদ্বৎ কিমর্থং কিঞ্চিকীর্ষথ।
কুতো বা কেন বা কিম্বা মত্তঃ প্রার্থয়থা নঘাঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। সাতিশয় চাতুর্য্য প্রকাশন পূর্ব্বক তৎপরা গোপিকা গণকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি মনোহরশীলা গোপীগণেরা! তোমাদিগকে সুশোভন রূপলাবণ্যযুক্ত নবযৌবনা দেখি তেছি, তোমরা কে? কোথাহইতে কি কারণে কোন্ অভিলষিত অর্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত এই শার্দ্দূল ব্যাল পরিবৃত এবং তাদৃশ দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত অতি নিবিড় নির্ম্মনুজ বনস্থলে রাত্রিকালে আগমন করিলে? তোমরা কুলবধু অতি নিষ্পাপা। কি প্রার্থনায় আমার নিকট আসি য়াছ তাহা ব্যক্ত করিয়া বল, কুলকামিনীর এস্থান স্থাতব্য নহে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

রাধোবাচ।

ত্বৎপাদ রজসা ক্রীতা দাস্যহং নাথ তে বিভো।
মামাং ত্যাক্ষীঃপদাম্ভোজাশ্রয়াং মাং দুঃখকর্ষিতাং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীমতি রাধিকা তাঁহাকে তখন এই কথা বলিলেন। হে বিভো! আমি তোমার পাদপদ্ম রজোদ্বারা ক্রীতদাসী, তবপাদপদ্মকে এক সমাশ্রয় করিয়ারহিয়াছি, এবং অত্যন্ত দুঃখে কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছি। হে নাথ! হে শরণাগত প্রতিপালক! হে দীনবন্ধো! তুমি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিহ না ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য প্রসন্নাব্জ মুখো হরিঃ।
পরিষ্বজ্য স্যতাং বালাং বিম্বোষ্ঠৌ তৌ চুচুম্বহ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরা। শ্রীমতিরাধিকার বদনকমলেরিত এতৎ বাক্য শ্রবণে ভগবান গোবিন্দ-চন্দ্রের প্রফুল্ল কমল সদৃশ শ্রীমুখচন্দ্র অতি সুপ্রসন্ন হইল। তখন শ্রীমতি

কে এসো এসো বলিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ আনন্দ ভরে সুপক্ক বিম্বফলাকৃতি তাঁহার ওষ্ঠাধরদ্বয় চুম্বন করিলেন ॥ ১৩ ॥

জগৌ ননর্ত্ত জহৃষে জহাসোচ্চৈ র্ননর্দ্দ চ।
আলিঙ্গ্যালিঙ্গতা মঙ্কে ন্যবেশয় দথাচ্যুতঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল মণ্ডিত হইয়া সকলের সহিত গীত গাইয়া নৃত্যকরিতে লাগিলেন, এবং পরম হর্ষযুক্ত চিত্তে উচ্চধ্বনি যুক্ত হাস্য করিলেন। কখন বা আলিঙ্গন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বপ্রিয়াকে আপনার ক্রোড়দেশে আনিয়া বসাই লেন ॥ ১৪ ॥

কুঙ্কুমাগুরু কর্পূর বাসিতং কবলং দদৌ।
বিম্বৌষ্ঠ্যাস্যে ভানুজায়া স্তাম্বূলস্য জনার্দ্দনঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ সুপক্ক বিম্বৌষ্ঠী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধিকার শ্রীমুখকমলে কুঙ্কুমও অগুরু এবং কর্পূর বাসিত চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

বাসসী বিরজে শুভ্রে বহ্নিশুদ্ধে মহৌজসী।
অজরে পারিজাতস্যা ম্লানপঙ্কে রুহস্রজং ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। মহাতেজসে নির্ম্মল অগ্নিধৌত অজর শুভ্র বস্ত্র যুগল লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে পরিধাপন করাইলেন। আর অম্লান পাঙ্কজী মালা এবং প্রস্ফুটি পারিজাত পুষ্পমালা গলদেশে সমর্পণ করিলেন।১৬

বহ্বর্ঘ রত্নমাণিক্য মণি নির্ম্মাঙ্গুরীয়কং।
মণিং কৌস্তুভ নামানং সহস্রাদিত্য বর্চ্চসং ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। বহুমূল্যবান রত্ন ও মণি মাণিক্য নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক সমস্ত অঙ্গুলীতে পরাইয়াদিলেন। আর সহস্র সূর্য্যের সমান তেজোময় পরম উদ্দীপ্ত কৌস্তুভ নামে মহামণি স্বকণ্ঠা হইতে অবতারণ করতঃ প্রিয়ার কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রিয়োরসি প্রিয়ং দাস্তং পরম ন্ত্বঙ্গুরীয়কং।
মালতী মল্লিকা যূথী স্রজং স্বকর গুম্ফিতাং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। দন্তাখ্যমণি নির্ম্মিত অতুল্য পরমাঙ্গুরীয়ক শ্রীরাধিকার করজ মূলে প্রদান করতঃ অখিল ভুবন পাল গোপালরূপী ভগবান গোবিন্দ স্বকর গ্রথিত মালতী মালা ও মল্লিকামালা এবং যূথী পুষ্প-মালা প্রিয়ার গলদেশে প্রদান পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আলম্বিত করিয়া দিলেন ॥ ১৮ ॥

বারুণন্ত্বম্বর যুগং ভাস্বদ্রত্ন স্রজাং শুভাং।
মঞ্জু মঞ্জীর যুগলং বহ্নিপত্ন্যা সমাহৃতং।। ১৯ ।।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বরুণ প্রদত্ত উত্তম বস্ত্র যুগল শ্রীরাধিকাকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ মনোহর নানা ধাতু চিত্রিত যে বসন যুগল দিয়া বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন সেই বস্ত্র যুগ্ম প্রিয়াকে পরিধাপন করাইলেন। আর বরুণ দত্ত দীপ্তিমতী সুশোভন রত্নমালিকাও পরাইয়া দিলেন। অগ্নিপত্নী স্বাহার প্রদত্ত রত্নরচিত মধুর শব্দায়মান মঞ্জীর অর্থাৎ নূপুর যুগল শ্রীরাধার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন।। ১৯।।

কেয়ূর দ্বন্দ্বমমলং ছায়ায়া নীত মাত্মনা।
রোহিণ্যা প্রীতয়া দত্তে কুণ্ডলে জ্বলনো পমে।। ২০ ।।

অস্যার্থঃ। দিবাকর পত্নী ছায়াসুন্দরীর নিকট হইতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আনীত যে নির্ম্মল কেয়ূর যুগল, সেই কেয়ূরদ্বয় শ্রীরাধিকার বাহু দ্বয়ে পরাইয়া দিলেন। আর নিশাকর প্রিয়ঙ্করী রোহিণীদেবী প্রীতিযুক্ত চিত্তে প্রজ্বলিত হুতাশন প্রভ যে কুণ্ডলযুগল প্রদান করেন, সেই উদ্দীপ্ত কুণ্ডলযুগল শ্রবণদ্বয়ে পরাইলেন।। ২০।।

স্মরপ্রিয়াঙ্গুলীয়ানি রত্নান্যুত্তম তেজসা।
চিত্রং পয়োধি জননং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।। ২১।।

অস্যার্থঃ। অপর অনুত্তম তৈজস রত্ন নির্ম্মিত মনোহরণীয় অক্ষরান্বিত অঙ্গুরীয় সকল প্রদান করিলেন। যাহা মন্মথ মহিলা রতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পূজা করিয়া ছিলেন, আর বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সুনির্ম্মিত বিচিত্র লীলাকমল ক্রীড়ার্থ রাধাকরে সমর্পণ করিলেন।। ২১ ।।

অক্ষাণি শুভ্রচিত্রাণি দান্তানি করিণান্তথা।
ভুষণানি বিচিত্রাণি মণিমাণিক্য বন্তি হি।। ২২ ।।

অস্যার্থঃ। অতিশুভ্র করিদন্ত নির্ম্মিত সুচিত্র ক্রীড়ার্থ অক্ষমালিকা প্রদান করিলেন, এবং অমর কারু নির্ম্মিত মনোহর মণি মাণিক্য বিশিষ্ট বিচিত্রিত ভুষণাদি প্রদান দ্বারা শ্রীমতিকে সম্যক্ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিলেন, অর্থাৎ যে অঙ্গে যাহা শোভা পায় সেই অঙ্গে তাহা ভূষিত করিলেন।। ২২ ।।

সুচিত্র পত্রকং গণ্ডে অলকালীময়ং মুনে।
পরিতঃ পরিতশ্চিত্রৈঃ সার্দ্ধং কুঙ্কুম বিন্দুভিঃ।। ২৩ ।।

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অঙ্গিরা। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুশোভন চিত্র পত্রক এবং অলকা জাল নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীমতীর গণ্ডস্থল সুশোভিত করিলেন।

এবং পর পর কুঙ্কুম বিন্দুদ্বারা কপোল তলে মনোহর চিত্র শোভা সম্পাদন করিয়া দিলেন ॥ ২৩ ॥

জ্বলৎ প্রদীপাকারঞ্চ সিন্দূর তিলকং দদৌ।
স্থলজন্ম বিচিত্রাঙ্ঘ্রি নখরেষু সুরাগকং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। মুররিপু শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্বলিত প্রদীপ কলিকারন্যায় সিন্দূর তিলক শ্রীমতি রাধিকার সীমন্ত ভাগে প্রদান করিলেন। এবং স্থলপদ্মতুল্য বিচিত্রিত চরণ নখরাদিকে সুশোভন অলক্ত রাগে রঞ্জিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

স্ববক্ষসি মুহুর্ন্যস্তৌ সরাগৌ চরণাম্বুজৌ।
হে দেবি তবদাসোহ মিত্যুচ্চার্য্য মুহুর্ম্মুনে ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অলক্ত রাগ রঞ্জিত শ্রীরাধিকার সুকোমল কমল চরণ যুগল বারম্বার আপনার হৃদয়োপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীমতি রাধে! হে দেবি! আমি তোমার নিতান্ত দাস আমাকে দয়া করহ ॥ ২৫ ॥

রত্ননির্ম্মাণ যানেন তাঞ্চকৃত্বা সবক্ষসি।
তয়ারেমে নিকুঞ্জেষু কৃষ্ণো রতি বিশারদঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ! হেরাধে! আমি তব কিঙ্কর, এই কথা পুনঃপুনঃ অনুনয় পূর্ব্বক কহিয়া, শ্রীমতিরাধিকাকে আপনার হৃদয় মধ্যে লইয়া রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করতঃ রতি নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ নিভৃত নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

নির্গুণো নিশ্চলঃ শান্তো নিরীহো নিরবগ্রহঃ।
নির্দেহোপি পরাত্মাচ প্রসক্তইব দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ, নিশ্চল, সর্ব্বচেষ্টাশূন্য, শান্ত, নিরবগ্রহ, যদিও তিনি দেহরহিত নির্বিকার বটেন,। তথাপি দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়া জবাস্ফটিক বৎ অনাসক্ত রূপে রাধানুরাগ রঞ্জিত অর্থাৎ রাধা সমীপে তদ্গুণ রাগে তৎকালে আসক্ত প্রায় দৃশ্যমান হইলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই রাধাই সকল করিয়াছেন, শুদ্ধ লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কর্ত্তা বলিয়া মানে এই মাত্র ॥ ২৭ ॥

শক্ত্যা পরময়া যুক্তো হ্যায়ত্ত ইব যোষিতাং।
কচ্ছে কচ্ছে মনোভীষ্টে সরঃসুচ সরিৎসুচ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ববিষয়ে সকলের অনায়াত্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ললনা গণের আয়ত্ত প্রায় রাধাসঙ্গে কলিন্দ নন্দিনীর তীরে তীরে, এবং মনোভি-

লষিত সরোবর তীরে ও সুশোভন নদী তীরে নদী তীরে রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

মত্তদ্বিরেফ সংঘুষ্টে কুসুমালী সুগন্ধিতে ॥
যথা রতি যথা প্রীতি যথা মতি যথা বলং ।
রেমাতে তৌ বিশালাক্ষৌ তড়িতা বারিদো যথা ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল সরিৎ সরোবরের তীরে সুগন্ধি কুসুম সমূহের গন্ধে সুগন্ধিত উপবনে, যেখানে মনঃপ্রীতি জন্মে ও যথায় রতি হয়, এবং যথাসাধ্য, যথাবুদ্ধি, বিশাল নয়না রাধা ও বিশাল নয়ন শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে রমণে আসক্ত হইলেন, (তাহাতে যে শোভা হইল সে শোভা বর্ণনা করা যায় না) তমাল শ্যামল বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শরীরে কনকলতা সদৃশী শ্রীমতি সমাশ্লিষ্টা, যেমনসৌদামিনীর সহিত সজল জলদ পরি শোভনীয় হয় ॥২৯

অরণ্যান্যা সরস্যন্যাং বল্ল্যাং বল্ল্যাং জলেজলে
শানৌ শানৌ পর্ব্বতানাং স্বচ্ছতোয়ে হ্রদে হ্রদে ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। রতিনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ রতি নিপুণা শ্রীরাধার সহিত এক বন হইতে অন্যবনে, লতামণ্ডিত নিবিড় স্থানে স্থানে, প্রতি সরিৎ সরোবরের জলে, পর্ব্বতের গুহায় গুহায়, নির্ম্মল সলিলপূর্ণ হ্রদে হ্রদে বিহার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে লতাচ্ছন্নে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে ।
বিদিক্ষু দিক্ষু সর্ব্বাসু নভস্যাকাশগে পথে ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। নবীন লতাসংচ্ছন্ন প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে, প্রতি নদীতে নদীতে, প্রতি নদে ,নদে ও দিক্ বিদিক্ সর্ব্বস্থানে, এবং কদাচিৎ নভোগ গত হইয়া আকাশ বর্ত্মে উভয়ে রতিরসাবেশে ভ্রমণ পরায়ণ হইলেন ॥ ৩১

পুষ্পভদ্রানদী কচ্ছে মন্দমারুত সেবিতে ।
মলয়ে চন্দনা দ্রৌচ গোবর্দ্ধন নগোদরে ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। মন্দ মন্দ সমীরণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত পুষ্পভদ্রা নদীর-তীরে, আর কুসুমাকর সময়োচিত মন্দসমীরণ পরিসেবিত মলয়াপর্ব্বতের চন্দন বনে ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দর মধ্যে ॥ ৩২ ॥

দেবোদ্যানে দেববনে চিত্রে নন্দনকাননে ।
জলোদরে পঙ্কজানা মুদরে পল্লবো দরে ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। দেবতাদিগের স্বর্গীয় উদ্যানে, সুরকল্পিত কল্পবৃক্ষবনে, এবং চৈত্ররথ বনে গন্ধমাদনে, আর মন্দর পর্ব্বতোপরি নন্দন কাননে।

পদ্মোৎপল কুমুদ কানন পরিমণ্ডিত জল মধ্যে এবং তরুবর নিকরের নবপল্লবাচ্ছন্ন মনোহর স্থানে ॥ ৩৩ ॥

কেতকী মাধবী চম্পকোদরে গিরিনির্ঝরে।
মালতী কুন্দ কুমুদ পাথোজা গন্ত্যকাননে ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কেতকী কাননে, নবকুসুমিতা মাধবী লতা মণ্ডিত মনোহর বিপিনস্থলে। আর সুশীতল সলিল প্রবাহিত পর্ব্বত নির্ঝরে, মালতীবনে, কুন্দকুসুম কাননে, কুমুদ কহ্লার কোকনদ শত পত্র বনে, এবং সুশোভিত বকপুষ্পকাননে ॥ ৩৪ ॥

মরুদ্দোলিত পালাশ সন্তানক বনে বনে।
পারিজাত বনে কুজ ভ্রমদ্ভ্রমর নাদিতে ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। মন্দ মন্দ মারুতাঘাতে আন্দোলিত কুসুমিত শাখা পল্লব বিশিষ্ট কাননে, সন্তানক ও কল্পবৃক্ষ বনে বনে, মধুলোলুপ প্রমত্ত ভ্রাম্যমাণ ভ্রমর ধ্বনি প্রতিনাদিত পারিজাত পুষ্পবনে ॥ ৩৫ ॥

স্থানে স্থানে মনোরামে গেহে গুঞ্জন্মধু ব্রতে।
নীপে নীপে নীপশাখি শাখাসু বিটপেষু চ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। গুঞ্জিত ভ্রমর মালা পুষ্পিত লতাবেষ্টিত মন্দিরে, এবং হলীপ্রিয় কদম্ব কাননে, অপর হরিপ্রিয় কেলিকদম্ব তরু নিকর বনে, আরপুষ্পিত শাখাশোভিত শাখি সমূহ সমন্বিত মনোরম স্থানে স্থানে রাধাসহ রাধাকান্ত একান্তে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

মঞ্জু গুঞ্জ মঞ্জিরকো গুঞ্জন্মঞ্জিরয়া সহ।
সংস্রস্ত মালতীমালঃ স্রস্ত মালিকয়াবনে ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। সুমনোহর শব্দায়মান নূপুর ধারি শ্রীকৃষ্ণ, অলিরব সম ঝঙ্কারিত নূপুর ধারিণী শ্রীরাধিকার সহিত, বিগলিত মালতী কুসুমমালী বন মালী, বিস্রস্ত মালতী মালিনী শ্রীমতির সহ অতন্দ্রিত বিহারে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্লিষ্টালক সংঘসো বিশিষ্টালকয়া পুনঃ।
এবং তৌ রমমাণৌতু রতিশাস্ত্র বিশারদৌ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। বিলুণ্ঠালক জাল মুরহর মধুসূদন, বিলুণ্ঠালক বতী বৃষ ভানুনন্দিনী রাধার সহিত পুনঃ পুনঃ বনোপবনে রতিক্রীড়ায় সুনিপুণ ও সুনিপুণা উভয়ে এই রূপ প্রকারে রমমাণ হইয়া নিরন্তর সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

প্রীত্যা পরময়া যুক্তৌ লীলা মনুজ রূপিণৌ।
স্মরবাণালি সংঘর্ষ জননাগ্নি রথোল্বণঃ। ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। এই রূপ বহুদিবস পর্য্যন্ত লীলা মানুষ রূপিণী শ্রীরাধিকা ও লীলা মনুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর পরম প্রীতি সহকারে রতি রসরঙ্গে কালযাপনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রতিপতি নারাচ সংঘর্ষণ জনিত প্রলয় কালীয় জ্বালামালী হুতাশন সম প্রেমাগ্নি উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেলাগিল ॥ ৩৯ ॥

অনারতং প্রববৃধে হবিষেব হুতাশনঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থ। এই রূপ শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমাসক্তচিত্ততা প্রযুক্ত দিন দিন প্রেমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যে মন ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয় ॥ ৪০ ॥

অথ কৃষ্ণ কালী রূপ ধারণ।

এবং কতিপয়াহ্নস্তৌ রমমাণৌ যথাসুখং।
বেশ্মন্য প্রেক্ষ্য জটিলা রাধা মুত্তুঙ্গ বক্ষজাং ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। এবম্ভূত প্রকারে কতক দিবস শ্রীমতি রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ রমমাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা যথা সুখে রমমাণা হইলে পর পুরুষ স্পর্শনজন্য রাধিকার দিন দিন লাবণ্যাতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এক দিবস গৃহ কর্ম্মরতা আত্ম বধূর অতি উন্নত পয়োধর যুগল দর্শন করিয়া এবং বহুদিন গৃহে নাদেখিয়া জটিলা তাঁহাকে পরাভি মত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥ ৪১ ॥

চিন্তয়া সম্পরীতাঙ্গী পুত্রমায়ান মাহ্বতং ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ান মাতা জটিলা শ্রীরাধিকাকে হাব ভাব লীলা হেলাদি জাত ভাবা দেখিয়া দীর্ঘচিন্তায় পরীতাত্মা হইয়া, স্বপুত্রআয়ানকে নিকটে আহ্বান করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪২ ॥

জটিলোবাচ।

বৎসবাচং নিবোধে মাং মত্তো ভানুসুতা গৃহে।
নদৃশ্যতে বহুতিথং কিং করোমি বদস্বমাং ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। বৎস! আয়ান! তোমাকে আমি যাহা বলি তাহা তুমি সাবধান মনে শ্রবণ কর। তবপ্রিয়া মমবধূ বৃষভানু দুহিতা শ্রীমতি রাধিকা কোথায় গমন করিয়াছেন, বহুদিবস আমি তাঁহাকে গৃহে দেখি নাই এখন কি করি তাহা আমাকে বল ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীমতিরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তৎ

সেবায় নিযুক্তা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ সহিত বিহারে উন্মত্তাপ্রায় নানাবনে রতিলালসায়। আত্মাগারাদি বিস্মৃতা হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার কৃষ্ণকর্ত্তৃক দূষিত চরিত্রানুভব করিয়া জটিলা আয়ানকে এই কথা কহিলেন ॥ ৪৩ ॥

প্রেষ্যাগোপ সহস্রাণাং গৃহেষু পরিমার্গিতুং।
নাপশ্যত্তত্রতস্তাঞ্চ নগরেষু তথাতনাং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। অরে বৎস আয়ান! আমিও নগরে নগরে সহস্র সহস্র গোপের প্রতি গৃহে ভৃত্য ও দাসীগণের দ্বারা অন্বেষণা করিলাম, কিন্তু কোনস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য। অরেবাছা! এরূপপ্রায়ই ভ্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে গ্রহে আইসে এইবার তাহাকে বহুদিবস দেখিনাই, অর্থাৎ এই রূপ পূর্ব্বেও প্রতিদিবস গৃহ হইতে বাহির হইয়া যে কোথায় গমন করে তাঁহা জানি না? বাটীতে আইলে জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমি কাত্যায়নী পূজা-করিতে গিয়াছি লাম, অধুনা কতিপয়স দিবস হইল আমাকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

আর্য্যে কাত্যায়নী দেবী সদামে বরদা শুভা।
তস্যাব্রতং চরেন্নিত্যং মামিকুক্ত্বা জগামসা ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। এইবার আমাকে শ্রীরাধিকা এই কহিয়াগিয়াছে। হে আর্য্যে! এই ব্রজভুমে মহাদেবী কাত্যায়নী, তিনি আমার সর্ব্বদা শুভ প্রদায়িনী হয়েন অতএব আমি নিত্য তাঁহার ব্রত আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু বাছা আমি তাহার সেবাক্যে বিশ্বাস করিনাই যেহেতু আমা কর্ত্তৃক তৎ স্বভাবের অন্যথা অবলোকিত হইয়াছে? ইতি ভাব, ॥ ৪৫ ॥

ততো বনেষু কুঞ্জেষু গোবর্দ্ধন নাগোদরে।
কচ্ছে যমস্বসু বৎস তাং নবেদ্মি বরাঙ্গনাং ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। বৎস আয়ান! আমি বনে বনে, দেবালয়ে দেবালয়ে, কালিন্দী তীরে এবং গোবর্দ্ধন গিরির গুহায় ও তাহার উপত্যকায় ভুপ্রদেশে গবেষণ দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, উদ্ভিন্ন যৌবনা বরাঙ্গনা প্রথম বয়সী ললনা একাকিনী কোথায় গিয়া কি করিতেছে, ইহার কিছুই বৃত্তান্ত জানিতে পারিনা? ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি মাত্রা সমুদিতাং বাণীমাশ্রুত্য দুর্ম্মদঃ।
ভ্রষ্ট শ্রীম্লান বদনঃ শোকামর্ষ পরিপ্লুতঃ।
বিচিন্তয়ন্নাধ্য গচ্ছৎ প্রাপ্তকালং হিতঞ্চযৎ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্গুরু প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! আয়ান আপনাকে পুংস্ত্ব রহিত জানিয়া সর্ব্বদাই রাধিকার প্রতি সন্দিগ্ধমনা হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে তন্মাতা জটিলা যখন তাহাকে বজ্রপাততুল্য এই কথা বলিলেন, সেইবাক্য শ্রবণ মাত্রতঃ তখন তচ্চিত্ত অতিশয় বিচলিত ও তদ্বদন পদ্ম মলিন ও ভ্রষ্ট শ্রীক ও শোকে এবং রোষে পরিপূর্ণ শরীর হইল। তৎকাল প্রাপ্ত হিত চিন্তাকরিয়া তদুপায় কর্ত্তব্য কি? ইহা আত্ম বুদ্ধিতে নিশ্চিতাবধারণা করিতে পারিল না ॥ ৪৭

ততঃ পরিঘ মাদায় তরসা বলবদ্বলী।
বভ্রাম পরিতো নদ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ পর্ব্বতোদরে ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর বলবৎ শ্রেষ্ঠ মহাবলী আয়ান ক্রোধাবেশে এবং শোকোপহতচিত্তে অতিসত্বর এক পরিঘ গ্রহণ করতঃ পুরী হইতে বাহির হইয়া যমুনা নদীরতীরে এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে রাধিকার অন্বেষণা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

বনেষু গিরিদুর্গেষু ফুল্ল কুসুম সানুষু।
নদীসরঃ সুতোয়েষু পল্লেষু সরিৎসুচ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। বিপন্নধী আয়ান। অন্যান্য দুর্গম্য পর্ব্বত গহ্বরে এবং প্রফুল্ল কুসুমিত পাদপ মণ্ডিত বননিকরে, অপর স্বচ্ছতোয়া নদ্যাদির-তীরে, ও পল্বলে পল্বলে, বাপীতড়াগাদি সরোবরের কুলে শ্রীরাধার অন্বেষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

পুষ্পোদ্যানেষু চিত্রেষু মলয়া গন্ধমাদনে।
নিকুঞ্জেষু বরারোহাং মার্গমাণোহপতদ্ভুবি ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মলয়াগত গন্ধবহ কর্ত্তৃক উন্মদগন্ধিত রতিকর-স্থানে২ বিচিত্র কুসুমোদ্যানে, এবং লতা বিতান মণ্ডিত নিকুঞ্জ নিকুঞ্জে, সেই বরারোহা নবযৌবনা শ্রীমতি রাধিকাকে আয়ান অন্বেষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু শোকেমোহে আপন্ন ও ক্ষুৎক্ষাম তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া গমনে অশক্ত বিধায় পথিমধ্যে মুর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন ॥ ৫০

তং মূর্চ্ছিতং দ্বিপতিতং বীক্ষ্য গোপার্ভকা স্তদা।
আসিচ্যাম্ভিভূর্জ্জৌ ধৃত্বা শ্বাস্যোত্থাপ্যতদানুগাঃ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থ। আয়ানকে সংমূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিয়া তদনুগত গোপবালকেরা তখন সত্বর আসিয়া সুশীতল জলদ্বারা অভিসিঞ্চন করতঃ তাহার বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন, এবং নানা প্রকার উপায় দ্বারা আশ্বাসযুক্ত করিলেন ॥ ৫১ ॥

আয়ানেন বিসংজ্ঞেন পাংশু সংচ্ছন্নমূর্ত্তিনা।
মহামায়াবিনো মায়া শক্যা কিং কৃপণৈর্নরৈঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। হে অঙ্গিরা! মহামায়াবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহিত যমুনোপবনে ক্রীড়মান তদাসন্ন হইয়াও কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেনা, যন্মায়া মোহিত আয়ান মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ধূলা সমাচ্ছন্ন কলেবর সংজ্ঞাহীন মহামূঢ় সেই আয়ান কর্ত্তৃক তন্মায়ার নিরাকরণ কি-রূপে হইতে পারে? যে হেতু কৃপণধী নরগণ কর্ত্তৃক কোনক্রমেই তাহা বোধগম্য হইবার বিষয় নহে ॥ ৫২ ॥

অধিগন্তুং ক্ষুদ্রধীভি রগম্যা নগজা পতেঃ।
ভবাব্জযোনি প্রমুখা যন্মায়া মোহিতাঃ সুরাঃ ॥
কথং শক্যো বরাকেণ মনুজেনা ববোধিতুং ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষুদ্র বুদ্ধিজন গণেরা ভগবানের মায়ার পারে গমন করিতে অশক্ত, যেহেতু হিমালয় সুতাপতিজ্ঞানদ শঙ্করের ও অগম্যা মায়া অব্জযোনি ব্রহ্মা ও ভগবান ভূতভাবন ভবাদি দেবগণেরা সকলেই নিরন্তর যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতে অতি-ক্ষুদ্রাশয় মহামায়াতে অবরুদ্ধ বুদ্ধি মনুষ্য দ্বারা তন্মায়ার পারহওয়া অসাধ্য। অর্থাৎ আয়ানাদি গোপগণের কোনক্রমে তাহা জানিবার পাত্রনহে ॥ ৫৩ ॥

তেষাং তৌ পুরতো গত্বা তদাকচ্ছং যম স্বসুঃ।
কৃষ্ণাভূন্নগজা রূপ মাস্থায় পরমং মুদা ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ান প্রভৃতি গোপগণের সম্মুখবর্ত্তী যমভগিনী কালিন্দীর তীরে উপবন মধ্যে শ্রীরাধা কৃষ্ণ উভয়ে সমাগত হইয়া শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হর্ষচিত্তে পরম ঐশ্বর যোগ প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণরূপ সংহরণ পূর্ব্বক হিমবদ্দুহিতা হৈমবতী কালিকা রূপ ধারণ করতঃ আয়ান সম্মুখে দণ্ডায় মান হইলেন ॥ ৫৪ ॥

আয়ান কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ দর্শন।

নবীন পাথোধর সন্নিভ চ্ছবি র্বরাভয়ং বেণুসিকং দধদ্ভুজৈঃ।
শারীয় শারীয় কৃতাবতংসকং বন্যস্রজা শোভিত বক্ষসংমুনে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধ্যান বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা শ্রবণ কর। নবীন জলধর সদৃশ সন্দীপ্ত রূপবদ্দেহ, চতুর্ভুজে বরাভয় বেণু ও সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ পরিশোভিত, শ্রুতি মণ্ডলে শবশিশু কুণ্ডল সমাকার হইয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল, বক্ষঃ স্থলে শোভিতা বনমালা দোদুল্যমানা ॥ ৫৫ ॥

দেবারি মুণ্ডালি মণি স্রজাঞ্চিতং বরার্ঘ কৌপীন বৃতার্দ্ধ চন্দ্র কং।
ত্রিভিঃসুভীমায়ত লোচনৈর্লসৎ বরাননং কুণ্ডল শোভিগণ্ডকং ॥ ৫৬

অস্যার্থঃ। আর মনিসার নির্ম্মিত রত্নমালা সদ্যচ্ছিন্ন অসুর শির সমূহ গ্রথিত মালারূপে দোদুল্যমানা হইল, অপূর্ব্ব সুপীত কপিষাম্বর শোভিত কটিদেশ, কপালফলকে বৃত সুচন্দন নির্ম্মিত তিলকরাজি অর্দ্ধচন্দ্র রূপে শোভা পাইতে লাগিল। এবং অতিশয় ভয়ঙ্কর দীর্ঘায়ত প্রজ্বলিত সূর্য্যানলপ্রায় লোচনত্রয় পরিশোভিত হইল, ও ঈষৎ সহাস বদন শশধর শোভিত, মনোহর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডল যুগল শবশিশু কুণ্ডল রূপে গণ্ডস্থল সুশোভিত হইল ॥ ৫৬ ।

কেয়ূর তাড়ঙ্ক ভুজং সচূড়ং ময়ূর পুচ্ছং শিরসা দধানং।
দধৎসুমাণিক্য প্রবাল জাল বিনির্ম্মিতং মৌকুট মাত্তরূপং। ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভুজচতুষ্টয়ে কেয়ূর ও তাড়ঙ্ক প্রভৃতি আভরণ পরিশোভিত, ময়ূর পুচ্ছসমন্বিত মস্তকোপরি মনোহর চূড়া ভূষিত, এবং মণি মাণিক্য প্রবাল জাল জড়িত সুনির্ম্মিত শিরসি ভূষণ মুকুটোত্তম বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে এবংভুত মনোহর রূপ ধারণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

নানোপহারৈর্মধুপর্ক দীপকৈঃ প্রপূজয়ন্তীং প্রমদোত্তমোত্তমাং।
একাগ্রবুদ্ধ্যা চরণাম্বুজৌ মুদা বিচিন্তিয়ন্তীং জগদম্বিকায়াঃ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত উত্তম যোষিত্‌গণের উত্তমা শ্রীমতি রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ কৃত জগদম্বিকা কালী রূপের পুরতো ভাগে অপূর্ব্বাসনোপবিষ্টা হইয়া মধুপর্ক ধুপদীপ নৈবেদ্যাদি নানা প্রকার উপকরণ দ্বারা তাঁহাকে পুজা করিতেছেন, এবং পরম হর্ষান্বিতচিত্তে একাগ্রবুদ্ধিতে ভক্তিসহকারে জগন্মাতার চরণ কমল যুগল চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়া ছেন ॥ ৫৮ ॥

মুহুর্নমন্তীং বচনাম্বুজস্রজা মুহুঃস্তুবন্তীং প্রসমীক্ষ্য সোপতৎ।
পদাম্বুজান্যাস মুপেত্য সত্বরং কৃতার্থ মাত্মান মমন্যতাস্ত সঃ। ৫৯।

অস্যার্থঃ। কালিকা পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ ভূমিগত মস্তকে শ্রীরাধা

প্রণাম করিতেছেন। এবং পঙ্কজ মালা সদৃশ বচন মালা গ্রন্থন করিয়া স্তুতি করিতে ছেন, এই রূপ অবস্থাপন্না শ্রীরাধাকে আয়ান অবলোকন করতঃ অতিসত্বর দ্রুতপদে সমীপবর্ত্তী হইয়া ভুমিগত মস্তকে জগদম্বিকার পাদপদ্মে প্রণতি করিলেন, এবং আপনাকে ওসাতিশয় কৃতার্থজ্ঞান করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তত আহূয় গোপালান্ গোপনারী সহস্রশঃ।
দর্শয়া মাস তৎসর্ব্বং প্রমদোত্তমচেষ্টিতং ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ অনন্তর আয়ান সাতিশয় পুলকে পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া, প্রতিকুলবাদী গোপগণ ও রাধিকার প্রতীপবাদিনী সহস্র সহস্র গোপী-গণকে এবং স্বমাতা জটিলা, ভগিনী কুটিলা প্রভৃতিকে আহ্বান করতঃ প্রমদোত্তমা শ্রীমতিরাধিকার পরিশুদ্ধ সেই সমস্ত উত্তম কর্ম্ম দর্শন করাইলেন ॥ ৬০ ॥

তাং বীক্ষ্য উচুর্গোপাশ্চগোপ্যান্যা ব্রজযোষিতঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লপাথোজ নয়না স্তা স্তথাব্রুবন ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। পরস্পর গোপগণ ও অন্যা সহস্র সহস্র গোপীগণ সকলে তথাবিধা শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করতঃ অতিসুবিস্ময় হইলেন এবং প্রফুল্ল কমল সদৃশ প্রসন্ন বদন হইয়া তৎকালে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

সাধুসাধু তয়া গোপা গোপ্যশ্চ পরিণীতয়া।
ভার্য্যয়া চারু সর্ব্বাঙ্গ্যা দর্শয়ত্যম্বিকাং তথা ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। সকল গোপ গোপীগণ আয়ানকে সাধুবাদদিয়া কহিতে-ছেন। হে আয়ান! তুমি সাধু, তুমি সাধু, যেহেতু মনোহর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী তোমার পরীণীতা পত্নী শ্রীমতিরাধা দ্বারা আমাদিগকে তুমি জগদম্বিকা কালিকাকে দর্শন করাইলে ॥ ৬২ ॥

ঈদৃশীতু বরারোহা মনুজেষু সুদুর্ল্লভা।
ত্বং গোপাশ্চাদন্তু গোপ নার্য্যশ্চ পরিতা যয়া ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। সহস্র সহস্র গোপ গোপীগণ একত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আয়ানকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ধন্য এবং যে জায়া কর্ত্তৃক ধন্য হইলে, তোমার সেই ভার্য্যাকেও ধন্যাবলিতেহয়, যেহেতু মনুষ্য লোকে এতাদৃশী বরারোহা কুলকামিনী প্রাপ্ত হওয়া অতিদুর্ল্লভ। ৬৩

ধিগন্তুনো মহাবাহো পরুষং যান্নরগুণং।
তৎক্ষন্তব্যং হি ভবতা যশঃপরমভীপ্সতা ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। গোপ গোপীগণে পরম কুণ্ঠিতমনা হইয়া আয়ানকে সাতিশয় বিনয়ে কহিতেছেন। হে জটিলাতনয়! হে মহাবাহু আয়ান! তোমার পরিণীতা ভার্য্যা বৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে আমারা অজানত অকীর্ত্তি ঘোষণ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, অতএব আমাদিগকে ধিক, আমাদিগের সেই অপরাধ তুমিক্ষামাকর ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য। গোপ গোপী প্রভৃতি সকলে শ্রীমতিরাধিকাকে সাক্ষাৎ তপস্বিনী বলিয়া বোধ করিলেন, যেহেতু পরমারাধ্যা পরাৎ পরা পরমেশ্বরী কালিকাদেবীকে সাক্ষাৎকার করতঃ তৎচরণারবৃন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অর্চ্চনা করিতেছেন, অতএব রাধা ধন্যাতমা রাধা তুল্যা কুলকামিনী এভূমিতে দুর্ল্লভ্যা। হে আয়ান্! সেই রাধিকার পাণি গ্রহণ করণজন্য তুমি পরম ধন্য হইয়াছ ॥ ৬৪ ॥

নাবার্য্যা ভবতা স্মাভিঃ শ্বশ্রবা প্রমদোত্তমা।
কর্ম্মণ্যমুষ্মি ন্নিরতা শ্রেয়সে নঃ সদা শুভা ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে মহাভাগ্যধর আয়ান! এই প্রমদোত্তমা সর্ব্বদা শুভকারিণী শ্রীরাধিকা তোমার দ্বারা কিম্বা শ্বশ্রুদ্বারা অথবা আমারদিগের দ্বারা বারণীয়া নহেন, যে হেতু অদ্য যে এই মহৎকর্ম্মে নিরতা দেখিতেছি, সে শুদ্ধ অস্মাদাদির কল্যাণ নিমিত্ত জানিবে? ইহাতে রাধাকে অপকৃষ্ট কর্ম্মকারিণীর ন্যায় অবাধ্যা বলাসঙ্গত হইবেনা? ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি তদ্বীক্ষ্যতাঃ সর্ব্বাঃ বিস্ময়োৎকণ্ঠ্যা কাতরাঃ।
সস্বজু র্মুদিতা দেবীং সিসিচু র্নেত্রজৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি সপ্ত ব্রহ্মর্ষিগণকে কহিতেছেন, হে ঋষিগণেরা। শ্রবণ করহ। অনন্তর যাবতী গোপ ভামিনী গণেরা শ্রীমতিরাধা কালিকারে অর্চ্চনা করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া অতি বিস্ময় যুক্ত চিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া মুদিত মানসে মহাদেবী বার্ষভানবীকে পরস্পর সকলেই আলিঙ্গন করতঃ হর্ষাশ্রুজলে অভিষেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণস্য কালিকা রূপ সন্দর্শনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপধারণ নামে ষোড়শ অধ্যায়ঃ।১৬

সপ্তদশ অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রবেশঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরা প্রমুখ মহর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে বৎসেরা! পরস্পর গোপ গোপীগণেরা মহাদেবীকে প্রণাম করতঃ সকলে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন, আয়ানও শ্রীরাধিকে তৎ সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া সমাতৃক স্বধামোপগত হইলেন। তাঁহারা সকলে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া গমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপ সংহরণ পূর্ব্বক রাধাসহ সুশোভিত মনোজ্ঞ বিহারস্থল বৃন্দাটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎশোভা বর্ণনীয়া হইয়াছে ইত্যাভাসঃ॥ ০॥

বৃন্দাবনে মনো রামে বনব্রজনিষেবিতে।
প্রবিবেশ মধুরিপূ রাধয়া সহিতোনঘ॥ ১॥

অস্যার্থঃ। হে অনঘ! নিষ্পাপ অঙ্গিরা। নানাবন সমূহ সমন্বিত এবং গোপ গোপীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত, মানস রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনধামে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিহার লোলুপ হইয়া প্রবেশ করিলেন॥ ১॥

চম্পকাশোক পুন্নাগ নাগকেশর কেশরৈঃ।
মল্লিকা মালতী যূথী করবীর করণ্ডকৈঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। বৃন্দাবনস্থ তরু নিকর সকল তথাকার পরম শোভা সম্পাদনীয় হইয়াছে। যথা চম্পক, অশোক, নাগ পুন্নাগ, কেশর, নাগকেশর এবং মল্লিকা, মালতী, করণ্ডক, করবীরও যূথী॥ ২॥

অপরাজিতা গন্ত্যগুচ্ছ ধরণী চম্পকৈরপি।
কেতকী তুলসী ধাত্রী গন্ধরাজান্ধকৈস্তথা॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। অপর কুসুমিতা অপরাজিতালতা বকপুষ্প বৃক্ষ, গুচ্ছপুষ্পা, অর্থাৎ কামিনী ভাণ্ডীরাদি ভুমিচম্পক। এবং সুবাসিত পুষ্পবতী কেতকী, তুলসী, আমলকী, অন্ধক, সুপুষ্পিত গন্ধরাজ॥ ৩॥

জয়ন্তী কুন্দতগর জবা কুরুবকৈরপি।
লবঙ্গ জাতী টঙ্গাখ্য মুচুকুন্দ লবাকুচৈঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। জয়যুক্তা জয়ন্তী, জবা, তগর, কুরুবক, কুন্দকানন, এবং লবঙ্গ পাদপ, জাতীফল তরু, টঙ্গন সুগন্ধি কুসুমিত মুচুকুন্দ, লব, মালিক, লকুচ পাদপ॥ ৪॥

সিতরক্তাসিতা পীত ঝিণ্টী স্থলজমাগধৈঃ।
মাধবী দ্রোণ জাতীভি রিল্লিকা চ যবাজিভিঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্বেতঝিণ্টী, লোহিতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী ও পীতঝিণ্টী এবং স্থলজোৎপল, মাগধ বাসন্তী মাধবীলতা, দ্রোণপুষ্প, জাতীকুসুম, রিল্লিকা অপর যবাজিরাজি অর্থাৎ পট্ট, পীত, শ্বেত, পাটলবর্ণ যবা সমুহ পরিশোভিত ॥ ৫ ॥

সেফালিকাম্বু কুলৈ র্মঞ্জু গুঞ্জন্মধুব্রতৈঃ।
পারিভদ্রৈঃ পারিজাতৈ রাযোজন সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। প্রস্ফোটিতা শরৎমল্লিকা সেফালীমালা মনোজ্ঞবাসিত কুসুম বকুল বিটপী, এবং সুমধুর গুঞ্জধ্বনি বিশিষ্ট মধুকর মণ্ডিত কুসুম রাজি, পারি ভদ্র মন্দার ও আযোজন সুগন্ধি পারিজাত তরু নিচয় ॥ ৬॥

কপিত্থ নিম্ব হিন্তাল দধিত্থাম্রাতকৈ র্বৃতে।
সন্তানকৈঃ পিয়ালৈশ্চ পনসাম্র কদম্বকৈঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। কপিত্থ, দধিত্থ, নিম্ব, হিন্তাল, পিয়াল, আম্র, কাটাল. এবং কদম্ব, সন্তানক, আম্রাতকাদি নানাবিধ বিটপী মণ্ডিত বৃন্দাবনস্থল প্রদেশ পরিশোভিত ॥ ৭ ॥

বদরী কোবিদারৈশ্চ গুবকৈঃ খর্জুরৈর্বৃতে।
বিভীতকৈ স্তিন্তিড়ীভি র্হরীতক্যা দিভিস্তথা ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। তৃণরাজ গুবাক, খর্জ্জুর এবং কোবিদার কাঞ্চন বৃক্ষ, বদরী, বিভীতকী, হরীতকী ও তিন্তিড়ী প্রভৃতি প্রভুত পাদপ নিকরে পরিবৃত ॥ ৮ ॥

অশ্বত্থ ধাতকীভিশ্চ শিবাভী রক্ত চন্দনৈঃ।
বিল্বৈ স্তালৈ স্তমালৈশ্চ কীচকৈঃ খদিরৈ র্বৃতে ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, ধব, ধাতকী এবং রক্তচন্দন কাননে আকীর্ণ, শিবা মলক, তাল, তমাল, খদির পাদপ ও কীচক বংশ বিপিনে সমাবৃত ॥ ৯ ॥

শমী কিংশুক ন্যগ্রোধ তিন্দুকেঙ্গুদ শাল্মলৈঃ।
অর্জ্জুনপ্লক্ষ জম্বাল লোধ্র বেত্র সুচন্দনৈঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। শাল্মলভেদ শমী, কিংশুক পলাশ, শাল্মলী, বহুপাৎ বিশিষ্ট বটবৃক্ষ, তিন্দুক, লোধ, তাপসতরু জীবোৎ পত্রিকা, পাঁকুড় অর্জ্জুন, নানাবিধ জম্বীর ও শ্বেত চন্দন তরু এবং বেত্রবিপিন ঘনে ঘনবৎ সামাচ্ছাদিত ॥ ১০ ॥

নাগরঙ্গ কামরঙ্গ নারিকেল সুজম্বুকৈঃ।
নিত্যোদিতফলভর কুসুমাকৃষ্ট ভৃঙ্গকৈঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। শোভন জম্বুবৃক্ষ, কামরঙ্গ, নাগরঙ্গ, জম্বীর রাজি, নারিকেল প্রভৃতি নানাবৃক্ষে সুমণ্ডিত এবং বৃন্দাবনস্থ তরুবর সকল ফল ধর, ও নিত্যোদিত কুসুম কলাপে আকৃষ্ট ভ্রমরালি সমন্বিত ॥ ১১ ॥

বসন্তো গ্রীষ্ম সর্ব্বেচ শরদ্ধেমন্ত শৈশিরাঃ।
স্ব স্ব পুষ্প ফলা বর্ত্তা ঋতব স্তদুপাসতে ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা এবং শিশির এই ছয় ঋতু নিত্য সমুদিত হইয়া আপন আপন সময়োচিত পুষ্প ও ফলপ্রদান পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা করেন ॥ ১২ ॥

গায়ন্তশ্চ হসন্তশ্চ ক্রীড়ন্তশ্চ মনোহরৈঃ।
শৃঙ্গার বেশা ভরণৈ রমমাণাঃ প্রিয়াজনৈঃ ॥ ১৩ ।

অস্যার্থঃ। বৃন্দাবনস্থ জনগণ সকলে হাস্য পরিহাস্য রসে ক্রীড়া পরায়ণ, সংগীতালাপে সর্ব্বমনোহর, শৃঙ্গারোপযোগি বেশধারণ পূর্ব্বক অলঙ্কার মণ্ডিত হইয়া প্রিয়াসহ পরস্পর সকলেই নিত্য রমমাণ হয়েন ॥ ১৩ ॥

অব্ধিভি র্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পুণ্যৈরায়তনৈর্বৃতে।
সরঃসরিন্নদীভিশ্চ উদপান সরোবরৈঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। মধুর বৃন্দাবনে মূর্ত্তিমান রূপে নদ নদীপতি সমুদ্রগণ কর্ত্তৃক ভগবান পরিসেবিত, পুণ্য দেবালয়াদি পরিবৃত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদনদী ও সরোবরাদি সমূহ জলাশয়াদি দ্বারা পরিশোভিত ॥ ১৪ ॥

নলিনী দীর্ঘিকাভিশ্চ গিরি নির্ঝরকাদিভিঃ।
বাতোল্লসিত কল্লোলৈঃ কুসুমাকৃষ্ট ষট্পদৈঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। নলিনী ষণ্ডমণ্ডিত দীর্ঘিকা সকল, পর্ব্বত সানু হইতে নির্গত নির্ঝর সলিল প্রবাহিত, এবং সোৎপল সরোবর জল বাতোদ্ধূত তরঙ্গ সঙ্ঘ সমন্বিত, কুসুমান্বিত মধুলিহ গণ কর্ত্তৃক পরম রঞ্জিত নেত্রানন্দপ্রদ বিপিনরাজী ॥ ১৫ ॥

কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈঃ শত গুচ্ছকৈঃ।
তামরসৈঃ কোকনদৈ র্ব্বদ্ধোন্মীলিত কোরকৈঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। এবং প্রতিজলাশয়ে বিকসিত, অর্দ্ধবিকসিত ও কলিকা সমূহ শতগুচ্ছ কুশেশয়, শ্বেত রক্ত নলিনরাজি মণ্ডিত আর কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ অর্থাৎ রক্তশালূক সকল পরিশোভিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

মঞ্জু গীতৈরবা সন্ন মধুপৈ র্মধুপায়িভিঃ।
কোকিলৈঃ সুকলালাপৈ র্হংসকারণ্ডবৈরপি ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। সুমধুর সংগীত সম্পন্ন মধুপান শীল মধুকর নিকর দ্বারা পরিশোভিত বন প্রদেশ, এবং কলালাপী কোকিল কুলেরা কর্ণ তর্পণ পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে সেই ধ্বনিতে ও জলচর হংস কাণ্ডবাদির কল রবে বৃন্দাবন সদাক্ষণ প্রতি নাদিত ॥ ১৭ ॥

ক্রৌঞ্চ সারস চক্রাহ্বৈ র্হংসীভি র্মঞ্জু গুঞ্জিভিঃ।
দাত্যূহ মধুরালাপঃ কুক্কুটৈ র্ব্বন কুক্কুটৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। বক বকী, সারস সারসী, চক্রবাক চক্রবাকী এবং সুমধুর কলনাদিনী হংসীমণ্ডল মণ্ডিত, দাত্যূহ দাত্যূহীর মধুর শব্দে, ও কুক্কুট, বনকুক্কু দিগের শব্দে প্রতিশব্দিত ॥ ১৮ ॥

শুকপারাবতৈশ্চৈব ময়ূর বরসেবিতং।
বায়সৈঃ পেচকৈশ্চৈব শ্যেনৈশ্চ কলনাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। সারীশুক, পারাবত, বর ময়ূর গণ সেবিত মন্দিরান্বিত, আর কাক, পেচক প্রভৃতি উড্ডীন, সংড়ীনাদি দ্বারা দৃশ্য মনোহর, এবং কলনাদি শ্যেনাদি পক্ষীগণের দ্বারা প্রতিধ্বনিত বৃন্দাবন প্রদেশ ॥ ১৯ ॥

কঙ্কগৃধ্র শতচ্ছন্নং গায়দ্গান্ধর্ব্ব সেবিতং।
সমীরণ্ভিঃ সমীরৈশ্চ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতৈঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। শত শত শকুনি ও কঙ্কদ্বারা সমাচ্ছন্ন, এবং সংগীত নায়ক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত। অপর মলয়া চলাগত মকরন্দ গন্ধ প্রবাহী সমীরণ দ্বারা গন্ধাকৃষ্ট উড্ডীয়মান অলিকুল তদ্দ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ২০ ॥

বল্লরীভিঃ সপুষ্পাভি র্গুল্মগুচ্ছ মনোহরৈঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। উড্ডীয় মান মধুব্রত নিকর মণ্ডিত সুপুষ্পিতা লতা নিচয় ও মনোজ্ঞ গুল্মগুচ্ছ গুচ্ছে মধুপান লালসায় সদাসর্ব্বদা সর্ব্বত্রে অলিমালা বনপ্রদেশে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে ॥ ২১ ॥

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহৈশ্চ গবয়ৈ র্মহিষৈরপি।
ঋক্ষ বানর গোমায়ু পন্নগালী নিষেবিতং ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। চমরী চমর, ভল্লুক, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, বরাহ, জম্বুক, মহিষ, এবং ভুজঙ্গ, সংঘ সংসেবিত বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ বৃন্দাটবী পরিশোভিত ॥ ২২ ॥

তরক্ষু নকুলৈ শ্চৈব শল্লকী কৃষ্ণসার কৈঃ।
খরৈ রশ্বৈশ্চ করিভিঃ করেণুভি রিতস্ততঃ ।। ২৩

অস্যার্থঃ। অশ্ব, অশ্বাশ্বতর, খর, কৃষ্ণসার, তরক্ষু, নকুল এবং শজারু আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিগণ্ড সমদৃশ কলেবর ধারি হস্তিগণ, ও তদনু হস্তিনীগণে ইত স্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ।। ২৩ ।।

খড়্গিভি র্বনমার্জ্জারৈ র্মৃগৈর্নানা বিধৈরপি।
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রীতয়া সার্দ্ধং প্রিয়য়া মঞ্জুনাদয়া ।। ২৪ ।।

অস্যার্থঃ। নানাপ্রকার নানাবর্ণ বিচিত্রিতাঙ্গ মৃগজাতি সকল, ও বনমার্জ্জার, গণ্ডার গণে প্রীত মনে মধুর নাদিনী প্রিয়াগণ সনে রতি রঙ্গ তরঙ্গে মগ্ন হইয়া প্রতিবনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।। ২৪ ।।

কূজদ্ভিঃ পরিতো ব্যাপ্তে শান্তহিংস্রৈঃ পরস্পরং।
যক্ষরাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশচোরগ কিন্নরৈঃ ।। ২৫ ।।

অস্যার্থঃ। হিংস্র ও শান্ত প্রকৃতি পশ্বাদিগণে একত্র সমবেত হইয়া হিংসাপৈশুন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শব্দবান রূপে ভ্রমণ করিতেছে, আর যক্ষ রক্ষ, পিশাচ, উরগ, কিন্নর, এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত বনস্থল।২৫

বিদ্যাধরৈশ্চারণৈশ্চ খগ সাধ্য মরুদ্গণৈঃ।
দৈতেয়ৈ র্যাতুধানৈশ্চ মুনিভি র্ব্রহ্ম, বেদিভিঃ। ২৬।।

অস্যার্থঃ। বিহঙ্গ সংঘ পরিমণ্ডিত বৃন্দারণ্য, সাধ্যগণ, মরুৎগণ, বিদ্যাধর, চারণ, যাতুধান নৈঋ্ত.গণ এবং সর্ব্ব বেদ বেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণ সমন্বিত।। ২৬।।

যতি বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রমথৈরপি।
অদ্রিভি মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ বৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগৈঃ।। ২৭ ।।

অস্যার্থঃ। হরপ্রিয় সহচর ভৈরব, ভূত প্রেত পিশাচাদি প্রমথগণ, বেতাল বিনায়ক কুষ্মাণ্ডগণ, আর বৃতরাষ্ট্র প্রমুখ নাগগণ, যতি সন্ন্যাসী উদাসীন ভিক্ষুগণ এবং মূর্ত্তিমান রূপে পর্ব্বত গণ সকলে ভগবৎ দর্শনা কুলচিত্তে বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন।। ২৭ ।।

সেবিতং সর্ব্বতো ভদ্রৈ র্ভদ্রবৃত্তৈরহিংসকৈঃ।
ত্যক্তদম্ভ মদৈর্নিত্যং নারায়ণ পরায়ণৈঃ।। ২৮ ।।

অস্যার্থঃ। হিংসাপৈশূন্য, দম্ভ মদাদি রহিত মঙ্গল প্রকৃতি নারায়ণ পরায়ণ ভদ্রজনগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অতন্দ্রিত দিবারাত্রিকাল শ্রীমদ্বৃন্দাবনধাম পরিসেবিত।। ২৮ ।।

লতা কুঞ্জ শতচ্ছন্নৈশ্চন্দ্র গোভিরললঙ্কৃতে।

মন্দমারুত সংসৃষ্ট কুসুমালী সুগন্ধিতে॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ। শত শত লতামণ্ডিত কুঞ্জেতে সমাচ্ছন্ন, এবং সমুদিত পূর্ণ শশধর কিরণরাগে অনুরঞ্জিত, ও কুসুম সমূহ সংসৃষ্ট মকরন্দ গন্ধসহ মন্দ মন্দ গন্ধবহ কর্ত্তৃক সুগন্ধিত॥ ২৯॥

মঞ্জু মঞ্জীর সন্নাদ গুঞ্জন্মত্ত মধু মধুব্রতং

সুকুমার বল্লিরাজী চলৎ কুসুম গুচ্ছকং॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ। মনোহর বৃন্দাবনধামের কিবা আশ্চর্য্য শোভা, কুসুমিতা নব বল্লীশ্রেণীর সুকুমার বিকসিত পুষ্প স্তবকে স্তবকে পরিশোভিত, শ্রবণ ও মনোমঞ্জীর ধ্বনির ন্যায় মত্ত মধুকর নিকর এবং সুললিত সমীরণ হিল্লোলে পুষ্পগুচ্ছ সকল আন্দোলিত হইতেছে॥ ৩০॥

ভীম নক্র ঝষাকীর্ণ লহরী রাজি রাজিতং॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ। মধ্যবর্ত্তিনী কলিন্দ নন্দিনী সলিলে নানা প্রকার মৎস্য ও ভয়ঙ্কর কুম্ভীরাদি গ্রাহগণে আকীর্ণ, মারুতোদ্ধূত বীচিমালা পরি শোভিতা। এবংভূত বৃন্দাবনধাম মধ্যে আলীগণ পরিবৃত বার্ষভানবী শ্রীমতি রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সহিত ক্রীড়া পরায়ণা হইলেন ইতি উত্তরাভিপ্রায়॥ ৩১।

শৃঙ্গার বেশা ভরণৈর্মদনোৎসব বর্দ্ধনৈঃ।

সর্ব্বৈসুরত সংসক্ত মানসাঃ প্রীতিসংযুতাঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ। বৃন্দাবন বাসি জন সকল শৃঙ্গারোচিত বেশধারি ও কামোৎসব সংবর্দ্ধন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সকলেই সুরতে আসক্তমানস, এবং পরস্পর সকলেই প্রীতি সংযুক্ত চিত্ত হয়েন॥ ৩২।

বিস্বজন্তঃপ্রিয়া মন্যে পরিস্বক্তা প্রিয়াজনৈঃ।

চুচুম্বুরন্যে প্রমদাং চুম্বিত প্রিয়য়া পরে॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ। অপরে স্বপ্রিয়া যুবতীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, অন্যে প্রিয়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গত হইতেছেন। কেহবা প্রিয়া কর্ত্তৃক চুম্বিত বদন, অপরে প্রমদা বদন চুম্বন করিতেছেন॥ ৩৩॥

অন্বধাবন প্রিয়া মন্যে ধাবতীং লীলয়া সকৃৎ।

দংশিতা দশনৈ রন্যে প্রমদানাং মুনীশ্বর॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস অঙ্গিরা! নিত্যানন্দ কাননে লীলাগতি দ্বারা কোন কোন ললনা ধাবমান প্রিয়প্রতি অনুধাব মানা, অপরে ধাবমানা প্রমদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন।

হে মুনীশ্বর! অন্যে দয়িতা গণ দ্বারা দংশিত গাত্র হইয়া দয়িতা বদন রদন দ্বারা বারম্বার দংশন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

গায়ন্তী মনুগায়ন্তী নৃত্যন্তী মনুযান্তিচ।
খেলতী রনুখেলন্তো বদন্তী মনুগাভবন্ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন যুবতীগণকে সংগীত গাইতে দেখিয়া প্রিয়-জনেরা তদনুরূপ সঙ্গীত করিতেছেন, অপরে খেলানুরতা প্রমদার অনুরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। অপরে পরিহাস বাদিনী প্রিয়ার অনুগামী হইয়া পরিহাস বাক্য কহিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

হসন্তীমনুসংহাসং কুর্ব্বন্তোনু বসন্তিচ।
তাম্বূলোৎ কবলং ত্বন্যে প্রয়াসেভ্যো দদুর্মুদা ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। অপরে হাস্যমুখী ললনার অনুরূপ হাস্য করিতেছেন। অন্যে উপবিষ্টা প্রমদানুরূপ উপবিষ্ট হইতেছেন, অন্যে মুদিত মানস হইয়া তাম্বূল চর্ব্বণাকাংক্ষিণী বরাননার বরাননে তাম্বূল কবল প্রদান করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

প্রিয়য়া দত্ত তাম্বূলোৎ কবলাননুরাগিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। এবং স্বপ্রিয়াকে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদানানন্তর তৎচর্ব্বিত তাম্বূলানুরাগী হইয়া প্রিয়ামুখ হইতে তাম্বূল কবল গ্রহণ করিতেছেন ॥৩৭

এবং তাবিবিধা চেষ্টা স্তাসাং তেষাং নিরীক্ষ্যচ।
সর্ব্বযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণোরমণেচ্ছু স্তদাভবৎ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। মধুররস পরিপূর্ণ ধাম শ্রীবৃন্দাবন বাসী যুবক যুবতীদিগের রসগর্ভ বিবিধাচেষ্টা অবলোকন করতঃ কুলানুরাগী সর্ব্বযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া তখন তাঁহাদিগের সহিত রমণেচ্ছু হইলেন ॥ ৩৮ ॥

বেণুং মধুর সন্নাদং প্রপূর্য্যাস্য বরানিলৈঃ।
রাগং পঞ্চম মুদ্গীর্য্য জগৌবামদৃশাং মনঃ।
লোলয়ন্ কলপদৈর্গীতৈ র্মনঃশ্রোত্র সুখাবহৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সর্ব্বান্তরাত্মা গোবিন্দ সুমধুর ধ্বনি বিশিষ্ট মুরলী রন্ধ্র মুখপদ্ম বিন্যাস পূর্ব্বক ফুৎকার রূপ বরবায়ু পূরণ করতঃ পঞ্চম স্বরে পঞ্চমরাগ উদ্গীরণ করিয়া সুমধুর পদবিন্যাসে মনঃ এবং শ্রবণ সুখাবহ গীতদ্বারা বামাক্ষিগণের মনকে মদনরসে আলোলিত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বেণুগীতে ভাবিনীগণের মনোহরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তানিশম্য হরিরবরেণু সংরাব মোহিতাঃ।
নাত্মানং সস্মরুঃ সর্ব্বালোলায়িত মনোজবাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল গোপীগণেরা হরিকৃত বরবেণু রব শ্রবণে সকলেই বিমোহিতা হইয়া আপনাকে বিস্মৃতা হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ গতমনা হইয়া আত্মবিস্মৃতা হইলেন অর্থাৎ আমিকে কোথায় আছি কি শুনিলাম ইহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। সকলের চিত্তই আন্দোলিত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সকলেরই সাতিশয় মনোবেগ জন্মিল ॥ ৪০ ॥

ভানবী মূচিরে সখ্যঃ সখীং সখিজন প্রিয়াং ॥
নিশাময় মহাভাগে সখে তেনু গ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। আহ্বান সূচক শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি শ্রবণে সকল সখীগণেরা সখীজনপ্রিয়া বার্ষভানবী শ্রীমতি রাধিকাকে কহিতেছেন, হে ভাগ্যবতি! হে সখি! তুমি শ্রবণ পাতপূর্ব্বক শ্রবণ কর, তোমার প্রতি সেই প্রিয়তম নন্দনন্দন রসবারাংনিধি শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহপ্রকাশ করতঃ তোমাকে বেণুরবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

হরিণাহূয় মানায়া বেণুগীতরবেণচ।
আস্তে নিকুঞ্জ নিলয়ে প্রতীক্ষ্যং ত্বা মধোক্ষজঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে শ্রীমতিরাধে! শ্রীকৃষ্ণ মুরলীরবে তোমাকে আহ্বাম করিতেছেন, তুমি তৎ কর্ত্তৃক আহূয়মানা, অর্থাৎ তোমার আগমন প্রতীক্ষায় সেই প্রিয়তম অধোক্ষজ তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিকুঞ্জ কুটীরে অবস্থান করিতেছেন! ॥ ৪২ ॥

অজীগপদ্বেণুবরং স্মারয়ং ত্বা মুরুক্রমঃ।
মনোহরন্নোমধুরৈঃ কলস্পষ্ট পদাক্ষরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাধে! স্পষ্টাক্ষরে তোমার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকলপদ বেণুগীতানুসারে মধুর স্বরদ্বারা আমাদিগের মনোহরণ করতঃ পুনঃ পুনঃ গানচ্ছলে তোমাকে সংকেত করিতেছেন, হে সখি! আর বিলম্বকরা হয় না, সত্বর অভিসার কর ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

চলেদানীং বরারোহে মধুরা ব্যক্তভাষিণী।
ব্যক্তং শীতরুচোমৃষ্টং করৈর্নোনিলয়ং বরং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরারোহে! হে শ্রীমতিরাধে! চল চল, অদ্য মধুযামিনী এখনো অধিকতর তিমিরাচ্ছন্না অব্যক্ত দীপ্তিময়ী আছেন, অনন্তর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে আগার বর মন্দির, সকল কর্পূর ধবলাকার সুনির্ম্মল

শীতদ্যুতি শশধর কিরণে ব্যক্ত রূপধারণ করিবেন, অতএব এই সময় নিকুঞ্জকাননে যাত্রা করহ ॥ ৪৪ ॥

তমিস্র দুর্গ প্রস্থানে ন ভবিষ্যতি কুত্রচিৎ ।
জহীহি ত্বং রিপুমিব কেলিলোল বরার্হণং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৃষভানু নন্দিনি ! ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন দুর্গম কানন মধ্যে গমন করিতে হইলে ব্যক্তীভাবে গমন করা বিধেয় নহে, সুতরাং এই শোভন সময়ে অভিসার করিলে কদাচিৎ কোথাও ব্যক্তহইবার শঙ্কা থাকিবে না ? এক্ষণে তুমি অভিসার বেশধারণপূর্ব্বক শত্রুন্যায় উত্তম বেশভুষাদি ও কেলিকুতুক উত্তম যোগ্য আভরণাদি সকল পরিত্যাগ করহ ॥ ৪৫ ॥

মঞ্জু গুঞ্জৎ স্বমঞ্জীর ভগবাং ত্বামপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে মনোহর শীলে! সুমধুর শব্দায়মান স্বীয় নূপুর যুগলকে চরণ যুগল হইতে সত্বর পরিমুক্ত কর, আর বিলম্ব করিহনা, রসরাজ নটবর শ্যাম তোমার অপেক্ষায় নিকুঞ্জ কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়ানঃ পুতমাত্মানং মন্মহে চারু হাসিনি।
যত্ত্বদালিত্ব মাসাদ্যা স্মাভির্দৃষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে মনোহর হাসিনি ! আমরা তোমা কর্ত্তৃক যোগসাধ্য পবিত্রতা লাভ করিয়াছি, আমাদিগের এই দেহকে তুমি পবিত্র করিয়াছ, যে হেতু তোমার সখিতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকৈক নাথ, পরমাত্মা গোবিন্দ আমাদের অদ্য নয়নগোচর হইবেন ॥ ৪৭ ॥

ইত্যেবং মধুরা ব্যক্তা গিরালীনাং প্রবোধিতা।
উত্তস্থৌ রাধিকা তস্মাচ্ছয়না মৃগলোচনা ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। এই রূপ সখীদিগের সুমধুর সংকেতবাক্য শ্রবণানন্তর কৃষ্ণান্তিক গমনোৎসুকা মৃগশাবক নয়না শ্রীমতিরাধিকা গাঢ়তরা নিদ্রাকে পরিত্যাগ করতঃ ব্যগ্রাহইয়া তখন শয্যাহইতে উঠিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ক্বাধুনা নাথ নাথঃ স আস্তে নাথঃ প্রসাদিতঃ ॥
ইত্যাভাষ্যালি বৃন্দাং সা গমনায়োপ চক্রমে ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৃন্দে! অনাথের নাথ, জগতের স্বামী সেই আমার প্রাণনাথ গোবিন্দ মমপ্রতি অত্র প্রসন্ন হইয়া এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন তা তুমিবল, এইমাত্র বলিয়া শ্রীরাধিকা পরম প্রিয়তমশ্রীকৃষ্ণ

সমীপে অতি ব্যস্থ সমস্তা হইয়া ধ্বনিমৎ আভরণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিসারিকা বেশে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তস্যা অনুততো জগ্মু সখ্য স্তা যূথ যূথশঃ।
গায়ন্ত্য স্তস্যকর্ম্মাণি বরাণি মৃগলোচনাঃ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। আর মৃগনয়না তৎসখী গোপিকা সকল সহস্র সহস্র যূথে যূথে শ্রীরাধিকার গুণ কর্ম্মাদি গান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ঈয়ুর্নিকুঞ্জং সহসা তদঙ্গ স্পর্শমাশয়া ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীরাধিকার সহিত গোপীগণেরা সকলে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ লালসায় অতিসত্বরে দ্রুত গমনে সহসা নিকুঞ্জকাননে গিয়া উপস্থিতা হইলেন ॥ ৫১ ॥

আলক্ষ্যতাঃ সমায়াতা ভগবান্ বামলোচনাঃ।
নিকুঞ্জ বল্লরী পত্রখণ্ড মধ্যে ন্যলীয়ত ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতিরাধার সহ তৎসখীবৃন্দ গোপবামাক্ষিগণে নিকুঞ্জ ভবনে সমাগতা হইলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবলোকন করিয়া ছলনা-দ্বারা নিকুঞ্জ নিলয়স্থা লতাসমূহের পত্রাবৃত করিয়া আত্মকলেবরকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন ॥ ৫২ ॥

লীলয়া পরমোদার মতির্মায়া বিশারদঃ।
বিবিৎসুর্মানসং তাসাং দিদৃক্ষুঃ কর্ম্মচোত্তমং ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। পরমোদার চরিত্র পরম বুদ্ধি সর্ব্বমায়া নিপুণ মহা-মায়াবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত প্রমদাগণের উত্তম কর্ম্ম দেখিবার নিমিত্তে এবং তাঁহার দিগের মনোভিমত ভাব পরিজ্ঞাত হইবারজন্য ছলদ্বারা তৎকালে অন্তর্হ্নত হইয়া থাকিলেন ॥ ৫৩ ॥

তদ্বনং বীক্ষ্যসা সর্ব্বং শীতরশ্মিকরোৎকরৈঃ।
পরিষ্বক্তং সুশীতৈস্তু প্রভাসিত দিগন্তরং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতিরাধিকা দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক দেখিলেন যে তুহিন করের উৎকর কিরণ দ্বারা সমস্ত নিকুঞ্জবন শিশিরী কৃত হইয়াছে, এবং সমস্ত দিকপরিধিকে নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রিকায় প্রভাসিত করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

তত্র তত্রৈব সংপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণোরু চরণাঙ্কিতাঃ।
ভুবো বজ্রাঙ্কুশ যব ধ্বজ বিন্দূর্দ্ধরেখয়া ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণকে তদ্বনমধ্যে দর্শন না করিয়া অতি বিহ্বলা হইয়া উৎকণ্ঠানাম সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই২ স্থানে অন্বে ষণা

করিতে লাগিলেন, যে যে স্থানে দেখেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যব বিন্দু ঊর্দ্ধরেখা দ্বারা উরুকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নে বসুধাদেবী সমলঙ্কৃতা হইয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ৫৪ ॥

শোভিতাস্তা স্ববাচেষ্ট ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।
প্রত্যুৎফুল্লমুখা বালা ধ্যায়ত্যঙ্ঘ্রি সরোরুহং ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। গোপিকা সকলে কৃষ্ণের অদর্শন জন্য ব্যাকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণাঙ্কে পরিশোভিতা ভূমি সন্নিধানে উৎফুল্ল পদ্ম বদনা বালা গোপবধূ গণেরা আক্ষেপোক্তি দ্বারা স্তব করত ভক্তিতে আনত মস্তক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

ক্বাহংবা কৃপণা গোপী দুঃখশীলা বরাকিকা।
ক্ববাস পরমোদার মহাত্মা ভগবান হরিঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। হা ? কোথা আমরা কৃপণা পরম দুঃখিনী দীনহীনা গোপবালা, শ্রীকৃষ্ণ কোথা পরমোদার চরিত্র পরমাত্ম ভগবান নারায়ণ ; তাঁহার সঙ্গ আমাদিগের অতিদুর্লভ ॥ ৫৬ ॥

কথং প্রীতি রসম্ভাব্যা জায়তাং ময়ি সন্ততা ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। আমি অতি দীনাহীনা দুঃখশীলা আমাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল দুরাশা পাশে আবদ্ধ হইয়া ত্বৎসঙ্গ চেষ্টা করিতেছি- ইতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

অথবা সাধু সংরক্ষা হেতোস্তদ্ভব উচ্যতে।
সাধুত্বং বা ময়ি কুতো ভাব্য পুণ্যকৃতন্তুতৎ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। যে হেতু সাধুদিগের সংরক্ষণ কারণ তাঁহার ধরণীতলে অবতার হইয়াছে! সেই সাধুতাইবা আমাতে কি আছে? যে সেই নিমিত্ত আমাপ্রতি প্রসন্নতা দর্শন করাইবেন, যেহেতু সাধুত্বের প্রতিকারণ পূর্ব্বকৃত পুণ্য সঞ্চয় সুতরাং আমার সে রূপ পূর্ব্বকৃত সুকৃতি অনুভব হয় না ॥ ৫৮ ॥

শৃণুনাথ পদাম্ভোজে শরণায়া মমপ্রভো।
দৌরাত্ম্য মমদোষৌঘঃ ক্ষন্তব্য স্তেজলোচন ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। অতিবিনয়গর্ব্ভ বাক্যে শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে কহিতেছেন, হে নাথ! আমি তব পাদপদ্মে শরণাগতা, আমাকে নিজাশ্রিতা জানিয়া মদীয় কাতরাক্ষরযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। তোমার প্রতি আমার এই দৌরাত্ম্য সূচক যে দোষ সমূহ, হে পঙ্কজনয়ন! সেই সকল দোষ তোমার ক্ষমা করণীয় হয়, যে হেতু তুমি অনাথ নাথ ॥ ৫৯ ॥

প্রসীদবেণু সংগীত বধযুক্তাস্যপঙ্কজং।
দর্শয়িত্বা বনো দেব ত্বৎপ্রাণাস্তৎপরায়ণাঃ॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয় বন্ধো! তোমাগতপ্রাণ ও তব পরায়ণা এই দুঃখিনী গোপিকা গণপ্রতি প্রসন্ন হও, এই অবলা গোপীদিগের বধকৃৎ বংশীসংযুক্ত তোমার বদনপঙ্কজ দর্শন করাইয়া অদ্য আমারদিগকে রক্ষাকর॥ ৬০॥

ত্বাং বিনা ভগবন্ প্রাণান ক্ষমা ধারয়িতুংবয়ং।
ক্ষণার্দ্ধ মপিকান্ত ত্বং দর্শয়াত্মান মচ্যুত॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। হে ভগবন্! তোমাকে না দেখিয়া আমরা ক্ষণার্দ্ধকাল প্রাণধারণ করিতে সক্ষমা হইতে পারি না, অতএব, হে অচ্যুত! হে প্রাণাধিক প্রিয়তম কান্ত! অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগকে তোমার স্বরূপ রূপ দর্শন করাও॥ ৬১॥

নদৃষ্টিপথ গচ্ছেত্ত্বং ভবিতাসি কথঞ্চন।
ত্যাজ্যামোহ্যসবো ত্রৈবো দ্বন্ধনেনা নলেজলে॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়সখে! যদ্যপি আমাদিগের দৃষ্টিপথগামী তুমি না হও, তবে নিশ্চয় আমারদিগের এই প্রাণ অদ্য উদ্বন্ধনদ্বারা বা অনল প্রবেশ দ্বারা অথবা জলমগ্ন দ্বারা অবশ্য ত্যাগোপযোগ্য হইবে? অর্থাৎ গলে রজ্জুবন্ধনে বা জলে ঝাঁপ দিয়া কিম্বা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া আমরা এইস্থানে এখনই মরিব॥ ৬২॥

বেণীদীর্ঘেয় মত্যর্থং বন্ধনার্হা ভবিষ্যতি।
ত্বদৃতে কান্ত নোগচ্ছে বেশ্মাহং ন কথঞ্চনঃ॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়তম! যদি বল এই রাত্রিকালে ঘোরতর নির্জ্জনস্থল বিপিন মধ্যে তোমরা রজ্জু কোথা পাইবে, যে তদ্দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে, ইত্যাভাস। হে প্রাণকান্ত! তজ্জন্য আমাদের অপ্রতুল হইবেনা? যে হেতু গলবন্ধন যোগ্য অতিশয় দীর্ঘ রজ্জুরন্যায় আমাদিগের মস্তকে এই বেণী আছে, ইহাই কণ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া এখনি এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব॥ অর্থাৎ তোমাকে না পাইলে আমরা কদাচ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিব না। ৬৩॥

ইতি সুনিশ্চিত মতিং বেণীবন্ধকৃতোদ্যমাং।
তামুদ্বীক্ষ্য বিশালোরু জঘন শ্রোণিবক্ষজাং॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। বিস্তীর্ণ উরু, বিস্তীর্ণ জঘনা, বিস্তীর্ণ নিতম্বিনী এবং সুবিস্তীর্ণ সমুন্নত পয়োধর ধারিণী, গলদেশে বেণীবন্ধন পূর্ব্বক মরণে কৃত নিশ্চয় মতি শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধত হইয়া দেখিলেন॥ ৬৪॥

বিলপন্তীং বারারোহাং প্রেম্না স্বজ্যাচ্যুতস্তদা।
নেত্রে বিমৃজ্য পাথোজ করাভ্যাং পরিসান্ত্বয়ন্॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। বরারোহা, প্রিয়তমা শ্রীমতিরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ বিলপমানা অবলোকন করতঃ তদগ্রে আবির্ভূত হইয়া তখন স্বকর কমলদ্বারা তাহার নয়নযুগলে পরিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনা করিলেন, এবং সদয় চিত্তে প্রেম পরিপুর্ণ বাক্যদ্বারা বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন॥ ৬৫॥

তামূচেক্ত পলাশাক্ষীং রুদতীং প্রেমবিহ্বলং॥
রাসক্রীড়াং করোম্যদ্য ত্বয়া সার্দ্ধমনিন্দিতে॥
যদীচ্ছসি পয়োজাক্ষি সর্ব্বক্রীড়া মনুত্তমাং॥ ৬৬॥

অস্যার্থঃ। সেই রোদমানা পদ্মপত্রাক্ষি শ্রীমতি রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে তখন এই কথা বলিলেন যে হে সরোজনয়নে! হে অনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! হে মম প্রাণেশ্বরি! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে অদ্য আমি তোমার সহিত সমস্ত ক্রীড়ার অনুত্তমা রাসক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হই॥ ৬৬॥

রাধোবাচ।

নমামিতে পাদপাথোরুহৌ কঞ্জবিলোচন।
দাস্যহং তেঙ্ঘ্রিরজসা পাবিতাং কুরুমাং প্রভো॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল গলিত প্রণয়গর্ব্ব সুমধুর বাক্য শ্রবণে প্রমুদিত মানসে বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতি রাধিকা এইকথা বলিলেন। হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার ভবতারণ পাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করি। হে প্রভো! আমি তোমার নিতান্ত কৃতদাসী তুমি ত্বদীয় চরণ রজ প্রদানে আমাকে পবিত্রা কর॥ ৬৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যভাষ্য তদাকান্তং বরকঞ্জ বিলোচনং।
বর্ত্তিকা চয়তাম্বূলং তদাস্যে ব্যক্ষিপত্তদা॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন হে দ্বিজবর অঙ্গিরা! প্রস্ফুটিত সর্ব্বোত্তম পদ্মের ন্যায় পরম শোভনীয় প্রসন্ননয়ন প্রিয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতি রাধিকা এই কথা বলিয়া প্রেমভারাক্রান্ত কলেবরা হইয়া কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল বীটিকা তাঁহার শ্রীমুখকমলে প্রাদান করিলেন॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে উত্তর খণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাগমনংনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাগমন নাম সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ॥১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনে রাসলীলা।

অঙ্গিরা উবাচ।

অনন্তর অঙ্গিরা ঋষি জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মাকে বিনয়পুর্ব্বক ভক্তিসহকারে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহতী বর্ত্ততেবাঞ্ছা শ্রোতু মালীগণাহ্বয়ং।
তস্যাঃ স্বরূপং তাসাঞ্চ যদি কৃষ্ণগুণাশ্রয়ং।
বদনো নাথ তৎক্ষিপ্রং যদ্যস্মাকং কৃপাতব ॥ ১॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ ! হে জগৎপিতঃ ! শ্রীমতি রাধিক্যার সখীগণের প্রত্যেক নাম শ্রবণে আমারদিগের মহতী আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকারও তৎ সঙ্গিনীগণের স্বরূপ রূপ গুণাদি শ্রবণেও তাদৃশ বাঞ্ছা জন্মিয়াছে, যদিস্যাৎ এই সকল কথা কৃষ্ণ গুণাশ্রিতা হয়, এবং আমারদিগের প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এদীনদিগের আশু সন্তোষের নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া কহেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বচ্মিতেহং প্রপন্নায় পাত্রীভূতাসি মেযতঃ !
যথাস্মৃতি যথা প্রজ্ঞং যথাশ্রুতি মিহোচ্যতে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্ ! তুমি মম সম্মত সুপাত্র আমাতে প্রপন্ন অর্থাৎ আমার নিতান্ত অনুগত, আমার যেমন স্মৃতি, যেমন বুদ্ধি, আর যেরূপ ভগবন্মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যথাবৎ বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি, একাগ্র মানসে তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

নামানি তাসা মালীনাং রাধিকায়া ধরামর।
যথারাসঃ প্রববৃতে তয়োঃ কায় সমূহতঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনি পুঙ্গব ! হে অবনীদেব অঙ্গিরা ! শ্রীমতিরাধিকার সখীবৃন্দের সে সকল নাম আমি ক্রমানুসারে ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, আর রাধাকৃষ্ণাঙ্গ সম্ভূত সখী সমূহের সহিত সমবেত হইয়া যে রূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ের প্রথমতঃ রাসক্রীড়া প্রবর্ত্ত হইয়াছিল তাহাও যথা বৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করহ ॥ ৩॥

গঙ্গাচ রাধিকা শাপাজ্জাতা গোকুল মণ্ডলে।
তস্যাঃ সখী সহস্রাণি কঞ্জাখ্যা কঞ্জলোচনাঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার শাপে সরিদ্বরা গঙ্গাদেবী যখন গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার নাম চন্দ্রাবলী গোপী, রাধার সহচরীর তুল্যা পদ্মবদনা পদ্মনয়না তাঁহারও সহস্র সহস্র সখী, সে সকলের সহিত চন্দ্রাবলীও রাসমণ্ডলে সমাগতা হন্ ॥ ৪ ॥

সুকঞ্জাক্ষী কলাকণ্ঠী সুকণ্ঠী পিককণ্ঠিকা।
কলাবতী রসোল্লাসা গুণবত্যুৎপলাবতী ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! শ্রীরাধিকার সখীদিগের নামাবলী বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। সুকঞ্জাক্ষী (শোভন পদ্মনয়না) কলাকণ্ঠী (সংগীত লগ্নকণ্ঠা) সুকণ্ঠী (মধুরস্বরা) পিককণ্ঠী (কোকিলন্যায় কলকণ্ঠী) কলাবতী (সঙ্গীত নিপুণা) রসোল্লাসারসিকা (গুণবতী) উৎপলাবতী (কমলমালিনী) ॥ ৫ ॥

বিশাখা চন্দ্ররেখাচ লীলাবত্যুপরাসিকা।
মালিকা নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুম পেশলা ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিশাখা চন্দ্ররেখা লীলাবতী উপরাসিকা ও মালিকা মালামণ্ডিতা নর্ম্মদা প্রেমবতী এবং কুসুমপেশলা অর্থাৎ পুষ্পরচিত বেশ ধারিণী ॥ ৬ ॥

নলিনী নালিনী ভদ্রা রঙ্গিণী ললিতা লসা।
মঞ্জিষ্ঠা চ রঙ্গবতী কামদা কামমোহিনী ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। নলিনী নালিনী অর্থাৎ এই উভয় গোপী গন্ধামোদে আমোদিতা, ভদ্রা (মঙ্গলরূপিণী) রঙ্গিণী (রঙ্গমালিনী) ললিতা ও অলসা এবং মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী কামদায়িনী ও কামমোহিনী ॥ ৭ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী রাগা সুভানুঃ সত্যনুপমা।
রাগলেখা কলাকেলী, বিন্দুমত্যুন্মুখী তথা ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। অপরা অনঙ্গমঞ্জরী রাগিণী সুভানু সতী ও অনুপমা আর রাগলেখা কলাকেলী (সঙ্গীতরস রাগিণী) বিন্দুমতী এবং উন্মুখী ॥ ৮ ॥

বিচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবিকা।
তুঙ্গবিদ্যাঙ্গলেখা চ শুভা কামা সুমঞ্জরী ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। বিচিত্রা ইহাঁকে সুচিত্রাও বলেন, চম্পকলতিকা রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা অঙ্গলেখা পুরাণান্তরে ইহাঁর নাম ইন্দুরেখা

অর্থাৎ কপালফলকে চন্দ্রকলা শোভিতা, শুভাশুভপ্রদায়নী, কামা এবং সুমঞ্জরী ।। ৯ ।।

মালজা চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা।
মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যামধুরেক্ষণা ।। ১০ ।।

অস্যার্থঃ। মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যা অর্থাৎ শোভন মধ্যদেশা মধুরাক্ষী মালজা চন্দ্রলতা ও মাধবী এবং মদনালসা (মন্মথ রসে আসক্তা) ।। ১০ ।।

কামলা কামলতিকা কান্তচূড়া বরাঙ্গনা।
মধুরী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ।। ১১ ।।

অস্যার্থঃ। আর মধুরিকা, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা অর্থাৎ তাঁহার শরীর স্থূল কিম্বা কৃশ নহে। কামলাদেবী, কামলতা, কান্তচূড়া এবং বরাঙ্গনা ।। ১১ ।।

কন্দর্পসুন্দরী কাম মঞ্জরী মণিকুণ্ডলা।
কাদম্বরী শালমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা ।। ১২ ।।

অস্যার্থঃ। কামসুন্দরী ও কামমঞ্জরী ও মণিকুণ্ডলা অর্থাৎ রত্নময় কুণ্ডলধারিণী। কাদম্বরী (সজলমেঘমালার ন্যায় উজ্জ্বল রূপবতী) শাল-বদনা, চন্দ্ররেখা এবং প্রিয়ম্বদা (অতিপ্রিয় বাদিনী) ।। ১২ ।।

মদোন্মদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী।
রত্নবেণী মালতীচ কর্পূরতিলকা পরা ।। ১৩ ।।

অস্যার্থঃ। মদোন্মত্তচিত্তা মধুমতী বাসন্তী মধুরভাষিণী এবং রত্ন বেণী অর্থাৎ রত্নমণ্ডিত বেণীধারিণী, মালতী অপর কর্পূরতিলকা ।। ১৩

কুরঙ্গাক্ষী কস্তূরিকা মানা মদনমঞ্জরী।
সিন্দূরা চন্দনবতী কৌমুদী মণ্ডলী তথা ।। ১৪ ।।

অস্যার্থঃ। কুরঙ্গনয়নী, কস্তূরিতিলকা, মানিনী, মদনমঞ্জরী এবং সিন্দূরতিলকা চন্দনবতী কৌমুদী ও মণ্ডলী ।। ১৪ ।।

পদ্মাবতী পঙ্কজাক্ষী শ্যামা সৈব্যাচ ভদ্রিকা।
তারা চিত্রা চ গান্ধর্ব্বী পালিকা চন্দ্রমালিকা ।। ১৫ ।।

অস্যার্থঃ। অপরা পদ্মাবতী, পদ্মনয়না, শ্যামা, সৈব্যা ও ভদ্রিকা এবং তারা, চিত্রা, গান্ধর্ব্বী, পালিকা ও চ চন্দ্রমালিকা ।। ১৫ ।।

মঙ্গলা বিমলা পীতা তরলাক্ষী মনোহরা ।।
মাকুন্দা তারিণী মঞ্জুভাষিণী খঞ্জনেক্ষণা ।। ১৬ ।।

অস্যার্থঃ। মাকুন্দা, তারিণী, খেলভাষিণী ও খঞ্জন নয়নী। মঙ্গলা বিমলা, পীতা, তরলনয়না এবং মনোহারিণী ॥ ১৬ ॥

কৌমদকী বিশালাক্ষী কৈরবীচ বিশারদী।
শঙ্করী কুমুদা কৃষ্ণা সারঙ্গাদ্রাবিণী শিবা ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। কৌমদকী, বিশালনয়না, কৈরবা, এবং বিশারদী। শঙ্করী, কুমুদা, কৃষ্ণা, সারঙ্গা, দ্রাবিণী ও শিবা ॥ ১৭ ॥

তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী।
হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কামিনীতিচ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। তারাবলী, চকোরলোচনা, ভারতী, গুণবতী, সুমুখী, হারাবলী, কামিনী এবং কেলিমঞ্জরী ইত্যাদি ॥ ১৮॥

আসাং সখীগণা বিপ্রাঃ শতশোথ সহস্রশঃ।
ভানব্যায়ুঃ সহবনে বৃন্দারণ্যে মহাদ্ভুতে ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন। হে বিপ্রগণেরা ? মহা আশ্চর্য্যময় স্থান বৃন্দাবন তাহাতে সুমধুর বিপিনে বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতিরাধিকার সহিত এই সকল গোপীগণ আগমন করিলেন, এতদ্ভিন্ন আরো শত শত ও সহস্র সহস্র অপর সখীগণেরাও সমাগতা হইলেন ॥ ১৯॥

কৃত্তিকর্ক্ষে বরারোহাঃ পৌর্ণমাস্যাং হিকার্ত্তিকে।
নিশার্দ্ধে সর্ব্বতঃ শীতরশ্মিকর বিচুম্বিতে ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল বরারোহা ভাবিনী মণ্ডিতা রাসরসিকা শ্রীরাধা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত শরৎকালের কাত্তিকী পৌর্ণমাসী তিথিতে তুহিন কিরণ জ্যোতিতে বৃন্দাবনের সকল স্থান পরিশোভিত, সর্ব্বচিত্ত বিনোদিনী অর্দ্ধযামিনী সময়ে কামিনী শিরোমণি তথায় সমাগতা হইয়া, ঐ বৃন্দারণ্যকে অধিকতর ধন্য করিলেন ॥ ২০ ॥

চিত্রাভরণ সংচ্ছন্না শ্চিত্ররূপাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
কাশ্চিজ্জবা প্রসূনাভা ভিন্নাঞ্জন চয়াম্বরাঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। সমাগতবতী গোপীগণেরা বিচিত্র আভরণে সমাচ্ছাদিত গাত্রা, সকলেই বিচিত্র রূপধারিণী, বিবিধ বেশ ভূষাতে সুভূষিতা, কেহ কেহ প্রস্ফুটিত জবাপুষ্পের ন্যায় রক্ত বস্ত্রধরা, কেহ কেহ নিবিড় অঞ্জন নিভ বসন পরিধায়িনী হয়েন ॥ ২১ ॥

দাড়িমী কুসুমপ্রখ্যা স্তপ্তকার্ত্তস্বরাম্বরাঃ।
কেতকীবরবর্ণাভসুভাঃ সুতড়িদম্বরাঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপী দাড়িমী পুষ্পের ন্যায় লোহিতবসনা অপর কোন কোন বরাঙ্গনার প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান, কোন কোন গোপীর কেতকী কুসুম সদৃশ পরিবৃতবাস, কাহার কাহার সুঘোর বিদ্যুদগ্নিবর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥ ২২ ॥

কর্ণিকার বারাভাসা হরিতালাম্বরা পরাঃ।
তপ্তজাম্বূদপ্রখ্যাঃ কুন্দাভ বসনাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপস্ত্রীর কর্ণিকার পুষ্পন্যায় সুদীপ্ত বসন, কার কার বা হরিতাল ধাতুর ন্যায় শোভন পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান; অপরাপর গোপীদিগের বস্ত্র তপ্তজাম্বূনদ অর্থাৎ সুবর্ণ বর্ণের ন্যায় উদ্দীপ্ত পরিবৃতবাস ॥ ২৩ ॥

কাশ্চিদ্রজত গৌরাভা স্তড়িদ্বস্ত্রা স্তথাপরাঃ।
সাম্বাম্বুদ প্রতীকাশা অশোকাভাস্বরাম্বরাঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিশেষ ক্ষণপ্রভা সদৃশ বসন পরিধানা কোন কোন গোপী, অপরা রজতবর্ণ শুক্লাম্বর ধারিণী। আর কোন কোন গোপী সজল জলধরবর্ণ বসনা, অপরা অশোককুসুম সদৃশ ভাস্বরবর্ণ বস্ত্র পরিধায়িনী ॥

কাশ্চিৎ কিংশুক বর্ণাভাঃ গান্ধকী শুভবাসসাঃ ॥
পয়ঃস্ফটিক শঙ্খেন্দু কুন্দকর্পূরকো পমাঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপীর পলাশপুষ্প ন্যায় বস্ত্র, কাহার গন্ধকের সদৃশ শোভন বসন, কার দুগ্ধবর্ণ, কাহার স্ফটিক বর্ণ, কাহার শংখবর্ণ, কাহার চন্দ্রবর্ণ, কাহার কুন্দপুষ্পবর্ণ কাহার কর্পূরবর্ণোপম শ্বেতবর্ণবস্ত্র পরিধান ॥ ২৫ ॥

শুদ্ধনীলাঞ্জন প্রখ্যাঃ বসনা কাশ্চিদঙ্গনাঃ।
হরিতাল বিশেষাভাঃ জবাকর্ণিক ভাস্বরাঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপীর শুদ্ধনীলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান, কার কার বা হরিতাল বিশেষ বর্ণ বস্ত্র, অপরাপরের জবা বিশেষ এবং কর্ণিকা বিশেষ কুসুমবর্ণের ন্যায় পরিবৃত বসন ॥ ২৬ ॥

কাশ্চিৎ ঝিন্টীবর শ্যামাঃ ঝিন্টী পীতাম্বরা পরাঃ।
কেতকী পর্ণ পঙ্কজ পলাশ শুভভাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। নীলঝিন্টী পুষ্পের ন্যায় কোন কোন গোপী শ্যামবর্ণাম্বরা, অপরা গোপী পীত ঝিন্টীর সদৃশ বসন পরিধায়িনী, কার কার কেতকী পত্রের ন্যায় বসন, কোন কোন স্ত্রীর পদ্মপত্র সম মনোহর শ্যাম বস্ত্র পরিধান ॥ ২৭ ॥

তাম্রস্থলজলাহৈম স্ফটিকেন্দু সমোদিতাঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপমহিলার বস্ত্র তাম্রবর্ণ স্থলপদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সুবর্ণচিত্রিত বসন পরিধান করিয়াছেন, কাহার বা চন্দ্রবর্ণ অতিস্বচ্ছ বসন পরিধান হয়॥ ২৮ ॥

বিশালোরু ঘনশ্রোণ্যঃ কুম্ভোন্নত কুচোৎকরাঃ।
করিশাবক সুপ্রথ্য বক্ষোজা নম্র মধ্যমাঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। সকল গোপীগণেরাই বিস্তীর্ণ উরুবিশিষ্টা, উন্নত নিতম্ব ভারাক্রান্তা, সকলেরই বক্ষস্থলে মাতঙ্গশিশুর কুম্ভস্থলের ন্যায় উত্তুঙ্গ পয়োধর যুগল, সকলেই ক্ষীণমধ্যা এবং কুচভরে নমিত কলেবরা হয়েন ॥ ২৯ ॥

কুশেশয়বরা কেচিৎ কোরকাভোন্নতস্তনাঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। বর বরজ কমলবর কলিকাকৃতি উন্নত কোন কোন গোপীর স্তন মণ্ডল পরিশোভিত হয়, তাঁহাদিগের মনোহর পরিশোভিত কলেবর, জগৎ ধন্যা মান্যা গোপকন্যাগণে সমাগতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বিরল নিবিড় তাম্রোৎপাল সদ্রক্ত মঞ্জু।
পবন চলিত বাহুদণ্ড সন্তাড্য মানৈঃ ॥
ব্রজযুবতিভি সরোজন্মভিঃ স্বামিনীনাং।
পরিহরত তং দুষ্টং প্রাণনাথমিবোচুঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। সুঘণ অথচ বিরল তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ উৎপল সদৃশ শোভনবর্ণা ব্রজ গোপীগণ পতিগণ কর্ত্তৃক বার্য্যমানা হইয়াও গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না, ইহাঁরা দুষ্টপতিকে পরিত্যাগ করতঃ অতিবেগে কৃষ্ণান্তিকে আগমন করিলেন। আগমনকালে তাঁহারদিগের বাহু দণ্ডের আঘাতে খরতর রূপে সমীরণ সঞ্চলিত হইয়াছিল, অনন্তর কৃষ্ণান্তিক প্রাপ্ত ব্রজ স্ত্রীগণেরা সকলে প্রাণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ॥ ৩১ ॥

কেকিকাক শুকোস্ট্রাভ বসনা দেবতোপমাঃ।
চলৎ কুণ্ডল সুদ্যোতি দর্শীভুত সুগণ্ডিকাঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। আগমন কালীন ব্রজগোপীগণেরা যে রূপ সুবেশী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। কোন কোন জন ময়ূর ন্যায়বর্ণ বসনা, কোন কোন গোপী কৃষ্ণবাসিনী, কোন কোন গোপিকা শুক পক্ষীর ন্যায় হরিৎ বর্ণ বস্ত্র পরিধানা, কোন কোন স্ত্রীর

বসন উষ্ট্রের ন্যায় ধূষরবর্ণ, সকলেই দেবতার ন্যায় মনোহর রূপিণী, শ্রুতিমূলে আন্দোলিত কুণ্ডল যুগল দ্যোতিতে সকলের গণ্ডদ্বয় শোভন দর্শনীয় ॥ ৩১ ॥

রণৎ সুমঞ্জু মঞ্জীর কঙ্কণাহুংকৃতেন তাঃ।
পুষ্পাসব প্রমত্তাশ্চ রনু কুর্ব্বন্তি হুংকৃতিং ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। সকল গোপীর চরণারবিন্দে শব্দায়মান নূপুর পরিধান, করযুগল স্থিত প্রচলিত কঙ্কণ রণৎকার, পুষ্প সাধারণ কালে মকরন্দ পানে প্রমত্ত ভ্রমর নিকরের ঝঙ্কারানুরূপ ধ্বনিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ভ্রমর হুঙ্কারের সদৃশ আভরণাবলির হুঙ্কৃতি শব্দে বনস্থল প্রতিশব্দিত হইল ॥ ৩২ ॥

সতোয় তোয়দ শ্যামালক কুঞ্চিত মূর্দ্ধজাঃ।
মৃগেন্দ্র মধ্য সংক্ষীণবর মধ্যা কৃশোদরাঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। সজল জলধর শ্যামবর্ণ আকুঞ্চিত কেশ পাশে পরিমণ্ডিত মস্তক মণ্ডল এবং ভ্রমর পংক্তির ন্যায় ললাট ফলকে অলকাজাল সুশোভিত, বরমধ্যা গোপী সকলের ক্ষুভিত মৃগপতি সদৃশ ক্ষীণতর কটিদেশ, সকলেই ভাব শুদ্ধ কৃশোদরী ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূর মণিহার বরাঞ্চিতাঃ।
অঙ্গুল্যালী বরা স্তাসাং চম্পকানাং সুকোরকাঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। কেয়ূর অঙ্গদ কুণ্ডল এবং মণিময় হারাদি দ্বারা সকলের পরিপূজিত মনোহর অঙ্গ। সুশোভন চম্পক কলিকার ন্যায় তাঁহাদিগের পরিশোভিত অঙ্গুলিশ্রেণী ॥ ৩৪ ॥

বিধি নৈপুণ্য মভ্যেমি বিধেরাশু ধরামর।
নানাদাম সুসংচ্ছন্না নানাভূষণ ভূষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভূদেব অঙ্গিরা! তাহা ? গোপী মণ্ডলের মনোহর সুগঠন অবয়ব সন্দর্শন করিলে অতি সত্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা নিপুণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন, যেহেতু সেরূপ রূপ সম্পদ বিধাতার সৃষ্টির বহির্ভূত হয়। নানাবিধ প্রকারে মণি পুষ্পাদি মাল্যমণ্ডিতা ও নানা ভূষণে পরিভূষিতা ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণ বিমোহিন্যঃ শ্রিয়ো মূর্ত্তাইবা পরাঃ।
তাশ্চ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যো বয়সারূপ সম্পদা ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিধি নৈপুণ্য শিক্ষা বিষয়ক এই জন্য বর্ণনা করিয়াছেন। যে এই সকল গোপীগণেরা অচিন্ত্যাব্যয় ভগবান নারায়ণের মনো-

মোহিনী হয়েন, ইহাঁদিগের সহিত সামান্য রূপবতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না, যেহেতুক সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত কলেবরা বয়সে এবং রূপলাবণ্য সম্পদদ্বারা সকলেই কমলার অপরা মূর্ত্তি বিশেষ হয়েন ॥ ৩৬॥

বচো মাধুর্য্য কৌমল্যে পুংস্কোকিল মনোহরাঃ।
লাবণ্যৌদার্য্য পৈষল্যে চতুরা রসিকা বরাঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোপীগণে সুকোমল মাধুর্য্য বচনে কলকণ্ঠ পুংস্কোকিলগণের মনোহারিণী হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে সমাকুল পিককুলেরাও বিমোহিত হয়। লাবণ্যে এবং মাধুর্য্য উদারতায় সুচতুরা রসিকাগণের শিরোমণি হয়েন ॥ ৩৭॥

মদমত্ত মৃদু প্রৌঢ় গজবদ্গাতয়ো পরাঃ।
পাথোজায়িত পালাশলোচনা সুভ্রুবো মুনে ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! মদ্যপানে মত্ত হইয়া মাতঙ্গ সকল যেমন মন্থর গতিতে গমন করে, তদ্রূপ গতিতে গোপিকা সকলের গতি, সকলেই পদ্ম পত্রের ন্যায় সুদীর্ঘলোচনা, সকলেই সুশোভন ভ্রুযুগলে সুশোভিত বদনা ॥ ৩৮ ॥

অনবদ্যে রবয়বৈঃ সর্ব্বযূনাং মনোহরাঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হংস পালীর ন্যায় মৃদুগামিনী এবং অনিন্দিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগঠন দ্বারা ভাব ভঙ্গীতে সকলেই সমস্ত যুবজনের মনোহারিণী হয়েন ॥ ৩৯ ॥

তন্মনস্কা স্তদালাপা স্তদনুধ্যান তৎপরাঃ।
তদ্দর্শন হৃতাত্মানো হরিণাক্ষ্যঃ সুবাসসঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস অঙ্গিরা! হরিণীলোচনা, সুশোভন বসনা, গোপাঙ্গনা সকল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃতমানসা হইয়া কৃষ্ণ দর্শন লালসাতে পরমোৎকণ্ঠিতা, তদ্গত মানসা, সেই কৃষ্ণ গুণালাপ পূর্ব্বক কৃষ্ণরূপানুধ্যান ও তৎ পরায়ণা হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ পশ্যন্ত্যো বনরাজিকাং।
ব্রুবন্ত্যো বিব্রুবন্ত্যশ্চ লপন্ত্যোপি গুণান্ হরেঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। অপর ব্রজগোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন পরায়ণা, পরস্পর তন্মহিমা সূচক কথোপকথন এবং তল্লীলা কথার গান, এবং পরম কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক যামিনীযোগে বন রাজীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

নৃত্যন্ত্যো বিবিধাশ্চেষ্টা কুর্ব্বন্ত্যো ললনাগণাঃ।
চেরু র্বৃন্দাবনং সর্ব্বং সর্ব্বাঃপীন পয়োধরাঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। সুরতোৎসুকা উন্নত পীন পয়োধর ধারিণী ললনাগণেরা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া বিবিধ প্রকার সুরত চেষ্টা করণ সূচক নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত বৃন্দাবন স্থলে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

অথ রাসোৎসব প্রবর্ত্তন।

বীক্ষ্যতা ভগবান্ কৃষ্ণো রাসোৎসব পরায়ণাঃ।
গোপার্ভ বৃন্দানাহূয় বচনঞ্চেদ মাদদে ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। রসিকবর ভগবান গোবিন্দ ঐ সকল গোপী মণ্ডলকে রাসোৎসব পরায়ণা দেখিয়া তাঁহাদিগের চেষ্টানুসারে সমূহ গোপাল বালকগণকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করতঃ এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসরস বিলাসে গোপী রঞ্জনার্থ চিত্তাভিনিবেশ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীদামন্ বল হেতোক কৃষ্ণ সুবল বেণুক।
রাসক্রীড়াং করিষ্যামি রচয়তাং তদাস্পদং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে শ্রীদামন্! হে বল! হে তোককৃষ্ণ! হে সুবল! হে বেণুক! অদ্য আমি গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া তাহারদিগের সহিত উদ্ভট রাসলীলা করিতে মানস করিয়াছি, অতএব তোমরা তদুপযোগি রাসমণ্ডলের রচনা করহ অর্থাৎ রাসোপযোগি উপকরণাদির আহরণ করহ ॥ ৪৪ ॥

বিচিত্রাভরণং মাল্যং বর সিংহাসনানি চ।
তাম্বূলানি সুগন্ধীনি বর ছত্র শতানি চ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন হে শ্রীদামাদি গোপগণেরা! তোমরা সকলে রাস ক্রীড়োপযোগ্য বিচিত্র আভরণ, বিচিত্রমাল্য এবং উৎকৃষ্ট সিংহাসন সকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন করহ। আর উৎকৃষ্ট শত শত ছত্র ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল বীটিকাচয় আহরণ কর ॥ ৪৫ ॥

দ্বারেষু দ্বারপালান্ বৈ রচয়ন্তাং শ্চতুর্ব্বিহ।
দ্বারেষু সাযুধাঃ সর্ব্বে মম প্রীতিপরায়ণাঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। আর শ্রীরাসমণ্ডলের চারিদিকে চারিদ্বার এবং মনোজ্ঞ দ্বারপালগণকে রক্ষার্থ স্থাপন কর। প্রতিদ্বারে সেই সকল দ্বারপাল নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আমার প্রীতিপরায়ণ হইয়া অবস্থান করুক ॥ ৪৬ ॥

বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি মধুরাণি মহান্তি চ।
বাদয়ন্তু মমাভীষ্টকরা গোপালবালকাঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। হে সখাগণেরা! আমার অভীষ্ট সাধক গোপবালক সকলে মহোৎসাহ পুর্ব্বক মম সন্তোষ কারণ সুমধুর ধ্বনিযুক্ত বিচিত্র বাদ্য সকল বাজাইতে থাকুক্॥ ৪৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা বলো বলবতাম্বরঃ।
আনায্য সর্ব্ব সম্ভারান্ মুদা গোপার্ভকৈ র্মুনে॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতা পিতামহ মহর্ষি অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে বলবানের শ্রেষ্ঠ বলদেব পরমহর্ষে গোপ বালকদিগের দ্বারা রাসোপযোগ্য সমস্ত সম্ভার আনয়ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন॥ ৪৮॥

অমূল্য রত্ন মাণিক্য মণিহীরক নির্ম্মিতে।
সিংহাসনে পরময়া প্রকৃত্যা রাধয়ান্বিতং॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। সুশোভিত রাসমণ্ডলে মণি হীরকসার অমূল্য রত্ন ও মাণিক্য নির্ম্মিত সিংহাসন বরে প্ররমা প্রকৃতি রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইলেন॥ ৪৯॥

ভগবন্তং পরত্মান মতিষ্ঠৎ পদমচ্যুতং।
বরং বরেণ্যং বরদ মীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। পরম পদ, পরমধাম স্বরূপ অচ্যুত, ভগবান পরমাত্মা নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব প্রকৃতির পর সকলের শ্রেষ্ঠ বরণীয় পরমপুরুষ বরদ পরমেশ্বর গোবিন্দ অবস্থিতি করিলেন॥ ৫০॥

নবীন সাম্বাম্বুদ নীল সচ্ছবিং স্মেরাননং রত্নবিচিত্র ভূষণং।
ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিং গলশোভি কৌস্তুভং প্রবাদয়ন্তং মুরুলীং মুরারিং॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ। কিবা মনোহর বিচিত্র রত্ন ভুষণে পরিভূষিত অভিনব সজল জলধর সদৃশ শ্যাম কলেবর গোবিন্দ, ঈষৎ সহাস্য বদনারবিন্দ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত, গলদেশে উদ্দীপ্ত কৌস্তুভমণি সুশোভিত, মুরসূদন বিনোদ মুরুলী বাদন পরায়ণ॥ ৫১॥

গুঞ্জাবতংসং গলশোভিগুঞ্জ স্রজং স্বকান্তাঞ্চিত বামভাগং।
সানন্দনন্দং পরমাত্মরূপং বিরাজমানং শিখিপুচ্ছ চূড়ং॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ। গুঞ্জপুষ্পকৃত বেশ- গুঞ্জমাল্যে পরিশোভিত গলদেশ, স্বকান্তা শ্রীমতি রাধিকা কর্ত্তৃক পরমার্চ্চিত বামভাগ, পরমানন্দ স্বরূপ

ময়ূর পুচ্ছান্বিত চূড়ামণ্ডিত মস্তক মণ্ডল, এবম্ভূত পরমাত্মা স্বরূপ গোবিন্দ মূর্ত্তিতে রাসমণ্ডল মধ্যে বিরাজমান হয়েন ॥ ৫২ ॥

অনর্ঘ কৌপীনধরং বিচিত্রিত মালোল কাদম্ববর স্রগঞ্চিতং।
তাম্বূল রাগ প্রবিরাগিতা ধরং বিলোকয়ন্তং বলমুখ্যবালকান্। ৫৩।

অস্যার্থঃ। পরমবিচিত্র অমূল্য পীতধটী পরিশোভিত কটিদেশ, আপাদ তল পর্য্যন্ত আলম্বিত দোদুল্যমানা কদম্বকুসুম মালা, এবং তাম্বূলরাগে অনুরঞ্জিত অধর পুট, বলদেব প্রভৃতি বালকবৃন্দকে অবলোকন করিতেছেন। এবম্ভূত রূপে বিরাজমান গোপালরূপী পরমাত্মাকে রাসস্থলে সকলে দর্শন করিয়াছিলেন। ইতিভাবঃ ।৫৩।

তদ্বহিঃ সংস্থিতাঃ সখ্যো দয়িতা লোলকুণ্ডলাঃ।
চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদন সুন্দরী।
শশিরেখা মধুমতী স্থাপিতা পূর্ব্বতঃ ক্রমাৎ। ৫৪।

অস্যার্থঃ। তাহার বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখীসকল অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারদিগের শ্রুতিমূলে আন্দোলিত মণিরত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল। ঐ সখির প্রধানা চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চিত্রা ও মদনসুন্দরী এবং শশিরেখা, মধুমতী ইত্যাদি কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী সকল ক্রমে পূর্ব্ব হইতে সংস্থাপিতা হইয়াছেন। ৫৪।

তদ্বহিঃ ষোড়শ প্রেষ্ঠাঃ প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাঃ।
চার্ব্বায়ত ভুজদ্বন্দ্বাঃ কৃশোদর্য্যা মৃগীদৃশঃ। ৫৫।

অস্যার্থঃ। তদ্বাহ্যে প্রিয়তমা ষোড়শ গোপী শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা অতি প্রধানা; তাঁহারদিগের আজানুলম্বিত মনোহর বাহুযুগল, সকলেই মৃগ-শাবক নয়না, সকলেই মৃগপতিক্ষোভিত ক্ষীণমধ্যা হয়েন। ৫৫।

কোটিকন্দর্পলাবণ্যাঃ সাক্ষান্মনমথ মন্মথাঃ। ৫৬।

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণানন্দদায়িনী সকলেই রূপলাবণ্যে কোটি কন্দর্পতুল্যা, জগৎ মনোহারী মদন কিন্তু এই সকল গোপিকারা সেই কন্দর্পের সাক্ষাৎ মনোমোহনকারিনী রূপে বিদ্যমানা হয়েন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ মথন গোপীরাও মন্মথ মথনী, ইত্যর্থে কামসম্বন্ধ রহিত শুদ্ধ সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সুখ স্বরূপা গোপীগণ স্পষ্টব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৫৬।

তদ্বহিঃ প্রৌঢ় মদনা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
কিশোর্য্যঃ সমরূপাশ্চ সমভূষানুলেপনাঃ। ৫৭।

অস্যার্থঃ। তদ্বহিঃ কোষ্ঠে মনোজ সমুৎসুকা সহস্র সহস্র প্রৌঢ়া গোপিকা সকল অবস্থিতা হয়েন, তাঁহারা অতি চতুরা কিন্তু কিশোরী

বয়সা ললনাদিগের সমরূপা এবং তাহাদিগের সম ভূষণে অনুভূষিতা, সমান গন্ধাদি অনুলেপনে লিপ্তগাত্রা, যদিও প্রৌঢ়া তথাপি হাব ভাব লীলা হেলাদি ভাবে কিশোর বয়সা যুবতিগণের তুল্যা হয়েন। ৫৭।

বাতলোলায়িত কুচা বিভাস্বন্মণি কুণ্ডলাঃ।
করতালরতাঃ কাশ্চিন্মৃদঙ্গ বাদনোৎসুকাঃ। ৫৮।

অস্যার্থঃ। ঐ সকল যুবতিগণের ঈষৎ নম্রাস্য পয়োধর যুগল তদুপরি আলোলিত বায়ুকর্ত্তৃক উদ্ধূত বিচিত্র বসন, ও প্রদীপ্ত মণিময় কুণ্ডলে সকলেরি গণ্ডস্থল সুশোভিত, উহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ করতাল বাদ্যে নিরতা, কেহবা সুমধুর মৃদঙ্গ বাদনে সম্যক উৎসাহ যুক্তা হয়েন। অর্থাৎ এতদ্বাদ্যে অতিশয় নিপুণা।। ৫৮।।

ধুধুরী পণবং কাশ্চিৎ দুন্দুভিং ত্বানকং পরাঃ।
গোমুখং রামবেণীঞ্চ ঢক্কাঞ্চ কাহলাহ্বকাং।। ৫৯।

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপিকা পণব বাদ্য, কেহবা দুন্দুভি, অপরা আনকাখ্য বংশীবাদ্য করিতে লাগিলেন। কোন কোন রমণী রামবেণী কেহবা শংখ বিশেষ গোমুখ, অপর আর আর গোপমহিলারা কাহলাখ্য ঢক্কা অর্থাৎ ঢোলক বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।। ৫৯।।

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ ক্রীড়ন্ত্যস্তা ইতস্ততঃ।
সাশ্রুনেত্রা রূঢ়ভাবাঃ সগদ্গদ বরাক্ষরাঃ।। ৬০।।

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোপী নানা বাদ্য বাজাইয়া ভাবভরাক্রান্তচিত্তে সাশ্রুনেত্রা হইয়া গদ গদ স্বরে শ্রীরাধা কৃষ্ণগুণ গান করতঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং পরম ভাবভরে ভগবদ্ভাবানুসারে ক্রীড়া পরায়ণা হইয়া চতুর্দ্দিগে ভ্রমণপরা হইলেন।। ৬০।।

পঞ্চমস্বরমুদ্গীর্য্য মুগ্ধীকৃত জগত্ত্রয়া।। ৬১।।

অস্যার্থঃ। ঐ ঐ গোপকন্যা সকল পঞ্চমস্বরে রাগরাগিণীর আলাপচারী করতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি অবস্থিত লোক সকলকে মুগ্ধীকৃত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহার দিগের সুস্বরালাপ সমন্বিত সুমধুর সঙ্গীতে সকল লোকই তৎকালে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।। ৬১।।

তদ্বহির্দ্দেবকন্যাশ্চ ভাস্বদ্ভূষণ ভূষিতাঃ।
তদ্বহিঃ পরমোদারা মুনিকন্যাঃ সহস্রশঃ।। ৬২।।

অস্যার্থঃ। তদ্বাহে সুদিব্য দীপ্তিমৎ ভূষণে পরিভূষিতা দেবকন্যা সকল রাসোৎসব সন্দর্শনার্থে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তদ্বাহে পরম উদার চরিত্রা সহস্র সহস্র মুনিকন্যাগণে অবস্থিত হইয়া-

ছেন, অর্থাৎ সকলেই রাধা মহোৎসব দর্শনে একাগ্রচিত্তা হইয়াছেন ।। ৬২

দেব গন্ধর্ব্ব নাগানাং কিন্নরোরগ রক্ষসাং ।
বিদ্যাধরো প্সরো যক্ষ পিশাচানাং সহস্রশঃ ।। ৬৩ ।।

অস্যার্থঃ। অপর দেবকন্যা, গন্ধর্ব্ব কন্যা, নাগকন্যা, কিন্নর কন্যা উরগকন্যা, কর্ব্বুরকন্যা, এবং বিদ্যাধরী, অপসরী, যক্ষ পিশাচকন্যা সহস্র সহস্র আসিয়া উপস্থিতা হইয়াছেন ।। ৬৩ ।।

তদ্বহিঃ সংস্থিতাঃ সর্ব্বাঃ কন্যাঃ শত সহস্রশঃ ।
দিব্যাভরণ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর চলৎকুচাঃ ।। ৬৪ ।।

অস্যার্থঃ। তদ্বাহে অপরাপর আন্দোলিত পয়োধরা শত শত সহস্র সহস্র বরীয়সী বরাঙ্গনাগণে দিব্য আভরণে আচ্ছাদিত গাত্রা, সুদিব্য বিচিত্র বসনধারিণী হইয়া রাসোৎসবে সমাগতা হইলেন ।। ৬৪ ।।

দিব্যস্রগ্ গন্ধলিপ্তাঙ্গা বিভাস্বন্মণি কুণ্ডলাঃ ।
সমান বয়সাঃ সর্ব্বাশ্চিত্ররূপাঃ সুলক্ষণাঃ ।। ৬৫ ।।

অস্যার্থঃ। সকলেই এক সমান বয়সী, অতি বিচিত্র রূপা, শুভলক্ষণে লক্ষিতা, অপুর্ব্ব মনোহর গন্ধে আলিপ্ত কলেবরা আন্দোলিত দীপ্যমান মণিময় কুণ্ডলে সকলেরি গণ্ডস্থল প্রতিভাসিত ।। ৬৫ ।।

কামরূপাঃ কামবেশাঃ কামাভরণ ভূষিতাঃ ।
কামোদ্যম করাঃ প্রৌঢ়াঃ কামগাঃ কামবিহ্বলাঃ ।। ৬৬ ।।

অস্যার্থঃ। সকলেই কামরূপিণী, কামানুরূপ বেশধারিণী, কন্দর্পানুকূল আভরণে সুমণ্ডিত কলেবরা, সকলে কন্দর্প নিপুণা, সর্ব্বদা কন্দর্প ক্রীড়ায় উদ্যমবিশিষ্টা কামগামিনী স্মরবিহ্বলা হয়েন ।। ৬৬ ।।

কিশোর্য্যঃ কোটি কন্দর্প লাবণ্যৌঘ পরিপ্লুতা ।। ৬৭ ।।

অস্যার্থঃ। যদিও ঐ সকল নারী বর্ষীয়সী বটেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভাবোন্মাদে সকলেই তৎকালে কিশোরবয়সী হইয়া কোটি কন্দর্পতুল্য সমূহ লাবণ্য সমন্বিতা হইলেন, অর্থাৎ মহারাস মহোৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইঙ্গিতে বালা যুবতি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা ভেদ রহিল না, সকলেই উদ্ভিন্ন যৌবনাবস্থা প্রাপ্তা সমরূপে অবস্থিতা হইলেন ।। ৬৭ ।।

তদ্বহিঃ সংস্থিতা গোপদারকাঃ সমরূপিণঃ ।
সমান বয়সঃ সর্ব্বে কোটিশো দণ্ডপাণিনঃ ।। ৬৮ ।।

অস্যার্থঃ। তাঁহার বাহ্য প্রকোষ্ঠে সমান রূপ ও বেশধারী, সমান সমান বয়স কোটি কোটি গোপবালক সকল দণ্ডপাণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ সকলেই সমান রূপ বেশ ভুষণে পরিভুষিত হয়েন ।। ৬৮ ।।

বনমালা শতচ্ছন্নাঃ কৌপীনবর বাসসঃ।
বেণুবাদন নিরতাঃ কিশোরাঃ কৃষ্ণরূপিণঃ॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। সকল গোপবালকই কিশোরবয়স সমন্বিত, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ রূপবান, সকলেই বনমালাধর, পীতধটী পরিধান, সুচারু কলেবর, সকলেই বংশীবাদন পরায়ণ হয়েন॥ ৬৯॥

শৃঙ্গবেণুবেত্র বীণা বিষাণ বরপাণয়ঃ।
তদ্রহস্যানি গায়ন্তঃ খেলন্তঃ পরমোৎসুকাঃ॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোপবালকের মধ্যে কেহ শৃঙ্গপাণি, কেহবা বেণু বাদন তৎপর, কেহ কেহ বিষাণকর অর্থাৎ শৃঙ্গভেদ রণ ও রামশিঙ্গা বাদ্য পরায়ণ, কেহবা বেত্রপাণি, পরম কুতূহলাক্রান্ত চিত্তে ক্রীড়াসক্ত হইয়া অবিরত শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যলীলা কথা সকল নানা বয়বস্বর সংযোগদ্বারা তালমান মূর্চ্ছনাদিতে সংমূর্চ্ছিত করতঃ গান করিতে ছেন॥ ৭০॥

তদ্বহিশ্চ গবাং বৃন্দৈ শ্চঞ্চলৈ রস বিহ্বলৈঃ।
চিত্তার্পিতৈ শ্চিত্ররূপৈঃ সদানন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। তদ্বহিঃপ্রকোষ্ঠে চঞ্চলা গাবিবৃন্দ সকল শ্রীকৃষ্ণরসে বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক চিত্রিত রূপের ন্যায় নিস্পন্দে দণ্ডায়মানা হইয়া নিরন্তর নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে॥ ৭১।

পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গৈর্যোগিভি রিব বিস্মিতৈঃ।
স্ফুরৎ পয়োভি র্গোবিন্দং সিঞ্চদ্ভিঃ পরিসেবিতং॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোকুলেরা যোগধর্ম্মেতে যোগিদিগের একাগ্রধী সমাধিযুক্ত প্রায় পুলকে অন্বিত সর্ব্বাঙ্গ অমৃতকল্প ক্ষীরধারা বর্ষণ শীলা একরূপ সৌরভেয়ী গণদ্বারা পরমানন্দ সন্দোহ রূপ গোবিন্দ অভিষিক্ত রূপে পরিসেবিত হয়েন॥ ৭২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে
ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীমদ্রাসক্রীড়ায়া
মষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত শ্রীরাধা কৃষ্ণের রাসক্রীড়া বর্ণনে অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১৮॥ ০॥

ঊনবিংশতি অধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ রাসারম্ভ উদ্যান কথন।

ব্রহ্মোবাচ।

অনন্তর জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস! অতঃপর যেযে উপবনে শ্রীকৃষ্ণ রাসরসে বিরাজিত হইয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর ॥ ০ ॥

বারুণ্যাং তদ্বহির্ব্বিদ্বন্ সমায়াং গোপবালকৈঃ।
তিগ্মপাৎ কোটি সম্ভাস্ব ন্মণিমাণিক্যনির্ম্মিতে ॥
রত্নসিংহাসন বরে পারিজাত দ্রুমান্তরে ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! তদ্বাহ্যে বারুণীদিগ বিভাগে মনোহর উদ্যানে গোপবালক কর্ত্তৃক সুদীপ্ত দীপ্তিমৎ কোটি কোটি মণি মাণিক্যাদি বররত্ননির্ম্মিত পাতিত অপূর্ব্ব সিংহাসনে সায়ং সময়ে পারিজাত তরু নিকর পরিবেষ্টিত বিপিনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, ইতি, উত্তরে অন্বয় ॥ ১ ॥

ত্রিগুণাতীত চিদ্রূপং সর্ব্বকারণকারণং।
ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং নীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। হে অঙ্গিরা! সত্ব রজঃ তমএতৎ ত্রিগুণের অতীত জ্ঞান স্বরূপ সমস্ত কারণের কারণ গোবিন্দ, ইন্দ্র নীলকান্তমণির ন্যায় শ্যাম সুন্দররূপ, সুচিক্কণ নীলবর্ণ কুটিল কুন্তলাবৃত মস্তক মণ্ডল ॥ ২ ॥

কুশেশয় পলাশাক্ষং বেণুবাদন তৎপরং।
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধান পুরুষেশ্বরং ॥ ৩ ॥

অস্যাথঃ। মুরলীবাদন পরায়ণ, সুচারু পদ্মদলায়তলোচন, নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব, আদি অন্ত রহিত পুরুষপ্রধান, পরমেশ্বর, অর্থাৎ অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সাম্যাতিশয় রহিত ॥ ৩ ॥

যশোদানন্দনং শ্রীমদ্বনমালা বরাঞ্চিতং ॥
পীতাম্বর মতিস্নিগ্ধং দিব্যভূষণভূষিতং ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমদ্যশোদানন্দন অতিস্নিগ্ধমূর্ত্তি, পীতাম্বর পরিধান, মনোহর বনমালাতে মণ্ডিত গলদেশ, অপূর্ব্ব রত্নসার ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ৪ ॥

দিব্যাঙ্গলেপনং ভ্রাজ চ্চিত্রাঙ্গদ মনোহরং।
গোপার্ভবৃন্দ সঙ্গীত সানন্দং নন্দনন্দনং ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। অপূর্ব্ব সৌগন্ধ অনুলেপনে অনুলিপ্ত দীপ্তিমৎগাত্র, মনোহর বিচিত্র অঙ্গদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সমূহ গোপাল বালক কৃত সঙ্গীত রাগে সানন্দিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৫ ॥

সুখোপবিষ্টং পরমেস্বাসনে পরমেশ্বরং।
শ্রীমদ্রাস রসারম্ভে গোপীমণ্ডল মণ্ডিতং ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত রাসরসের আরম্ভে গোপী মণ্ডলে পরিমণ্ডিত হইয়া স্বীয় পরমাসনে পরম সুখে সমাসীন হয়েন।৬

সুশীলা ভদ্রকীর্ত্তিশ্চ তড়িদোঘা তড়িদ্ঘনা।
চন্দ্রকলা বিরামাচ শরদভ্রাব্জলোচনা ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। যে সকল গোপিকা পরিবেষ্টিত তাহাদিগের নাম, যথা সুশীলাঃ ভদ্রকীর্ত্তি, তড়িদোঘা, তড়িদ্ঘনা এবং চন্দ্রকলা, বিরামা, শরদভ্রা, পঙ্কজলোচনা ॥ ৭ ॥

সুশীলাদ্যৈঃ প্রধানাভি রষ্টভি, প্রমদাজনৈঃ।
বৃতং তারাপতিমিব তারাভি র্ধরণীসুর ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে ধরণীদেব অঙ্গিরা, ঐ সুশীলাদি অষ্ট প্রধানা প্রমদাজন কর্ত্তৃক ভগবান গোপীপতি গোবিন্দচন্দ্র পরিবৃত যেমন তারাগণ কর্ত্তৃক তারাপতি রজনীকর পরিবেষ্টিত হয়েন ॥ ৮ ।

উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন সংজ্ঞিতে।
মণিমাণিক্য সংচ্ছন্নে দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। তাহার উত্তরদিগ্‌ভাগে অপূর্ব্ব হরিচন্দনাখ্য উদ্যানে মণিমাণিক্য বিরচিত মনোহর সিংহাসনে অর্থাৎ তদ্বনশোভা কথনে বাণী মূকতাবলম্বন করেন ইতি ভাব ॥ ৯ ॥

তত্রোপরিচ চিচ্ছক্ত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধং।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্নগুণরূপিণং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই হরিচন্দনকাননে রত্নসিংহাসনোপরি ভগবানের পরমপ্রিয় অনন্তদেব হলধর রূপী রূপে এবং গুণে শ্রীকৃষ্ণে অভিন্ন, তিনি পরমানন্দময়ী চিৎশক্তির সহিত অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১০ ॥

শুদ্ধস্ফটিক সংকাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণং।
নীলপট্টাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বলদেবের পরিশুদ্ধ নির্ম্মল স্ফটিকমণির ন্যায় অঙ্গের দীপ্তি, প্রস্ফুটিত লোহিত পঙ্কজদলের ন্যায় আকর্ণায়ত লোচন দ্বয়; নীলবর্ণ পট্ট বস্ত্র পরিধান, সুদিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত কলেবর ॥ ১১ ॥

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূর দিব্যভূষাস্রগম্বরং।
বারুণ্যাসব সংমত্তং মদাঘূর্ণিত লোচনং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। মণিময় অঙ্গদ বলয় কেয়ূর কুণ্ডলাদি বিবিধ আভরণ মণ্ডিত, দিব্যবস্ত্র, দিব্যমাল্য ও দিব্যভূষণে সুভূষিত কলেবর, বারুণীপানে প্রমত্ত মনোহরবেশ, এবং মদাবেশে আঘূর্ণিত রক্তবর্ণলোচন ॥ ১২ ॥

জগন্মোহন সৌন্দর্য্য সার শ্রেণী রসোৎসুকং।
অসিতাম্বুজ পুঞ্জাভ পাথোজন্ম দলেক্ষণং ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। বলদেবের সৌন্দর্য্য দর্শনে জগৎমুগ্ধ হয়, হীরকাদি মহারত্ন শ্রেণীতে উজ্জ্বল, সর্ব্বদা রসোৎ সুকমূর্ত্তি, পুঞ্জ পুঞ্জ নীলকমল সদৃশ রত্নমালায় সুশোভিত, কিবা মনোহর সরসিরুহ দলসম সুশোভন নয়ন কমল দ্বয় ॥ ১৩ ॥

দিব্যালঙ্কার ভূষাঢ্যং দিব্য মাল্যানুলেপনং।
জগন্মুগ্ধীকৃতাশেষ সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য বিগ্রহং ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। অপূর্ব্ব মাল্যানুলেপনে লিপ্তকলেবর, মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, রত্নভূষণ সমূহে ভূষিত, জগন্মোহন অশেষ সৌন্দর্য্য সমন্বিত বলদেবের কিবাআশ্চর্য্য বিগ্রহ, অর্থাৎ তাহার তুলনার স্থলনাই।১৪

পুর্ব্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুম সমাশ্রয়ে।
ভাস্বদ্রত্নময়ে পীঠে হেমমণ্ডিত মণ্ডিতে ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে দেবদারু পাদপ মণ্ডিত মহারমণীয় উদ্যান মধ্যে হেমমণ্ডিত দীপ্তিমৎ মত্নময় বেদি তদ্দীপ্তিতে সমস্ত উদ্যান প্রদেশ দীপ্যমান হয় ॥ ১৫ ॥

সদ্রত্ন মণিমাণিক্য রাজসিংহাসনোজ্জ্বলে।
শ্রীমত্যা লিঙ্গিত তনু মম্বরীশ সুতোষয়া ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বেদিকার উপরি মণিমাণিক্যাদি সুশোভন রত্ন নিচয় নির্ম্মিত পরমোজ্জ্বল রাজসিংহাসন, তাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বসন্তোষকারিণী শ্রীমতি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত অঙ্গ, রাজর্ষি অম্বরীশ প্রভৃতিরস্তুত ভগবান সম বস্থিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

সান্দ্রানন্দ ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধনীলকুন্তলং ॥
নীলোৎপল দলস্নিগ্ধং চারুচঞ্চললোচনং ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। সজল নিবিড় স্নিগ্ধ জলধরন্যায় শ্যামবর্ণ, সুস্নিগ্ধ নীলকুন্তল মণ্ডিত মস্তক, নীলোৎপল দলায়ত অতিশয় স্নিগ্ধ ও অতিমনোহর চঞ্চল নয়নদ্বয় ॥ ১৭ ॥

সুভ্রূন্নতলতাভঙ্গ সুকপোলং সুনাসিকং।
সুগ্রীবং সুন্দরোরস্কং সুন্দরং সুমনোহরং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। সুশোভন সুভঙ্গিম উন্নতভ্রূলতা পরিশোভিত, শোভন গণ্ডস্থল এবং সুশোভন নাসিকামণ্ডল, শোভন গলদেশ, সুন্দর বক্ষস্থল; এরূপ অতিসুন্দর ও মনোহর রূপবিশিষ্ট ॥ ১৮ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চারুগুঞ্জাবতংসকং।
মঞ্জুমঞ্জীর সংরাব মুগ্ধীকৃত জগত্ত্রয়ং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রুতিমূলে আন্দোলিত রত্নময় কুণ্ডল যুগল, শিরোপরি পরিশোভিত রত্নময় কিরীট, সুমনোহর গুঞ্জপুষ্পকৃত শোভনবেশ। সুমধুর নূপুর ধ্বনিতে ত্রিজগৎ সংমোহন হয় ॥ ১৯ ॥

চার্ব্বায়ত ভুজযুগং বেণুবাদন তৎপরং।
বর্হচূড়ং বরাস্যঞ্চ বনমালা বিরাজিতং ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। আজানুলম্বিত মনোহর ভুজযুগল দ্বারা বংশীবাদ্যপরায়ণ, ময়ূরপুচ্ছ চূড়ায় পরিশোভিত, অত্যুত্তম শোভাসংযুক্তা বনমালাতে দীপ্তিমান উরঃস্থল ॥ ২০ ॥

দধানং পরমং শান্তং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং বপুঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। এবম্ভূত মনোহর বেশ সমন্বিত পরিশুদ্ধ পরমশান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভগবান ঐ উদ্যানে রত্নময়সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন ইতি পূর্ব্বে অন্বয় ॥ ২১ ॥

যাম্যাং রত্নৌঘনির্ম্মাণং দিব্যসিংহাসনাশ্রিতে।
ত্রিগুণাতীত মব্যক্ত মক্ষরং নিত্য মদ্বয়ং ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। দক্ষিণদিগ্‌ভাগে মনোহর উদ্যানে সমূহ রত্নে নির্ম্মিত সিংহাসনে, অব্যক্ত অক্ষর পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত নির্গুণ, নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বিরাজিত হইয়াছেন। ইহা উত্তরে অন্বয়। ২২

সস্মের পুঞ্জ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য শ্যামবিগ্রহং ॥
চারুনীল ঘনশ্যামং কচং ত্রৈলোক্য মোহনং ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। সম্যক্ মাধুর্য্যযুক্ত ও ঈষৎহাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল, এবং সুশোভন, নীলমেঘের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্যান্বিত শ্যাম সুন্দর রূপ, এবং ত্রিলোকমোহন সুঘন ঘনসংকাশ কেশরাজিতে পরিশোভিত ॥ ২৩ ॥

অরবিন্দ দল স্নিগ্ধ সুদীর্ঘ লোল লোচনং।
কিরীট কুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্ত্রয় বিমোহনং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। প্রফুল্ল শতদল দলসম সুদীর্ঘ চঞ্চল নয়নযুগল পরিশোভিত, মস্তকোপরি রত্নভাসায় সুভাসিত কিরীটভূষণ, তৎশোভা সন্দর্শনে ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥

চতুর্ভুজন্তু চক্রাব্জ পরিঘোদধিজান্বিতং।
কঙ্কণাঙ্গদ কেয়ূর কিঙ্কিণী জালভাষিতং ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ ত্রৈলোক্য মোহন রূপ নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদি সমন্বিত চতুর্ভুজ। অঙ্গদ বলয়া কঙ্কণ ভুজবন্ধনাদি আভরণ ভূষিত এবং কটিতট বিন্যস্ত কিঙ্কিণীজাল নাদে পরিনাদিত ॥ ২৫ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভমণি ভ্রাজদ্বক্ষঃ স্রজান্বিতং।
মঞ্জু মুক্তা ফলোদার দামদ্যোতিত বক্ষসং ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণিতে উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, আজানু লম্বিত বনমালাতে শোভিত কণ্ঠদেশ এবং অতিশয় মনোহর ও অতিবৃহৎ মুক্তামাল্যে দীপ্যমৎ বক্ষঃস্থল ॥ ২৬ ॥

তপ্তকার্ত্তস্বর বরাম্বর মপ্রতিমৌজসং।
বৈনতেয়স্কন্ধরূঢ় মালোল মালতীস্রজং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ সদৃশ অতুল্য উত্তম পীতবসন পরীধান গরুড়স্কন্ধে আরোহণ, মনোহর রূপ, গলদেশে আন্দোলিত মালতী কুসুম মাল্যে সুশোভিত মূর্ত্তি ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতো ভয়পার্শ্বকং।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। দক্ষিণ বাম উভয় পার্শ্বে পরিসংস্থিতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আনন্দরসের আধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময় ভগবান নারায়ণ ॥ ২৮ ॥

মুনীন্দ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানং পার্শ্বদপ্রবরৈর্বৃতং।
সর্ব্বকারণ কার্য্যেশং স্মরেদ্যোগেশ্বরেশ্বরং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। মুনীন্দ্র নারদাদি দ্বারা সংস্তুত, এবং সুনন্দনন্দ প্রভৃতি প্রমুখ পার্শ্বদগণে পরিবেষ্টিত পরমাত্মা নারায়ণ, সকল কার্য্য ও সকল কারণের কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর, ও সর্ব্বযোগেশ্বরের এক ঈশ্বর, যোগীগণেরা সর্ব্বদা যাঁহাকে স্মরণ করেন। সেই অনন্তাত্মা হৃষীকেশ যাম্য উদ্যানেসমবস্থিত হয়েন। ইতি পূর্ব্বে অন্বয় ॥ ২৯ ॥

অঙ্গিরাউবাচ।

ভগবৎ ব্যূহমূর্ত্তি সকল সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, এতৎ প্রসঙ্গ শ্রবণে মহর্ষি অঙ্গিরা সাতিশয় বিনয়ে পরমপিতা পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ক্রহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং লীলয়া দধতঃ কলা।
যোগেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৩০॥
চরিতং পাবনং পুণ্যং কালত্রয় মলাপহং।
একঃ কৃষ্ণো মহাবাহূ রাধিকা প্রকৃতিঃ পরা।
কথমেতাঃ কৃতাভূতী তন্নো বদপয়োজজ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বযোগেশ্বর পরিপূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অতিপবিত্র ও সুপুণ্য ত্রিকাল জনিত কল্মষঘ্ন চরিত শ্রবণেচ্ছু আমাদিগের সম্বন্ধে আপনি বিস্তারকরিয়া বলুন, যিনি লীলাতে নানারূপ ধারণ করেন। সেই এক পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আর সর্ব্বপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠা একা শ্রীরাধিকা পরমাপ্রকৃতি হয়েন। তাঁহারা কি কারণ বশতঃ এতাদৃক সমূহ বিভূতি রূপ প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব আপনি বিস্তার করিয়া কহেন। যে হেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ সম্যক্ ভগবত্তত্ত্ববিৎ হয়েন, ইতিভাবঃ॥ ৩০॥ ৩১॥

ব্রহ্মোবাচ।

অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিদিগের এতৎ প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ জগৎ পিতা হিরণ্যগর্ব্ভ কার্য্যব্রহ্ম পরমাত্মা ব্রহ্মা ব্রহ্মবিভূতির কারণ কহিতেছেন॥

নির্গুণোপি নিরীহোপি নির্লেপোপি মহাত্মনঃ।
প্রকৃত্যাঃসঙ্গতঃ কৃষ্ণো নানাত্মানং করোত্যলং॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা শ্রবণ কর। মহাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, যদিও নির্গুণ নিরীহ নির্লেপ অর্থাৎ সম্যক গুণহীন, সমস্ত চেষ্টাবর্জ্জিত নির্লিপ্ত স্বচ্ছ পরমাত্মা হয়েন, তথাপি প্রকৃতি সংযোগে তিনি এই সকল নানা রূপে প্রতিভাত হয়েন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যে হেতু সম্যক্ বিকারশূন্য নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব গুণরহিত জবাসংযোগে স্ফটিকের রক্ততার ন্যায় গুণবৎক্রিয়া সকল শ্রীকৃষ্ণে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন না প্রকৃতিই সকল করেন, কিন্তু মায়াবৃতচক্ষু মায়িক লোকে শ্রীকৃষ্ণ সকল করিতেছেন কহিয়া থাকে ইত্যভিপ্রায়॥ উত্তরে অন্বয়॥ ৩২॥

জবা যথান্তিকে ভাতি বিশুদ্ধস্ফটিকং মুনে।
প্রকৃত্যানুগতঃ কৃষ্ণো গুণভাগিব ভাসতে ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ গুণহীন হইলেও সমীপস্থা প্রকৃতির গুণে গুণবানরূপে দীপ্তিমান হয়েন। যেমন সুরক্ত জবা পুষ্পের নিকট স্থিত অতিস্বচ্ছ স্ফটিককেও তৎকালে সুরক্তবর্ণ দেখা যায় তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

বাসুদেবঃ স্বয়ংজাতো দেবক্যাং যদুনন্দনঃ।
অংশজা ললিতা মুখ্যাঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! স্বয়ং ভগবান যাদবকুলের আনন্দবর্দ্ধন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং ললিতাদি প্রধানা যে সকল কুমারীগণ ও তদংশসম্ভবা, ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের যে পরমাপ্রিয়তমা সে প্রবাদ মাত্র শুদ্ধ প্রকৃতিই ইহার মূলকারণ ইতি পুর্ব্বান্বয় ॥ ৩৪ ॥

যথাব্ধিতো বহির্যাতাঃ সরিতঃ সাগরাকরাঃ।
তাভ্যোনদনদীসংখ্যা বহির্যাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। যেমন এক সমুদ্র হইতে সরিৎসাগরাদি প্রধান জলাশয় সকল বাহির হয়, এবং সেই সকল সাগর সরিৎ হইতে অপর সহস্র সহস্র নদ নদী সকল বহির্নিগত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

তথেমে কৃষ্ণতঃ সর্ব্বেলোকা ব্রহ্মমুখামুনে।
জাতা সহস্রশো বিদ্বন্ প্রকৃত্যা সঙ্গতান্মিথঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! সেই রূপ প্রকৃতি সংযোগতঃ পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মাদিলোকসমূহ প্রধানাপ্রধানরূপে সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার সত্তাবলম্বিনী প্রকৃতি হইতে মহান্ মহান্ হইতে অহং, অহং হইতে সত্ব রজঃ তম, তাহাহইতে মন ইন্দ্রিয়াদি দেব সৃষ্টি হয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূতাদি, পঞ্চীকরণ ন্যায়ে সমস্ত জগৎ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে অনেক প্রকার উৎপন্ন হয়, এসমস্তই প্রকৃতির কার্য্য আত্মা শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় সাক্ষীমাত্র, ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

নানাদেহধরো ভূত্বা নানা কর্ম্ম চিকীর্ষয়া।
সৃজত্যবতি সংহারং করোতীশোনুমায়য়া। ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান মায়ারূপে নানা কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত নানা দেহ ধারীর ন্যায় মায়ানুগত হইয়া মায়াদ্বারা এই বিশ্বের সর্জ্জন পালন নিধন করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্ত্যা পরময়াযুতঃ।
রেমেতাভিঃ সমেতাভি র্নানারূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। সেই ক্ষয়োদয়রহিত মহাবিষ্ণু ভগবান বাসুদেব পরমা-শক্তি সংযুক্ত নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল গোপিকাখ্যা কুমারী গণের সহিত সমবেত হইয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার ন্যায় নানাবিধ ক্রীড়া করেন ॥ ৩৮ ॥

ক্রীড়া মনুজদেহস্য ক্রীড়ামনুজ দেহয়া।
রমণং বাসুদেবস্য প্রবৃত্তং রাসমণ্ডলে ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। লীলাবিগ্রহ ধারিণী শ্রীমতি রাধিকার সহিত শ্রীরাস মণ্ডলে লীলামানুষ বিগ্রহধারী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের রমণ ক্রীড়া সংপ্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

তান্ বীক্ষ্য সর্ব্ব সম্ভারান্ সম্ভৃতাননুগৈ র্মুনে।
গিরা মধুরয়া প্রীণন্নুবাচ পরমং প্রিয়ং ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল অনুগামি জন দ্বারা আহৃত রাসোপযোগি সংভৃত সম্ভার অর্থাৎ উপকরণাদিসকল অবলোকন করতঃ পরম তৃপ্ত হইয়া পরমপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে পরমা প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে তখন এই কথা বলিলেন ॥ ৪০ ॥

পশ্যৈতান্ সম্ভৃতান্ কান্তে সম্ভারান্ মৎ প্রিয়ানপি।
রাসোৎসবস্য তেপ্রীত্যৈ তৎসর্ব্বং প্রতিপাদয় ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিতয়মা শ্রীমতি রাধে! হে কান্তে! হে কমনীয় রূপে! রাসোৎসবের উপযুক্ত মম প্রীতি বর্দ্ধন উপকরণ সকল তোমার প্রীতির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি সর্ব্ব জন হিতার্থে সেই রাসোৎস-বকে প্রতিপন্ন কর ॥ ৪১ ॥

বিভাজয়ে ষোড়শধা আত্মানাত্ম সমানহং।
ভূষণৈ র্বয়সা শীল গমনেন মনোহরে ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে মনোহরে! এতৎ রাসোৎসব সম্পন্নার্থে আমি ইদানীং রূপে গুণে বয়সে এবং ভূষণে গমনে আপনার সদৃশ ষোড়শ সহস্র ভাগে আপনার দেহকে বিভাগ করি অর্থাৎ আমাতে ও বিভূতিতে অভিন্ন রূপ দৃশ্য হইবে ॥ ৪২ ॥

কুর্ব্বাত্মানং সুবহুলং যদিত্বং মন্যসেক্ষমং ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ এইকথা কহিলেন, হে বর মুখি! যদি তোমার রাসোৎসব ক্রীড়া করণে ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমার মত আপন সদৃশ বহুতর দেহ বিস্তার কর ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মা সপ্তঋষিকে কহিতেছেন। হে মহর্ষিগণেরা শ্রবণ কর।

ইত্যাশ্রুত্বা বচস্তস্য কান্তস্য মধুরাক্ষরং।
প্রীত্যুৎফুল্ল মুখাম্ভোজাচীকরৎ ষোড়শাত্মনঃ॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল পঙ্কজ বদনা শ্রীমতি রাধিকা প্রীতি যুক্ত হইয়া আত্ম দেহকে সমরূপে ষোড়শ সহস্র ভাগে বিভাগ করিলেন॥ ৪৪॥

দাড়িমী কুসুমাকারাঃ সহস্রাদিত্য বর্চ্চসঃ।
সর্ব্বাভরণ সংচ্ছন্নাঃ সতোয় তোয়দাম্বরাঃ॥ ৪৫॥
মণিকুণ্ডল বিদ্যোতা হারকেয়ূর শোভিতাঃ।
স্মেরাননাঃ পৃথুশ্রোণ্যো হারাহত কুচোৎপলাঃ॥ ৪৬॥
সৌন্দর্য্যামোহিতাঃ শেষা লোকাঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোপীগণেরা দাড়িমী পুষ্প সদৃশ উজ্বল রূপবতী, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সর্ব্বাভরণ ভূষিতা, সজল জলদের ন্যায় নীল বস্ত্র পরিধানা, শ্রবণে মণিময় কুণ্ডল ও বাহুদ্বয়ে কেয়ূর সুশোভিত, গলশোভিত মণিময় হার ও সকলেই ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনা ও আন্দোলিত হারের আঘাতে সুকম্পিত স্থূল তর স্তন যুগল শোভিত, সকলেই বিকচ পদ্ম নয়না, এবম্প্রকার রূপ সৌন্দর্য্য বিস্তারদ্বারা তাঁহারা অশেষ রূপলাবণ্য ধারণ করত জন সকলকে মোহিত করিলেন॥ ৪৫॥ ৪৬। ৪৭॥

তাবীক্ষ্য মদন প্রৌঢ়া ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
রূপেণা সদৃশীরম্যাঃ। শ্রিয়োমূর্ত্ত্যা ইবাপরাঃ॥
অচীকরৎ ষোড়শধা আত্মানং সর্ব্ব গুণোৎকরৈঃ॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। সেই শ্রীমতি রাধিকার আত্ম সদৃশী গোপীগণকে অতুল্য রূপবতী পরম রমণীয়া সাক্ষাৎ শ্রীরূপ এবং স্মরশরাঘাতে উম্মত্ত প্রায় অবলোকন করিয়া দেবকী নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্ম সদৃশ রূপ গুণ সম্পন্ন আপনার দেহকে ষোড়শ সহস্র ভাগে বিভাগ করিলেন॥ ৪৮।

ততোরাসঃ প্রববৃতে তাভিস্তেষাং মহাত্মনাং॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর রাধার স্বরূপ স্ত্রীগণের সহিত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপ পুরুষগণের সহিত গোপীদিগের রাসলীলা প্রবর্ত্তিতা হয়॥ ৪৯॥

মঞ্জু মঞ্জীর গুঞ্জৈশ্চ কিঙ্কিনীনাঞ্চ সিঞ্জিতৈঃ।
কর কঙ্কণ সন্নাদৈঃ করতাল বরোরবৈঃ ॥ ৫০ ॥
বাদিত্রাণাং সুমধুর সুঘোষৈঃ করতালকৈঃ।
হাস্যৈর্হৃষ্ট জনৌঘস্য বচোভির্মধুরাক্ষরৈঃ ॥ ৫১ ॥
দিশঃ খংরোদসীনাকং পাতালং সতলাতলং।
সাদ্রি দ্বীপাব্ধি নগরং পূর্ণমাসীজ্জগত্রয়ং ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা! ঐ সকল গোপীজনের মনোহর নূপুর ও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ওকর কঙ্কণ রণৎকারে করতাল ও নৃত্য গীত বাদ্য এবং করতালির শব্দে আর রাসমণ্ডলস্থ হর্ষিত জন সমূহের হাস্য ধ্বনিতে ও গোপগোপীর উচ্চারিত সুমধুরবাক্যের কোলাহলে পূর্ব্বাদি দিক্ সকল ও আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ ও তলাতলের সহিত সপ্ত পাতাল, সমুদ্র দ্বীপ সকল ও গিরিদরী নগর সহিত এই ত্রিলোক তৎকালে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

তেজোভির্মণিমাণিক্য বরসন্দীপিতং নভঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীমতি রাধিকার রূপের জ্যোতিতে আর অনুত্তম মণি মাণিক্যাদি আভরণের দীপ্তিতে আকাশ মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

মনোহরৈর্বেণু গীতৈঃ পঞ্চমস্বর মূৰ্চ্ছিতৈঃ।
গোপার্ভা মূর্চ্ছয়ামাসু স্ত্রিলোকীং সসুরাসুরাং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষে! তৎকালে গোপবালক সকল পঞ্চমস্বরে মূর্চ্ছিত মনোহর বেণু গীত দ্বারা দেবাসুরের সহিত ত্রিলোকী তলকে সংমূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

চঞ্চলাভ্যন্তরে ভাতি সপাথস্তোয়দো মুনে।
তদ্বন্মৃগীদৃশাং তাসাং মধ্যে কৃষ্ণোদ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! বিদ্যুতের মধ্যে সজল জলধর যেমন শোভা পায়, মৃগ নয়না দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও সেইরূপ সুশোভিত হয় ॥ ৫৫ ॥

স্ত্রীজনৈরন্বিতঃ প্রেষ্ঠৈ রন্যোন্যা বদ্ধবাহুভিঃ।
রাসোৎসবঃ প্রববৃতে গোপী মণ্ডল মণ্ডিতঃ ॥ ৫৬ ॥
কৃষ্ণেন তাসাং গোপীনাং যোগি যোগেশ্বরেণ সঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। পরস্পর বদ্ধবাহু স্ত্রীজনযুক্ত সর্ব্ব যোগসত্তম যোগেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ গোপী মণ্ডলের দ্বারা পরিমণ্ডিত; তৎকালে সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের রাসোৎসব সংপ্রর্ত্তিত হয় ।। ৫৬ ।। ৫৭ ।।

অভ্যাসস্থ প্রিয়াদত্ত তাম্বূলেন মুনীশ্বর ।
অভ্যর্ণ কান্তদত্তেন তাম্বূলোৎ কবলেন্নতাঃ ।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনীশ্বর! নিকটস্থা প্রিয়াতমা গোপীসকলে নিকটস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে তাম্বূল প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সমীপ স্থিতা প্রিয়াদত্ত তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া প্রেয়সীগণকে পুনঃ প্রদান করেন। সেইতাম্বূল রাগে রঞ্জিতাধরা গোপললনা গণে উভয় কৃষ্ণের মধ্যে পরমা শোভা সংপ্রাপ্তা হইলেন ।। ৫৮ ।।

প্রবিষ্টেন স্বকান্তেন বৃত কণ্ঠেন রেজিরে ।
ঘনেনালিঙ্গিতা বিদ্যুৎ সতোয়েন ঘনাগমে ।। ৫৯ ।।

অস্যার্থঃ। ঘনাগমে· বর্ষণ কালে সজল জলদের সহিত আলিঙ্গিতা সৌদামিনী যেমন শোভা সংধারণ করে, সেই প্রকার রাস মণ্ডল প্রবিষ্টা গোপীগণেরাও স্বীয় স্বীয় বৃত কণ্ঠ কান্তের সহিত পরিশোভিতা হইলেন ।। ৫৯ ।।

প্রিয়য়ালিঙ্গিতোভ্যর্ণ স্তয়ারেজে চ্যুত স্তথা ।
হেমবল্ল্যা পরিষ্বক্তো মহাশালতরুর্যথা ।। ৬০ ।।

অস্যার্থঃ। স্বর্ণলতা পরিবেষ্টিত হইলে সুমহৎ শাল শাখী যেমন রমণীয় শোভা ধারণ করে, সেইরূপ কনক লতিকার সমান গোপপ্রিয়াযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও রাস,সংসদিতে পরম সুশোভিত হইলেন ।। ৬০ ।।

নরীনৃত্যন পরিষ্বক্তো নরীনৃত্যৎ প্রিয়াজনৈঃ ।
অচোচুম্বদলে লিঙ্গচ্চুম্বিতো লিঙ্গিতো হরিঃ ।। ৬১ ।।
মধ্যে মধ্যে স্থিতা স্তাসামুডুরাড়ুভি র্যথা ।। ৬২ ।।

অস্যার্থঃ। যামিনী মুখে সমুদিত তারকা মণ্ডল পরিমণ্ডিত নভোমণ্ডলে তারাপতি যেমন মনোহর শোভা সংধারণ করন, সেই রূপ প্রিয়া লিঙ্গিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্যে সুশোভিত হইয়া রাসমণ্ডলে মোহন নর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়াগণেও তাঁহার সহিত পুনঃ২ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গোপ প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক চুম্বিত ও আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়াগণকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করেন ।। ৬১ ।। ৬২

কর্পূরাগুরু জাতীয় ফলাদি পরিবাসিতং ।
মুখবাসন তাম্বূল চর্ব্বণোৎ কবলংদদৌ ।।
আস্যেষু তাসাং কান্তানাং মধ্যে কৃষ্ণোদ্বয়োর্দ্বয়োঃ ।। ৬৩ ।।

অস্যার্থঃ। এবং গোপীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ দ্বয় প্রিয়াগণের বদন কমলে কর্পূর ও অগুরু জাতী ফলাদি মিশ্রিত মুখ বাসিত সুগন্ধি তাম্বূল চর্ব্বণ প্রদান করিলেন ॥ ৬৩॥

অশেশ্লিবদথানীয় ভুজাবাচ্ছিদ্য বেগতঃ।
রসাব্ধিমগ্না বাহুভ্যা মুপানীয়োপ সস্বজে ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত দ্বারা স্বপ্রিয়ার হস্ত আকর্ষণ পুর্ব্বক বেগেতে আনিয়া ভুজবন্ধ শ্লথকরতঃ আপনার ভুজদ্বয়ের অভ্যন্তরে স্বপ্রিয়াকে আলিঙ্গন করেন ॥ ৬৪ ॥

বভৌ মণীনাং হৈমানাং নীলকান্তো মণির্যথা। ৬৫।

অস্যার্থঃ। হেমমণির নিকটে যেরূপ নীলকান্তমণি শোভা পায়, সেইরূপ হিরণ্মণিরন্যায় গোপ প্রিয়াগণের সমীপে মহা মরকত মণিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত হইলেন। ৬৫।

সুস্মিতৈঃ পাদসংন্যাসৈ র্ব্বচনৈ র্মধুরাক্ষরৈঃ।
গতিলোলকুচৈঃ স্রস্তমল্লিকাদাম বংশকৈঃ। ৬৬।
শ্লথনীব্যম্বরবরৈ রাস্যাব্জ পরিকম্পনৈঃ।
আসীৎ সুতুমুলোনাদো দিবস্পৃক্ সর্ব্বতো মুনে। ৬৭।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হেবৎস, হে মুনে! বিগলিত কটিতট দুকুল পরিশোভিত গোপিকাগণের সুমধুর পদবিন্যাস বচনে এবং সুললিত পাদবিন্যাস গতিদ্বারা চঞ্চল কুচ আবলী ও শ্লথকবরী বন্ধ হইতে ভ্রংসিত মল্লিকা পুষ্প মাল্য, ও ঈষৎহাস্য যুক্ত বদনার বিন্দ, পরিকম্পিত আভরণ নিচয়ের রণৎকারে গগণস্পর্শী সুতুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ৬৬।৬৭।

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ রহস্যানি মুদাহরেঃ। ৬৮।

অস্যার্থঃ। কোন কোন গোপী নৃত্য করিতেছেন আর কোন কোন গোপী আহ্লাদিতা হইয়া শ্রীহরির লীলা কথাসকল কলপদাক্ষরে গান করিতে লাগিলেন। ৬৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম
সপ্তর্ষি সম্বাদে রাসক্রীড়ায়ামুনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯।

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মসপ্ত ঋষি সম্বাদ সমন্বিত রাধা হৃদয়ে রাসক্রীড়া বর্ণনে উনবিংশতি অধ্যায়, ॥ ১৯ ॥

অথ বিংশতি অধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ ।

জগৎ পিতা পিতামহ মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিকে কহিতেছেন।

দিদৃক্ষবো রাস গোষ্ঠীং পরমানন্দ মচ্যুতং।
রমমাণঞ্চ চিচ্ছক্ত্যা রাধয়া তেভি বীক্ষিতুং।
আজগ্মুঃ পরমোদারা বৈষ্ণবা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২

অস্যার্থঃ। বৈষ্ণবগণ সকলে রাসলীলার সভা ও পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্তি শ্রীরাধিকার সহিত যে রাসক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করণেচ্ছু হইয়া পরমউদার চরিত্র বিষ্ণুভক্ত ঋষিগণও সকলেতখন সেই রাসস্থলে আগমন করিলেন। ২।

আত্মারামাঃ পূর্ণকামাঃ পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
নিরাকাঙ্ক্ষা নিরাধারা নির্ব্বিঘ্নাযতয়ো মলাঃ। ৩।

অস্যার্থঃ। সম্যকরূপে পরি পূর্ণকাম আত্মারাম মুনিগণেরা পরমানন্দে পরিপূর্ণহৃদয়, নিত্য অখণ্ডিত পরম সুখে সুখী এবং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা রহিত, আত্মভিন্ন অন্যসমস্ত আধার শূন্য, কেবল পরব্রহ্মৈকাধারযতিগণ, অব্যাহতগতি অমলাত্মা ঋষিবৃন্দ সকলে আগমন করিতেলাগিলেন। ৩।

অহং বিষ্ণুর্ভবোমাচোমা বাণীস্মরকামিনী।
কন্দর্পোবরুণো শ্চৈব ধনাধ্যক্ষঃ সহস্রদৃক্। ৪।
পৌলোম্যাহুতভুক্‌কান্তা জনেন স্বাহয়ান্বিতঃ।
মহামহিষমারূঢ়ো দণ্ডোদ্যত কর স্তুরন্। ৫।
মাতরিশ্বগণাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্র কৃতবাহনাঃ।
আশ্বিনৌ পিতরাদিত্যা বালিখিল্যা মরীচিপাঃ। ৬।
অনন্তো বাসুকিঃ শেষো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কালীয়ো নাগরাজানঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। ৭।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তঋষিকে কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা, সেই রাস সভায় আমি এবং বিষ্ণু ও দেবাধিদেব মহাদেব শিব ও লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী, রতী, কন্দর্প, ও বরুণ, কুবের ও শচীসহ ইন্দ্র, স্বকান্তাস্বাহার সহিত অগ্নি, মহামহিষারূঢ় দণ্ডধর যম, মৃগেন্দ্রারূঢ় মারুতগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, পিতৃগণ ও দ্বাদশাদিত্য, বালিখিল্য ঋষিগণ, শেষাখ্য অনন্ত, বাসুকি, নামক নাগরাজ মহাপদ্ম, তক্ষক কালীয় প্রভৃতি নাগ সকলে ঐ রাসলীলা দর্শনেচ্ছু হইয়া বৃন্দারণ্যেরাসমণ্ডলে আগমন করিলেন। ৪। ৫ ।৬। ৭ ।

প্রমথা ভূতকুষ্মাণ্ড ডাকিনী পূতনাদয়ঃ।
যোগিনী মাতৃকাবিদ্যাঃ শাস্ত্রাণিচ চতুর্দ্দশঃ॥ ৮।
অব্ধয়ঃ সরিতো নাগাঃ সরাংসি গ্রহতারকাঃ।
ঋতবঃ ষট্‌যুগামাসাঃ সম্বৎসরগণা অপি। ৯।

অস্যার্থঃ। এবং প্রমথগণ ও ভূত প্রেত কুষ্মাণ্ডগণ, ডাকিনী পূতনা প্রভৃতি বালঘাতিণীগণ, আর যোগিনী ও মাতৃকাগণ ও বেদ বিদ্যা সকল ও চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ও সমুদ্র নদী নাগান্তরগণ, সরোবর সকল, গ্রহ নক্ষত্র সকল ও ছয়ঋতু, চারি যুগ, সম্বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকলে তৎকালে তথায় আগমন করিলেন॥ ৮। ৯।

দেবদানব গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারা শ্চারণাপ্সরসাং গণাঃ॥ ১০।
যক্ষযাদাংসিদৈতেয়াঃ খগকিন্নর মানুষাঃ।
রাজর্ষয়ো মহাভাগা যজ্বানোভূরিদক্ষিণাঃ। ১১।
মনবো মনুপুত্রাশ্চ দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা।
গয়ো মরুত্ত্বো মাতঙ্গো হরিশ্চন্দ্রোথ নাহুষঃ। ১২।
অম্বরীশোরঘুশ্চৈব যযাতিঃ শান্তনুর্ম্মহান্।
দিলীপঃসগরোভানু র্নৃপঃ সম্বরণোবিভুঃ। ১৩।
ভগীরথোবৃহৎকীর্ত্তি রীক্ষ্বাকু কুলবর্দ্ধনঃ।
ঔশীনরঃ শিবিঃ শ্বেতো রাজাদশরথস্তথা। ১৪।

অস্যার্থঃ। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ ও পিশাচ উরগ রাক্ষস গণ ও বিদ্যাধর ও সাগরাদি জলাধার সকল, সিদ্ধচারণগণ ও অপ্সরাগণ ও যক্ষ জলচর দৈতেয়গণ ও পক্ষি কিন্নর মনুষ্য গণ, ও ভাগ্যবান্ রাজর্ষিগণ এবং ভূরিদক্ষিণ যাগকর্ত্তা সকল ও স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত মনুগণ ও মনুপুত্রগণ ও গয়, মরুত্ত্ব, মাতঙ্গ, হরিশ্চন্দ্র ও অম্বরীষ রঘু নহুষ যযাতি, শান্তনু, দিলীপ, সগর ও ভানুরাজা, সম্বরণ ও ইক্ষ্বাকু কুলবর্দ্ধন মহৎ কীর্ত্তিমান ভগীরথ, ইক্ষ্বাকু ও উশীনর সুত শিবিরাজা, শ্বেতরাজা এবং রঘুবংশ প্রদীপ রাজা দশরথ। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।

এতেচান্যেচ বহবো রাজানো ভূরিতেজসঃ।
চিত্রাম্বরধরাঃ সর্ব্বে চিত্রগন্ধানুলেপনাঃ। ১৫।
ভাস্বদ্‌যান বরারূঢ়াঃ সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ। ১৬।

অস্যার্থঃ। এই সকল ব্যক্তি এবং অতিশয় তেজস্বি অন্যোন্য বহুশ রাজাগণ বিচিত্র বস্ত্রা ভরণ ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র গন্ধানুলেপিত গাত্রে

সুশোভিত পরমোত্তম বরযানে আরোহণ করতঃ অনুত্তম মণি কুণ্ডল ধারী হইয়া সকলে আগমন করিলেন। ১৫। ১৬।

প্রহ্লাদোনারদো ধৌম্যোধ্রুবশ্চ শুক উদ্ধবঃ।
কশ্যপোত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ সশিষ্যোরেণুকাসুতঃ॥ ১৭।
বশিষ্ঠো যমদগ্নিশ্চ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ং।
দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহঃ ক্রতু র্মৈত্রেয় এবচ। ১৮।
দুর্ব্বাসাঃ ষষ্টিসাহস্র শিষ্যোপশিষ্যকৈ র্বৃতঃ।
ভরদ্বাজো বিশ্রবাশ্চ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্। ১৯।
সুমন্তুর্গালবো গর্গভৃগুজৈমিনিগোতমাঃ।
সনৎকুমারো দেবর্ষির্মার্কণ্ডেয়োমহামনাঃ। ২০।
শুনকঃ শুক্তিকর্ণশ্চ পরাশর সুতোবশী।
চ্যবনো জীবকাব্যৌচ বামদেবোমহামনাঃ। ২১।
এতেচান্যেচ বহবো মনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ। ২২।
সগদ্‌গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ কীর্ত্তয়ন্তো গুণান্‌হরেঃ।
সায়ুধাঃ সহযানাশ্চ সাম্বরাঃ সপরিচ্ছদাঃ। ২৩।
সগণাঃ সপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বৃন্দারণ্য মুপাযযুঃ। ২৪

অস্যার্থঃ। এবঞ্চ প্রহ্লাদ, নারদ, ধৌম্য, ধ্রুব, শুকদেব, উদ্ধব, কশ্যপ, অত্রি, পুলস্ত্যও শিষ্য গণ সমন্বিত রেণুকা পুত্ররাম, বশিষ্ঠ, যমদগ্নি ও স্বয়ং বেদব্যাস, দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, ক্রতু, মৈত্রেয়, ও ষষ্টি সহস্র শিষ্যোপ-শিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসা, ভরদ্বাজ, বিশ্রবা, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, অথর্ব্বা চার্য্য সুমন্তু, গালব, গর্গ, ভৃগু, জৈমিনি, গোতম, দেবর্ষি সনৎকুমার, মহামনা মার্কণ্ডেয়, শুনক, শুক্তিকর্ণ, জগৎবশী পরাশর, চ্যবন, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, প্রশস্তমনা বামদেব, এই সকল ঋষিবর্গ সম্বর্গ শালি ব্রতধারী-গণ আর২ যে সকল মুনিগণ, ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় আপন আপন আলয় হইতে উত্তম যানে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম বস্ত্র ধারণ করতঃ পরিচ্ছন্ন লোমাঞ্চিত কলেবরে সাশ্রু নেত্রে গদ্‌গদ স্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে স্বগণ পরিবৃত, হইয়া স্বপ্রিয়াগণের সহিত বৃন্দাবনধামে রাস দর্শনার্থে আগমন করিলেন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

যানকোটি বরচ্ছন্ন মাসীদ্বৃন্দাবনং মুনে।
শারদৈঃ পঙ্কজৈশ্ছন্নং শরদীব সরোবরং। ২৫।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! শরৎকালীন পদ্মের দ্বারা সরোবর সমাচ্ছন্ন হইলে যেরূপ পরিশোভিতহয়, সেইরূপ এই সকল ব্যক্তিগণের বহুকোটি বর যানদ্বারা বৃন্দাবন ধাম পরিশোভিত হইল ॥ ২৫ ॥

পশ্যন্তোরমণীয়ানি স্থানান্যুচ্চাবচানিতে।
কুমুদোৎপলগন্ধীনি বিবিধানি সমন্ততঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। অনুত্তমরাসদিদৃক্ষু জনগণেরা সেই বৃন্দাবনের চারিদিগে ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্বত্রেই প্রাস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত কমলোৎপল কুমুদ কহ্লারাদি নানাবিধ সুগন্ধ কুসুমনিচয় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ক্রীড়মানান্ কুমারাংশ্চ কৃষ্ণবেশ বয়োধরান্।
মধুর স্বরসম্পন্নান বেণুবাদনতৎপরান্ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। এবঞ্চ ঐ পূর্ব্বোক্ত সমাগত জননিচয়ে রাসস্থলে দর্শন করিতে লাগিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়সধারি গোপ কুমার সকল মধুর-স্বরযুক্ত বেণুবাদনে তৎপর হইয়া চতুর্দ্দিগে নিভৃতস্থানে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

অবপ্লুত্য স্বযানেভ্যোগিরিশৃঙ্গাদি ব্রহ্মরাট্।
প্রাঞ্জলি প্রাহ শিরসো দণ্ডবৎ পেতিরে ক্ষিতৌ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মরাট্! অঙ্গিরা! তদনন্তর যাবদীয় দিদৃক্ষুজন সকলে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ স্বীয় স্বীয় যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধপাণি পরিণতমস্তকে দণ্ডবৎ পৃথিবীতলে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

ভক্ত্যাপরময়াযুক্তাঃ প্রসন্নাস্যসরোরুহাঃ।
প্রহর্ষাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ তনুজন্মবরাঃসুরাঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। উক্ত দেবগণেরা প্রসন্নবদনে পরমভক্তি সহকারে শুদ্ধ ভাবোদয়ে নির্ম্মলচিত্তে লোমাঞ্চিত বিগ্রহ বিশিষ্ট হইলেন। ২৯।

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্যত মর্ঘৈরর্হৈ র্বিবিধৈর্মুনে।
উপচারৈ র্ধূপদীপমধুপর্কৈ রথাদিতাঃ। ৩০।
বরদং বরমাসীনং বরদানাং দিবৌকসাং।
দদৃশুস্তংসুরাঃ সর্ব্বে প্রসন্নমুখপঙ্কজং। ৩১।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! দেবগণ সকল সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক ধূপদীপ মধুপর্ক ও অর্ঘ্যাদি নানা উপচা-

রের দ্বারা পূজা করিয়া বরসিংহাসনে উপবিষ্ট প্রসন্নারবিন্দ বদন বরপ্রদায়ী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন অর্থাৎ সর্ব্বজনের বরপ্রদানকারি দেবগণ তাঁহার দিগেরও বরপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ হয়েন ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৩০। ৩১।

চতুর্ভুজং শংখগদাদ্যুদাযুধং কিরীটহারাঙ্গদ কুণ্ডলান্বিতং।
স্মেরাননং সর্ব্ববিমোহমোহনং পীতাম্বরংকৌস্তুভরাজিবক্ষসং।৩২

অস্যার্থঃ। শংখচক্রগদাদি অস্ত্রধারী, কিরীট,হার, মণিময়বলয়াদি মণ্ডিত করকমল, শ্রুতিমূলে কুণ্ডলযুগলসুশোভিত, ঈষৎহাস্যযুক্ত মনোহর বদনারবিন্দ, পরিধৃত পীতবসন, কৌস্তুভমণিপ্রভায় উদ্দীপ্তবক্ষঃস্থল, সমস্তপ্রকার মোহনিবারণ মোহনরূপ। ৩২।

সহস্রশীতাংশু সমানবর্চ্চসং বনস্রগালি প্রবিভূষি বক্ষসং।
অনর্ঘ মাণিক্য বরপ্রনির্ম্মিতং চূড়াবরান্দোলিত বর্হপুচ্ছং। ৩৩।

অস্যার্থঃ। সহস্রতুহিনকরসদৃশ সুশীতলদীপ্তিমৎসৌম্যমূর্ত্তি, আন্দোলিত বনমালাতে পরিশোভিতবক্ষঃস্থল, অমূল্য মণিমাণিক্য নির্ম্মিত চূড়ামণ্ডিত মস্তকমণ্ডল তাহাতে মরুতাহত আন্দোলিত ময়ূর বরপুচ্ছ পরিশোভিত। ৩৩।

সুগীতরাগৌঘ ততংমুখানিলৈঃ প্রপূরয়ন্তং বরবেণুমোজসা।
বিমোহয়ন্তং পররূপসম্পদা নৃত্যেনগীতেন বিচিত্রিতেন। ৩৪

অস্যার্থঃ। বিস্তৃতবদনবিনির্গত মরুতপূরিত বরবেণুরবে সম্যকবলের সহিত সমূহরাগরাগিনী আলাপদ্বারা সংগীতকলাপানুরাগী, এবং পরমরূপ সম্পদদ্বারা ও বিচিত্র নৃত্যগীতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। ৩৪।

সুনন্দনন্দ প্রমুখাঃ সভাজিতং বরাঙ্ঘ্রিযুগ্মং ভবভাবন চ্ছিদং।
সুযোগযোগিপ্রবরার্হণার্চ্চিতংতৎপাদপাথোজবরান্বিতংমুদা। ৩৫
প্ররূঢ়ভাবাঃ প্রণতার্ত্তিসংহৃতৌ হরৌসুরা গদ্গদভাবভাষকাঃ।৩৬

অস্যার্থ। সুনন্দনন্দপ্রভৃতি পার্ষদগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত, এবং জন্ম বন্ধন পরিমোচন মনোহরচরণযুগল সুশোভিত, ও সম্যক্‌যোগপরায়ণ যোগিপ্রবরগণকর্ত্তৃক পরিপূজিত যচ্চরণকমল, সম্যকভক্তিসহকারে আরূঢ়ভাবভাবকগণ পরমহর্ষমনে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মকে সমাশ্রয় করে তাহাকে আর কোনমতে ভবরোগভোগ করিতে হয় না, অতএব সমস্ত দেবগণেরা সেই বিশ্বেশ্বর হরিতে প্ররূঢ়ভাব হইয়া একান্তমানসে গদ্গদাক্ষরে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৫। ৩৬।

দেবা ঊচুঃ।

অতঃপর দেবগণেরা স্তুতিবাক্যে ভগবান নলিনাসনস্থ শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন।

বিশ্বেশ তেপাদপয়োজযুগ্মকং ভবেচ্ছরণ্যং শরণৈষিণাং হিনঃ।
সহস্রভানু প্রতিভানুমাণিতং সদ্রত্নমুক্তাফল নূপুরাঞ্চিতং। ৩৭।

অস্যার্থঃ। হে বিশ্বেশ শ্রীকৃষ্ণ! সহস্র সূর্য্যতুল্যপ্রভাযুক্ত এবং সুশোভনরত্ন ও মুক্তাফল সহিত বিরাজিত নূপুর যুগলে রঞ্জিততবপাদপদ্মদ্বয়, হে প্রভো! তোমার ঐ পাদপদ্মযুগলই শরণাকাঙ্ক্ষি আমারদিগের এক শরণ অর্থাৎ পরমাশ্রয় হয়। ৩৭।

নমামি তেকৃষ্ণপদাম্বুজং হিনঃ প্রসাদমাসাদ্য ত্বদীয়মাশু।
প্রাজাধিপত্যং সুরলোকপূজ্যং পয়োজজন্ম স্বপদপ্রদানং।৩৮।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ঐ পাদপদ্মে আমরা সকলে প্রণাম করিতেছি, আমারদের দেবলোকে পূজিত যে প্রাজাধিপত্য এবং ব্রহ্মার যে সত্যাখ্য, স্বপদপ্রাপ্তি এই সকল বৈভব শুদ্ধ তোমার প্রসন্নতার ফলে আমরা লাভ করিয়াছি। ৩৮।

নমো গোপালপালায় গোপালপতয়ে নমঃ।
গোপালপূজ্যপাদায় গোপালায় নমোনমঃ। ৩৯।

অস্যার্থঃ। হে গোপালমূর্ত্তে! হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গোপালের পালক ও গোপালের প্রভু এবং গোপাল সকলে তোমার চরণযুগল পূজা করেন, তুমি সাক্ষাৎ স্বয়ং গোপালহও, অতএব তোমাকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি। ৩৯।

গোবিন্দগোপীজনবল্লভেশ দেবারি দৈত্যান্তকরায় তুভ্যং।
গোপীমুখস্বান্ত পয়োজভৃঙ্গ কংসাসুরঘ্নায় নমামি তুভ্যং। ৪০।

অস্যার্থঃ। হে গোবিন্দ! হে গোপীজন বল্লভেশ শ্রীকৃষ্ণ! হে গোপীজন বদনপদ্ম, ও গোপীজন হৃদয়পদ্মভ্রমর! তুমি দেবশত্রু অসুরদিগের অন্তকস্বরূপ এবং কংসাসুরের বিনাশকারী, হে অমর দুর্লভ! আমরা তোমাকে প্রণাম করি। ৪০।

স্বয়ম্ভুবে নমস্তুভ্যং স্বয়ম্ভূপতয়ে নমঃ।
সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মরূপায় সূক্ষ্মাসূক্ষ্মায় তেনমঃ। ৪১।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ম্ভূব্রহ্মার পালনকর্ত্তা, তুমি সূক্ষ্ম অথচ স্থূলরূপও হও, অপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপ তুমি, তোমাকে প্রণাম করি। ৪১।

সূক্ষ্মানুষ্ঠানপূজ্যায় সূক্ষ্মা সূক্ষ্মায় তেনমঃ।
চিন্ত্যায়াচিন্ত্যরূপায় চিন্তায়াঃ পতয়ে নমঃ। ৪২।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সূক্ষ্মানুষ্ঠানে পরিপূজিত অর্থাৎ তুমি যোগিদিগের মানসোপচারে পূজ্য, অতএব তুমি সূক্ষ্মাসূক্ষ্মস্বরূপ; তুমি সকলের চিন্তনীয় অচিন্ত্যরূপ, সুতরাং তুমিই চিন্তারপতি চিন্তামণি তোমাকে প্রণাম করি। ৪২।

গুণায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায়া চিন্ত্যধাম গুণাত্মনে।
শুভ্রায় শুভ্রবাসায়া শুভ্ররূপ যশস্বিনে। ৪৩।

অস্যার্থঃ। হে কৃষ্ণ! তুমি গুণস্বরূপ গুণাত্মাদিগের চিন্তনীয় হও, অথচ নির্গুণ অচিন্তনীয়, আত্মারূপে অচিন্ত্যধামস্বরূপ, অর্থাৎ নির্গুণ হইয়াও চিন্তনীয় বস্তুমধ্যে অতিশয় চিন্তনীয়, যেহেতু তুমি অচিন্ত্য গুণধামঃ তুমি পরিশুদ্ধ শুক্লরূপে নির্ম্মল, তুমি নির্ম্মল শুক্লবসনধারী, অতিশয় যশস্বী, তোমাকে প্রণাম করি। ৪৩।

শুভ্রাশুভ্রায় শুভ্রৌজো বলাবল গুণাত্মনে।
গুণায় গুণপূজ্যায় গুণাগম্যায় তেনমঃ। ৪৪।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নির্ম্মল আত্মারূপ অথচ অনির্ম্মল; অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন উভয়াত্মক। তুমি সুনির্ম্মল তেজস্বী, তুমি বলস্বরূপ অথচ অবল, তুমি গুণাত্মা গুণপূজ্য, এবং গুণের অগম্য গুণাতীতহও, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ৪৪।

গুণাতীতায় গুণিনো নির্গুণায় গুণাত্মনে।
বেদাতীতায় বেদানাং পূজ্যায় বেদপাণিনে। ৪৫।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গুণাতীত হইয়াও গুণিরূপ, গুণিমধ্যে অগণ্য, নির্গুণ হও, একারণ তুমি সগুণনির্গুণ উভয়াত্মক, তুমি বেদপূজ্য বেদাতীত; তুমি বেদপাণি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষকামস্বরূপ চতুর্ভুজধারী হও, তোমাকে প্রণাম করি। ৪৫।

বেদবেদান্ত বেদাঙ্গাগম্যায় পরমেষ্ঠিনে।
শিবায় শিবপূজ্যায় শিবদায় নমোনমঃ। ৪৬।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গাদিসাস্ত্রের অগম্য, তুমি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মরূপ, তুমি শিবরূপ অথচ শিবের পূজ্য, তুমি সর্ব্বমঙ্গলদাতা, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ৪৬।

শিবাশিবায়া প্রৌঢায় প্রৌঢরূপায় তেনমঃ।
সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বদায় নমোনমঃ। ৪৭।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মঙ্গলস্বরূপ অথচ অমঙ্গলস্বরূপও হও, যেহেতু তুমি দ্বৈতাদ্বৈতরূপে উভয়াত্মক, তুমি বালকরূপ, তুমি যুবরূপ অথচ বৃদ্ধরূপও হও, তুমি সকল তোমাতে সকল, তুমিই সকলরূপ হও, তুমি সর্ব্বকামপুর সর্ব্বস্বদাতা, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ৪৭।

সর্ব্বেশায়াতিসর্ব্বায় সর্ব্বপূজ্যায় সর্ব্বতঃ।
পাথোজাস্যায় পাথোজনয়নায় নমোনমঃ। ৪৮।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বেশ্বর, তুমি সর্ব্বাতিসর্ব্ব অর্থাৎ তুমি সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছ, সর্ব্বতঃপ্রকারে সকলের পূজ্য, তুমি বিকচ কমলানন, ও দীর্ঘায়তপ্রসন্ননলিননয়ন, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ৪৮।

পাথোজাঙ্‌ঘ্রি করবরদ্বয়ায় পরমাত্মনে।
ব্যক্তায় ব্যক্তরূপায় ব্যক্তাব্যক্তায়তে নমঃ। ৪৯।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সরোজচরণ, প্রফুল্লকমলবরপাণি, তুমি ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপে পরমাত্মা, অর্থাৎ প্রকাশাপ্রকাশরূপে উভয়াত্মক, অতএব ব্যক্তাব্যক্ত সকলরূপই তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ৪৯।

সুব্যক্তগুণসংঘায়া ব্যক্তধাম্নে নমোনমঃ। ৫০।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ব্যক্তরূপেসমূহগুণধারী, তুমি আত্মারূপে অব্যক্তধামস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগতের একাশ্রয় তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ৫০।

ব্রহ্মোবাচ।

অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি সপ্তব্রহ্ম ঋষিগণকে কহিতেছেন।

এবং সংস্তূয়তে দেবা মম্মুখাঃ পরমেষ্ঠিনং।
মণিমাণিক্যরত্নৌঘ বরসিংহাসনস্থিতং। ৫১।
স্মেরাস্যং বামপার্শ্বঞ্চ রাধয়া লিঙ্গিতংহরিং। ৫২।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস! আমাপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সকল, মণিমাণিক্যাদি রত্নসমূহে বিনির্ম্মিতবর সিংহাসনে সংস্থিত এবং বামপার্শ্বেস্থিতা শ্রীমতি রাধিকাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতদেহ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখারবিন্দ, পরমাত্মা গোবিন্দকে সন্দর্শন করিয়া সম্যক্‌ভক্তি সহকারে স্তব করেন। ৫১। ৫২।

স্বঃস্রবন্তী সুপয়সা পয়সাচ গবাংমহৎ।
পয়োদধীনাং সপ্তানাং পয়সা পুণ্যপাথসা। ৫৩।

অভ্যসিঞ্চন্মহাবাহুং দেবদেবং রমাপতিং।
বিধিনা মন্ত্রপুতেন গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ। ৫৪।
অদান মহতী মাত্য মণিহার মধোক্ষজে। ৫৫।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন, হে ঋষিগণেরা! আমি তৎকালীন স্বর্গস্রোতা মন্দাকিনীজল ও শোভনসুরভী দুগ্ধসহকারে ও সপ্তসমুদ্রেরজল মন্ত্রপুত করিয়া দেবদেব মহাবাহু রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেককরতঃ "গোবিন্দ" এই অনুত্তম নাম প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে অমূল্য মণিময়হার প্রদান করিলাম। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

ভবোদাদহিরাজেন নির্ম্মিতৌ বলয়ৌ মুদা।
বিষ্ণুরম্লান পঙ্কেজ স্রজং পরমশোভনাং। ৫৬।

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেবদেব মহাদেবভব বাসুকিকর্ত্তৃক মণিনির্ম্মিত বলয়দ্বয়, শ্বেতদ্বীপাধিপতি বিষ্ণু নির্ম্মল অম্লানপদ্মপুষ্পের শোভনমাল্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। ৫৬।

অম্বরে নির্ম্মলে দিব্যে হরয়ে হুতভুগ্দদৌ।
বরুণঃ কাঞ্চনস্রাবিচ্ছত্রং প্রাদাদনুত্তমং। ৫৭।

অস্যার্থঃ। হুতাশন অগ্নিশৌচ সুনির্ম্মল পীতবসনযুগল শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। এবং বরুণ সুবর্ণস্রবকারী অর্থাৎ স্বর্ণউৎপন্ন হয় এবম্ভূত শ্বেতছত্র প্রদান করেন। ৫৭।

শেষোশেষ মণিগ্রাম হারং তস্মৈদদৌপ্রভুঃ। ৫৮।

অস্যার্থঃ। মহাত্মা নাগাধিপতি অনন্তদেব তাঁহাকে অশেষ প্রকারে মণিনির্ম্মিতশোভনহার দেন। ৫৮।

সর্ব্বরত্নময়ীং ভূষাং কম্বূনাং বলয়ানিচ।
দদাবব্ধিঃ প্রসন্নায় হরয়ে চ জলেশ্বরঃ।
সহস্রাক্ষো বৈজয়ন্তীং সহস্রাস্যায় সুস্রজং। ৫৯।

অস্যার্থঃ। এবং জলেশ্বর সমুদ্র শ্রীহরির প্রীত্যর্থে গ্রীবাভূষণরত্নালঙ্কার ও রত্নবলয়া দিলেন এবং সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করিলেন। ৫৯।

হিমালয়দদৌ তস্মৈ মঞ্জুগুঞ্জিত নূপুরৌ।
গ্রৈবেয়কাণি ভূষাণি দদাবস্মৈ পরেতরাট্। ৬০।

অস্যার্থঃ। মহীধরাগ্রগণ্য হিমালয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালে মনোহরশব্দযুক্ত নূপুরদ্বয় এবং প্রজানিয়ন্তা ধর্ম্মরাজ যম কণ্ঠভূষণাদি নানাভরণ প্রদান করেন। ৬০।

মঞ্জুগুঞ্জিত রত্নৌঘ কাঞ্চীমস্মৈ দদৌগুহঃ।
অঙ্গুলান্য দদাৎতস্মৈ রত্নানি গুহ্যকাধিপঃ। ৬১।

অস্যার্থঃ। মহাসেন পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয় সুমধুরশব্দযুক্ত ও রত্ন সমূহনির্ম্মিত কটিভূষণকাঞ্চী এবং গুহ্যকাধিপতি কুবের শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গুলীতে মণিমাণিক্যময় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন। ৬১।

দদাবক্ষয় সিন্দূরতিলকং বাসবানুজঃ।
পৌলম্যদাৎ কেশভূষাং দেব্যৈদেবী মুনীশ্বর।
অয়োদান মহারত্নতাড়ঙ্কৌ ত্বষ্টৃ নির্ম্মিতৌ। ৬২।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে মুনীশ্বর! অনন্তর ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতিরাধিকাকে অক্ষয় সিন্দূরতিলক প্রদান করেন, আর শচীদেবী শ্রীমতিরাধিকাকে কেশের আভরণ অর্থাৎ কবরী-ভূষণ রত্ননির্ম্মিত কুসুমাবলী, আর বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত মহারত্নময় তাড়ঙ্কদ্বয় ও আইয়ত্বসূচক মণিমণ্ডিতলৌহ বামকরে প্রদান করিলেন। ৬২।

কিরীটং কোটিসূর্য্যাভং মারোদাদ্বিশ্বরূপিনে। ৬৩।

অস্যার্থঃ। হে মুনে! বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপি শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প কোটি-সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত শিরসি কিরীটভূষণদান করিলেন। ৬৩।

হরিচন্দনবিন্দুঞ্চ দাদস্যৈ কমলা মুদা।
অদাদরুন্ধতী তস্যৈ রক্তচন্দনকজ্জলে। ৬৪।

অস্যার্থঃ। লক্ষ্মী আহ্লাদিতা হইয়া শ্রীরাধিকার কপোলতলে হরিচন্দনেরবিন্দু দিয়া সাজাইলেন, আর সতীপ্রধান অরুন্ধতীদেবীরক্ত-চন্দনের তিলক ও নয়নযুগলে কজ্জ্বল প্রদান করেন। ৬৪।

মহার্হাণি বিচিত্রাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
অদাদ্রতিঃ কামপত্নী রাধায়ৈ পরমাদরাৎ। ৬৫।

অস্যার্থঃ। কন্দর্পপত্নী রতি পরমাদরপূর্ব্বক শ্রীমতিরাধিকাকে মহা-মূল্যবান বিচিত্র বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন। ৬৫।

প্রণিপত্য সুরাঃ প্রোচুর্গন্তু মিচ্ছামহে বয়ং।
অনুমন্যস্ব নোনাথ স্বধাম তৎপরায়ণং। ৬৬।

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেবগণসকল শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীরাধিকাকে আভরণাদি প্রদানকরতঃ এই কথা বলিলেন, হে নাথ! এক্ষণে আমরা স্বীয় স্বীয় ধামে গমন করিব ইচ্ছা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অনুমতি করুন। ৬৬।

—:—

ব্রহ্মোবাচ।

অঙ্গিরাদি সপ্তব্রহ্মঋষিকে জগৎপিতাপিতামহ ব্রহ্মা এই কথাকহিতেছেন।

অনুজ্ঞাতাঃ সুরা জগ্মুর্যথাগত মরিন্দমাঃ।
মুনয়শ্চ মহাত্মানো যক্ষগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ। ৬৭।

অস্যার্থঃ। হে বৎসেরা। অনন্তর দেবগণেরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া যিনি যেস্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তিনি সেই স্থানে প্রত্যাগত হইলেন এবং মহাত্মা মুনিসকল ও যক্ষগন্ধর্ব্ব পন্নগাদিগণ সকলে তখন বৃন্দারণ্য হইতে স্বস্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন। ৬৭।

এতদাখ্যান মমলং কৃষ্ণস্য বিদিতাত্মনঃ।
রাধায়াশ্চৈব রাসস্য শৃণুয়াদ্বাপঠেদপি।
শ্রাবয়েৎ পাঠয়েদ্বাপি নরোভক্ত্যা সমাহিতঃ। ৬৮।
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং যশোর্থী লভতে যশঃ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ। ৬৯।
নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নোতি সাযুজ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ। ৭০।

অস্যার্থঃ। হে বৎস অঙ্গিরা। চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এবং জ্ঞানস্বরূপা শ্রীমতিরাধার এই নির্ম্মল রাসলীলার আখ্যান যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে শ্রবণ বা পাঠ করেন কিম্বা অন্যকে শ্রবণ বা পাঠ করান সেই ব্যক্তির সম্যক শোভনফললাভ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম, ধনার্থীর ধন, যশোর্থীর যশোলাভ, বিদ্যার্থী ব্যক্তির বিদ্যালাভ হয়। এবঞ্চ নিষ্কাম ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়। অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন। ৬৮। ৬৯। ৭০।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসম্বাদে
রাসোৎসববর্ণনং নাম বিংশতিতমোধ্যায়ঃ।

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তঋষি সংবাদে ভগবানের রাসোৎসব বর্ণননামক বিংশতিতম অধ্যায় বিবৃত হইল।

একবিংশতি অধ্যায় আরম্ভ।

অঙ্গিরা উবাচ।

অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার প্রশ্নান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্ব্বমত্যদ্ভুতং ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
রাধায়াশ্চৈব পরমং পাবনং কল্মষাপহং। ১।

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার এই সকল আশ্চর্য্যময় কর্ম্ম অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরমপবিত্র ও পাপনাশক হয়। ১।

চরিতং পাবনীয়স্য পাবনীয় গুণোদয়ং।
রুহিনঃ শ্রদ্দধানানাং কৃপয়া ব্রহ্মবিত্তম। ২।

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মবিত্তম! তুমি সকল ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, তববদন-কমলবিনির্গত শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত শ্রবণমুখেপানকরতঃ আমাদিগের চিত্তে শ্রদ্ধারসহিত সাতিশয় শ্রবণেচ্ছাসম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অতএব পবিত্রকারণ পরমপবিত্র শ্রীকৃষ্ণের আর আর যেসকল চরিত্র আছে তাহাও আমারদিগের নিকটে আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ২।

কিঞ্চকার ততঃ কৃষ্ণো রাধাচ পরমোত্তমা।
কৃষ্ণেন পরমোদার কর্ম্মণানন্দরূপিণী। ৩।

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমোত্তমাশক্তি শ্রীরাধা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যেহেতু মহৎকর্ম্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সহিত ব্রহ্মময়ী আনন্দরূপিণী শ্রীরাধা, আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা বৃন্দাবনলীলা কিরূপে বিস্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া আপনি আমা-দিগকে বলুন। ৩।

ব্রহ্মোবাচ।

এতৎপ্রশ্ন শ্রবণানন্তর পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

অথ শ্রীরাধিকার মান বর্ণন।

গঙ্গাসরিদ্বরা রাধাশাপতো ব্রজমণ্ডলে।
জাতাচন্দ্রাবলীনাম্নী রূপেণাসদৃশী ভুবি। ৪।

অস্যার্থঃ। হে ঋষে! সকল নদীর শ্রেষ্ঠা যে সুরধুনী গঙ্গা, শ্রীমতিরাধি-কার অভিশাপে চন্দ্রাবলীনামে ব্রজমণ্ডলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রাবলীরতুল্য রূপবতী পৃথিবীতলে অপরাযুবতী কেহ ছিল না। ৪।

সুকেশী সুস্তনীশ্যামা মত্তবারণগামিনী।
কলহংস মৃদুপ্রৌঢ়া মধুরাভাষভাষিণী। ৫।

অস্যার্থঃ। ঐ চন্দ্রাবলী গোপী শ্যামবর্ণা নহেন অথচ শ্যামা ও শোভন কেশপাশধারিণী ও অনুত্তম উন্নতপীন পয়োধরা ও মত্তমাতঙ্গগামিনী, ও কলহংসের ন্যায় তাঁহার মৃদুগতি, সুকোমল কলেবরা ও সম্পূর্ণযৌবন বতী এবং সুমধুরভাষিণী। ৫।

মৃগায়ত সুপাথোজ পলাশনয়না মুনে।
বিম্বৌষ্ঠী কেশরীক্ষীণমধ্যা গুরুনিতম্বিকা। ৬।
দাড়িমীবীজরাজীব দন্তপঁক্তি সুশোভিতা।
মোহয়ন্তী মনোযূনাং স্বেনরূপেণ ভাবিনী। ৭।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে মুনে! অই চন্দ্রাবলীর মৃগের ন্যায় বিস্তৃত ও পদ্মদল সদৃশ ঈষৎ রক্তবর্ণযুগলনয়ন ও বিম্বফলের ন্যায় আরক্তওষ্ঠাধর, সিংহের ন্যায় ক্ষীণতর মধ্যদেশ ও উত্তুঙ্গ স্থূলনিতম্ব, দাড়িম্ব বীজসদৃশ মনোহর দন্তপঁক্তি, সেই প্রশস্তমনা বরাঙ্গনা চন্দ্রাবলী গোপী স্বীয় রূপমাধুর্য্যদ্বারা যুবাপুরুষদিগের মনোহরণ করেন। ৬। ৭।

একদা ভানুজাতীরে বৃতোগোপার্ভকৈ র্হরিঃ।
চারয়ন্ গামুদা বেণুং রণয়ন্মধুর স্বরং। ৮।
প্রেত্য চন্দ্রাবলী প্রেম্না স্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য দীনাত্মা বচনঞ্চেদ মাহতং। ৯।

অস্যার্থঃ। কোন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনাতীরে গোচারণ করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে সুমধুরস্বরে বংশীধ্বনি করিলেন; তদ্ধ্বনি শ্রবণকরতঃ ঐ চন্দ্রাবলীর প্রেমজলে নয়নযুগল ভাসিতে লাগিল, জাতভাবা গোপী অতিশয় আকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সমাগতা হইয়া প্রণাম পুরঃসর দুঃখিতান্তঃকরণে এই কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। ৮। ৯।

চন্দ্রাবাল্যুবাচ।

হে ঋষিগণেরা! চন্দ্রাবলী প্রণয়াক্ষরে বিনতভাবে সমাদরপূর্ব্বক
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

অলক্ষ্যগতয়ে তুভ্য মলক্ষ্যকর্ম্মণে নমঃ।
কথং জহাসিমাংনাথ ত্বমনাথা মনাগসং। ১০।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকলের অন্তরাত্মা, তোমার অলক্ষ্যগতি তোমার কর্ম্মও অলক্ষ্য, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে কৃষ্ণ! আমি অনাথা বালা এবং নিরপরাধা, অতি দুঃখিনী, কিহেতু তুমি নিষ্কারণে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। ১০।

ত্রাহিমাং কামপূরাঙ্ঘ্রি যুগলায় নমোনমঃ।
অনন্যশরণাং দেব মনাথা মবর প্রভো। ১১।

অস্যার্থঃ। হে অবর প্রভো! হে সর্ব্বাত্মন্! আমাকে কামসাগর হইতে কৃপা করিয়া পরিত্রাণ কর, সর্ব্বাভিলাষ পূরক তোমার চরণযুগলে

আমি ভূয়োভূয়ো নমস্কার করি, হে নাথ! আমি অনন্য শরণা অর্থাৎ তোমাভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, হে দেব! আমার মত অনাথা জনের একমাত্র তুমিই রক্ষিতা হও, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। ১১।

ব্রহ্মোবাচ।

অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে আরো বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

ইতি তস্যাবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
উবাচ বচনং প্রেম্না পরিস্বজ্য সরিদ্বরাং। ১২।

অস্যার্থঃ। হে মহামুনি অঙ্গিরা! চন্দ্রাবলীর কাতরোক্তি শ্রবণান্তে ভগবান দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সস্নেহে প্রেমালিঙ্গন করতঃ এই-রূপ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাস করিলেন। ১২।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়গর্ব্ব প্রেমবাক্যে চন্দ্রাবলীকে কহিতে লাগিলেন।

মারোদীঃ সুকুমারাঙ্গি সর্ব্বং জানে মনোগতং।
কিন্তুহং ন বিবৃণোমি ভীরুঃকলহতোনঘে। ১৩।

অস্যার্থঃ। হে সুকোমলকলেবরে! হে অনঘে অর্থাৎ অনিন্দিত-রূপা চন্দ্রাবলি! তুমি আর রোদন করিও না, তোমার মনোগত সকল ভাব আমি জ্ঞাত হইয়াছি; হে বরমুখি। সকল জানিয়াও আমি তোমা প্রতি নিষ্করুণের ন্যায় মূঢ়তা প্রকাশ করিয়া রহিয়াছি যেহেতু কলহভয়ে ভীত হইয়া সহসা তোমাকে স্মরব্রতে বরণ করিতে পারিতেছি না। ১৩

ত্বঞ্চশাপাৎ পুরাগঙ্গে জাতা গোকুলমণ্ডলে।
রাধায়া অনবদ্যাঙ্গি পূরয়েত্বন্মনোরথং। ১৪।

অস্যার্থঃ। হে অনবদ্যাঙ্গি অর্থাৎ মনোহররূপে। (পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর) তুমি সামান্যা গোপী নহ; তুমি সরিৎবরা গঙ্গা, অতএব হে গঙ্গে! পূর্ব্বে রাধিকার অভিশাপ হেতু অধুনা গোকুলমণ্ডলে গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ চন্দ্রাবলী নামে বিখ্যাতা হইয়াছ, তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পরিপূর্ণ করিব আর কাতরা হইও না ইতিভাবঃ। ১৪।

অদ্যাহং নিশিচার্ব্বঙ্গি রণয়ন্ বেণুমুত্তমং।
আয়াস্যেত্র ত্বমপ্যেতি নিকুঞ্জং মন্মনোরমং। ১৫।

অস্যার্থঃ। হে চার্ব্বঙ্গি। অর্থাৎ হে মনোহর কলেবরে। অদ্য নিশা-

কালে আমি মনোহর বেণুধ্বনি করিয়া আমার মনোরম নিকুঞ্জে আগমন করিব, তুমিও ঐ সংকেতানুসারে সেই নিকুঞ্জকাননে আগমন করিবে? ১৫

রাধায়াশ্চৈব জানন্ত্যো ভীরুঃ সর্ব্বাত্মনাস্ম্যহং। ১৬।

অস্যার্থঃ। হে চন্দ্রাবলি! তোমার সহিত আমি নিকুঞ্জে গমন করিব, পাছে রাধিকা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হন, একারণ আমি সর্ব্বাত্মা হইয়াও সর্ব্বতোভাবে ভীত হইতেছি। ১৬।

ব্রহ্মোবাচ।

নিপীয়তদ্বাগমৃতঞ্চ গোপিকা শ্রুত্বা প্রসন্নাস্যসরোরুহা তদা।
প্রণম্যতং দেববরং মুদান্বিতা যযৌ স্ববেশ্মাচ্যুতকর্ম্মচিন্তয়া। ১৭

অস্যার্থঃ। জগৎধাতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে মহর্ষিগণেরা! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অমৃততুল্য বচনামৃত শ্রবণমুখে পান করিয়া চন্দ্রাবলী গোপীর আনন্দতপনোদয়ে তৎক্ষণাৎ মুখপদ্ম প্রস্ফোটিত হইল; তদনন্তর আত্মসুখসূচকবাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামকরতঃ পরমহর্ষান্তঃকরণে তল্লীলাদি কর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিলেন। ১৭।

আলীমাল্যঃ সমায়ান্তীং প্রহসন্তীং বরাননাং।
আরাত্তামবলোক্যাহু র্হৃষ্টাং স্বসাস্তাস্যপঙ্কজাং। ১৮।

অস্যার্থঃ। হে বৎসেরা! শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে চন্দ্রাবলী বিদায় হইয়া স্বগৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন এমত সময়ে স্বস্বগৃহসৌধ হইতে তৎসমবয়স্কসখীগণেরা সেই চন্দ্রাবলীর হর্ষোৎফুল্ল মানস ও মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮।

কস্মাত্ত্বং হৃষ্টরূপাসি প্রফুল্লপঙ্কজাননে।
কিমবাপ্তং মহারত্নং কেনত্বং বাকুতোধুনা। ১৯।

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়সখি! হে প্রফুল্লপঙ্কজাননি! হে চন্দ্রাবলি! তুমি অদ্য কিনিমিত্ত এত হর্ষিতা হইয়া আগমন করিতেছ, সংপ্রতি কোন্ স্থানে কোন্ ব্যক্তি হইতে এমন কি মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছ? তাহা বল। ১৯।

কদাপি ত্বাং নলক্ষামো হৃষ্টরূপা মনিন্দিতে।
যথেদানীঞ্চ লেখাভ্রু পীনশ্রোণি পয়োধরে। ২০।

অস্যার্থঃ। হে অনিন্দিতে! হে লেখাভ্রু অর্থাৎ উত্তম ভ্রু লেখাযুক্তে! হে পীনশ্রোণি! পীনপয়োধরে! অর্থাৎ হে স্থূলতরনিতম্ব পয়ো-

ধরযুক্তে। আমরা সংপ্রতি তোমাকে যেপ্রকার আহ্লাদিতা দেখিতেছি এরূপ আর কখন হর্ষান্বিতা দর্শন করি নাই অতএব ইহার কারণ কিতা বল দেখি ?। ২০।

যাত্বং গর্হয়সেত্মান মনিশং গোপনন্দিনি।
ধিগ্ভবং যদ্বৃথাভারং ধিগ্ধাতারং যতোসৃজৎ। ২১।

অস্যার্থঃ। হে গোপনন্দিনি! হে চন্দ্রাবলি! তুমি নিরন্তর এইরূপ কথা বলিয়া আমারদিগের সাক্ষাতে আপনাকে নিন্দা করিয়া থাক, যে, আমার এজন্মে ধিক্; পৃথিবীর ভারস্বরূপ আমার দেহকেধিক্, অর্থাৎ এই দেহে আমার কোন সুখসাধন করা হইল না, কেবল দুঃখ বহনের নিমিত্তই আমাকে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন একারণ বিধাতাকেও ধিক্। ২১।

যন্মামেবংবিধাচারামধন্যাং লোকগর্হিতাং।
ধৃগ্ মাতৃতাতৌ যৎপুষ্টাহ্যমলং যৌবনাং সখি। ২২।

অস্যার্থঃ। হে সখি চন্দ্রাবলি। তুমি এই কথা বলিয়া সর্ব্বদাই আপনাকে নিন্দা করিতে, যে আমাকে ধিক্। যেহেতু আমি স্বামিরহিতা হইয়া ইহ লোকে লোক নিন্দনীয়রূপে অবস্থিতি করিতেছি অর্থাৎ অনূঢ়ারূপে নিরর্থ এই অমূল্য যৌবন ধারণ করিতেছি, আমার পিতাকে ও মাতাকেও ধিক্ কেননা তাঁহারা আমাকে নিরর্থ পরিপালনে বর্দ্ধিতা করিয়াছেন।২২।

ধিগ্রূপং ধনসম্পত্তিং ধিগ্গুণং তদ্ধি সন্তমাং।
এবং ম্লানাননা নিত্যং কথমেবংবিধা ভব। ২৩।

অস্যার্থঃ। আমার রূপে ধিক্, আমার ধনসম্পত্তিতে ধিক্ আমার গুণেধিক্ এবং সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ধিক্ধিক্। হে সখি! এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া তুমি সদাসর্ব্বদা ম্লানবদনা হইয়া অবস্থান কর, সংপ্রতি কি হেতু এরূপ হর্ষিতা হইয়া গৃহে আগমন করিতেছ তাহা বল দেখি ?। ২৩।

ব্রুহিনঃ সাখিতত্ত্বেন যদ্যপিস্যাৎ সুগুহ্যকং। ২৪।

অস্যার্থঃ। হে সখি! যদ্যপি তোমার অতিশয় গোপনীয় কথাও হয় তথাপি আমারদিগের নিকট সকারণ হর্ষের বিষয় প্রকাশ করিয়া বল। ২৪।

ব্রহ্মোবাচ।

সখ্যাহতাঃ সখীপৃষ্টা সখীবৃত্তং মুদান্বিতা।
কৃষ্ণস্য যমুনাকচ্ছে যথাস্মৃতি গুণা মুনে। ২৫।

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা সপ্তঋষিগণকে কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা! স্বীয় সখিগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিতা

হইয়া চন্দ্রাবলী যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল সেই সকল গুণ কথা স্মরণ করিয়া পরমহর্ষে সখীগণকে কহিলেন। ২৫।

তাঃ শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং জহৃষুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
হারং সংগুম্ফতী কাচিৎ কাচিদ্বেশপরা তদা। ২৬।

অস্যার্থঃ। সেই সখীগণ সকল চন্দ্রাবলীর সুখসূচক শ্রীকৃষ্ণ মিলনের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সকলে মহাহর্ষে হাস্যমুখী হইলেন, তদনন্তর কোন সখী কৃষ্ণগলে সমর্পণ করিবার কামনায় নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পেরহার গাঁথিতে লাগিলেন এবং কোন কোন সখী চন্দ্রাবলীর মনোহরবিনদ বেশভূষা রচনা করিয়াদিলেন। ২৬।

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিদ্রহস্যানি চ সর্ব্বতঃ।
তৎপদং ধ্যায়তী কাচিৎহসতী ব্রুবতীমিথঃ। ২৭।

অস্যার্থঃ। কোন সখী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন সখী সরহস্য শ্রীকৃষ্ণেরগুণগান করিতে লাগিলেন, কোন সখি একান্তমানসে শ্রীকৃষ্ণেরচরণযুগল ধ্যান করিতে লাগিলেন, কোন সখী আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন সখীরা পরস্পর মিলিত হইয়া নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণমিলনসূচক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ২৭।

এবং যোষিৎ সহস্রাণি বরাণ্যাসন দিনক্ষয়ে।
প্রহৃষ্টানি বিলাসিন্যো হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ। ২৮।

অস্যার্থঃ। এইরূপে সহস্র সহস্র সখী হার নূপুর কুণ্ডলাদি দ্বারা সুশোভিতা হইয়া রজনীকান্তের উদয় প্রতীক্ষায় রহিলেন অনন্তর অস্তাচল চুড়াবলম্বি দিনকর দর্শনে সকলে পরমহৃষ্টান্তঃকরণা হইলেন। ২৮।

রমণীয়ানি শোভানি মনোহারিণি সর্ব্বশঃ। ২৯।

অস্যার্থ। এই সকল গোপললনারা পরম শোভনরূপতী, স্বস্বলাবণ্যে সর্ব্বজনের মনোহরণকারিণী হয়েন। ২৯।

ততোনিশিপরিবৃতা তারাভিরিব রোহিণী।
যমস্বসুস্তটমিতা কৃষ্ণদর্শনলালসা। ৩০।

অস্যার্থঃ। অনন্তর চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণদর্শনবাঞ্ছায় যামিনীযোগে কামিনীগণের সহিত পরিবেষ্টিতা হইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন, যেমন তারাগণ পরিমণ্ডিতা রোহিণীতারকা শশধরসন্নিধানে গমন করেন। ৩০।

বিরয়ম্মঞ্জু কাঞ্চীস্রক্ মঞ্জু মঞ্জীর গুঞ্জয়া।
বিচিত্রহারকেয়ূর বরকঙ্কণমণ্ডিতা। ৩১।

অস্যার্থঃ। সেই চন্দ্রাবলী বিচিত্র হারকেয়ূর ও উত্তম কঙ্কণে সুশোভিতা; মনোহর কট্যাভরণ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ইত্যাদি অলঙ্কারের ও সুমধুর নূপুরেরধ্বনি করতঃ নিকুঞ্জে গমন করিলেন ।। ৩১ ।।

শারদ্যামুডুরাডুদ্যন্ তারাভিরিবভগণৈঃ।
সমায়াৎ সময়াচ্ছীঘ্রং কৃষ্ণাশ্লেষাভিকাঙ্ক্ষয়া ।। ৩২ ।।

অস্যার্থঃ। শরৎকালীন রজনীতে নক্ষত্রগণের সহিত সমুদিত চন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ আলিঙ্গন বাঞ্ছায় চন্দ্রাবলী সেইরূপ অতিসত্বরে নিকুঞ্জে গমন করিতে লাগিলেন ।। ৩২

বল্লরী শতসংচ্ছন্নং ভ্রমদ্ভ্রমরগুঞ্জিতং।
মন্দমারুত বেগেন নৃত্যৎ কুসুম গুচ্ছকং ।। ৩৩ ।।

অস্যার্থঃ। সেই নিকুঞ্জ কানন অতিমনোহর শত শত লতাবিতানে সমাচ্ছন্ন এবং পুষ্পেপুষ্পে ভ্রমরগণ তাহার চতুর্দ্দিগে ঝঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করিতেছে ও মন্দ মন্দ মারুতাহত প্রফুল্ল পুষ্পগুচ্ছসমূহ নৃত্যমান হইতেছে। ৩৩।

কালিন্দীজলকল্লোল মঞ্জুনাদনিনাদিতং ।
নিকুঞ্জকুঞ্জং তদ্গোপ্যং বন্যোদ্যান বরান্বিতং । ৩৪ ।।

অস্যার্থঃ। সেই নিকুঞ্জকানন যমুনাজলের তরঙ্গধ্বনিতে সুনাদিত, ইতস্ততঃ মনোহর বনোপবন সমূহ সমন্বিত তাহাতে পরম শোভিত হইয়াছে এবং অতিশয় গোপনীয় স্থান হয়। ৩৪ ।।

পরাৎপরতরং ধাম যোগিনামপি দুর্ল্লভং।
সেবিতং পরমং শান্তং শীতগো গোভিরঞ্জিতং ।। ৩৫ ।।

অস্যার্থঃ। শশধর কিরণজালে অনুরাগিত নিকুঞ্জকানন নিত্যানন্দময় ধাম, ঐ সর্ব্বোত্তম ধাম যোগিগণের ও পরম দুর্ল্লভ হয় ।। ৩৫ ।

প্রতীক্ষন্ প্রিয় কৃষ্ণস্য নিকুঞ্জাগমনং সতী ।
পত্রমর্ম্মর শব্দেনাশঙ্ক্যাধোক্ষজ মাগতং ।। ৩৬ ।।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী সেই নিকুঞ্জের চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কোনসময় বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত শুষ্কপত্রধ্বনি শ্রবণে সচকিতা শ্রীকৃষ্ণাগমন আশঙ্কায় অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছেন ।। ৩৬ ।।

অভ্যুত্থোনাভিবাদার্থ কৃতাভ্যুত্থান চঞ্চলা।
অভ্যয়াৎ পথিতং নেত্য পুনরায়াৎ সুবিক্রিয়া ।। ৩৭ ।।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী শয্যাতলহইতে সত্বর গাত্রোত্থানকরতঃ শ্রীকৃষ্ণকে

অভিবাদনকিরিবার নিমিত্তে অতি চঞ্চলা হইয়া পথিমধ্যে গমন করিলেন, কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত গিয়া তদ্দর্শন প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে পুনরায় স্বীয় কুঞ্জমধ্যে আসিয়া শয্যাতলে উপবেশন করিলেন। ৩৭ ॥

আয়াস্যতি ধ্রুবং কান্তো ময্যনুক্রোশতো হরিঃ।
নচেদেবং বিধাং বাণী মবদদ্বা কথং বিভুঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর চন্দ্রাবলী আপনমনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার কুঞ্জে আগমন করিবেন, নচেৎ কৃপালু হইয়া কৈতব বাণী কিহেতু বলিবেন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনই মিথ্যাবাদী হইবেন না? ॥ ৩৮ ॥

গিরাসমাদধত্যাং সমত্বা রাজীবলোচনাং।
ইচ্ছন্নুত্থাপনং কৃষ্ণো ভগবানুর্ব্বনুগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী এরূপ উৎকণ্ঠিতা হউন্ এখানে শ্রীকৃষ্ণ আপনি বিবেচনা করিলেন, যে পদ্মনয়নী চন্দ্রাবলী আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অবশ্যই নিকুঞ্জে আগমন করিয়া থাকিবেন, অতএব বিলম্ব পরিহরি সত্বর আমার তন্নিকট গমন করা কর্ত্তব্য, এই রূপ বিবেচনাপূর্ব্বক চন্দ্রাবলীর প্রতি মহান অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। ৩৯।

করমঞ্জীর বরয়ো রধান্নাদভিয়া মুনে।
তংন্যস্তকরমাজ্ঞায়াহতাং মঞ্জীরকে হরিঃ। ৪০।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে মুনে। গোপন স্থানে কুঞ্জকাননে গমন করিবারকালে শ্রীকৃষ্ণ নূপুরেরধ্বনিতে ভীতহওতঃ নূপুরদ্বয়কে করে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, যখন চরণদ্বয় হইতে নূপুরদ্বয়কে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া হস্ত বিন্যাস করেন, তখন বিশেষবিনয়পূর্ব্বক নূপুরদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিয়াছিলেন। ৪০।

নাথ মোক্ষোননাবিষ্টৌ মোক্ষদাত্বদধোক্ষজ।
ভবাব্জযোনি প্রমুখান্ সুরান্ সখগরাক্ষসান্ ॥ ৪১ ॥
ত্বদঙ্ঘ্রি শরণান্ বীক্ষ্য প্রপন্নৌ চরণৌ তব।
রণয়ন্তৌ গুণানাথ প্রগীতানন্দকারিণৌ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! আমাদিগকে পদহইতে মোচন করিবেন না যেহেতু আমারদের মোক্ষ ইচ্ছা নাই? হে অধোক্ষজ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি প্রধান প্রধান দেবগণ সকল এবং পতগ রাক্ষসাদি সকলকে তোমার এই শ্রীচরণে শরণাগত হইতে দর্শন করিয়া আমরাও তোমার

চরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর আনন্দবর্দ্ধন তোমারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৪১। ৪২ ॥

পরমানন্দ পাথোধি মগ্নস্বান্তকলেবরৌ।
ভবযোগীন্দ্র মুখ্যানাং বাঞ্ছিতৌ ত্বৎপদাম্বুজৌ। ৪৩।

অস্যার্থঃ। হে কৃপানিধান! তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া আমারদিগের মন ও কলেবর পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; হে প্রভো! দেবাধিদেব মহাদেবপ্রভৃতি যোগীন্দ্রগণ সকলেই তোমার এই পাদপদ্ম যুগল প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন। ৪৩।

দুর্ল্লভৌ তপসানাথান্নক্রোশান্নারদাৎপ্রভো।
মোক্তুমর্হসি নোনৈব শরণ্য শরণাগতৌ। ৪৪।

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে শরণ্য! আমরা দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে তোমার এই চরণারবিন্দযুগল তপস্যাদিদ্বারা লাভ করা যায় না, অতএব আমরা তোমার একান্ত শ্রীচরণে শরণাগত, আমারদিগকে চরণপদ্ম হইতে পরিত্যাগ করিবেন না। ৪৪।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য নাগমঞ্জীরয়োর্হরিঃ।
গিরাকোমলয়া প্রীণন্নুবাচ প্রহসংস্তদা। ৪৫।

অস্যার্থঃ। অনন্তর জগদ্ধাতা ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে বৎসেরা! নূপুরদ্বয়ের এইরূপ বিনয়বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে সুকোমল মধুরবাক্যদ্বারা মঞ্জীরদ্বয়কে প্রীতিযুক্ত করিয়া এই কথা বলিলেন, অর্থাৎ এই নূপুরদ্বয় পূর্ব্বে নাগ ছিলেন, বহুসাধনফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় মঞ্জীর হইয়া ত্বচ্চরণে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নূপুরদ্বয়কে নাগ মঞ্জীর বলিয়া আখ্যাত করেন। ৪৫।

শ্রীভগবানুবাচ।

মঞ্জীরদ্বয়ের বিনয়পুরঃসর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নূপুরদ্বয়কে আশ্বস্তবাক্যে কহিলেন।

নজহেয়ং ফণিবরৌ বামুচ্চপদমাদদে।
ধাস্যেকক্ষে ক্ষণমনু মমপাদাববাপ্স্যথঃ। ৪৬।

অস্যার্থঃ। হে ফণিবরৌ! হে নূপুরদ্বয়! আমি তোমারদিগকে পরিত্যাগ করিব না, বরং সর্ব্বোত্তম উচ্চপদই প্রদান করিব, সংপ্রতি কিঞ্চিৎ

কালের নিমিত্ত তোমারদিগকে কক্ষে ধারণ করিব, এইমাত্র পশ্চাৎ তোমরা আমার এই চরণযুগলে পুনর্ব্বার স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৪৬।

ব্রহ্মোবাচ।

এবমাভাষিতৌ নাগৌ কৃষ্ণেনামিততেজসা।
জাতভাবৌ হরৌ বিদ্বন্ চতুস্তংকৃতাঞ্জলী। ৪৭।

অস্যার্থ। হিরণ্যগর্ব্ভ সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা অঙ্গিরাঋষিকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন! অঙ্গিরা মুনে! অপরিমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আশ্বস্তবাক্য শ্রবণকরতঃ নাগদ্বয় অর্থাৎ মঞ্জীরযুগল ভাবভরে ভগবানেজাত ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে এই কহিলেন। ৪৭।

নাগাবূচতুঃ।

প্রসীদনাথ নো দেবশরণাগতপালক।
লসাবো নৈবতে কক্ষং পাদে [illegible] নমোস্তুতে। ৪৮।

অস্যার্থঃ। নাগমঞ্জীরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমগর্ভ এতদ্বাক্য কহিলেন। হে নাথ! হে শরণাগত প্রতিপালক! আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা তোমার কক্ষস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি না, অত্যাজ্যশরণাগত জানিয়া ঐ শ্রীচরণযুগলোপান্তে স্থানদান করুন, এজন্য আমরা তোমাকে প্রণাম করি। ৪৮।

শ্রীভগবানুবাচ।

মারবং কুরুতাং ভদ্রৌ চরস্মোচবাক্ষণং।
জনজ্ঞানাদহং ভীরু বক্রুতামেবমব্রিতি। ৪৯।

অস্যার্থঃ। মঞ্জীরদ্বয়েরবাক্য শ্রবণে কৃপান্বিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাগদ্বয়কে কহিতেছেন। হে ভদ্রনাগ মঞ্জীরদ্বয়! তোমরা আমার চরণেই অবস্থান কর, আমি কদাচ চরণ হইতে মোচন করিব না, কিন্তু মমবাক্যানুসারে তোমরা কিঞ্চিৎকাল নিঃশব্দবান হও। যেহেতুক নিকুঞ্জকাননে গমন কালে তোমরা শব্দ করিলে সকল লোক বিজ্ঞাত হইবে, তন্নিমিত্ত আমি ভীত হইয়া তোমাদিগকে চরণ হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ৪৯।

ততোভ্যেত্য লতাকুঞ্জং যত্র চন্দ্রাবলীস্থিতা।
পিধায় নয়নে তস্যা শ্চুচুম্বাস্য সরোরুহং। ৫০।

অস্যার্থঃ। ভগবৎবাক্যানুসারে মঞ্জীরদ্বয় নিঃশব্দবান হইয়া চরণোপান্তে অধিবাস করিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিঃশঙ্কে নিকুঞ্জে গমন

করতঃ চন্দ্রাবলীর নয়নযুগল স্বপাণিযুগলে সমাচ্ছাদনপূর্ব্বক সহসা তাঁহার মুখপদ্ম চুম্বন করিলেন। ৫০।

সাবেত্য পরমাহ্লাদ স্ফুরদ্দামকরৌষ্ঠিকা।
হেমবল্ল্যায়তভুজা সস্বজে কান্তমাগতং। ৫১।
সপ্তকার্ত্তস্বর শুভবল্লী শালমিবায়তা। ৫২।

অস্যার্থঃ। তৎকালে আহ্লাদপাথোধিসলিলেনিমগ্না চন্দ্রাবলীর শুভ সূচক বামকর ও বাম ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল, এবঞ্চ যেরূপ স্বর্ণলতা সুদীর্ঘ শাল বৃক্ষে বেষ্টিত হইলে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে, সেইরূপ প্রতপ্ত স্বর্ণলতারন্যায় আপন সুদীর্ঘ হস্তযুগলে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া সমাগত প্রিয়তমকে চন্দ্রাবলী আলিঙ্গন করিলেন। ৫১। ৫২।

অসূত্রমালতীজাল স্রজো বক্ষস্যদান্মুদা।
কর্পূরাগুরু তাম্বূল রাগিতং বদনং ব্যধাৎ। ৫৩।

অস্যার্থঃ। তদনন্তর চন্দ্রাবলী আহ্লাদিতান্তঃকরণে বিনাসূত্রে গ্রথিত মালতীপুষ্পেরমালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে প্রদান করিলেন এবং তাম্বূল রাগেরঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণবদনে কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল বীটিকা প্রদান করিলেন। ৫৩।

মম্মুর্ন দেহে তস্যাস্তামুদাচ্যুত গমোদ্ভবাঃ।
বামনোজ্জ মিবাবাপ্য নভশ্চ্যুত মদূরতঃ। ৫৪।

অস্যার্থঃ। আকাশ হইতে পতিত শশধরকে নিকটে প্রাপ্ত হইলে বামন ব্যক্তিরা যেরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমনজনিত আহ্লাদে চন্দ্রাবলীর কলেবর পরিপূর্ণ হইল অর্থাৎ গোপললনা চন্দ্রাবলীর শরীরে সেই আনন্দের পর্য্যাপ্তি হয় না ইতিভাবঃ। ৫৪।

প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রি বরৌ তস্য পাথসা সাবরেণ চ।
জগৌ ননাম তুষ্টাব ননর্ত্তাক্ষোজ সংমুদা। ৫৫।

অস্যার্থঃ। অনন্তর চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রসন্ন চরণকমলদ্বয় উত্তম সুগন্ধসলিলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তদগুণগান করতঃ অষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তুতি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৫৫।

ততঃ প্রাবর্ত্ততয়োঃ সুরতং পরমোল্বণং।
চুম্বনাশ্লেষ নখরপাত দংষ্ট্রাহতাদিভিঃ। ৫৬।

অস্যার্থঃ। তদনন্তর পরস্পর উভয়েরই চুম্বন আলিঙ্গন নখাঘাত ও দন্তাঘাত প্রভৃতি পরম উৎকট সুরতক্রিয়া আরম্ভ হইল। ৫৬।

প্রাবর্ত্তত মহারৌদ্র স্তয়োশ্চ সুরতাহবঃ।
নিশিপ্রহরতোঃ স্মেরং প্রতীকৈঃ স্বৈঃ শরোল্বণৈঃ। ৫৭।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জনার সুরতক্রিয়ারূপ যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে পরস্পর উভয়েই উভয়কে স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কন্দর্পবাণ প্রহার করেন। ৫৭।

সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতসিংহয়োঃ।
বিস্রস্ত মালতীমালৌ কটিতো গলিতাম্বরৌ। ৫৮।

অস্যার্থঃ। সুরতসিংহ শ্রীকৃষ্ণ ও সুরতনিপুণা চন্দ্রাবলী এই দুই জনার সুরতক্রিয়ার বিরাম নাই উভয়েই অশ্রান্তরূপে সুরতেসংলগ্ন, উভয়েরই বক্ষঃস্থল হইতে মালতীপুষ্পের মাল্য বিমর্দ্দিত ও বিচ্ছিন্ন এবং কটিদেশ হইতে উভয়েরই বস্ত্র বিগলিত হইয়া পড়িল। ৫৮।

ম্লিষ্টালকবরৌ ম্লানরাগৌষ্ঠবরভাজনৌ।
শ্রান্তাববিরতৌ কামাগ্নিঃশ্বসন্তাবিবোরগৌ। ৫৯।

অস্যার্থঃ। উভয়েরই কেশবন্ধন আশ্লথ হইয়া আলুলায়িত কেশপাশ আকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাম্বূলরাগযুক্ত উভয়ের ওষ্ঠাধর ম্লান হইয়া গেল, উভয়েই শ্রান্তিযুক্ত হইলেন অবিরত স্মরশ্রমজনিত উভয়েরই কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘনঘন নিঃশ্বাস সমীরণ বহিতে লাগিল। ৫৯।

গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতো বাহুবল্যাভ্যেত্য ববন্ধসা।
পাপয়িত্বা ধরমধু ক্বগন্তা কান্তমাংজহস্। ৬০।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ সুরতক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন, সেই সময়ে চন্দ্রাবলী স্ববাহুলতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রতিলম্পট। অধুনা রতিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় পলাইতেছ হে বরকান্ত! তুমি অধর সুধাপান করাইয়া এখন আমাকে পরিত্যাগ করতঃ কোথায় গমন করিবে?। ৬০।

অনাথাং কৃপণাং বালা মনাগস মুপস্থিতাং।
রাজতে রাজকং কান্ত কিমত্রাপহরন্মনঃ। ৬১।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী বলিতেছেন হে কান্ত! আমি অনাথাকৃপণা, বালাবধূ এবং নিষ্কারণে তোমার নিকটস্থিতা, আমার মনঃ অপহরণ করতঃ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া কাহার সহিত বিরাজিত হইবে?। ৬১।

যাসিত্বমিতি সাপ্রেম্না রৌৎসীৎ কান্তগুণালপা। ৬২।

অস্যার্থঃ। পুনর্ব্বার চন্দ্রাবলী কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়তম! তুমি কি নিতান্তই গমন করিবে? ইহা বলিয়া ভাবিবিচ্ছেদাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের স্নেহগর্ভ গুণালাপদ্বারা উদ্বিগ্নমনা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৬২।

স পুনঃ পৃষ্ঠতোভ্যেত্য পরিষ্বজ্য প্রিয়ামনু।
চুচুম্বচুম্বিতঃ কান্তঃ প্রিয়য়া পরিলিঙ্গিতঃ। ৬৩।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলীর আগ্রহতাবলোকনকরতঃ শ্রীকৃষ্ণও পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাৎভাগে গিয়া পৃষ্ঠদেশধারণপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক চুম্বিত ও লিঙ্গিত হইয়া তাঁহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গনপ্রদান করিলেন। ৬৩।

এবং চেষ্টাশতবিধৈ র্ববৃধে মদনস্তয়োঃ।
জাজ্জ্বল্যমানো হবিষা তাত হব্যবহো যথা। ৬৪।

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে তাত! এইরূপ শত শত প্রকার প্রেম চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী এই দুই জনার শম্বরারি সম্বৃদ্ধ হইয়াছিল, যেরূপ ঘৃতদ্বারা প্রাপ্তে হুতাশন পরিবর্দ্ধিত হয়। ৬৪।

গলৎ স্বেদৌঘ সুপ্লুষ্ট দেহয়োঃ প্রেমবন্ধনং।
প্রেমাহুতিঃ প্রেমদণ্ডঃ প্রেমবাক্ কলহোপি চ। ৬৫।
রোদনং গমনং স্তম্ভঃ শ্বাসরোধঃ প্রসাদনং।
ইত্যেবং বিবিধা চেষ্টা শ্চক্রাতে তৌ মুদান্বিতৌ। ৬৬।

অস্যার্থঃ। রতিযুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ও চন্দ্রাবলীর এই উভয়েরই কলেবর ঘর্ম্মবিন্দুসমূহে আপ্লুত হয়, এবং প্রেমবন্ধন, প্রেমাহুতি, প্রেমদণ্ড, প্রেমবাক্য, প্রেমকলহ, রোদন গমন স্তম্ভন শ্বাসরোধন ও প্রসাদন এই প্রকার বিবিধপ্রকার প্রেমচেষ্টা সকল হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৬৫। ৬৬।

গায়ন্তী মন্বগাৎ কৃষ্ণো গায়ন্ত মন্বগাচ্চসা।
গচ্ছন্ত মনুগাৎ সাচ গচ্ছতি মনুগচ্ছতি। ৬৭।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী গান করিলে শ্রীকৃষ্ণও গান করেন, শ্রীকৃষ্ণ গান করিলে পশ্চাৎ চন্দ্রাবলীও গান করিতে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে গমন করেন, চন্দ্রাবলীও তৎপশ্চাৎ সেই স্থানে গমন পরায়ণা হয়েন এবং চন্দ্রাবলীর গমনেও শ্রীকৃষ্ণের গমন করা হয়। ৬৭।

লপন্তী মন্বলাপীৎ স লপন্তমনুলপ্যাতি।
নৃত্যন্তী মনুসংনৃত্যন্ নৃত্যন্ত মনুনৃত্যাতি। ৬৮।

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী যেরূপ আলাপ করেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণও

আলাপ করিয়া থাকেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আলাপের পর চন্দ্রাবলীরও আলাপ করা হয়, ও চন্দ্রাবলীর নৃত্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন, শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দর্শনে তৎপশ্চাৎ চন্দ্রাবলীও নৃত্যমানা হন। ৬৮।

হসন্তু মনুসংহাসং কুর্ব্বতী গজগামিনী।

রুদন্তী মন্বরোৎসীৎ সা রুদন্ত মনুরোদিতি। ৬৯।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলে চন্দ্রাবলীও হাস্যবদনা হন, এবং চন্দ্রাবলীকে হাস্যমুখী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও হাস্য করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসংরম্ভ রোদনান্তর চন্দ্রাবলীও তদনুরূপ রোদমানা হন, এবং চন্দ্রাবলীর রোদনের পর শ্রীকৃষ্ণও রোদন করিয়া থাকেন। ৬৯।

এবং কামাব্ধি সংমগ্নদেহয়ো র্যমুনাতটে;

ন শশাম তয়োঃ কাম শরাগ্নিঃ সোব্যবর্দ্ধতঃ। ৭০।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ক্ষুভিতোজ্জলতে মুহুঃ। ৭১।

অস্যার্থঃ। এইরূপ কামসমুদ্রে তাঁহারদের অর্থাৎ চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণের দেহনিমগ্ন হয়, তথাপি কামশরাগ্নির নির্ব্বাণ হয় না। যেরূপ ঘৃতদ্বারা প্রাপ্ত অগ্নির শমতা না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারদের উভয়ের কামানল মুহুর্মুহু প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।৭০।৭১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে চন্দ্রাবলীসমাগমো নামৈক বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ। ২১।

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে চন্দ্রাবলী সমাগম নামে একবিংশতি অধ্যায় বিবৃত হইল। ২১।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়ারম্ভ।

ব্রহ্মোবাচ।

জগৎস্রষ্টা জগৎপিতা ব্রহ্মা প্রিয়পুত্র অঙ্গিরাকে কহিয়াছিলেন
হে অঙ্গিরা! এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রাবলীর সহিত রতিরস
রঙ্গে নিশিযাপন করুন্ হোথা নিকুঞ্জকাননে নিধুবন
বিনোদিনী শ্রীমতিরাধা কি অবস্থায় যামিনীযাপন
করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর ইতিআভাসঃ।

সাসংপ্রতীক্ষতী কৃষ্ণাগমনং বৃষনন্দিনী।

সখীশতবৃতা তাত লতাকুঞ্জে সুমধ্যমা। ১।

অস্যার্থঃ। হে তাত! হে মুনে। সুমধ্যমা বৃষনন্দিনী রাধা কৃষ্ণকৃত

শঙ্কেতানুসারে নিকুঞ্জ মধ্যে শত শত সখীতে পরিবেষ্টিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১।

মধুরস্বরসম্পন্নৈ র্গায়ন্তী সাসখীগণৈঃ।
যামং বর্ষমিবানৈষীৎ কান্তাশ্লেষং বিনামুনে। ২।

অস্যার্থঃ। হে মুনে! নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীমতি রাধা সখীগণের সহিত সুমধুরস্বরে গান করিতেছিলেন কিন্তু তৎকালে প্রিয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন বিরহ নিমিত্ত এক প্রহর রাত্রি কালকে তাঁহার এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥ ২ ॥

ততো জজ্বালতস্যাঃ স বিরহাগ্নিঃ প্রকোপিতঃ।
আনীয়ালিগণৈ র্ভূরিপঙ্কজং শয়নং ব্যধাৎ। ৩।

অস্যার্থঃ। হে অঙ্গিরা! তদনন্তর সেই রাধিকার কৃষ্ণবিরহজঅগ্নি প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই সুদুর্জ্জয় কৃষ্ণ বিরহাগ্নিজ্বালার উপশমনার্থ তাঁহার সখীগণেরা সরোবর হইতে প্রভূত সপত্র পঙ্কজমালা আনয়ন পূর্ব্বক তৎশয়নার্থ শয্যার রচনা করিলেন ॥ ৩ ॥

তানি তস্যাঃ শরীরোত্থ বিরহাগ্নি বরেণ হ।
শুষ্কান্যাসন্ স্পর্শমাত্রং পঙ্কজানি ধরামর ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে ধরামর! অঙ্গিরা! সেই পদ্ম সকল রাধিকার শরীরস্পর্শমাত্রে বিরহাগ্নিদ্বারা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল। ৪।

কলেবরা মলালিপ্য তোয়াদ্রে র্ণ ততোদ্বিজ।
গন্ধেন কৃৎস্নং তস্যাঃ সোগমন্নীরসতাং ক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর অঙ্গিরা। তদনন্তর সখীগণেরা তাপোপশমনার্থে সুশীতল সুগন্ধিমলয়জোদক শ্রীরাধিকার গাত্রে লেপন করিলেন, কিন্তু বিষমবিরহোত্তপ্ত রাধার শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই চন্দনপঙ্ক ক্ষণমাত্রে শুষ্ক হইয়া গেল। ৫।

এবং বীক্ষ্য বরারোহা অনো জীবনিরাসতাং।
মুহুর্বীক্ষ্য দিশোদীনা নিঃশ্বস্যাপললাপচ। ৬।

অস্যার্থঃ। বরারোহা শ্রীমতিরাধিকা, এইরূপে আপনার অবস্থা দর্শন করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করতঃ বারম্বার দশদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সুদীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিপলপমানা হইলেন। ৬।

ক্ষণং ভূমৌ ক্ষণং তোয়ে শয়নে পঙ্কজন্মনাং।
ক্ষণং গন্ধবিলিপ্তাঙ্গী ক্ষণং কর্দ্দমলেপিতা। ৭।

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণ বিরহতাপে সন্তপ্তা প্রকৃত পাগলিনীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র ভূমিতেশয়ন করেন, কখনবা জলে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, ক্ষণেক সুকোমল পঙ্কজ শয্যাতে শয়ন করিয়া শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া গাত্রে সুশীতল গন্ধদ্রব্য মাখেন অবশেষে স্মরজ্বালা নিবারণার্থে কলেবরে কর্দ্দম লেপন করিলেন। ৭।

ক্ষণং শ্বসন্ ক্ষণং তিষ্ঠন্ ক্ষণং গচ্ছন্ হসল্লপন্।
চলন্ রুদন্ স আসীনঃ পশ্যন্ বিরহিণী জনঃ। ৮।

অস্যার্থঃ। কদাচিৎ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, কদাচিৎ দণ্ডায়-মানা হয়েন, কখনবা ইতস্ততঃ গমন, কখন হাস্য, কখনবা ক্রন্দন, কখন বিলাপ করিয়া থাকেন, কদাচিৎ কম্পিত কলেবরা হইয়া আলুথালু-বেশে ধূলিধুসরিতা উন্মত্তার ন্যায় উপবেশন, কখনবা ইতস্ততঃ দিক পরিধির অবলোকন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণবিরহে রাধিকার পাগলি-নীর মত অবস্থার ঘটনা হইল। ৮।

কান্ত ক্বাসি মামনাথাং ক্ষিপ্তাত্বং বৃজিনার্ণবে।
সুনাসং সুভ্রুযুগলং নীলকুঞ্চিত কুন্তলং। ৯।
দর্শয়ন্নরমৎ প্রাণান্ স্মযদাস্য সরোরুহং। ১০।

অস্যার্থঃ। কখনবা শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভৃশ কাতরা হইয়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণোদ্দেশে বিলাপ করিয়া কহিতেছেন হে কান্ত! আমি অনাথা. আমাকে দুঃখরূপ সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিয়া তুমি কোথায় অবস্থান করি-তেছ। হে নাথ! সংপ্রতি তুমি তোমার সেই শোভন নাসিকা ও ভ্রযুগল ও নীলবর্ণ কুঞ্চিত কুণ্ডলমণ্ডিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম দর্শন করাইয়া এই স্মরশঙ্কটে আমার প্রাণ রক্ষা কর। ৯। ১০।

ত্বাং বিনাহং ক্ষণং নাথ শক্যে প্রাণান্ কথঞ্চন।
তন্নাথাত্বদধীনানো কান্তধারয়িতুং বিভো। ১১।

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে কান্ত! হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে আমি প্রাণধারণ করিতে কোন প্রকারে সক্ষমা নহি, আমি অনাথা তুমি আমার নাথ, যেহেতু আমি একান্ত তোমার অধীনা হই। ১১।

কিমনাথাং জহাসি ত্বং ত্বদনুধ্যানতৎপরাং।
পতিতাং লপতীং দীনা মনাগস মনন্যপাং। ১২।

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অনাথা, নিরন্তর তোমার ধ্যানে

তৎপরা, দুঃখার্ণবে পতিতা, বিলাপবতী, নিরপরাধা, অনন্যশরণা, যেহেতু তোমাভিন্ন অন্য রক্ষিতা নাই। হে প্রভো! কিহেতু আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিলে। ১২।

কান্ত মায়াত মাশঙ্ক্যান্তিকস্থংসসখীজনং।
পরিস্বজ্য চুচুম্বাস্যপাথোজং গোপনন্দিনী। ১৩।

অস্যার্থঃ। তদনন্তর বিরহোন্মাদিনী শ্রীমতি ভ্রান্তিবশতঃ মনে করিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন করিয়াছেন, ইহা অবধারণা করিয়া নিকটস্থা কোন শ্যামা সখীকে আলিঙ্গনকরতঃ শ্যামসুন্দর ভ্রমে পুনঃ পুনঃ তাহার বদনারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

স্মর স্বংমেখলাবন্ধং গোত্র স্খলনমেববা।
প্রহারং বা ভুজলতা দ্বন্দস্য যদিনৈষিমাং ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যেন নিকটে আছেন, মনে এইরূপ অনুমানকরতঃ রাধিকা বিবিধ ভৎর্সনাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে রসরাজ! যদি তুমি আমার নিকটে এখন না আইস, তবে স্বীয় মেখলাবন্ধন বা কটুবাক্য শ্রবণ আর পূর্ব্বকৃত ভুজলতার প্রহারাদি সকল স্মরণ কর? ! ১৪ ॥

মমাগক্ষম্যতাং নাথ তৎসর্ব্বং দীনবৎসল।
ত্বংহি পদ্মপলাশাক্ষ শরণাগতপালক ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে দীনবৎসল! হে পদ্মপলাশলোচন! হে শরণাগত প্রতিপালক! আমি প্রেমোন্মাদিনী হইয়া তব শরীরে যে আঘাত করিয়াছিলাম, যে সকল তিরস্কৃতবাক্যে ভৎর্সনা করিয়াছিলাম, তাহাতে যে অপরাধ হইয়াছিল এক্ষণে আমার সেই সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। ১৫ ॥

এবং বিলপতী দীনা নিশম্য পর্ণমর্ম্মরং।
কান্তমায়ান্ত মাশঙ্ক্য যযৌ প্রত্যুদ্যতাঞ্জলী ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি রাধিকা দুঃখিতা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত শুষ্কপত্রের শব্দ শ্রবণান্তর শ্রীকৃষ্ণ আগমন আশঙ্কায় কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ১৬ ॥

সাবীক্ষ্যোদ্যন্তমাসায়াং প্রাচ্যাং শীতরুচংরুচা।
দিশো বিতিমিরা স্তাত কুর্ব্বন্তং ভগণৈঃ সহ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। এমতকালে শ্রীমতি পূর্ব্বদিকে দেখিলেন, যে তামসী তিমিরাবৃত দিকসকলকে প্রকাশ করিয়া নক্ষত্রগণের সহিত কর্পূর ধবল-দীপ্তি তুহিনকর সমুদিত হইতেছে, তদ্দৃষ্টে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিরহোত্তপ্তা হইয়া সেই চন্দ্রকে নমস্কার করিয়া কহিতেছেন। ১৭ ॥

শীতগো তে নমস্তুভ্যং মমমারয়তে ভবান্।
মমাদহ খরৈর্গোভি র্জ্বলদগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে শীতগো! হে হিমকর. হে চন্দ্র! আমি কৃষ্ণবিচ্ছেদে মৃতপ্রায়া, তুমি প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা ন্যায় প্রখর কিরণ বিস্তারপূর্ব্বক আর আমাকে দগ্ধ করিও না? আমি তোমাকে প্রণাম করি, নিরর্থ আমাকে তুমি কেন মার? । ১৮ ॥

যদি মাং দহসে কামং শাস্ত্রীতেন দুরাত্মনঃ।
স্বর্ভানুবপুরাস্থায় তপসারাধয় দ্ধরিং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। যদি তুমি আমার বিনয় না শুনিয়া নিতান্তই আমাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি তপস্যাদ্বারা দুরাত্মাদিগের শাস্তা শ্রীহরির আরাধনাকরতঃ রাহুরূপ ধারণপূর্ব্বক অবশ্য তোমার শাসন করিব। ১৯ ॥

মামাং খিন্নাং মার বাণগণৈঃ কৃন্তয়তে নমঃ।
মামনাগসমাবালা মবলাং ঘ্নন্ কিমাপ্স্যসি ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। বিরহোন্মাদিনী রাধিকা কন্দর্পকে স্তুতিবাক্যে নমস্কার করতঃ অনন্তর ভর্ৎসনাবাক্যে কহিতেছেন হে মার! হে কন্দর্প! আমি কৃষ্ণবিরহে অতিশয় খিন্না হইয়াছি, তুমি আর তীব্রবাণসমূহদ্বারা আমার মর্ম্মচ্ছেদন করিও না; আমি নিরপরাধিনী অবলাবালা আমাকে বিনাশ করিয়া তুমি কি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইবে? । ২০ ॥

অনাগসং যদা হংসি শরণং ত্বাংগতাং স্মর।
মারমারোর্দ্ধনয়ন বহ্নিধক্ষ্যে ঘৃণংখলং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। হে কন্দর্প! যখন আমি তোমার শরণাগতা জানিয়াও তুমি নিরপরাধে আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ, তখন তুমি অতিশয় নির্ঘৃণ, তোমার অত্যন্ত খলস্বভাব, অতএব আমি তোমার দমনের নিমিত্ত মহাদেবের ঊর্দ্ধনয়নস্থিত অনলরূপ হইয়া অচিরাৎ তোমাকে নিঃসংশয় ভস্ম করিব। ২১ ॥

গন্ধপঙ্কমিমং নালমালি সোঢুং ক্ষমাহ্যহং।
খরমাশীবিষ বিষাৎ পাথোজ শয়নঞ্চ ভো ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর রাধিকা সখীগণকে কহিতেছেন হে সখিগণেরা! তোমরা আমার বিরহানল উপশমের নিমিত্ত যে সকল সুগন্ধ দ্রব্য ও চন্দন পঙ্কাদি গাত্রে লেপন করিয়াছ, এবং পদ্মপত্রে শয়ন করাইতেছ, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, যেহেতু তাহাতে তাপ শান্তি না হইয়া বরং তীক্ষ্ণ বিষাক্ষেপাও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছে। ২২॥

এবং গোপেশ্বরসুতা চেতনা রজনির্মৃতে।
হরিং নিনায় সন্তপ্তা কান্তধ্যানপরায়ণা॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। এই প্রকার কৃষ্ণধ্যানপরায়ণা গোপরাজ বৃষভানুনন্দিনী রাধা কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা এবং জীবন্মৃতার ন্যায় অবস্থানকরতঃ রজনিশেষে প্রত্যুষকালে কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণকে সংপ্রাপ্ত হইতে দেখিলেন। ২৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা তাহা জগৎপিতা ব্রহ্মা
অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

প্রাতরারক্তনয়নো সৃজন্নেত্রে মুহুর্মুহুঃ।
জাগরা দেত্যচ শনৈঃ রাধামূচে স্ময়ন্নিব॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিজাগরণহেতু ঢুলু ঢুলু অরুণনেত্র মুহুর্মুহু মার্জ্জনা করিতে করিতে ভীতিপ্রযুক্ত ধীরে ধীরে রাধিকার কুঞ্জে আগমনকরতঃ বিস্মিতের ন্যায় হইয়া যেন পূর্ব্ব সংকেত লিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে রাধিকাকে কহিলেন। ২৪॥

ভগবানুবাচ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সবিনয়ে কহিতেছেন।

কান্তে খিন্নাসি কিংম্লানং বক্তুপঙ্কেরুহং তব।
কস্মাচ্ছ্বসসি রম্ভোরু দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তদ্বদ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। হে কান্তে। তুমি অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছ কেন? তোমার বদনারবিন্দ কেন শুষ্ক হইয়াছে? হে রম্ভোরু! কিনিমিত্তইবা তুমি উষ্ণ অথচ সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ তাহা বল?। ২৫॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

এতদাশ্রুত্য তদ্বাক্যং ক্রোধারুণিতলোচনা।
বীক্ষ্য বক্ষোজনয়নং গণ্ডম্লিষ্ট বিশেষকং॥ ২৬॥

স্রস্তচূড়ামণিবর গলৎস্বেদং স্বরাগিতং।
তৎ শ্রুত্যঞ্জন কালিম্না কালিতাধর মাধবং ॥ ২৭ ॥
ব্যস্তবাসঃ শ্রজং ক্লান্তং স্মরসংগ্রাম তোম্মনে।
অনঙ্গমঞ্জরীং প্রাহ পুরঃস্থাং প্রেষ্যতামিতাং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণকরতঃ ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া কামযুদ্ধে অবসন্ন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ও নয়ন ও বিলুপ্ত তিলক ও দংশিত গণ্ডস্থল ও অনুত্তম চূড়ামণি বিধ্বস্ত ও সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মাক্ত ও বনিতানয়নচুম্বন বশতঃ অঞ্জনরাগে রঞ্জিত কালিমাধরপুট ও বিগলিত মাল্য, পরিধেয়বসন বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্ববসন পরিত্যাগে নারীবসনধারণ অবলোকন করিয়া নিকটস্থিতা স্বসখী অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিলেন হে সখি! এই রতিলম্পটকে আমার নিকুঞ্জ হইতে সত্বর বাহির করিয়া দাও ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

নয়েনং চটুলং ক্ষুদ্রং ত্যক্তধর্ম্মাণমেবচ।
কৃতঘ্নং বালিশং ধূর্ত্তং বহিরালি মমাজ্ঞয়া ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখি? আমি ইহার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব তোমাকে কহিতেছি, তুমি এই ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, মূর্খ ও চপল ক্ষুদ্রাশয়, ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে আমার সম্মুখ হইতে অবিলম্বে বাহিরে লইয়া যাও। ২৯ ॥

নৈনং শক্নোমি পুরতো বীক্ষিতুং যোনিলম্পটং।
যাত্বয়ত্র পুরাবাসো নিশি তামেব সুপ্রিয়াং। ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়ালি! কখন আমি এই যোনিলম্পটকে সম্মুখে দর্শন করিতে সক্ষমা হইতেছি না, রজনীতে যে স্থানে বাস করিয়া যাহার সহিত রতিসুখ সম্ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে সেই মনোরমা প্রিয়ার সমীপে গমন করুক্। ৩০ ॥

বিভাবসৌ ত্যজে প্রাণানালি ভোক্ষ্যে বিষংখরং।
জলে বোদ্বন্ধতো মোক্ষ্যে পুরঃ স্থাস্যতি যদ্যয়ং ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! যদি এইধূর্ত্ত আমার সম্মুখে আর ক্ষণকাল থাকে, তবে আমি রজনী প্রভাতে জলেপ্রবেশ কিম্বা উদ্বন্ধনদ্বারা অথবা প্রখর বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহা শপথ করিয়া কহিতেছি ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

ইতি বিপ্রিয় মাকর্ণ্য প্রিয়ায়া বচনং হরিঃ।
প্রসভং জগৃহে বাস আগো রঞ্জয়িতুং স্বকং ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। হে পুত্র অঙ্গিরা! এই শ্রীরাধিকার সক্রোধ অপ্রিয় বচন শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ আত্ম অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত এবং শ্রীরাধার রঞ্জনার্থে তঁহার উত্তরীয় বসন ধারণ করিলেন। ৩২ ॥

গৃহীত বাসং সংবীক্ষ্য পরমাত্মান মচ্যুতং।
রুষাসাধুন্বতী বাসো গলদশ্রু ততেক্ষণা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ক্ষয়োদয় রহিত, তাঁহাকে স্বীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিতে দেখিয়া বিগলিত অশ্রুধারাপ্লুতনয়না শ্রীমতি রাধিকা মহাক্রোধে পরীতাপাঙ্গী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে স্ববাস ছাড়াইয়া লইলেন। ৩৩ ॥

পুনর্হৃত্বান্নু বাহুভ্যাং পরিম্বজ্য হঠাদিব।
চুচুম্বাস্য সরোজাতং হর্ষয়ংস্তামনিন্দিতাং ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি হস্ত ছাড়াইয়া লইলে পর পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতির মানাপনয়নার্থ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার হর্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত স্ববাহু প্রসরণ পূর্ব্বক সহসা আলিঙ্গনকরতঃ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীরাধিকার বদন সরোজে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ৩৪ ॥

পুনরস্তোবলা কৃষ্ণো কম্পন্ত্যা আননংরুষা ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। তাহাতে শ্রীমতি হর্ষযুক্তা না হইয়া পুনর্ব্বার বিরক্ততা-সূচক শ্রীমুখ পদ্ম কম্পন দ্বারা মহারোষে শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আত্মশোভন স্বভাবের দর্শয়িত্রী হইলেন না। ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

জগৎস্রষ্টা লোক পিতামহ ব্রহ্মা জিজ্ঞাসু স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

এবং প্রিয়া বচঃশ্রুত্বা পরিভূতশ্চ কান্তয়া।
উত্তরা সঙ্গবস্ত্রেণ মার্জ্জয়ন্নাস্য লোচনং।
সান্ত্ব পূর্ব্ব মিমাং বাচ মাহেমাং রাজনন্দিনীং ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! অঙ্গিরা! প্রিয়তমা শ্রীমতি কর্ত্তৃক উক্ত পরুষাক্ষরযুক্ত এই বাক্য শ্রবণকরতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া আপনার উত্তরীয়বস্ত্রদ্বারা রোদমানা বৃষভানুনন্দিনীর বদনকমল এবং

অশ্রুকলা পরিপূর্ণ নয়নযুগল মার্জ্জনাপূর্ব্বক সামবাক্যে অর্থাৎ বিনয়াক্ষর সহকারে এই কথা বলিলেন। ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বদধীনাহিমেপ্রণা স্ত্বদধীনঞ্চ মেমনঃ।
ত্বদধীনা মমমতি স্ত্বদধীনং সুখঞ্চমে ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থ। শ্রীকৃষ্ণ আত্মদীনতাসূচকবাক্যে শ্রীমতিকে কহিতেছেন। হে প্রিয়তমে! মমাপরাধ তোমার ক্ষন্তব্য. আমি নিতান্ত তোমার অধীন যেহেতু আমার সমস্ত প্রাণ তোমার অধীন এবং মন ও সমস্ত সুখ তোমার অধীন, অতএব দাসপ্রায় আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৩৭ ॥

যদিমাং ত্যক্ষ্যসে ভীরু প্রিয়াৎ প্রিয়তরং প্রিয়ং।
আয়াতুং পার্শ্বগং দীনংনিত্যং প্রিয়হিতে রতং।
ত্যক্ষেস্বনকৃপণান্ কান্তে তদধীনান্নসংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভীরু! হে প্রিয়তমে! তোমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর, ওনিত্য তোমার প্রিয়ান্বেষী, আগত সমীপস্থ দাস আমি অতিদীন যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, হে কান্তে' হে কমনীয়রূপে! তবে তোমার অধীন আমার এই দুঃখিত প্রাণকে আমি নিঃসংশয় পরিত্যাগ করিব? । ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।

জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে শ্রীকৃষ্ণোক্ত দীনতাসূচক বচনপ্রবন্ধ বিস্তারিত করিয়া কহিতেছেন।

ইতিপ্রিয়বচঃ শ্রুত্বা হৃপোদৃষ্টিঃ প্রবাহিতা।
নয়তৈন মিতিরুষা বহির্ম্মুহু রুবাচ তাঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! শ্রীমতিরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিনয় গর্ব্ববচন শ্রবণকরতঃ অধোমুখী ভূমিদর্শনপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া সমীপস্থা সখীগণ প্রতি বারম্বার বলিতে লাগিলেন। হে সখীগণেরা! তোমরা আর কি দেখিতেছ. এই রতিলম্পটকে আমার কুঞ্জহইতে বাহিরে লইয়া যাও। ৩৯ ॥

নৃশংসমধমাচারং মূঢ়ং পণ্ডিতমানিনং।
প্রেমানভিজ্ঞং দুর্নীতং নচেজ্জহ্যাং কলেবরং ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! এই নির্ঘৃণ অধর্ম্মশীল, দুর্নীত, প্রেমঅনভিজ্ঞ, মহামূর্খ অথচ পণ্ডিতমানী, অর্থাৎ আপনাকে প্রেমের পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু প্রেমের স্বভাব কিছু জানে না, (অতএব আমি

উহাকে সম্মুখে দেখিতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং কুঞ্জ হইতে দূর করিয়া দাও) নচেৎ তোমাদিগের সাক্ষাতে আমি এখনি কলেবর ত্যাগ করিব। ৪০ ॥

ভগবানুবাচ।

শ্রীরাধিকাকে দুর্জ্জয় মানিনী অবলোকনকরতঃ স্বীয়াপরাধ
ক্ষমাপনার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনাসূচক বাক্যে
বিনয়ত হইয়া এই কথা বলিলেন।

মমাগঃ ক্ষম রম্ভোরু দুর্ব্বিনীতস্য সন্ততং।
সাধবোহি ক্ষমাশীলাঃ ক্ষমাশীলে ক্ষমপ্রিয়ে ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে রম্ভোরু! আমি অতিশয় দুর্ব্বিনীত কিন্তু একান্ত তোমার অধীন, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে প্রিয়ে! ক্ষমাশীল সাধুগণেরা সর্ব্বদাই অপরাধির অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। হে ক্ষমাশীলে! হে সাধুস্বভাবে! অদ্য আমার অপরাধ তোমার ক্ষমাকরণীয় হইয়াছে। ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে বিবৃতরূপে কৃষ্ণকৃত মানোপশমন প্রকার
বর্ণন করিয়া কহিতেছেন।

ইত্যুদীর্য্যাঙ্ঘ্রিযুগল মগ্রহীত্ত্বরসা হরিঃ।
করাভ্যামব্জ তাম্রাভ্যাং মার্জ্জয়ন্নুরু বিক্রমঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! অঙ্গিরা! আপনার অপরাধ মার্জ্জনজন্য উরুবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ, অতিশয় দৈন্যাঙ্গীকারে রক্তপদ্মাকৃতি স্বকরকমল দ্বারা সত্বর প্রফুল্ল রক্তোৎপল সদৃশ শ্রীমতিরাধিকার পাদপদ্মদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক সাধনা করিতে লাগিলেন। ৪২ ॥

অবধূয় পুনঃ শেতে মধোক্ষজ মগাদগৃহং।
তীব্ররোষ পরীতাঙ্গী গোপরাজাত্মজা তদা ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। তাহাতে শান্তমনা হওয়া দূরে থাকুক্ তীব্ররোষে পরীতাপাঙ্গী হইয়া গোপরাজকুমারী তখন শ্রীকৃষ্ণকে নিঃক্ষেপকরতঃ কুঞ্জগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিলেন ॥ ৪৩

পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বধুত প্রিয়য়া সকৃৎ।
যৎ পাদরজসাং ব্রহ্মা সঞ্চয়া দ্বিশ্বসৃগভূৎ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! যে শ্রীকৃষ্ণে পাদপদ্মরজঃ সঞ্চয় করিয়া জগৎ

পিতা পিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন, অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার শ্রীমতিরাধা কর্ত্তৃক তাড়িত ও চরণদ্বারা নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। ৪৪ ॥

প্রসন্নারুণ পাথোজত্বিষ মঙ্ঘ্রি দ্বয়ং স্মরন্।
আস্তে ভবো মহাযোগী সোঽবধূতোঽপতদ্ভুবি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। প্রফুল্ললোহিত কমলসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল নিয়ত স্মরণ ফলে দেবাধিদেব মহাদেব শঙ্কর যোগী হইয়াছেন। সেই অনাদি নিধন সর্ব্ব সম্ভজনীয় গোবিন্দ প্রিয়তমা শ্রীমতিরাধা কর্ত্তৃক অবধূত হইয়া ভূমিতলে অবশ হইয়া পড়িলেন। ৪৫ ॥

ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গোনিঃশ্বসন্ বিলপন্মুহুঃ।
বিন্দা বেশ্মাগমৎ কান্তাং প্রসাদয়িতু মঞ্জসা ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া বিচ্ছেদ কাতর, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপকরতঃ কুঞ্জধূলিতে ধূসরিত কলেবরে, শ্রীরাধিকার মানাপনয়নের উপায় চিন্তা করিবার নিমিত্ত (ধীরে ধীরে শ্লথবেশ ভূষান্বিত হইয়া) সহসা বিন্দাদূতীর গৃহে গমন করিলেন। ৪৬ ॥

আরাদায়ান্ত মালোক্য ভগবন্ত মধোক্ষজং।
দূতী কৃষ্ণস্য কল্যাণী ম্লান পাথোরুহাননং ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। কল্যাণী বিন্দাদূতী আপনার ভবন হইতে দেখিলেন, যে ম্লানপদ্মের ন্যায় শুষ্কবদনারবিন্দ ভগবান গোবিন্দ দুনমনে আগমন করিতেছেন, তাঁহার সে শোভনলাবণ্য মলিন হইয়া গিয়াছে। ৪৭ ॥

ধূলিচ্ছন্নং কৃশংদীনং বাস্পপুর্ণেক্ষণং বিভুং।
অমন্যতকৃতাত্মত্ব মাত্মনঃ সর্ব্বতো মুনে ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অতিশয় কৃশ ও দীনতাপ্রাপ্ত, ধূলিতে আচ্ছন্ন কলেবর, অশ্রুজলে পরিপূর্ণ নয়নদ্বয় এবম্ভূতবেশে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকনকরতঃ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে বিন্দাকৃতার্থা মান্য করিলেন। ৪৮ ॥

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্যতং ভক্ত্যা প্রত্যুত্থায়া চিরেণ সা ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। সত্বর গাত্রোত্থানকরতঃ শ্রীকৃষ্ণকে দূতী প্রণামপূর্ব্বক সুসমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। অর্থাৎ আমি অতি দীনহীনা আমাকে কৃতার্থাকরিবার নিমিত্ত দীননাথ কৃপা করিয়া মমসন্নিধানে সমাগত হইলেন ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৪৯ ॥

বিন্দোবাচ।

অনন্তর দীনরূপে স্বনিকেতনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিন্দাসখী সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কৃষ্ণকৃষ্ণ মহাবাহো জানেত্বাং পরমেশ্বরং।
ত্বংহিদেবমনুষ্যাণা মন্তরাত্মা সনাতনং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। মহাহর্ষে দূতী কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি পুনঃ পুনঃ সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন। হে মহাবাহো! তুমি দেবতা ও মনুষ্যাদি সকলের অন্তরাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর, তোমাকে আমি জানি, কেবল অধীনীকে পবিত্র করিবার কারণ তোমার আগমন। ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৫০ ॥

পূজ্য পূজয়িতা পূজা পূজা সম্ভার এব চ।
ধ্যাতা ধ্যানং ধ্যেয় পদং ধ্যেয় ধ্যেয়তরোপিচ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনাথনাথ গোবিন্দ! তুমি জগদ্রূপে ব্যাপ্তময়, যে-হেতু কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ারূপে বিখ্যাত, তোমাভিন্ন জগতে কিছুমাত্র নাই। তুমিই পূজা এবং পূজোপকরণ তুমিই হও। তুমি ধ্যানস্বরূপ, ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়দেব তোমার চরণই সকলের ধ্যেয় যেহেতু তুমি ধ্যেয় হইতে ধ্যেয়তর হও। ৫১ ॥

স্তব্যঃ স্তব স্তাবয়িতা স্তব্য স্তব্য তরোহরে।
হব্যং হোতো হাবয়িতা হব্য দাতা হবি র্হরিঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুরারে! তুমি স্তবনীয়দেব, ও স্তবস্বরূপ, স্তবকর্ত্তাও তুমি, যেহেতু স্তবনীয় হইতে স্তবনীয়তর তুমি। এবং হব্যঘৃতাদিস্বরূপ তুমি, হোম ও হোমকর্ত্তা এক তুমিই হও, অতএব তুমিই পঞ্চরূপে যজ্ঞ ময়। ৫২ ॥

তদঙ্ঘ্রিকমলে নাথ ভক্তিমেব সদাবৃণে।
দেব ত্বদ্দাস দাসস্য দাসীত্ব মক্ষয়ং প্রভো ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! যদি তোমার অবশ্য বর দেয় হয়। তবে আমাকে এই বরদ্বয় প্রদান করুন। যেন সদাসর্ব্বদা তোমার ঐ চরণ কমলদ্বয়ে সুদৃঢ়া ভক্তির অবস্থান থ[illegible], হে দেব! দ্বিতীয়তঃ তোমার দাসদাসের দাসীরূপে চিরকাল অবস্থান করি, কোনমতে তোমার সেবা করিতে বিমুখ না হই। ৫৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বিন্দাদূতীকৃত স্তুতিবাক্য শ্রবণকরতঃ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অনাদি নিধনগোবিন্দ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

ইত্থং স্তুত স্তয়া বিন্দুবত্যা পাথোজ নাভকঃ।
প্রহস্যাহ বরং ভদ্রে বরয়ত্ব মভীপ্সিতং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিন্দাদূতীর এইরূপ স্তুতিবাক্য শ্রবণকরতঃ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যানন হইয়া দূতীকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। হে বিন্দে! তবোক্তা প্রার্থনা সফলা হইবে, এক্ষণে আরো কিছু মনোভি মত বর যাচ্ঞা কর। (তোমাকে আমার অদেয় কিছুমাত্র নাই) ইতি৫৪।

বিন্দোবাচ।

অদ্য ত্বৎপাদ পাথোজ রজসা পাবিতং গৃহং।
কুলং ধনং শরীরঞ্চ বাক্ কায়মানসানিমে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্তা হইয়া দূতী কৃষ্ণাগ্রে নিবেদন করিতেছেন। হে নলিনায়তনেত্র প্রিয়তম গোবিন্দ! এহইতে আর গুরুতরবর কি আছে? অদ্য তোমার ঐ শ্রীচরণ রজোদ্বারা আমার গৃহকে পবিত্র করিলে, এবং আমার কুল ধন শরীর অপর বাক্‌কায় মানসাদি সর্ব্ব অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়ও পবিত্র হইল। ৫৫ ॥

ত্বয়িপ্রসন্নে ত্রৈলোক্যবরদে কিংবরেণ মে।
যদি দেয়ো বরোবশ্য মঙ্ঘ্র্যো র্ভক্তিঃ সদাবৃণে ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! তুমি ত্রিলোক বরদবিভু, তোমার প্রসন্নতা-লাভই অনুত্তমবর, তুমি প্রসন্ন হইলে আর অন্যবরে কি প্রয়োজন? তথাপি যদি আমাকে বরপ্রদানে সম্মত হও। তবে পূর্ব্বোক্তক্রমে তোমার ঐ শ্রীচরণ সরসিরুহরাজযুগলে আমার অনপনীয়া সুদৃঢ়া ভক্তি থাকুক এই বর প্রার্থনা করি। ৫৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বিন্দাদূতী প্রণয়োক্তি ভক্তিযুক্তবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ বাক্য কহিলেন তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে যাহা কহিয়া ছিলেন তাহা জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

তথেত্যুক্ত্বা ততোবিন্দাং পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৭ ।

অস্যার্থঃ। বিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে বিন্দে! তুমি যে প্রার্থনা করিলে তোমার সেই প্রার্থনা অবিলম্বে সফলা হইবে; ইহা কহিয়া অনন্তর আত্মমনোগতভাব প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার দূতীকে কহিলেন। ৫৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মদীয়বচনা দ্বিন্দে গচ্ছরাধান্তিকং শুভে।
প্রসাদয়িত্বা বচসা মনসা কর্ম্মণা পিবা ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিন্দে! হে শোভনচরিত্রে! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে সত্বর শ্রীমতিরাধিকার নিকটে গমন কর এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে কর্ম্মদ্বারা শ্রীরাধিকা আমার প্রতি যাহাতে প্রসন্ন হন তাহা করিবে?। ৫৮।

মষ্যনু ক্রোশতো দূতি প্রযোজ্য তরসা শুভে।
নোচেত্তদন্তিকে প্রাণান হাস্যে প্রিয়তরা নপি ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে দূতি! আমাকর্ত্তৃক এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যদি সত্বর আমাতে শ্রীরাধার প্রসন্নতাসাধন করিতে না পার অথবা [illegible] শনে সম্পন্ন না কর, তবে আমি নিশ্চয় কহিলাম, প্রিয় হইতে প্রিয় আমার এই প্রাণ তোমার সম্মুখে অদ্য পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিব না। ৫৯ ॥

সন্দেশং ভর্ত্তুরাদায় শিরসা রাধিকান্তিকং।
প্রসাদনায় রম্ভোর্ব্বা ইয়ায় তরসামুনে ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। বিন্দাদূতী ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ মস্তকোপরি ধারণকরতঃ রম্ভোরু শ্রীরাধিকার প্রসন্নতাসাধনার্থে অতি সত্বর গমনে শ্রীরাধার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬০।

বাচালিবৃন্দমধ্যস্থা মীক্ষ্যাহ রাজনন্দিনীং।
অন্তারুক্ষা বাহির্লোলা মৃতয়া শান্তিযুক্তয়া ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থ। সখীগণ মধ্যস্থিতা বৃষভানুরাজনন্দিনীকে দেখিয়া বিন্দা অন্তঃস্থিত অতি রুক্ষ কিন্তু বাহিরে শুনিতে সুললিত ও অমৃতকল্প এবং শান্তিযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ৬১।

বিন্দোবাচ।

রাজাত্মজে জিহাসুস্ত্ব মঞ্চলস্থং মণিংশুভং।
মানাৎ সৌন্দর্য্য লাবণ্য যৌবনানাং প্রিয়ংমতং ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভ্রমরি। হে রাধিকে। তুমি কি মানোন্মাদিনী হইয়া হিতাহিতজ্ঞানে অবসন্না হইয়াছ? দেখ তোমার সৌন্দর্য্য, লাবণ্য এবং যৌবনের আকাংক্ষিতপ্রিয় অবশ্য বশ্য শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছ? হা? মান কি তোমার কৃষ্ণ হইতে এত গরীয়বস্তু

হইল ? যেহেতু অঞ্চলস্থিত অমূল্য শুভপ্রদ মণিরত্নকে তুমি ত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছ ? ইহা কি বিবেচনা হয় না যে এই মানই তোমার মৃত্যুর ঔষধি স্বরূপ হইবে।। ৬২ ।।

বিষপিণ্ড মিবাগীর্য্য হ্রদেমীনো মৃতোযথা ।
তদা দয়িত মুৎসৃজ্য প্রাণেভ্যোপ্যালি গর্ব্বিণি ।। ৬৩ ।।

অস্যার্থঃ। হে ভ্রান্তচিত্তে ! যেমন বিষমিশ্রিত ভোগ্যবস্তু গ্রাসকরতঃ হ্রদস্থিত মৎস্য সকল মৃত হয়। হে গর্ব্বিণি ! হে প্রাণসমা সখি ! সেইরূপ প্রাণ হইতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর ঔষধ বিষপিণ্ড সমান মানকে কি কণ্ঠসংলগ্নহার ন্যায় গ্রহণ করিলে ? তোমাকে ধিক্।৬৩

অনুতাপ মিতাক্ষুদ্রে চিরংরোদিষ্যসেশুভে।
দম্ভোদ্ভবঃ কার্ত্ত্যবীর্য্যো বন্ধুভৃত্য বলান্বিতঃ।।
বৈবস্বতক্ষয়ং যাতো রেণুকাঙ্গ সমুদ্ভবাৎ ।। ৬৪ ।।

অস্যার্থঃ। হে ক্ষুদ্রে ! ক্ষুদ্রস্বভাবে ! ইহা জানিতে পারিতেছ না, ইহার পর এই মানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণহারা হইয়া চিরদিন পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে হইবে ? (তখন এই দুঃখিনীর ক্ষুদ্র কথাকে অবশ্য স্মরণ করিবে) হে মানগর্ব্বিণি অভিমানের তুল্য শত্রু ইহজগতে আর নাই। দেখ মহারাজাধিরাজ কার্ত্ত্যবীর্য্যার্জ্জুন এই অভিমানপরবশে সভৃত্য বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্তের সহিত মৃত্যুপথে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ জমদগ্নিসুত রেণুকাগর্ব্বজাত পরশুরামহস্তে তাঁহার বিনাশ হইয়াছে ।। ৬৪

রাবণোপি মৃতোমানাৎ সভৃত্যবলবাহনঃ।
কৌশল্যা রণিজাদ্রামাৎ কৃবাণো গোপনন্দিনী।। ৬৫ ।।

অস্যার্থঃ। হে গোপনন্দিনি হে রাধে ! এত দম্ভ করা ভাল নয়, দেখ ত্রিলোকবিজয়ী লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ এক অভিমানবশে কৌশল্যানন্দন রামাগ্নি হইতে সৈন্যসামন্ত সদাস যানবাহনাদির সহিত ভস্মরাশি হইয়াছে। ৬৫।

তথাত্বমপি সংমানাচ্চিরং সন্তাপ মেষ্যসি।
নালি বদালি সর্ব্বাসু পদ্মিনীষু মধুস্মরন্।
প্রচুর সর্ব্ব সত্বেন যাতি নিত্যং কুতোন্যথা ।। ৬৬ ।।

অস্যার্থঃ। সেইরূপ তুমিও এই মানের নিমিত্ত কৃষ্ণ পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন সন্তাপিতা হইবে ? হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ তোমাছাড়া নহেন, প্রফুল্ল পদ্মিনীর মধুরসাস্বাদক ভ্রমর কি কখন শালূক পুষ্পের রসাস্বাদন করিতে সম্মত হয় ? হায় ইহাও কি কখন সম্ভাব্যপর ? ৬৬।

রুদন্নাস্তে হরিঃ কান্তঃ পদাভূমি মুপালিখন্।
ভূরেণুজাল সংচ্ছন্নঃ কলেবর বরোনতঃ। ৬৭।

অস্যার্থঃ। কমনীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণ ধূলি ধূসরিতঃ অবনতকলেবর তাঁহার চক্ষুতে অবিরত জলধারা পতিত হইতেছে, মৌনাবস্থায় অধোমুখে বসিয়া চরণনখে ভূমিখনন করিতেছেন, (প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এ অবস্থা দেখিয়াও যে আমরা দুঃখে বাঁচিনা) ইতিভাবঃ। ৬৭।

বয়ং সখ্যো নিরাহারা রোদনোৎফুল্ললোচনাঃ।
খিন্নাশ্চ জাগরবশাৎ, ত্যজমানং শুচিস্মিতে। ৬৮।

অস্যার্থ। হে রাধে! আমরা তোমার সখী, সকলেই নিরাহারে খিন্নাহইয়াছি, রোদন পরায়ণা এবং রাত্রিজাগরণ জন্য সকলেরই নয়ন কষায়িত হইয়াছে, হে পবিত্র হাসিনি! আরকেন সখিগণকে দুঃখদাও, আপনিই বা আর তুচ্ছমান জন্য কেন দুঃখিতাহও অতএব দাসীর কথার এক্ষণে সর্ব্বনাশক মানের সংহাকর ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৬৮।

রাধোবাচ।

বিন্দাদূতীর বদরীকোমলসম বচন শ্রবণে আরো অতিশয়
রূপ জাত মনস্বিনী হইয়া শ্রীমতি বৃষভানুজা
তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। যথা।

কৃষ্ণেত্যমঙ্গলং নাম ক্রতে মৎসন্নিধৌ সখি।
সোপিদ্বেষ্যস্ত্ব মায়াম্মে প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োযদি॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! হে বাক্‌চতুরা বিন্দে! তুমি এখনও অমঙ্গল শ্রবণ, অতি কর্কশ এই কৃষ্ণ নাম আমার সম্মুখে কহিতেছ। আর কয়োনা কয়োনা? যদি প্রাণহইতে প্রিয়তম কোনব্যক্তি ঐ দুর্ব্বৃত্তের নাম অদ্য আমার নিকটে কয়, নিঃসংশয় তাহাকেও আমি শত্রু বলিয়া মান্যকরিব॥ ৬৯॥

যদীচ্ছেমৎ প্রিয়ং দূতি ত্যজকৃষ্ণাশ্রয়ং বচঃ।
কর্ণশূলোপমং নাম কৃষ্ণেতি যোবদেম্মম।
হাস্যে তৎপুরতঃ প্রাণান্ গচ্ছেদানীং মদান্তিকাৎ। ৭০।

অস্যার্থঃ। হে সখি! হে বিন্দে! যদি আমার প্রীতি জন্মাইতে তোমার ইচ্ছা হয় তবে ঐ কৃষ্ণাশ্রিত সকল বাক্য ত্যাগকর, যেহেতু ওনাম আমার শ্রবণেচ্ছা নাই। তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ পুনর্ব্বার আমার

সাক্ষাতে কৃষ্ণনাম করে, তবে নিশ্চয় জানিবে আমি তখনি তাহার সম্মুখে এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, অতএব এখন তুমি আমার নিকট হইতে গমন কর। ৭০।

বিন্দোবাচ।

মানগর্ব্বিণী শ্রীমতি রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবানুদর্শন করতঃ সুচতুরাবিন্দা দূতী কৃষ্ণ মাহাত্ম্যসূচক বাক্যে রাধিকাকে কহিতে লাগিলেন। যথা।

দয়ার্জ্জবক্ষমা দান মপৈশুন্যং গুণোৎ করৈঃ।
যস্মিনধোক্ষজে নিত্যং তং ত্বং হত্বা সুখং স্পৃহ।৭১।

অস্যার্থঃ। হে ভ্রমরি রাধে। তুমি কি মানমোহে সকলি বিস্মৃতা হইলে? দেখ, দয়া, সারল্য, ক্ষমা, দান, অপিশুনতাদি সমূহ উৎকৃষ্ট গুণ সকল যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্য অধিবাস করে, কি আক্ষেপের বিষয়? অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি সুখ প্রার্থনা করিতেছ, অর্থাৎ কৃষ্ণ বিনা কি জগতে আরকেহ সুখপ্রদাতা আছে? ইতি ভাবঃ। ৭১।

ব্রহ্মোবাচ।

সোশতী মেব মাশ্রব্য প্রিয়ামালীং হিতায়তী।
রুষারুণেক্ষণাগর্হ্যা গাদুরুক্রমসন্নিধিং। ৭২।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অঙ্গিরা। প্রিয়সখী শ্রীমতিরাধিকা এইরূপ মানগর্ব্বিণী হইয়া অবস্থান করুন্ অনন্তর। পরমহিতৈষিণী বিন্দাদূতী আপন বাক্য মোঘহওাতে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক ভর্ৎসনা বাক্য শ্রবণ করাইয়া মহাক্রোধে রক্তনয়না হইয়া নানা মতে তিরস্কার করতঃ অতি সত্বর তথাহইতে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিলেন।। ৭২ ।।

স্ফুর দোষ্ঠা ধরামীক্ষা বাত্জবেনা গতাং হরিঃ।
মেনে কৃতার্থতা মস্যা ভুবিপেতে শ্বসন্ শুচা। ৭৩।

অস্যার্থঃ। বিন্দাদূতী রোষে বিস্ফুরিতাধরা হইয়া বায়ুতুল্য অতি বেগে আগমন করিলেন, স্বস্থান হইতে তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন বুঝি বিন্দাকৃত কার্য্যা হইয়া আসিতেছেন কিন্তু শোক বিহ্বলিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বিচ্ছেদাগ্নিতে দন্দহ্যমান ও ভূমিতলে নিপতিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মহাশোকে বিলাপ করিতেছেন। ৭৩।

হারাধে মৃগবাবাক্ষী মদমত্তেভগামিনি।
ক্বিপ্তামাং বৃজিনাব্ধৌত্বং ক্বগতাসি সুমধ্যমে। ৭৪।

অস্যার্থঃ। অতিশয় খেদ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হারাধে! হারাধে। এইমাত্র মুখে বারম্বার বলিয়া বিলাপ করিতেছেন। হা হরিণ শিশু লোচনে! হা? মদমত্ত মতঙ্গ গামিনি! রাধে! হে সুমধ্যমে! আমাকে দুঃখ সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করতঃ তুমি কোথায় গমন করিলে। ৭৪।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং রুদন্নদন্নার্ত্তবন্নিমীল্যাম্বুজলোচনে।
মুমোহমোহকো দেবো ভবাদীনাং স্বমায়যা। ৭৫।

অস্যার্থঃ। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত প্রায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া আর্ত্ত-স্বরে রোদন করিতেছেন। স্বীয়মায়াতে শিব প্রভৃতি সকল দেব তাকে এবং সচরাচর জগৎকে যিনি মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সর্ব্ব-মোহক গোবিন্দ আজি প্রিয়াবিচ্ছেদে সংমূর্চ্ছিত হইলেন, ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? ইতি ভাবঃ। ৭৫।

বিসংজ্ঞং পতিতং ভূমৌ বিলপন্তং মুহু র্মুহুঃ।
বীক্ষ্যাদ্রুত্য ত্বরা গৃহ্য ব্যুত্থাপয়দনিন্দিতা। ৭৬।

অস্যার্থঃ। পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতেছেন। আর পুনঃ পুনঃ চৈতন্য রহিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছেন। একপ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া অনিন্দিতরূপাবিন্দা অতিদ্রুতপদে তন্নিকটে গমনকরতঃ বাহু-দ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। ৭৬।

আম্বরক্রপমাসীতি সুগন্ধাভি রসেচয়ৎ।
শনৈরাপ্য সান্ত্বপূর্ব্ব বচোভি শ্চেতনাং বিভুঃ॥ ৭৭॥
দৃঢ়ধৈর্য্যো মৃতইবা ব্যাপ্যা মুদগতা ভবৎ॥ ৭৮।

অস্যার্থঃ। অনন্তর স্বীয়াঞ্চল ভিজাইয়া সুশীতল সদ্গন্ধযুক্ত সলিলা-নয়নপূর্ব্বক অভিসেচন করিতে লাগিলেন। এবং গাত্রের ধূলি মার্জ্জনা করিয়াদিলেন, ক্ষণকালের পর সচৈতন্য হওয়াতে মৃতজীবন প্রাপ্তির ন্যায় ধৈর্য্যের দৃঢ়তা অবলোকনকরতঃ আশ্বাসযুক্ত বিবিধ বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ দূতীর মুখে রাধার কথা শ্রবণ করিয়া মৃতজীবিতের ন্যায় হইলেন। কিন্তু রাধিকার মানোপশমন না হওয়াতে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক এইচিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে রাধামানাবসানের নিমিত্ত কি উপায় করিব?) ইতিভাবঃ। ৭৭। ৭৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি
সংবাদে শ্রীরাধায়া দুর্জ্জয়মানবর্ণনং নামদ্বাবিংশতি
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম-সপ্তঋষি সংবাদে শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়মানবর্ণনা নামে দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্তঃ। ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মিহিরাত্মভুবঃ কচ্ছ মেত্যান্ধক রিপুংমুনে।
রিরাধয়িষু রাপ্লুত্য দৃঢ়াসন পরিগ্রহঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মমনে নিশ্চয় অবধারণা করিয়া শ্রীরাধার মান ভঞ্জনার্থ শিবারাধনা করিতে যমুনাকুলে গিয়া তজ্জলে অবগাহনকরতঃ সুদৃঢ় আসন কল্পনা করিয়া অন্ধকারি মহাদেব শঙ্করের উপাসনায় যত্নমনা হইলেন। ১ ॥

ভস্মচ্ছন্নো ভস্মশায়ী ব্যাঘ্রাজিন ধরঃ শুচিঃ।
জপন্নক্ত দিবং কৃষ্ণঃ পঞ্চাশত মনুং বরং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। এবং শিবসন্তোষের নিমিত্ত ভস্মমাখিয়া ভস্মোপবেশী হইলেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক শিবব্রতে শুচি হইয়া পঞ্চাশদক্ষরান্বিত মহাদেবের মহামন্ত্র অতন্দ্রিত দিবারাত্রি জপ করিতে লাগিলেন। ২ ॥

আসিচ্যাদ্ভি র্দলৈ রর্চ্চন্ শ্রীফলস্য হরং হরিঃ।
প্রসিসাদয়িষুর্মৌনী তদাচন্দ্রকলাধরং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। আর যমুনার শীতলজলে শিবের অভিষেককরতঃ শ্রীহরি অখণ্ডিত অপূর্ব্ব শ্রীফলদলে হরের পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলা মৌলি দেবাধিদেবের প্রসন্নতাজন্য মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রমানসে ধ্যানাবলম্বী হইলেন। ৩ ॥

সো বেত্ত্যত স্তপো ঘোর মন্ধকারিঃ ক্ষণাদিব।
স্বভাসা ভাসয় ন্নাশাঃ কান্ত্যোমা স্বাঙ্গ আদধৎ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। এরূপ নিয়মে যখন শ্রীকৃষ্ণ শিবারাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন, তখন কৈলাসনাথ পার্ব্বতীপতি আর স্বস্থানে অবস্থান করিতে পারিলেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর তপস্যায় আকৃষ্টমনা হইয়া বামাঙ্গবর্ত্তিনী হৈমবতী উমার সহিত স্বীয় কান্তিদ্যুতিতে দিক সকলকে উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষণমাত্রে কৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিলেন। ৪ ॥

ইন্দুস্ফটিক গোক্ষীর ধবলো গোবৃষাসনঃ।
মৃণালায়ত সুস্নিগ্ধ চতুর্ব্বাহুঃ স্মিতাননঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দ্রতুল্য সুস্নিগ্ধ, স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলবর্ণ বৃষাসনে সমারূঢ়। কমলমৃণালের ন্যায় সুস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ চতুর্ব্বাহু, ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ। ৫ ॥

রুদ্রাক্ষাস্থি স্রজং বিভ্রৎ ফণিকুণ্ডল মণ্ডিতঃ।
নানাভরণ সংচ্ছন্নো নাগযজ্ঞোপবীতকঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। রুদ্রাক্ষমালা এবং নরাস্থিমালা মণ্ডিত কণ্ঠদেশ, ভুজঙ্গ কুণ্ডল শ্রুতিমণ্ডলে দোদুল্যমান, নানা প্রকার মণিময় আভরণে ভূষিত গাত্র, নাগযজ্ঞোপবীতিধারী। ৬ ॥

ব্যাঘ্রাজিনোত্তরা সঙ্গো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ প্রভুঃ।
ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গো জপন্নারায়ণং মনুং ॥ ৭ ॥
আবিরাসীৎ পুরস্তস্য পুরারিঃ সার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয়বাস, জগৎ-কর্ত্তা শিব, বিভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ, অবিরত নারায়ণের মহামন্ত্র জপ করি-তেছেন। এইরূপে মহাদেব ত্রিপুরারি ত্রিলোচন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইলেন। ৭। ৮ ॥

অবপ্লুত্য বৃষাতূর্ণং মৃগরাড়িব বৈগিরেঃ।
ববন্দাঙ্ঘ্রি যুগংতস্য পুরস্থস্যা চ্যুতস্যসঃ ॥ ৯ ॥
ভক্ত্যা পরময়া প্রীণন্নু বাচানতকন্ধরঃ। ১০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গিরিশৃঙ্গ হইতে মৃগরাজসিংহ যেমন অবনীতলে অবতরিত হয়, সেইরূপ বৃষাসন হইতে ভূমিতলে অবতরিত হইয়া দেবাধি-দেব মহাদেব পুরঃস্থিত শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। এবং পরম-ভক্তিভরে আনত মস্তক হইয়া কৃষ্ণের সন্তোষসাধনার্থে স্তুতিবাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৯। ১০ ॥

শ্রীশিবউবাচ।

অচলো নির্ম্মলঃ শান্তো নিরীহো নিরবগ্রহঃ।
অতীন্দ্রিয়ো গুণাতীতো গুণী গুণবর গ্রহঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সর্ব্বদেব পুজ্য পরমদেব শঙ্কর, স্তুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে পরমাত্মন্! তুমি অচল, নির্ম্মল, শাশ্বত শান্ত-বিগ্রহ, নিরীহ, নির্ব্বিকার নিরবগ্রহ, তোমাকে জানিতে শক্তি কাহার

নাই, তুমি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, গুণাতীত, অথচ সর্ব্বগুণাধার, গুণীরূপে সকলের জ্ঞানগম্য হও। ১১॥

সচ্চিদ্বিগ্রহ বান্নাথ পরমাত্মাসি দেহিনাং।
নির্লেপোসি নিরাকারঃ পরাৎপর তরোপি ভো॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। তুমি জ্ঞানঘন চৈতন্য স্বরূপ, অথচ বিগ্রহবিশিষ্ট, হে নাথ! তুমি দেহধারীমাত্রের পরমাত্মারূপ, তুমি জগৎরূপ হইয়াও নির্লিপ্ত নিকার, তুমি পরাৎপর পরমবস্তু, হে প্রভো! তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু মাত্র নাই। ১২॥

স্রষ্টাবিতাসি জগতাং ক বিষ্ণুন্ধক শত্রবঃ।
ত্বমেবভূত্বা দেবেশ বাসু দেবায় তে নমঃ॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। হে দেবেশ! তুমি ব্রহ্মারূপে জগৎস্রষ্টা, বিষ্ণুরূপে জগৎপালনকর্ত্তা, তুমি শিবরূপে জগতের সংহর্ত্তা হও, তুমি এক কিন্তু সৃজনকালে ব্রহ্মরূপ, পালনকালে বিষ্ণুরূপ, সংহারকালে শঙ্কররূপ হইয়া সজ্জন পালন, নিধন করিয়া থাক, জগতে তোমার বাস তোমাতে জগতের বাস, তুমি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার করি। ১৩॥

কিঙ্করোহং কিঙ্করোমি অনুজানাতু মাং ভবান্॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। হে পরমাত্মন্, তুমি অনাদিনিধন, আমাকে আপনার কিঙ্কর বলিয়া তুমি জানিলে আমি কৃতার্থ হই, হে নাথ! এক্ষণে কি কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন্। ১৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

অভিষ্টুতো ভগবত স্তুতোষোমা পতিস্তবৈঃ।
প্রভাতারুণ সদ্যোতি বদনঃ প্রাহ শঙ্করং॥ ১৫।

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! এইরূপ উমাপতি ভগবানের স্তব করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তুতি বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া প্রাতঃকালেরসমুদিত অরুণের ন্যায় দীপ্তমৎ শ্রীমুখ মণ্ডল বিগলিত বচনে সর্ব্বমঙ্গলকর স্মরহরকে কহিতে লাগিলেন। ১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবোমাপান্ধক রিপো কুর্ব্বনুগ্রহভাজনং।
মাং নাথানুখ পাথোধি নিমগ্নং ত্বং সমুদ্ধর॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। নলিননয়ন শ্রীদামোদর হরপ্রতি এই প্রার্থনা বাক্য কহিলেন। হে ভব! হে উমাপতে! হে অন্ধকারে! তুমি আমাকে তোমার

অনুগ্রহভাজন কর। হে নাথ! এক্ষণে অসুখসাগরে আমি নিমগ্ন হইয়াছি কৃপা করিয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর। ১৬ ॥

রাধাবিরহজন্মাগ্নি দহ্যমানং ভৃশং হর।

শ্রীশিবউবাচ।

অস্যার্থঃ। হে অনাদিনিধন হতস্মর! হে হর! শ্রীরাধিকার বিরহ জনিত উদ্দীপ্ত অনলদাহে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি, তোমাবিনা এঅগ্নি নির্ব্বাণের অন্য উপায়ান্তর নাই, এতৎশ্রবণে স্মেরানন হইয়া মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন।

মমাজ্ঞাপয় দেবেশ কিংকর্ত্তব্য মিতোময়া।
ব্রূহিতে জগদীশস্য নিরীহস্য পরাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবেশ! পরমাত্মা নিশ্চেষ্ট জগদীশ্বর তুমি, এক্ষণে আমাকেকি করিতে হইবে, তাহা প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করেন। যেহেতু, অকর্ম্মের কর্ম্ম, নিরীহের চেষ্টা, জগন্নাথের রক্ষা, বল দেখি ইহা হইতে চমৎকারের বিষয় আর কি আছে? ইত্যভিপ্রায়ঃ। ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বিধেহি যতিনাং রূপং মমান্ধকরিপো হর।
যদাস্থায়াভি ভিক্ষিষ্যে ভৈক্ষ্যবচ্চিত্তসন্নতিং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। এতৎশিববাক্য শ্রবণে সহর্ষে ভগবান গৌরীনাথকে কহিতেছেন। হে অন্ধকরিপো! সংপ্রতি তুমি আমার যোগীরূপ বিধানকর, যেরূপ আশ্রয় করিয়া ভিক্ষুকন্যায় আমি শ্রীমতিরাধিকার চিত্তপ্রসাদ ভিক্ষা করিব, অর্থাৎ যাহাতে শ্রীমতীর মানের সমতা হইবে। ইত্যভিপ্রায়ঃ। ১৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

আদিষ্টঃ প্রভুনা সপ্তুতন্তুঃ করণোহরঃ।
রৌরবাজিন বাসোভি র্বিভূতি রুদ্রমালকৈঃ।
বয়স্যৈরচয়ামাস তপস্বিন মনুক্রমং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! জগৎপ্রভু সর্ব্ব যোগেশ্বর, সপ্তুতন্তুচিত্ত যজ্ঞময় যোগীন্দ্রাধীশ ঈশ শ্রীকৃষ্ণকে রুরু চর্ম্ম বসন পরিধাপন করাইয়া বিভূতিভূষণ ও রুদ্রাক্ষমালা পরাইয়াপ্রকৃত যোগীবেশে সাজাইলেন এবং তৎপশ্চাৎ অনুবর্ত্তী সমবয়স্য গোপ-শিশুগণকে তাহার শিষ্যরূপে তপস্বিরবেশধারণ করাইলেন। ১৯ ॥

বিধায় পরমং বেশং স্মর মারোনুমানিতং।
বয়স্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষণাদন্তর্হতোভবঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষে! এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সজাইয়া এবং তৎসমবয়স্যগণের পরমমনোহর যোগীবেশ বিধানকরতঃ দেবাধিদেব স্মরমার শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সমাদৃত রূপে তদনুমতি লইয়া দেখিতে দেখিতে সকলের সম্মুখ হইতে ক্ষণমাত্রে অদর্শন হইলেন। ২০ ॥

ততো বৃতোর্ভকৈ র্যোগিরূপৈ র্যোগীবরোহরিঃ।
অন্তেবাসি গণবৃতো দুর্ব্বাসা ইব চাপরঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সর্ব্বযোগীশ্রেষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যোগীবেশে সমাচ্ছন্ন গোপশিশুগণে আবৃত হইয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত মহর্ষি দুর্ব্বাসার ন্যায় পরিশোভিত হইলেন, অর্থাৎ দুর্ব্বাসার সহিত তাঁহার অভেদরূপ সম্পদ প্রকাশিত হইল। ২১ ॥

জ্বলন্ ব্রহ্মময়েনোরু তেজসা নল সন্নিভঃ।
প্রায়াম্মাল্যস্থ গোপস্য বেশ্মতৈঃ পূজিতো হরিঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। যোগিরূপধারীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় ব্রহ্মময় উরু তেজদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হইলেন। সেই তপস্বিবেশধারী গোপবালকগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া শ্রীমতির শশুর আয়ানের পিতা গোপরাজ মাল্যকের গৃহে গমন করিলেন। ২২।

ভৈক্ষছদ্ম কৃতায়াতি ভৈক্ষ্যং দেহীতি সোবদং।
তদ্ভিক্ষু নিঃস্বনং শ্রুত্বা রাধালী র্জটিলা ব্রবীৎ। ২৩।

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কপট ভিক্ষুবেশে আমনাকে আচ্ছাদিত করতঃ আয়ানের দ্বারদেশে আগত হইয়া ভিক্ষাদাও এইকথা বলিলেন। আয়ানমাতা জটিলা ভিক্ষাপ্রদান কর, এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা প্রাত্থনাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকার সখীগণকে কহিলেন। ২৩

প্রতীহারান্তিকে ব্যক্তং ভিক্ষোরশৃণবংরবং।
আত্তভিক্ষা যাতদাতুং ভিক্ষবেত্তুস্বরান্বিতাঃ। ২৪।

অস্যার্থঃ। হে রাধালিগণ! দ্বারদেশে সমাগত ভিক্ষুকের মুখনির্গত ভিক্ষাদাও এইশব্দ শ্রবণ হইতেছে, অতএব তোমরা ভৈক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করতঃ সত্বরা হইয়া ভিক্ষুক্কে ভিক্ষাদিতে যাও। ২৪।

স্বামিন্যভাষিতাং ভাষা মাকর্ণ্যালিগণ স্তু রা।
নির্যযু র্ভৈক্ষ্যমাদায় প্রতীহারস্থ ভিক্ষবে।
দাতুকামা স্তদাভৈক্ষ্য মক্রবন্নচ্যুতং স্মতাঃ। ২৫।

অস্যার্থঃ। গৃহ স্বামিনী কর্ত্রী জটিলার মুখনির্গত এইবাক্য শ্রবণ করিয়া রাধিকার সখীগণেরা সত্বর ভৈক্ষ্যবস্তু লইয়া দ্বারস্থিত ভিক্ষুককে ভিক্ষাদিতে গমন করিলেন, এবং অপূর্ব্ব যোগীবেশধারী ভগবানকে দর্শন করিয়া সহর্ষ চিত্তে তাঁহারা কহিলেন। ২৫।

ভিক্ষামাধেহি ভগবনস্বত্তো ভিক্ষসে তু যৎ। ২৬।

অস্যার্থঃ। হে যোগীবর! প্রণামকরি, আমাদিগের দ্বারা আহৃত ভৈক্ষ বস্তু আপনি গ্রহণ করুন, (এতদ্ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন তাহাও বলুন)। ২৬।

ভিক্ষুরুবাচ।

নাবিদ্যমান পতিতো ন চাপেয় জলস্য চ।
না ভক্তস্য দাম্ভিকস্য নিন্দকস্য তথা নঘাঃ। ২৭।

অস্যার্থঃ। রাধালিগণের এইবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টমনা হইয়া কপট যোগী এইকথা বলিলেন। হে নিষ্পাপা আলীগণ! আমার ভিক্ষাগ্রহণের নিয়ম অগ্রে শুনিয়া পশ্চাৎ ভিক্ষা দাও। অবিদ্যমান পতিকার জলাদিবস্তু পান করিনা, এবং ভগবদ্ভক্তি রহিত দাম্ভিক ব্যক্তির ও কোন দ্রব্য গ্রহণীয় নহে। ২৭।

অনর্চ্চিতো হরির্নৈব বিধবাতো নচস্পৃহে।
ব্রতমেতন্মম পুরাদাদ্গুরুশ্চন্দ্রমৌলিকঃ। ২৮।

অস্যার্থঃ। আর যে ব্যক্তি হরির অর্চ্চনা না করে, এবং পতি পুত্রহীনা বিধবার দত্তদ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিনা। পুর্ব্বে আমার গুরু ভগবান চন্দ্রচূড় এই নিয়ম ব্রত রক্ষণার্থ আমাকে আজ্ঞাকরিয়াছেন, সুতরাং তদবধি আমার এই ব্রতধারণ করা হইয়াছে। ২৮।

যূয়ং পতি বিহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যো লোক বিশ্রুতাঃ।
যুষ্মত্তো নস্পৃহে ভিক্ষাং নিবেদয়ত কর্ত্তৃণে॥ ২৯।

অস্যার্থঃ। অতএব তোমরা পরগৃহস্থিতা লোক বিখ্যাত সৈরিন্ধ্রী এবং সকলে পতি বিহীনা হও, সুতরাং তোমার দিগের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছাকরিনা, অভ্যন্তরেগিয়া তোমাদের কর্ত্রীকে মদুক্তা এইকথা তোমরা নিবেদন কর। ২৯।

ব্রহ্মোবাচ।

তেনোচ্যমানং বচন মেবমাশ্রুত্য তাস্তদা।
ত্বরায়ান্তঃ পুর মিতা মাল্য পত্ন্যৈ ন্যবেদয়ন্॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! ভিক্ষাগ্রহণে অস

খত যোগীবরের- বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন রাধিকার সখীগণেরা দ্রুত-গতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত জটিলাকে কহিলেন। ৩০।

যথাবৃত্তং তদাসর্ব্ব মাদিতো ব্রহ্মবিত্তম।
তন্নিশম্য বচঃক্রূরং জটিলা মৌন মাস্থিতা।
ক্ষণং দধ্যৌ বিমনসা সোবাচ বৃষনন্দিনীং। ৩১।

অস্যার্থঃ। কপট যোগীর সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আদ্যন্ত সেই সমস্ত বিস্তার রূপে সখীগণেরা কহিলে পর জটিলা সেই সকল ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষণকাল মনে চিন্তা করতঃ স্ববধু বৃষভানু নন্দিনী রাধিকাকে বলিলেন। ৩১।

জটিলোবাচ।

যাতিভিক্ষুর্ব্বরারোহে নিরাশো যস্যবেশ্মনঃ।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি। ৩২।

অস্যার্থঃ। হে রাধে! যদিস্যাং ভিক্ষুক কাহার গৃহ হইতে নিরাশা হইয়া গমন করে। হেবরারোহে! তবে তাহার শতজন্মের সঞ্চিত পুণ্য সমুদয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ৩২।

ভিক্ষুর্যস্য গৃহাদ্যাতি ভগ্নাশোরাজনন্দিনি।
গুরবঃ পিতরঃ সিদ্ধা দেবা অতিথয়োঽমলাঃ।
নস্পৃশন্তি জলং পুষ্পমন্নং তস্য কদাচন। ৩৩।

অস্যার্থঃ। হে রাজনন্দিনি। ভগ্নাশ হইয়া ভিক্ষুক যাহার ভবন হইতে গমন করে, তাহার গুরুগণ ও পিতৃগণ ও সিদ্ধগণ, দেবগণ ও অতিথিগণ এবং নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ কদাচ তদ্দত্ত পুষ্পজল অন্নাদি স্পর্শ করেননা। ৩৩

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
সদত্বা দুষ্কৃতং সর্ব্বং পুণ্য মাদায় গচ্ছতি।
তস্মাৎ ত্ব মাচরায়াদ্বা ভিক্ষুকে ভিক্ষকং দদ। ৩৪।

অস্যার্থঃ। যাহার গৃহইতে অতিথি ভগ্নাশ হইয়া প্রতিনিবর্ত্ত হয়, তৎক্ষণাৎ আত্মকৃত সমুদয় পাপ ঐগৃহস্থকে প্রদান করতঃ তাহার সমস্ত পুণ্য লইয়া গমন করে? অতএব হে রাধে! তুমি অবিলম্বে যত্নপূর্ব্বক ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদানকর। ৩৪।

রাধোবাচ।

নচাশক্নোমি সর্ব্বেন সত্বেন যাতু মঞ্জসা।
পদানি ত্রীণি চত্বারি খিন্না ময়গবৈ রহং॥ ৩৫।

অস্যার্থঃ। এরূপ শ্বশ্রুবাক্য শ্রবণকরতঃ শ্রীমতি রাধিকা জটিলাকে

কহিলেন। হে মাতঃ! আপনি বারম্বার আমাকে ভিক্ষা দিবার জন্য যাইতে কহিতেছেন, কিন্তু আমি রোগ সমূহে অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছি, সম্যক্‌বলপূর্ব্বক যত্ন করিলেও সুখে তিন বা চারি পদ গমন করিতে শক্তা নহি। ৩৫॥

জটিলোবাচ।

পশ্যে দোষং ধিয়া মন্যে শিরাশো যাতিভিক্ষুকে।
রুষ্টোদহেৎ কুলং রাষ্ট্রং বিপ্রাগ্নির্নাত্রসংশয়ঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। এতৎশ্রবণে জটিলা পুনর্ব্বার বৃষনন্দিনীকে কহিলেন। হে মাতঃ! হে রাধে! আমি আত্মবুদ্ধিকৃত বিচারসঙ্গত ভগ্নাশ হইয়া অতিথি গলেপর যে দোষ জন্মে তাহা দেখিতেছি, বিপ্ররূপ সাক্ষাৎ অগ্নি, তিনি রুষ্ট হইলে কুল ও রাজ্যাদি সকল ভস্মসাৎ করেন, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। ৩৬॥

তুষ্টো রাষ্ট্রস্য বংশস্য বন্ধূনাং সম্পদো নঘে।
আত্মনশ্চ সপুত্রশ্চ শ্রেয়ঃ স্যাদিতি মেমতি॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। হে অনঘে! নিষ্পাপা বরমুখি! যদ্যপি অতিথি গৃহস্থের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া গমন করেন তবে ঐ গৃহস্বামীর আপনার, ও পুত্রের ও বংশের ও সম্পদের এবং রাজ্যৈশ্বর্য্যের আর বন্ধুবান্ধবগণের পরমমঙ্গল হয়, ইহা আমার বুদ্ধিতে নিশ্চিত অবধারণা হইতেছে। ৩৭॥

রাধোবাচ।

মদাস্যং শুষ্যতে ত্বকচ ভ্রমতীবচ মেমনঃ।
হর্ষোরোমাং বেপথুশ্চ জায়তে সন্ততং মম॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। শাশুড়ী জটিলার মুখে এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতি রাধিকা তাঁহাকে তৎকালে এই কথা বলিলেন, হে মাতঃ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন বটে। কিন্তু আমার মুখ শুকাইতেছে, এবং গাত্রের ত্বচ শোষণ হইতেছে, আর আমার মনের স্থিরতা নাই সর্ব্বদাই ভ্রম জন্মিতেছে, আর সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ ও কাঁপিতেছে, সংপ্রতি এই এক মহৎপীড়া আমার উপস্থিত হইয়াছে। ৩৮॥

নাহং শক্যাম্যবস্থাতুমম্ব কিং করবাণি তে॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। হে অম্ব! হে মাতঃ! আমি ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাড়াইতে পারিতেছি না, এইক্ষণে কি করি তাহা আমাকে বলুন। (নচেৎ পুনঃ পুনঃ আপনার আজ্ঞা কি হেলন করিতে পারি? ইত্যভিপ্রায়ঃ)। ৩৯।

জটিলোবাচ।

গচ্ছদাতুং ভিক্ষবেন্নং শ্রেয়শ্চেৎ চিন্তিতং দ্বয়োঃ।
বিধবায়া ন মেভিক্ষাং গৃহীষ্যতি কদাচন ॥ ৪০ ॥
দেহিত্বং শ্রেয়স্কামায় পত্যু র্ভিক্ষাং বৃষাত্মজে ॥ ৪১ ।

অস্যার্থঃ। এরূপ শ্রীমতির আর্ত্তবাক্য শ্রবণ করিয়াও জটিলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন। হে মাতঃ! হে ভানুনন্দিনি! যোগীবর অতিথি আমার হস্তে কদাচ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু আমি বিধবা; অতএব যদি তোমারদিগের উভয়ের কল্যাণ চিন্তা করা হয়। তবে তোমার ও তবপতি মৎপুত্র আয়ানের শুভমঙ্গলকামনা সিদ্ধির নিমিত্ত সত্বর গিয়া যোগীবরকে ভিক্ষাপ্রদান কর। ৪০। ৪১॥

ব্রহ্মোবাচ।

তন্নিশম্য বচঃপথ্যং হিতং শ্বশ্রা বচোমুনে।
আত্তভৈক্ষ্যা ভয়াদালী বৃন্দান্তর মুপেয়ুষী ॥ ৪২।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিবর অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! হে মুনে! শাশুড়ীর মুখে হিতকরবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতিরাধিকা সবস্ত্র ভিক্ষাপাত্র হস্তেকরতঃ সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া যোগীবরসন্নিধানে সমুপস্থিতা হইলেন। ইতিউত্তরান্বয়ঃ। ৪২ ॥

তপস্বিনোন্তিকং রাজনন্দিনী তৈর্বৃত স্যতু।
অদ্রাক্ষীজ্জটিলং শান্তং কুন্দেন্দু সদৃশং রুচা ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত যোগীসমূহ পরিবৃত জটিল যোগীবরান্তিকে গিয়া শ্রীমতি দেখিলেন যে কুন্দেন্দু সদৃশ ধবলবর্ণ দীপ্তিমান শান্তবিগ্রহ পরম তপস্বী যোগীবর ॥ ৪৩ ॥

ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গং চীরাম্বর ধরং পরং।
রুদ্রাক্ষাস্থি বিরচিতা ক্ষমালাঞ্চিত বাহুকং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষিত, রুরুচর্ম্ম এবং চীরকৌপীন পরিধায়ী, পরমশোভিত, এবং রুদ্রাক্ষ অস্থি ওঅক্ষমালাধারী অর্থাৎ গলদেশে রুদ্রফলের আঁটিরমালা, আর জপমালা করতলে বাহুদ্বয়ে বিরচিত রুদ্রাক্ষমালা সুশোভিতা। ৪৪ ॥

প্রসন্নাস্য সরোজাস্তং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
আনাভি দোলিতশ্মশ্রু রাজিচ্ছন্ন কলেবরং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। প্রফুল্লিত শ্বেতশতদলপদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্ন বদনকমল

সাক্ষাৎ জ্বলন্তঅগ্নিরতুল্য ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান বিগ্রহ। নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত আন্দোলিত লম্বমান শ্মশ্রুরাজিতে সমাচ্ছন্ন কলেবর। ৪৫॥

জটিলৈ র্বহুভি স্তৈস্তু বৃতং বীক্ষ্য মুহুর্দ্বিজ।

প্রণত্যা সঙ্গতোবাচ সপর্য্যা বিধিনা দৃতা॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর! সর্ব্বসন্ন্যাসযোগে যোগিবৎ বহুতর আত্মতুল্য বেশভূষাধারী শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা পরিবৃত প্রভুকে সন্দর্শনকরতঃ শ্রীমতি বৃষনন্দিনী পুনঃ পুনঃ প্রণতিপুর্ব্বক বলিলেন। হে যোগীবর! আমি প্রযত্ন সহকারে যথাবিধি আপনকার পরিতোষার্থে পূজোপযোগ্য ভিক্ষা আনয়ন করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আপনি গ্রহণ করুন। ইতি উত্তরাস্বয়। ৪৬।

রাধোবাচ।

গৃহাণেদং মুনিবর মত্তোভিক্ষাং যদীচ্ছসি।

নাহং শক্যা মবস্থাতুং ঘূর্ণতীবচ মেমনঃ। ৪৭॥

অস্যার্থঃ। কপটযোগীবর প্রতি শ্রীমতিরাধিকা বিনয়পুর্ব্বক কহিতেছেন। হে মুনিবর! যদি আমার হস্তে ভিক্ষা লইতে ইচ্ছা হয়, তবে ভিক্ষা আনিয়াছি আপনি সত্বর ভিক্ষা গ্রহণ করুন। আময়প্রযুক্ত আমার মন অতিশয় ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, এহেতু আমি স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেছি না। ৪৭॥

শুষ্যত্যাস্য সরোজাতং ত্বঙ্মে দহ্যত্যথোল্বণং।

কায়ভূসংঘসং হর্ষো বেপথুর্মে কলেবরে॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। হে স্বামিন্! আমার বদনারবিন্দ শুষ্ক হইতেছে, গাত্রের চর্ম্মবিষমজ্বালায় দহিতেছে, সমস্ত শরীরের লোমসকল সিহরিয়া উঠিয়াছে, এবং সর্ব্ব কলেবর কাঁপিতেছে। ৪৮॥

ইতিশ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কোমলং মধুরাক্ষরং।

হসন্নুবাচ তাং যোগী ভানুজাং মধুহা হরিঃ॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নবযোগিবেশধারী মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সুকোমল মধুরস্বরে এই কথা বলিলেন। ৪৯॥

গিরা মধুরয়া বিদ্বন্ প্রাণেভ্যোপি গরীয়সীং।

তপস্ব্যুবাচ॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরাঋষে! প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা

শ্রীমতিরাধিকাকে পরিতুষ্টা করিবার নিমিত্ত তপস্বীবর মধুরবাক্যে ভিক্ষা গ্রহণসূচক এই বাক্য বলিলেন। ৫০ ॥

দেয়া ভিক্ষা ত্বয়াবশ্যং যদি মে গোপনন্দিনি।
মদভীপ্সিত ভৈক্ষংত্বং দাতু মর্হস্যনিন্দিতে॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বার্ষভানবি! হে গোপনন্দিনি! যদি অবশ্য ভিক্ষা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য হয়, হে নির্দ্দোষে! তবে আমার অভিলষিত ভিক্ষা প্রদানে তুমি সম্মতা হও, নচেৎ প্রয়োজন নাই। ৫১ ॥

রাধোবাচ।

কাবাহং কৃপণা বালা ভীপ্সিতং তে কথং বিভো।
দাতুং শক্যে গদগুরো গন্তুং স্যাম্মে যদামুনে॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। কপট যোগীবরের বাক্‌চাতুর্য্যে চমকিতা হইয়া শ্রীমতিরাধিকা তাঁহাকে বলিলেন। হে প্রভো! আমি সুদুঃখিনী গোপবালিকা কি প্রকারে ভবদীয় অভীপ্সিত ভিক্ষাদানে সক্ষমা হইব? হে মুনে! হে গুরো! তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া বলুন। ৫২॥

তপস্ব্যুবাচ।

ন মদ্বিধেষ্বযোগ্যেষু ভাবমগ্র্যং প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বংজানে স্বতপসা শক্যাশক্য মনিন্দিতে॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। এতৎরাধাবাক্য শ্রবণানন্তর তপস্বি চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন। হে অনিন্দিতরূপা ভামিনি! আমার তুল্য অযোগ্য পুরুষে যাহা প্রশস্ত দেয় হয়, তাহাই প্রদান কর। তুমি ভিক্ষাদানে অশক্তা কি শক্তা সে সকল বৃত্তান্ত আমি স্বীয় তপঃ প্রভাবে জ্ঞাত আছি। অতএব তোমার শক্তি যাহাতে হইবে তাহাই আমি যাচঞা করিব। ৫৩॥

শক্যঞ্চে দ্দেহি মহ্যং তন্নচাশক্যং বৃণোম্যহং।
এবং বিবিচ্য দেয়ঞ্চেৎ প্রতিজানিহি নান্যথা॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। যে ভিক্ষা দিতে তোমার শক্তি আছে সেই ভিক্ষাই আমি প্রার্থনা করিব, ইহা বিবেচনাকরতঃ অগ্রে প্রতিশ্রুতা হইয়া পশ্চাৎ দাও অন্যথা করিহ না, ইহা জানিয়া আমি ভিক্ষা চাহিব। ৫৪ ॥

রাধোবাচ।

যদিস্যান্ন্যায়তো দেয়ং যদিশক্যঞ্চ তদ্ভবেৎ।
ধর্ম্মার্গস্থং মহাভাগ দদানীতি প্রতিশ্রুতং॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। কপট ভিক্ষুকের চাতুর্য্যগর্ত্ত বাক্য শ্রবণে শ্রীমতিরাধা সচকিতা হইয়া কহিতেছেন, হে মহামুনে! হে ধর্ম্মসংস্থাপক যোগীবর! যদি

ন্যায়পূর্ব্বক ভিক্ষা যাচঞা করেন, যাহা দিবার ক্ষমতা আমার থাকে, এবং ধর্ম্মেতে বিরুদ্ধ না হয়, তবে আমি দিব প্রতিশ্রুতা হইয়া এই অঙ্গীকার করিলাম। ৫৫ ॥

ময়াতে পুরতো যোগিন্ নমস্তে পাহিমাং বিভো।

তপস্ব্যুবাচ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে যোগিন! হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ! হে বিভো! তোমাকে আমি নমস্কার করি, এই ধর্ম্ম সঙ্কটে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন, অকপটে তোমার সাক্ষাতে প্রতিশ্রুতা হইলাম। এতৎশ্রবণে তপস্বীবর বলিলেন। ৫৬ ॥

নাদেয়ং বর্ত্ততেকিঞ্চি দ্দাতুর্লোকে বরাননে।
অভিতোর্থিগণেদেয়া অপিপ্রাণা দিদিৎসুনা ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরাননে! দাতা ব্যক্তির অদেয় ত্রিলোকী তলে কিছুমাত্র নাই। সর্ব্বতঃ প্রকারে আসন্ন অর্থিগণ প্রতি দয়াবান দাতারা স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন। (দানশীল ব্যক্তির এই রীতি চির প্রথিতা আছে)। ৫৭ ॥

তদ্বৃণোম্য নবদ্যাঙ্গি কৃতং বৈশসমুল্বণং।
কৃষ্ণেন তে যদভব ন্নিশিকুঞ্জে পুরাত্বৃতৎ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। কপট যোগীরূপ গোবিন্দ শ্রীমতিরাধিকাকে সত্যাঙ্গীকার করাইয়া কহিতেছেন। হে অনবদ্যাঙ্গি। আমি তোমার স্থানে এই ভিক্ষা যাচঞা করিতেছি, যে তুমি পুর্ব্বে নিশিযোগে নিকুঞ্জকাননে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রণয় কলহ দ্বারা উল্বণক্রোধে ক্রোধিতা হইয়া যে মান করিয়াছিলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম মরণেচ্ছা করিতেছেন, তন্নিমিত্ত আমি তবসন্নিধানে ভিক্ষাচ্ছলে সমুপস্থিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি আমাকে সেই মান ভিক্ষা দাও। ৫৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতিরীতাং গিরংতেন নিশম্যাধো মুখীশুচা।
মুমোচাসুখজংবারি লীলামনুজরূপিণী ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা প্রজাপতি অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অঙ্গিরা! যোগীবরের মুখনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করতঃ লীলামানুষদেহধারিণী শ্রীমতিরাধিকা শোকপরীতাঙ্গী হইয়া অধোমুখী হইলেন এবং অসুখসূচক জলধারা তাঁহার নয়নযুগলে বহিতে লাগিল। ৫৯ ॥

বাস্পগদগদয়া বাচোবাচতংযোগিনংতদা।
ধনংবাসাংসি ভোজ্যানি গ্রামরত্ন হয়াং স্তথা।
দেয়ানিতে মহাভাগ গৃহাণ পাহিমাংবিভো॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। বাস্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদস্বরে বৃষভানুনন্দিনী তখন যোগীবরকে এই কথা বলিলেন। হে যোগীবর! ওসকল কথায় আপনার কায কি? হে মহাভাগ! হে বিভো! এক্ষণে আপনি ধনরত্নবস্ত্রাদি ও হয় হস্তী গ্রাম নগর ও বসনাদি দ্রব্যজাতের মধ্যে আপনার যাহা গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তাহাই গ্রহণকরতঃ আমাকে রক্ষা করুন্। ৬০॥

তপস্ব্যুবাচ।

অঙ্গীকৃত্য নচেদ্দেয়ং ত্বয়ামে গোপনন্দিনি।
কিংমেধনাদিকান্ সর্ব্বান বদ্যাঙ্গি করোমিকিং॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতিরবাক্য শ্রবণানন্তর যোগীবর তাঁহাকে কহিলেন। হে মানময়ি গোপনন্দিনি! আমার গ্রাম রত্ন ধনাদি বা বস্ত্র যান বাহনে প্রয়োজন কি? হে অনবদ্যাঙ্গি! অঙ্গীকার করিয়া আমার অভিলষিত বস্তু যদি প্রদান না কর, তবে আমি আর তোমার কি করিব? । ৬১॥

অঙ্গীকৃত্যার্থি মুখ্যেভ্যোনদদাতি প্রতিশ্রুতং।
পুরুষৈঃ পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং নিরয়েতস্যসংস্থিতিঃ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। প্রতিশ্রুত হইয়া অতিথিবর সকলকে যদি অঙ্গীকৃত বস্তু কেহ না দেয়, তবে আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদিগণের সহিত সেই ব্যক্তি সর্ব্বযন্ত্রণাকর ঘোরতর নরকালয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করে। ৬২॥

শ্রীরাধিকোবাচ।

বৈশসেন ভবেৎকিন্তে প্রসীদানু গৃহাণমাং।
প্রতিগৃহ্যধনং বাসোরত্নানি পাহিমাংগুরো॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। কপটতপস্বী যোগীবরের কুহকযুক্ত কূটবাক্য শ্রবণকরতঃ বিনয়পূর্ব্বক শ্রীমতী কহিতেছেন। হে গুরো? তুমি গুরু, অদ্য আমারদিগের গৃহে অতিথি, কৃষ্ণেরপ্রতি আমি মানিনী হইয়াছি, তোমার সেই মান ভিক্ষায় কি লাভ তাহা বল? এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধনরত্নবস্ত্রাদি গ্রহণকরতঃ আমাকে রক্ষা করুন্। ৬৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য বচস্তস্যা অধোক্ষজঃ।
গমনায় মতিংদধ্রে তদাসযোগিনাংবরঃ॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! কপটযোগী। শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীরাধিকার বদনকমলোদ্ভূত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য ভিক্ষা কিছুই লইতে ইচ্ছুক না হইয়া তখন বৈমুখতাচরণপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে বুদ্ধি করিলেন। ৬৪॥

তংনিশ্চিত মতিংবীক্ষ্য গমনায় তপস্বিনং।
দদানীতি বচঃপ্রাহ স্ময়ন্তী জলজাননা॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। মানবদনে গমন করিতে উদ্যত যোগীবরকে দৃঢ় নিশ্চিতমতি অবলোকনকরতঃ প্রফুল্ল সরোজবদনা শ্রীমতিরাধিকা ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া কহিলেন। হে যোগীবর! আর প্রতিগমন করিবেন না, আমি শ্রীকৃষ্ণপ্রতি যে মান করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য তোমাকে ভিক্ষা দিলাম। ৬৫॥

প্রাপ্তভিক্ষো মধুরিপুঃ কৃতকৃত্যইবাভবৎ।
প্রায়াচ্চ ভানুজাকচ্ছং তয়াচ সঙ্গতোহরিঃ॥ ৬৬॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর অভিলষিত ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মধুসূদন কৃতকৃত্য হইয়া তখন যোগীরূপ সংহরণপূর্ব্বক স্বরূপধারণকরতঃ শ্রীরাধিকার সহিত কলিন্দনন্দিনীতীরে নিকুঞ্জকাননে অভিগমন করিলেন। ৬৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম
সপ্তর্ষিসংবাদে রাধাপ্রসাদনং নাম ত্রয়োবিংশতি
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তঋষি সংবাদে রাধামান প্রসাদন নামে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ২৩॥

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় আরম্ভঃ।

অথ কলঙ্কভঞ্জনং।

ব্রহ্মোবাচ।

নন্দাত্মজেন রাধায়া রহোবস্থানতোমুনে।
সহালাপাৎ সহাবেশা দনুরাগাৎ পরস্পরং॥ ১॥

অস্যার্থঃ। জগৎস্রষ্টা জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হেবৎস! এইরূপে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার সর্ব্বদা গোপন স্থানে সহবাস এবং যমুনাকচ্ছে আলাপন ও রতিক্রীড়া আর পর-

স্পর উভয়ের লীলানুরাগ ও রসাবেশ জন্য সুপুণ্য গোকুলবাসীজনেরা পরস্পর কর্ণাকর্ণি করিতে লাগিলেন। ১।

গোপাগোপ্যো নাগরাশ্চ পৌরা অপিমিথোব্রুবন্।
পত্ন্যায়ানস্য সংবেশো বাচ্যতাং যাতিমে মতৌ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। গোকুলনগরবাসী গোপগণ ও গোপীগণ এবং পুরবাসী ও প্রতিবাসীগণ এক এক যুথে মিলিত হইয়া পরস্পর সকলে আয়ানজায়া রাধার সহিত যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিলক্ষণ প্রীতিনিবদ্ধ হইয়াছে এই কথা লইয়া মহান্ জনরব করিতে লাগিলেন (কিন্তু কেহই স্পষ্টাক্ষরে কহিতে সাহস পাইতেছেন না, সকলেই বলে আঃ সর্ব্বনাশ একি বলিবার কথা, দেখ্যো যেন প্রকাশ করো না? পাছে যশোদা ও গোপরাজ শুনিতে পান) কিন্তু প্রকাশ করিয়া না বলুক্ ফলে সকলেরি বুদ্ধিতে অনুমান হই-যে একথাতো গোপনে থাকিবার বিষয় নহে ইতিভাবঃ। ২॥

মিথোবভাষণং সখ্যো রাগ দোষায় কল্পতে।
বীথ্যাংবীথ্যাং বনে গোষ্ঠে ভানুজাপুলিনেষুচ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দিন দিন রাধাকৃষ্ণের দোষাবহা প্রণয়াশক্তির কথা ক্রমে ঘাটে মাঠে বাটে গোঠে বনে বনে ও যমুনাপুলিনে, চরে চাতরে পরস্পর সকলের সহিত দেখা হইলে সকলেই পরস্পর কহিতে আরম্ভ করিল। ৩॥

আগারে পথিপৌরাশ্চ নাগরাশ্চ সুহৃজ্জনাঃ।
মিথোরহো ব্রুবন্ত্যেব দোষং ধর্ষণজং জনাঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। যদি আপন বাটীতে বসিয়া থাকে তথাপি ঐ কথা কহে, এবং পথে গমনকালে নগরবাসী ও পুরবাসী সুহৃৎগণ পরস্পর মিলিত হইলেই গোপনভাবে লোক সকল ঐ শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ঘোষণা করিতে লাগিল। ৪॥

কৃষ্ণেন নন্দগোপস্য রাধায়াঃ সূনুনা মুনে।
মন্যমানারহঃ কেলিমেব মাহুঃপরস্পরং॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সকলে নিশ্চয় অবধারণা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিল যে গোপরাজ নন্দেরপুত্রের সহিত আয়ান ভার্য্যা বৃষভানুনন্দিনীর গোপনে নিত্য রতিসঙ্গ হইয়া থাকে ইহা আমরা নিঃসংশয় কহিতে পারি। ৫॥

অস্মাহসখিমেভাতি মনস্যেবং নসংশয়ঃ।
এবং ব্রুবন্তোমুদিনং শঙ্কমানাঃ পরস্পরং॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। অন্যান্যা গোপীগণেরা একত্রমিলিত হইলে পরস্পর সম্বোধন করিয়া কহিয়া থাকে, হে সখি! তুমি যাবল বেনে কিন্তু তাহাদিগের চলন বচন ভাবভক্তিতে আমার মনে নিঃসংশয় অবধারণা হইয়াছে যে একথা সত্য; কখনো অসত্য ঘটনা নহে। এইরূপ অনুমানকরতঃ সকলেই পরস্পর প্রতিদিন কহিতে লাগিল। ৬ ॥

বাদোবাচ্যো মহাংস্তত্র প্রাবিরাসীদ্দ্বিজর্ষভাঃ।
তৎশ্রুত্বা ম্লানপাথোজ বদনাহ হরিংরহঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ র্ষভেরা! এইরূপে ব্রজমণ্ডলে ঘরে ঘরে শ্রীমতি রাধিকার মহান অপবাদ উপস্থিত হইল, প্রথমে কেহ২ বিশ্বাস করিয়াছিল কেহ২ রাধাকে সতীজানিয়া বড় বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ক্রমে জনরব প্রচুরতা হেতু প্রায়ই সকলের অনুমান সিদ্ধ হইতে লাগিল; পরস্পর জননিকরের অধরচ্যুতা আত্মকলঙ্ক ঘোষণা শ্রবণে লজ্জাভয়ে শ্রীমতীর মুখপদ্ম মলিন হইয়া গেল। কোন এক দিন গোপন স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীমতী কহিতে লাগিলেন। ৭ ॥

নাববাচ্যঃ বচঃ সর্ব্বৈনাথাহিতগণামিথঃ।
ব্রুবন্ত্যোনুচরন্ত্যেব সন্ততং সংঘসঃ প্রভো ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দ! হে প্রভো! (আমিতো আর গোকুলে বদন তুলিতে পারি না) পরস্পর গোপগোপী সকলেই আমাকে কৃষ্ণকলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ দিতেছে; (যাহারা আমার প্রতিপক্ষ তাহারা ঐ পক্ষে সপক্ষ হইয়া আমার পক্ষে কলঙ্ক লক্ষ করিয়া কক্ষবাজাইয়া বেড়াইতেছে।) হা? অবশেষে আমার কপালে কি তোমা হইতে এই ঘটনা হইল) ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৮ ॥

বরংহালাহলং পেয়ং মৃত্যু র্ব্বোদ্বন্ধতো বরং।
বরংশস্ত্র প্রহারেণ ত্যাগোসূনা মধোক্ষজ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! (কলঙ্কিনী হইয়া জীবন ধারণাপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠকল্প হয়। আমি আর তো সহ্য করিতে পারি না?) হে প্রভো! আমার হলাহলপান করিয়া বা গলরজ্জু উদ্বন্ধনে অথবা গলদেশে ছুরিকা প্রদানে মৃত্যু পথে গমন করাই কল্যাণকর হয়। ৯ ॥

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তে রস্বর্গ্যাদ্বাযদূত্তম।
যশোজীবঃ প্রজীবেত মৃতোপি লোকরাগতঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। হে যদুবংশতিলক! হে প্রাণেশ! অস্বর্গ্য এবং অযশস্কর ঘোষণা যাহার হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও মৃত। আর যাহার

যশকীর্ত্তি বিস্তীর্ণা হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও সে জীবিত থাকে। ১০।

অমৃতোমৃত্যুমভ্যেতি যস্যাকীর্ত্তিঃ প্রগীয়তে।
এবং গতে নশক্নোমি ক্ষণং জীবিত ধারণে॥ ১১॥

অস্যার্থঃ। হে মধুসূদন। লোকে যাহার অযশ গান করে সে ব্যক্তি বেঁচে থাকিলেও মরা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ। আমি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া এক্ষণও জীবিত ধারণ করিতে সক্ষমা হইতেছি না ?। ১১।

ত্যাজ্যাঃ প্রাণা মসহমে কুৎসিতাদ্বাদতোবরং।
নাণ্বপ্যহং প্রপশ্যামি ফলংজীবিত ধারণে॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমার প্রাণ সকল অবশ্য ত্যাগোপযোগ্য হইয়াছে, যেহেতু কুৎসিত অপবাদ হইতে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ হয়। হে নাথ ! অনুমাত্রও আমার জীবনধারণের ফল আমি দেখিতেছি না। ১২॥

অদ্রিসারেণ লৌহেন ধাত্রাকৃত মিদংধ্রুবং।
হৃদয়ং যন্নদীর্য্যেত শতধা লোকগর্হিতং॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। হা ? গোবিন্দ ! আমি নিশ্চয় এই অবধারণা করিলাম যে বিধাতাকর্ত্তৃক পাষাণসার লৌহ দ্বারা আমার হৃদয় বিনির্ম্মিত হইয়াছে, নচেৎ সর্ব্বলোকের নিকট অপবাদিত হইয়াও শতভাগে বিদীর্ণ হইয়া না গেল কেন ?। ১৩॥

যাতা সবোগ্নৌ তোয়েবা যদিমে প্রিয়মিচ্ছথ।
নবোস্ত্য ত্রানুসংস্থানে হৃদয়েমেপ্রয়োজনং॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। রে আমার প্রাণ সকল ! যদি আমার প্রিয় হইতে ইচ্ছা কর, তবে অগ্নিকুণ্ডমধ্যে অথবা জলরাশিমধ্যে অবস্থান না কর কেন ? এই কলঙ্কিনীর কুৎসিত হৃদয়ে তোমারদিগের বাস করিবার প্রয়োজন কি ?। ১৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবং শোক পরীতা ব্রুবতীং যদুনন্দনঃ।
ক্রোধ বাষ্পৌঘসংপুর্ণে ক্ষণামাহ জনার্দ্দনঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে তাত ! এরূপ শোকে পরীতকলেবরা, মহাক্রোধে বিস্ফুরিতাধরা এবং অশ্রুজলে পরিপূর্ণনয়না হইয়া এই কথা বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তখন জনার্দ্দন যদুকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত বাক্যে কহিতেছেন। ১৫॥

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রঞ্জয়ন্ স্বান্ত মোজসা।
শ্রীভগবানুবাচ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। এবং রাধার চিত্তরঞ্জনার্থ সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে ভগবান এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ যাহাতে শ্রীমতির চিত্তপ্রসাদ গুণে সম্পন্ন হয়। ১৬ ॥

নভেতব্যং নভেতব্যং ময়িজীবতি তেপ্রিয়ে।
অপনেষ্যে বাচ্যতাংতে পৌরজানপদৈঃ কৃতাং ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভীরু! হে প্রিয়ে রাধে! তুমি ভয় করো না? ভয় করো না? আমি জীবিত থাকিতে তোমার ভয় কি? পুরবাসী জনগণ-কর্ত্তৃক এতন্নগরে যে তোমার অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা আমি অপনয়ন করিব। অর্থাৎ তোমাকে এই ব্রজমণ্ডলে আমি নিষ্কলঙ্কিনী করিব। ১৭ ॥

তাংতেষুপ্রতিপক্ষ্যাথাবাচ্যতা মহমোজসা।
পুরস্তে প্রতিজানামি সত্য মেতন্নচান্যথা।
সুস্থস্বান্তাক্ষণং পশ্য নমৃষা তেবদাম্যহং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরমুখি! তোমার প্রতিপক্ষগণেরা তোমাকে অসতী বলিয়া যে অপবাদ দিতেছে, সেই অপবাদে তাহাদিগকে অপবাদিনী করিব? ইহা তোমার সাক্ষাতে সত্য কহিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না? তুমি ক্ষণকাল সুস্থমনে থাকহ, অতি সত্বর দেখিবে আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। ১৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমাসান্ত্ব্য তাংবাচা ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
নিশাবসানে নন্দস্যা গমদালয়মুত্তমং ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস! এইরূপ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকাকে আশ্বাস দিয়া ভগবান সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যামিনীর অবসানে নিকুঞ্জকানন হইতে নন্দালয়ে আগমন করিলেন। ১৯

মায়য়া নন্দতনয় মাময়ৈ র্গতচেতনং।
অলসং মূঢ়সংজ্ঞানং কফাচ্ছন্ন শিরোরুজা ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অনন্তর নন্দনন্দন বিভদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্বীয় মায়া বিস্তারকরতঃ কপট রোগযন্ত্রণাচ্ছলে শয্যাতলে শ্রীমতি যশোদার কোলে শয়িত হইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইলেন, কফাচ্ছন্নকলেবর দুঃসহ

শিরোবেদনাতে অজ্ঞান প্রায় সংজ্ঞা রহিত সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া গেল। ২০॥

রচয়িত্বা বহিরগান্মহামায়ো মহাযশাঃ।
ব্যুষ্টায়াং নন্দগোপস্য তস্য তস্যাং গৃহেশ্বরী॥ ২১॥
আহূয় তনয়ং কৃষ্ণং নবনীত মিদংপিব॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। মহামায়ী, মহাকীর্ত্তি ভগবান গোবিন্দ এইরূপ আত্ম শরীরে কপট রোগের রচনা করিয়া, সেই রাত্রি প্রভাতে বাহিরে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। তদ্দৃষ্টে ব্রজরাজনন্দ ও তন্মহিষী কৃষ্ণমাতা যশোদা, কৃষ্ণকে অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া ডাকিতে লাগিলেন। রে কৃষ্ণ! রে বৎস। তুমি এমন কেন হইলে, হে তাত! বেলা যে অধিক হইল, আমি এই নবনীত আনিছি ভোজন কর। ২১। ২২।।

যশোদোবাচ।

এহিবৎস্য পিবৈভিস্ত্বং গোপার্ভৈ র্মুদিতাস্ববান্।
উত্থায়মৎ স্বান্ত মাশু নন্দয়ন্মধুরাক্ষরৈঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। যশোদা কহিতেছেন। রে কৃষ্ণ। এই সকল তোমার সঙ্গী গোপবালকগণ আসিয়াছে, প্রসন্নচিত্ত হইয়া ইহারদিগের সহিত দধি দুগ্ধ ক্ষীর সারাদি তুমি ভক্ষণ কর। বৎস! উঠ উঠ, আমি তোমার যশোদা জননী বারম্বার ডাকিতেছি, একবার ওবিধুবদনে সুমধুরস্বরে মা বলিয়া ডাক, শুনিয়া আমার হৃদয় সুশীতল হউক্। ২৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

অম্বয়া হূয়মানোপি মুহুর্নোবাচ কিঞ্চন।
তীব্ররুগিবতা মত্বা বিসংজ্ঞইবচাভবৎ॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে। মাতা যশোদা পুনঃ পুনঃ যত ডাকিতেছেন, কিন্তু কিছুমাত্র কৃষ্ণ তাহার উত্তর করেন না, যেন অতিশয় রোগের যন্ত্রণাতে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে যশোদাদেবী মহাভয়ে ভীতা ও অচৈতন্যপ্রায়া হইলেন। ২৪।

নাঙ্গান্যচীচলন্নন্দ নন্দনো বহুরূপকঃ।
মহামারাবিনো মায়া বগন্তুং মনুজৈন কিং॥ ২৫॥
শক্যাবরাকৈ র্বিদ্বন্ বাপ্যল্পমেধা তপোবলৈঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! উরুমায় ভগবান নন্দনন্দন বহুরূপধারী একেবারে তাঁহার শরীরে স্পন্দন রহিত হইল। মহামায়াবীর মায়া অল্প প্রাণ

অল্পসত্ত্ব অল্পবুদ্ধি তুচ্ছ মনুষ্যলোকে কি বুঝিতে সক্ষম ? তপোবল সম্ভূত জ্ঞাননিষ্ঠ সূরীগণেরও দুরবগম্য হয়। ২৫। ২৬॥

যন্মায়া মোহিতা আসন্নন্মুখা স্ত্রিদিবৌকসঃ।
তংতথাভূত মাজ্ঞায় যশোদানন্দ গেহিনী।
হাহাকারং চকরোচ্চৈঃ কিমেতদিতি বিহ্বলা ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনিবর। সমস্ত দেবগণ যাঁহার মায়াতে নিরন্তর মোহশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। নন্দ মহিলা যশোদা সেই শ্রীকৃ-ষ্ণের এবম্ভূত অবস্থা দেখিয়া শোকে বিহ্বলচিত্তা ও বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার শব্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হা ? আজি আমার কি দশা ঘটিল, হায় কি হবে ? কৃষ্ণ আমার কেন এমন হইল। ২৭ ॥

হাহাকৃষ্ণ জগন্নাথ হাদীন প্রাণবল্লভ।
বিপদার্ণব সংমগ্নাং মাম্মাকুরুজগৎপতে ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণকে রোগে অবসন্ন দেখিয়া শ্রীমতি যশোদারাণী খেদযুক্তচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিতেছেন। হা ? শ্রীকৃষ্ণ। হা? জগৎপালক জগন্নাথ! হা? দীনজন প্রাণবল্লভ গোবিন্দ! হে জগৎপতে। আমি বিপৎসাগরে মগ্না হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি আমাকে রক্ষা কর, হে প্রভো! আমাকে বিপদার্ণবে মগ্না করিহ না। ২৮ ॥

ইত্যার্ত্তরবমাশ্রুত্য ত্বরাঃ সর্ব্বব্রজাঙ্গনাঃ।
প্রভাবতীগুণবতী চন্দ্রমালাচ রোহিণী ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ যশোদার আর্ত্তনাদ শ্রবণকরতঃ প্রভাবতী, গুণ-বতী, চন্দ্রমালা ও রোহিণী প্রভৃতি যাবতী প্রতিবাসিনী ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে ত্বরাপরা ব্যস্তসমস্তা হইয়া যশোদার ভবনে সমাগতা হইলেন। ২৯॥

নন্দোপনন্দ ভদ্র্যাছ্যা গোপালাঃ শতশোঽপরে।
পৌরজান পদাভৃত্যা বণিজো বান্ধবাঃ পরে॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। অপর নন্দ, উপনন্দ, নন্দভদ্র প্রভৃতি যাবতীয় গোপ ও গোপালগণ, এবং পুরবাসী, জনপদবাসী, ও বন্ধুবান্ধব দাসগণ ও বণিক্‌ বৃত্ত্যুপজীবী সদাগরগণ সকলেই সত্বরে নন্দ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩০ ॥

প্রস্কন্না ম্বর ভূষাস্রক্‌ শিরোজা দুদ্রুবুর্ন্নে।
তেপশ্যংশ্চ তমাসীনং বিসংজ্ঞং মুদ্রিতেক্ষণং ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অপরাপর নন্দেরবশবর্ত্তীজনসকল অতিবেগ গমনে আগ-মন করিলেন, সকলেরই শ্রমবারিতে ক্লিন্নশরীর, ক্লিন্নবস্ত্র, ক্লিন্নমাল্য ক্লিন্ন

কেশবেশভূষণাদি, হে মুনিবর অঙ্গিরা! তাহারা আসিয়া যশোদারকোলে সংজ্ঞারহিত মুদ্রিতচক্ষু অভিভূতপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন দেখিলেন। ৩১

বাগ্‌হীনং ম্লানপাথোজ বরাস্যং নিঃস্বনংতদা।
ত্রেসুস্তেতা গোপনার্য্যোগোপাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপঙ্কজ মলিন হইয়াছে, পূর্ব্বের মতন সে শোভা নাই, নিঃশব্দ, কোন বাক্যই কহিতে সামর্থ্য নাই, এবম্ভূত অবস্থায় অবস্থিত নন্দনন্দনকে অবলোকনকরতঃ শত শত সহস্র সহস্র গোপগোপীগণ সকলেই মহাত্রাসে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৩২॥

কিমেতদিতি তেসর্ব্বে বিহ্বলাশ্চ ইতস্ততঃ।
বভ্রমুঃ সর্ব্বতোভীতা বিলীনাভ্রান্তমানসাঃ॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ। বিহ্বলচিত্ত হইয়া সকলে কহিতেছেন, এ কি? অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল? ভ্রান্তমানস মলিন মুখ হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভীতিপ্রযুক্ত সর্ব্বজনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, হা? এক্ষণে ইহার কি উপায় করা যায়? ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৩৩॥

তেম্বেকো গোপবর্গেষু বৃদ্ধোগুণগণৈ র্যুতঃ।
বুদ্ধিমান্নীতি নিপুণো মেধাবী প্রাজ্ঞসম্মতঃ॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ। তন্মধ্যে গুণসমূহশালি নন্দভদ্র নামে প্রাচীন কোন এক গোপ অতিবুদ্ধিমান, নীতিকুশল, পণ্ডিতদিগের সম্মতপুরুষ, ধৈর্য্যশালী মহামেধাবী হয়েন। ৩৪॥

সর্ব্বান্ গোপান্ সমাভাষ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ৩৫॥

নন্দভদ্রউবাচ।

অস্যার্থঃ। ঐ নন্দভদ্র সমস্ত সম্ভ্রান্ত গোপগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রাপ্তকাল সম্মত এই বাক্য কহিলেন। অর্থাৎ (আমি যাহা বলি তোমরা স্থিরমনা হইয়া সকলে শ্রবণ কর)। ৩৫॥

নন্দনন্দ মহাবাহো উপনন্দপ্রনন্দক।
হিতংপথ্যং বচস্তথ্য মিদং মত্তোনিবোধত॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। হে মহাবাহু নন্দ! হে উপনন্দ! হে প্রনন্দ! আমি হিতজনক, যথাবৎ পথ্যবাক্য যাহা বলি, তাহা আমার নিকট তোমরা সকলে শ্রবণ কর। ৩৬॥

অনায্য ব্রাহ্মণান্ শান্তান্ বেদবেদাঙ্গ পারগান্।
শ্রেয়সে র্ভস্যবঃ ক্ষিপ্রং মহৎস্বস্ত্যয়নার্চ্চনং॥
কার্য্যতা মবিশঙ্কেন চেতসা নান্যগামিনা॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রজরাজ! বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রের পারদর্শী শান্তিকুশল সুশান্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানকরতঃ সন্তানের কল্যাণ কামনায় সংশয় রহিত অনন্যমনা হইয়া অবিলম্বে তাঁহার দিগের দ্বারা দেবতার্চ্চনাদি মহৎ স্বস্ত্যয়ন করাও। ৩৭॥

আয়ুর্ব্বেদ বিদোবৈদ্যানানায্য সুপ্রযোজিতং।
প্রাণায্যভেষজং মুখ্যং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরং।
আসেবয়িত্বা বালেন শ্রেয়ঃক্ষিপ্র মংবাপ্স্যসি॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। অপর আয়ুর্ব্বেদবিৎ বিচক্ষণ ভৈষজ্যকুশল বৈদ্যগণকে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত কর এবং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরনামে প্রধান ঔষধ আনাইয়া পান করাও, সেই প্রধান ঔষধের সেবন করিলে তব বালক শীঘ্র আরোগ্য হইবে চিন্তা নাই। ৩৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

ঈতিতথ্যং বচোনন্দো নিশম্যার্ভহিতংপরং।
আনায্য ব্রাহ্মণান শান্তাং স্তপোবিদ্যাগুণান্বিতান॥ ৩৯॥
কারয়ামাসবালস্য শ্রেয়সে দেবতার্চ্চনং॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! নন্দভদ্রমুখ ঈরিত তথ্য এবং পরমহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ তৎক্ষণাৎ তপস্যা ও বিদ্যাগুণ সম্পন্ন শান্তবিগ্রহ ব্রাহ্মণগণকে আনয়নকরতঃ পুত্রের কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের অর্চ্চনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৯। ৪০॥

মার্গমাণাস্তরাযুক্তা দৌত্যকর্ম্মবিশারদাঃ।
সদঃ সুরাজমার্গেষু গোষ্ঠেষূ পবনেষ্ চ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ব্রজরাজনন্দ, দ্রুতগমনশীল দৌত্যকর্ম্মকুশল শত শত ত্বরাযুক্তদূতকে বৈদ্যান্বেষণার্থ রাজাদিগের সভাসভায়, এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে, বনোপবনে, অপর নগরের রাজমার্গে প্রেরণ করিলেন। ৪০॥

নদীকচ্ছেষু পুণ্যেষু পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
নগরেষুচ রাষ্ট্রেষু দেশেজনপদেষু চ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ। এবং সুপুণ্য নদীতীরে, পুণ্যায়তন তীর্থস্থানে ও নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে আর সমস্ত জনপদে অর্থাৎ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস এমন প্রধান প্রধান গ্রামে॥ ৪১॥

মুনীনাং বেদবেদাঙ্গ বিদুষা মাশ্রমেষুচ।
অন্বেষমাণা বৈদ্যংকংনাবিন্দ ন্নন্দ চোদিতাঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রবিৎ মহামহা মুনিদিগের আশ্রমে আশ্রমে নন্দপ্রেরিত দূতগণেরা অন্বেষণা করিয়া কোন স্থানেই কোন এক বৈদ্যকে প্রাপ্ত হইলেন না। ৪২ ॥

ততোনন্দালয়াভ্যাসে ভ্রমন্তংসূর্য্যবর্চ্চসং।
অতিপ্রগল্‌ভ বদনং প্রসন্নাব্জারুণেক্ষণং।
পুস্তকং ভেষজঞ্চৈব দধান মৌষধংবহু ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। অকৃতকার্য্য দূতনিকর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নন্দালয়ে আগমন করিতে লাগিলেন। যখন নন্দালয়ের সন্নিধানে আগত হইলেন, তখন একজন বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়, অতি বিচক্ষণ; প্রফুল্লপদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বদন ও সুপ্রসন্ন অরুণবর্ণ পদ্মদলের ন্যায় চক্ষু, নানাবিধ বৈদ্যকপুস্তকধারী এবং বহুবিধ ঔষধ পেটিকা সমভিব্যাহারে আহৃত আছে। ৪৩ ॥

প্রেক্ষ্যতন্তে তদোচুশ্চ কস্তং কিঞ্চচিকীর্ষসি।

বৈদ্যউবাচ।

অস্যার্থ। তাঁহাকে দেখিয়া দূতগণেরা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোপান্থ! আপনি কে? কিনিমিত্ত এস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন পরিচয় জিজ্ঞাসু দূতদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশী বৈদ্যরাজ উত্তর করিলেন। ৪৪ ॥

বিদ্ধিমাং বৈদ্যরাজেতি রুগ্রিপু স্তচ্চিকিৎসকং।
প্রার্থয়ানাময়যুতং নরংনরবরংসদা ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। ভোভোদূতবরেরা! আমি রোগ সকলের নিহন্তা চিকিৎসক, আমার নাম ‘ বৈদ্যরাজ ’ রোগমুক্ত নর ও নরবররাজা সকলকে প্রার্থনা করি এবং তাহারাও সর্ব্বদা আমাকে আনিতে প্রাথনা করেন। অতএব আমাকে সর্ব্ব রোগের নিদান জ্ঞাতা বলিয়া জানিহ। ৪৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতিতস্যবচঃ শ্রুত্বা তেদূতা হৃষ্টরূপবৎ।
তমাহু র্বৈদ্যরাজানং গচ্ছনন্দান্তিকং প্রভো ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! ছদ্মবেশী বৈদ্যরাজের মুখে এই সবৃত্তান্ত বচন শ্রবণকরতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়া আনন্দরূপবান বৈদ্যরাজকে কহিলেন। ভো বৈদ্যরাজ! যদি

আপনি বৈদ্যরাজ, তবে অনুগ্রহ করিয়া এক বার আমারদিগের সহিত গোপরাজ নন্দের নিকটে আগমন করুন্। ৪৬॥

যদিতে বর্ত্ততেশক্তি রাময়ানাং চিকিৎসনে।
দর্শয়াম আময়িনং নন্দগোপাত্মজং প্রভো ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। যদিস্যাৎ আপনি বৈদ্যরাজ এবং রোগসমূহের নিবারণার্থে চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা থাকে, হে প্রভো! তবে আমাদিগের পালয়িতা নন্দগোপের একটী পুত্র রোগযুক্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করাইব। ৪৭ ॥

এহ্যস্মাভিঃ সমেতস্ত্বং ধনংভূরি ত্বমাপ্সসি ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহাশয়! আমাদিগের সহিত আগমন করুন্। আপনার বিফল শ্রম হইবে না? আরোগ্য করিতে পারিলে গোপরাজের নিকট তোমার প্রভূত ধন লাভ হইতে পারিবে?। ৪৮ ॥

ইতিতেষাংবচঃ শ্রুত্বা সময়াত্তে মুর্দান্বিতঃ।
প্রাবিশদ্গোপরাজস্য পুরংছদ্মভিষগ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। দূতগণের মুখে আময়িসংবাদ প্রাপ্তে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া কপট চিকিৎসক বৈদ্যরাজ, তাহাদিগের সহিত গমনকরতঃ গোপ রাজ নন্দের ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৪৯ ॥

তমাজ্ঞায়ং সমায়াতং গোপানন্দ পুরোগমাঃ।
আনর্চ্চুর্মধুপর্কাদ্যৈঃ প্রণিপাত পুরঃসরং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই বৈদ্যরাজ স্বমালয়ে আগমন করিলেন ইহা দর্শন করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণেরা পাদ্যার্ঘ্য মধুপর্কাদি প্রদান পুরঃসর প্রণিপাত পূর্ব্বক যথাবিধি তাহার পূজা করিলেন। ৫০ ॥

কৃতাতিথ্যং সূপবিষ্টং বিশ্রান্ত মুপলভ্যচ।
কৃতাঞ্জলি রথোবাচ ছদ্মবৈদ্য মথাদৃতঃ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। নন্দকর্ত্তৃক অতিথি উচিত সৎকৃত হইয়া বৈদ্যরাজ সুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিশ্রান্ত হইতে দেখিয়া নন্দরাজ সম দর পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ৫১ ॥

শ্রীনন্দউবাচ।

ভগবংস্ত্বাং প্রপন্নোহং শরণং বৈদ্যরাজক।
রোগান্তকোসি রোগাংস্ত্বংমদর্ভস্য নিবারয় ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভগবন্ বৈদ্যরাজ? আমি তোমার অনুগ্রহ এবং আশ্রিত হইলাম, তুমি অগদঙ্কর, রোগনাশন, সংপ্রতি অনুকম্পা করিয়া

আমার সন্তানের শরীরজাত যে সকল রোগ তাহা আপনি নিবারণ করুন্। ৫২ ॥

বৈদ্যউবাচ।

অকালিম্না শতবিল যুতকুম্ভেন গোপপ।
একপত্ন্যাস্ত্রিয়া নদ্যা স্তোয়ং মানয়মাচিরং ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। নন্দের বিনয়োক্তি বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈদ্যরাজ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ভো গোপরাজ! তোমার ভয় নাই? অস্মদ্বাক্যে এখন তুমি এক কর্ম্ম কর, একশত ছিদ্রবিশিষ্ট একটী কলসীতে পতিব্রতা এক পতিকা স্ত্রীর দ্বারা সত্বর নদীর জল আনয়ন কর, তাহা হইলেই মদৌষধ প্রভাবে তোমার তনুজ সহসা চেতন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ৫৩ ॥

ইত্যাজ্ঞপ্ত স্তদাতেন নন্দগোপো মহামতিঃ।
বিবেচ্যৈক পত্নীর্নারী রানয়ামাস সত্বরং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে বৎস! বৈদ্যরাজের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাজ বিবেচনা করিয়া খ্যাতাপন্না এক পতিকা বহুতর সতীস্ত্রীকে আত্মভবনে আনয়ন করিলেন, যাহারা ব্রজমণ্ডলে প্রকৃত সতী অভিমানে মহাগর্ব্বিতা হয়েন। ৫৪ ॥

প্রৈষীত্তোয়ায় বহুশো ভানুজায়া মহামনাঃ।
নাশক্নু বংস্তাঃ কুম্ভেন তোয়মানেতু মঞ্জসা ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। নন্দাহূতা বহুতরা সতী নন্দালয়ে সমাগতা হইলে পর, মহামতিমান গোপরাজনন্দ, তাহাদিগকে যমুনা হইতে জল আনয়ন জন্য ঐ সচ্ছিদ্র কুম্ভ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; ভো পতিব্রত শীলাঃ! রমণীগণেরা! তোমরা সকলে এই কলসীতে সত্বরা হইয়া যমুনা হইতে জল আনয়ন কর। ইহা শুনিয়া তখন সুগর্ব্বশালিনী গোপললনাগণে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক যমুনায় গিয়া জল আনয়নে সক্ষমা হইলেন না। অর্থাৎ ভগন্মায়া বিমোহিতা হইয়া এক বিন্দুমাত্র জল কলসীতে উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ৫৫ ॥

মানাস্যাস্তাঃ সমাজগ্মুঃ পলায়ন পরায়ণাঃ।
ভগ্নদর্পা দিশঃ কুম্ভং বিনস্য ভানবীতটে ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। তখন সতীগর্ব্ব খণ্ডন হওয়াতে গোপবনিতাগণে ভগ্নদর্পা হইয়া যমুনাতীরে বালুকার উপরে ঐ কুম্ভ রাখিয়া মলিনবদনে তথা হইতে আসিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হা? একি সর্ব্বনাশ হইল

এই ব্রজমণ্ডলে আমরা কেমন করে আর মুখ দেখাইব ইতি চিন্তাপরা হই-লেন। ৫৬ ॥

চিরায় মানাস্তাবীক্ষ্য যোষিতো থ যমস্বসুঃ।
ততো গোপানথা প্রৈষীৎ ক্ষিপ্রগান পুলিনেপুনঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। এখানে নন্দালয়ে নন্দাদি গোপেরা তাহাদিগের জল আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, যমুনাতীরে যে সকল সতীস্ত্রী জল আনিতে গমন করিল, তাহারা এত বিলম্ব করিতেছে কেন, অনন্তর তাহাদিগের অন্বেষণার্থে পুনর্ব্বার শীঘ্রগামী গোপগণকে যমুনা পুলিনে প্রেরণ করিলেন। ৫৭ ॥

তেজবেনাগমংস্তত্র যত্রতা গোপিকা গতাঃ।
তেপশ্যন্ কেবলং কুম্ভং স্থাপিতং বালুকোপরি ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। নন্দ প্রেষিত সেই সকল গোপগণেরা অতিবেগে যমুনা-তীরে গমন করিলেন, যথায় সতী অভিমানিনী গোপীগণেরা সচ্ছিদ্র কুম্ভ লইয়া জল আনিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তৎকালে কোন গোপিকাকেই দেখিতে পাইলেন না, কেবল যমুনাতীরে বালুকার উপর ঐ কুম্ভ সংস্থাপিত আছে এইমাত্র দর্শন করিলেন। ৫৮ ॥

ননারী কাঞ্চনাপশ্যন্নরংবাপি নচাপরং।
আত্তকুম্ভাঃ সমাগম্য নন্দায়েদং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। অপর কোন গোপগোপী বা অন্য কোন নরনারীকে না দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কুম্ভ গ্রহণ করতঃ সত্বরাগমনে সমাগতহইয়া গোপরাজ নন্দকে কুম্ভ প্রদান পুরঃসর সকল বৃত্তান্ত নিবে-দন করিলেন। ৫৯ ॥

যথাবৃত্তং হতোৎসাহ ভগ্নদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ।
সগত্বাপি প্রিয়াংতেভ্য উশতীং জাতসাধ্বসঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল গোপগণেরা সর্ব্বোৎসাহরহিতা ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় দর্পহীনা গোপীগণের যথাবৎ অবস্থা কহিলে পর নন্দমহাশয় নিরু-পায় হইয়া সভয়ান্তঃকরণে স্বপ্রিয়া যশোদা সন্নিধানে আসিয়া এই কথা বলিলেন। ৬০ ॥

কম্পিতস্বান্ত আগত্য যশোদামাহ বিক্লবঃ।
রাজ্ঞিতেনৈবপশ্যামি শ্রেয়োবালস্য কেনচিৎ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। নন্দরাজ ব্যাকুলাত্মা, কম্পিতহৃদয়ে যশোদাকে কহি-

লেন। হে রাজ্ঞি! আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়া আইলাম, কোনমতে তোমার তনয় শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কিছুমাত্র দেখিতে পাইতেছি না। ৬১ ॥

উপায়েন বরারোহে কিং কর্ত্তব্য মিতো ময়া।
যাযোষিতঃ পুরাপ্রেষং তোয়ার্থং হিযমস্বস্থঃ।
তাভগ্নদর্পা গোপাল্যো হতোৎসাহোদ্যমাগতাঃ ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। হে যশোদে! হে বরারোহে! এক্ষণে কি উপায়ে আমার কৃষ্ণের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কি কর্ত্তব্য। যে সকল গোপীগণকে এক পতিকা সতীস্ত্রী জানিয়া যমুনার জল আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারা কেহইতো শোভনচরিত্রা নহে। ৬২ ॥

দিশোদ্রিয়া মহারাজ্ঞি তন্ন শোভন মুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজ্ঞি যশোদে! ঐ সতী অভিমানিনী অসতীগণেরা কোনমতে কৃতকার্য্যা হইতে না পারিয়া (ভগ্নোৎসাহা ভগ্নদর্পা হইয়া যমুনাতীরে কলসী রাখিয়া লজ্জাভয়ে দশদিগে পলায়ন করিয়াছে। (অতএব এক্ষণে উপায় কি?)। ৬৩ ॥

যশোদোবাচ।

শৃণুরাজন্ বচোমহ্যং কিমর্থং তবচাত্মনঃ।
অহংপানীয় মানিষ্যে কুম্ভেন সবিলেন চ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। নন্দরাজের মুখতঃবৃত্তান্ত অবগতা হইয়া যশোদারাণী কহিলেন। হে রাজন! ভয় কি? প্রাপ্তকালে আমি যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। যদিস্যাৎ কোন স্ত্রী জল আনিতে না পারুক তন্নিমিত্ত তোমার চিন্তা কি? এই সবিল কুম্ভ লইয়া যমুনা হইতে আমি স্বয়ং জল আনিয়া দিব। ৬৪ ॥

এক পত্নীতু বিখ্যাতা সর্ব্বং হিবিদিতংতব।
মমবৃত্ত মশেষেণ আবাল্যং রাজসত্তম ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রাণপ্রিয় নন্দ! তুমিতো সকলি জান এক পতিকা সতী বলিয়া আমি সর্ব্বত্র বিখ্যাতা! হে রাজ সত্তম! অশেষ প্রকারে আমার আবাল্য কালাবধি সম্যক্ স্বভাব তুমি বিজ্ঞাত আছ, (এজন্য এত ভীত হইয়াছ কেন?)। ৬৫ ॥

অনুজানাতু মাংবৈদ্যো ভবতা বৈদ্যতাস্তুতৎ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। সত্বর এই কথা গিয়া বৈদ্যরাজকে জানাও, বৈদ্য

তিনি আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। (বৈদ্যাভিপ্রেত সিদ্ধ কার্য্যকরণে সঙ্কোচ নাই, ইত্যভিপ্রায়ঃ)। ৬৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বৈদ্যাভ্যাসমগানন্দো বিজ্ঞাপয়িতুমাত্মনঃ।
সুতস্য শ্রেয়সে সর্ব্বং রাজ্ঞ্যোক্তং বিভুষাম্বরঃ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! যশোদার বাক্য শ্রবণ করণানন্তর বৈদ্য সন্নিধানে গিয়া আত্ম সন্তানের কল্যাণ নিমিত্ত বিজ্ঞবর নন্দ যশোদার উক্তিমত সকল বাক্য বৈদ্যকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। ৬৭ ॥

নন্দউবাচ।

ভিষগীশ নিবোধেদং বচনং মমসাম্প্রতং।
যাগতা ভানবীকচ্ছং ত্বয়ৈকা মানিনীধবা॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ব্রজরাজনন্দ বৈদ্যরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে ভিষক্‌বর! সংপ্রতি ময়েরিত বাক্য আপনি শ্রবণ করুন। তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এক পতিকাভিমানিনী যে সকল সতী স্ত্রীকে যমুনা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সকলেই অকৃত-কার্য্যা হইয়াছে। ৬৮ ॥

যোষিতস্তা হতোৎসাহা হ্রিয়া ভেজুর্দিশোদশঃ।
রাজ্ঞ্যানিনীষুস্তৎ প্রৈষীন্মাং তত্ত্বং পরিবোধিতুং॥ ৬৯ ॥

অস্যাথঃ। কেবল অকৃতকার্য্যা হইয়াছে এমত নহে। ভগ্নোৎসাহা দম্ভহীনা হইয়া সেই সকল স্ত্রীগণেরা লজ্জাতে দশদিগে পলায়ন করিয়াছে; এখন মহারাণী যশোদা ঐ কুম্ভ লইয়া জল আনয়ন করিতে উদ্যতা হইয়াছেন এই তত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত আমাকে তৎসন্নিধানে পাঠাইলেন। ইহাতে আপনি কি আজ্ঞা করেন। ৬৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নন্দেন ভাষিতাং ভাষাং নিশম্য সভিষগ্বরঃ।
পরং বিহস্য স্বহৃদা মনসেদংবিচিন্তয়ৎ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! নন্দরাজের এতৎবাক্য শ্রবণ করতঃ বৈদ্যরাজ পরম হাস্যযুক্ত হইয়া আত্ম মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে উপায় কি করি ইতিভাবঃ। ৭০

ত্রিধুলোকেষু সর্ব্বেষাং সসুরাসুর রক্ষসাং।
দৈতেয় যক্ষ মনুজ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সদা॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। এই ত্রিলোকীতলে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর মনুষ্যাদি সকল জীবেরই অন্তর্যামী আমি, এবং হৃদিচিন্তামণি হই, আমার অবিদিত কি আছে ?। ইতিভাবঃ। ৭১ ॥

গুহ্যাদ্গুহ্যং সর্ব্ববৃত্ত মেকত্রস্থোনুলক্ষয়ে।
তৎমাংস্তুগোপয়ে গোপী স্মন্তোবৃত্তং বিজানতী ॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। গোপন হইতে গোপনতর হৃদিস্থিত সকলের সকল ভাব আমি এক স্থান স্থিত হইয়া অবলোকন করি, আমাকে গোপন করতঃ কেহ কিছুই করিতে পারে না, আমিই গোপনীয়তম গোপী যশোদা আমাকে সর্ব্বলোকপালক বলিয়া জানে না। ৭২ ॥

নাহং গোপয়িতুং শক্যো বৃজিনং সুহৃদঞ্চবা।
কৃতং কেনাপিদেবেন মনুজেনাথ কর্হিচিৎ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থ। আমি ইহাদিগকে এই দুঃখে রক্ষা করিতে অশক্ত হইলাম, অর্থাৎ যশোদা যখন জল আনয়নে উদ্যতা তখন সুহৃৎরূপে পরিচিত হইয়া নরসুরাদিদ্বারা এমত কর্ম্ম কদাপি কেহ করে না। ৭৩॥

যাতুগত্বা ক্রিয়ংযাতু নযাতু গোপনে মতিঃ।
স্যাদেবমিতি শাস্তাহং জর্ণস্থান দুর্হৃদাং যতঃ ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। অদ্য যমুনা জল আনয়নে অপর যে স্ত্রী গমন করিবে সেই ব্রীড়াকে জলাঞ্জলি দিবেক, আমি কেবল দুর্জ্জনদিগেরই শাসনকর্ত্তা সজ্জনের পালক হই, অতএব যাহাতে জল আনয়নে যশোদার বুদ্ধি না হয়, তদুপায় সর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ৭৪ ॥

অথবামাতৃ সম্ভাষাং কৃতবানস্মি গোকুলে।
আয়ায়াস্যাং যশোদায়াং মথুরাতো জগজ্জনুঃ। ৭৫ ॥
নাস্যাক্রোর্মে প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বজ্ঞোহং মহামতিঃ। ৭৬॥

অস্যার্থঃ। আমি জগতের জনক হইয়া দৈবকীগর্ব্ভে জন্মগ্রহণকরতঃ মথুরা হইতে গোকুলে আসিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়াছি, আমি মহামতি সব্বঘটে বুদ্ধিস্বরূপে অবস্থিতি করি, ইহাতে যশোদাকে লজ্জিতা করা আমার উচিত হয় না ?। ৭৫। ৭৬॥

তাৎপর্য্যঃ। পূর্ব্বে কৃষ্ণজন্ম প্রস্তাবে দৈবকীগর্ব্ভে যেমন জন্ম সেইরূপ যশোদাগর্ব্ভেও আমার জন্মব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক্ষণে মূলে যশোদানন্দন এভাব গোপনে রাখিয়া মথুরা হইতে দৈবকীনন্দন গোকুলে আসিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন ইহাই স্পষ্টবোধ হইতেছে, তদর্থে মীমাংসা এই যে যশোদানন্দনে দৈবকীনন্দন তৎকালে লীনাবস্থায় ছিলেন, এক্ষণে

শ্রীকৃষ্ণ শরীর হইতে বাহিরে সেই দৈবকীনন্দন বৈদ্যরূপে প্রকাশ হয়েন ইতিভাবঃ। ৭৫। ৭৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে
রাধাহৃদয় প্রস্তাবে চতুর্ব্বিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ। ০॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণ ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন নামে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ০॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায় আরম্ভঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মানসৈব বিবেচ্যাথ লীলা মনুজরূপধৃক্।
নন্দমাহ হিতংতথ্যং রাজ্ঞ্যাশ্চৈবাত্মনোবচঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! লীলা মানুষবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যরূপে আপনার মনে ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার এবং মহারাণী যশোদার হিতসাধক তথ্যকথা নন্দমহাশয়কে কহিলেন। ১॥

বৈদ্যউবাচ

শৃণুরাজন্ বচস্তথ্যং হিতং রাজ্ঞ্যাস্তব প্রভো।
নৌষধং তদ্বিজানীয়া মাত্রা যৎ সমুপাহৃতং॥ ২॥

অস্যার্থঃ। কপট বৈদ্যরূপি ভগবান নন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে প্রভো! মহারাজনন্দ। আমি শ্রীমতি যশোদার এবং তোমার হিতজনক তথ্যকথা যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। মাতাকর্ত্তৃক যে সকল দ্রব্য আহৃত হয়, সে সকলকে ঔষধ বলিয়া জানিহ না। ২।

মাত্রাদত্তং বিষমপি খরং পীযূষ সন্নিভং।
নাময়ং শময়েত্তত্তু রোগিনাং রাজসত্তম॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। মাতা যদ্যাপি পুত্রকে প্রাণনাশক খরতর বিষও প্রদান করেন, তাহাও পুত্রের পক্ষে অমৃততুল্য ফলদায়ক হয়, হে রাজসত্তমনন্দ! তাহাতে কথন রোগীপুত্রের রোগের শান্তি হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিত অবধারণা করিবে ইতিভাবঃ। ৩॥

নাম্বৌষধ মুপানীয় দদ্যাদ্বালায় কিঞ্চন।
অন্যাস্ত্রিয়ঃ সমানায্য ক্রিয়তাং যদিরোচতে॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। অতএব মাতাকর্ত্তৃক অনীত ঔষধ কদাপি পুত্রকে প্রদান করিবে না। তোমার যদি পুত্রের কল্যাণ ইচ্ছা হয়, তবে অন্যান্যা স্ত্রীগণ দ্বারা যমুনার জল আনাইয়া রোগের প্রতিক্রিয়া করহ। ৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

তৎশ্রুত্বা তাত তদ্বাক্যং হিতমুক্তং মহাত্মনা।
দূতান্ শীঘ্রগমান্ প্রাজ্ঞান প্রৈষিৎ কোষলে তদা। ৫॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। রে বৎস! মহাত্মা বৈদ্যরাজোক্ত এতৎহিতকরবাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দমহাশয় কোষলাধিকারে শীঘ্রগামী বিচক্ষণ দূত সকলকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন। ৫।

তেগত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং জটিলায়ৈ ন্যবেদয়ন্।
শ্রুত্বাসর্ব্ব মশেষেণ ভৃশ দুঃখপরিপ্লুতা। ৬॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল দূতেরা নন্দাজ্ঞামতে অতিসত্বর তথায় গমন করতঃ আয়ানমাতা মাল্যক গোপপত্নী জটিলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন। বিশেষরূপে সেই সকল কথা দূতমুখে শ্রবণ করিয়া জটিলা অতিশয় দুঃখে পরিপ্লুতা হইলেন। ৬।

পরিগৃহ্য সুতে স্বীয়ে কুটিলাঞ্চ প্রভাকরীং।
ভানুজাং সসখীং চান্যাঃ পৌরজান পদস্ত্রিয়ঃ। ৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর জটিলা অতিব্যস্থ সমস্তা হইয়া কুটিলা ও প্রভাকরী আপনার এই দুই কন্যা এবং ভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকাকে সখীগণের সহিত অপর পুরবাসিনী ও জনপদবাসিনী অন্যান্যা বহুতর পতিব্রতাভিমানিনী ললনাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর প্রস্থিতা হইলেন। ৭।

শতশোথান্যমান্যাশ্চ আত্মান মেক পত্নিতাং।
অহংপানীয় মানিষ্যে ইতি প্রোচু র্মিথশ্চতাঃ। ৮॥

অস্যার্থঃ। অন্যান্য শতশত গোপাঙ্গনারা আপনাদিগকে এক পতিকা সতীর [illegible] যাত্রাকালে পথিমধ্যে কেহ বলে আমি গিয়া জল আ[illegible]কেন আমি অগ্রে আনিব, এই পরস্পর বা[illegible] ৮।

বিকথ্যন্ত্যো মিথঃ সর্ব্বা [illegible] যযুঃ।
আয়াতাস্তা স্তদালোক্য নন্দোবাচ মুবাচসঃ। ৯॥

অস্যার্থঃ। পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে

নন্দালয়ে উপস্থিতা হইলেন। তখন স্বমালয়ে সমস্ত পতিব্রতাভিমানিনী রমণীগণকে সমুপস্থিতা হইতে দেখিয়া ব্রজরাজনন্দ সমাদরপূর্ব্বক সে সকলকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন। ৯।

শ্রীনন্দউবাচ।

জানন্তি সুভ্রুবঃ সর্ব্বা হ্যাত্ম বৃত্তমশেষতঃ।
একপত্নী ভানুজায়াঃ কুম্ভেনানেন রন্ধ্রিনা।
আনীয় শম্বরং সামে পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছতু। ১০॥

অস্যার্থঃ। হে সুভ্রুগণেরা! আমি এবং সকলেই তোমাদের স্বভাব জানি ও জানেন। তোমরা সকলেই একপতিকা পতিব্রতা, এক্ষণে তোমরা অনুকম্পিতা হইয়া এই সরন্ধ্র কলসীতে কলিন্দনন্দিনী যমুনার জল আনয়নকরতঃ আমার পুত্রের প্রাণদান করহ। ১০।

ব্রহ্মোবাচ।

নন্দোক্ত মেবং বচনং নিশম্য পরিতস্তুতাঃ।
অহংপূর্ব্ব মহংপূর্ব্ব মিত্যূচুশ্চ মিথস্তদা। ১১॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা আঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস! সকলে একত্র মিলিত হইয়া নন্দোক্ত এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব পরস্পর তখন এইরূপ বাক্ কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১।

ততঃসর্ব্বা ক্রমেণৈব জলমানেতু মঞ্জসা।
পূরয়িত্বা প্রবাহাত্তু তীরমাগত্য কুম্ভকং। ১২॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ক্রমানুসারে পরস্পর এক এক জন মহৎগর্ব্বিণী হইয়া যমুনাতীরে সমাগতা হইয়া শ্রোতপ্রবাহ হইতে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া ভানুজাতটে আসিয়া উঠিলেন। ১২।

নিস্তোয়ং বীক্ষ্যতাঃ সর্ব্বা হ্রিয়া ভেজুর্দিশঃক্রমাৎ।
তত্রতত্র বিলীনাসু গতাঃসর্ব্বাসু তাসুচ। ১৩॥

অস্যার্থঃ। তখন কুম্ভপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন যে কুম্ভো শূন্য হইয়াছে, তন্মধ্যে তোলকমাত্রও জল নাই. ইহা দেখিয়া কুম্ভসংপনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখী হইয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ পরাভগ্নদর্পা সকলেই ক্রমে ক্রমে আদ্র্রবস্ত্রে দশদিগে পলায়ন করিলাগিল। ১৩।

নন্দঃপুনঃ সমাগত্য ভিষকঞ্চেদ মাহসঃ।
ভিষগুর মহাভাগ প্রতিপৎ সেচকাংগতিং। ১৪॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল গোপ স্ত্রীকর্ত্তৃক কার্য্য সাধন না হওয়াতে চিন্তাবিপন্নধী নন্দমহাশয় পুনর্ব্বার বৈদ্য সন্নিধানে সমাগমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। হে বৈদ্যরাজ মহাভাগ! এক্ষণে যমুনা হইতে জল আনয়নে কোনস্ত্রীই নিপুণা হইল না, অতএব আমার কি গতি হইবে? তাহা বলুন। ১৪।

ঈয়ুঃ পানীয় মানেতুং সগর্ব্বা ভানুজাতটে।
তাবিলীনা দিশোজগ্মু র্হ্রিয়া কিংকরবাণ্যহং। ১৫॥

অস্যার্থঃ। আত্মাভিমানিনী যে যে সতীগণকে যমুনা হইতে জল আনয়নে প্রেরণ করিলাম সে সকলেই হতগর্ব্বা, ভগ্নোদ্যমা ভগ্নোৎসাহা আর প্রত্যাবৃত্তা না হইয়া লজ্জাতে দশদিগে পলায়ন করিল। এক্ষণে আমি আর কোন উপায় করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। ১৫।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রহস্যাহ সনন্দস্য বাচমেবং নিশম্যচ।
অন্যাঃ প্রেষয় ভদ্রন্তে মাভৈষীস্ত্বং কথঞ্চন। ১৬॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! নন্দের কাতরোক্তি শ্রবণে সদয়ার্দ্র চিত্তে বৈদ্যরাজ ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া গোপরাজ প্রতি এই কথা বলিলেন। মহারাজ ভয় কি? ভয় কি? তোমার মঙ্গল হইবে? এক্ষণে অন্যাস্ত্রীও অনেক আছে, তাহাদিগকে সলিলাহরণে প্রেরণ কর। ১৬।

নন্দউবাচ।

নতাদৃশীংধিয়াপশ্যে নাথকাঞ্চিদ্ব্রজাঙ্গনাং।
কিংকর্ত্তব্য মিতোস্মাভি র্যদপশ্যাসিনোবদ। ১৭॥

অস্যার্থঃ। বৈদ্যরাজের বাক্য শুনিয়া গোপরাজ নন্দ কহিলেন। হে ভিষগ্বর! আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া এই ব্রজমণ্ডলে তাদৃশী সতী কোন স্ত্রীকেই দেখিতে পাই না? অতএব এখন আমারদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া আপনি আমাকে বলেন। ১৭।

বৈদ্যউবাচ।

দৈবশক্তি র্মমাপ্যস্তি দৈবজ্ঞোহং মহামতে।
পশ্যামিতাদৃশী মন্যাং ধিয়া গোপেশ্বরাশুতে। ১৮॥
স্নুতস্য শ্রেয়সেক্ষিপ্রং তয়াতোয়ং সমানয়। ১৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রজরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভিষগীশ্বর বলিলেন। ভো ব্রজরাজ! হে মহামতে! আমার এক দৈবশক্তি আছে, আমি সর্ব্ব

প্রকার দৈবজ্ঞ হই, অতএব গোপেশ্বর ! আমি গণনা করিয়া এই গোকুল মণ্ডলে তাদৃশী সতী স্ত্রী যে আছে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন করতঃ তোমাকে বলি, তুমি পুত্রের কল্যাণ সাধনে তাহার দ্বারা যমুনা হইতে জল আনয়ন কর। ১৮। ১৯।

বৃষভানু সুতারাধা মাল্যপুত্র বিবাহিতা।
সাতেবেশ্ম সমায়াতা হ্যেকপত্নী মহোদয়া। ২০॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কপট বৈদ্যরাজ কঠিনীপাত পাতপূর্ব্বক গণনা করিয়া নন্দমহাশয়কে বলিলেন। মহারাজ ! এই তোমার ব্রজমণ্ডল মধ্যে রাধানামধারিণী কোন এক এক পতিকা পতিব্রতা আছেন। যিনি মাল্যক গোপের পুত্র আয়ানকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছেন। সেই মহোদয়া যোষিৎ বরা তোমার ভবনে সমুপস্থিতা আছেন। তাঁহার তুল্যা সতী ত্রিলোকে নাই ইতিভাবঃ। ২০।

যোষিদ্বরা বরারোহা সানেষ্যতি পয়স্তব।
সাচেৎ প্রসন্না পয়সে গন্ত্রীচারু পয়োধরা। ২১॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত রমণী শ্রেষ্ঠা বরারোহা, উন্নত মনোহর পয়োধরা আয়ানবনিতা রাধা যদি প্রসন্না হইয়া জল আনয়নার্থে গমন করেন, এবং যমুনা হইতে সচ্ছিদ্র কলসীতে জলপূর্ণ করিয়া আনেন, তবেইত কল্যাণ হইতে পারে ইতিভাবঃ। ২১।

ধ্রুবং শ্রেয় স্তেভবিতা পুত্রস্য গোপসত্তম।
দৈব শক্ত্যা মহংজানে সর্ব্বমেতন্নসংশয়ঃ। ২২॥

অস্যার্থঃ। হে গোপসত্তম ! আমি দৈবশক্তিপ্রভাবে সকল জানি ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেই রাধা জল আনিলে পর নিশ্চয় অবধারণা করিবে যে, তাহাতে তোমার পুত্রের মঙ্গল হইবেক। ২২।

ব্রহ্মোবাচ।

তেনোক্তং বচনমিদ মাশ্রুত্য ব্রজগোপতিঃ।
ভানুজাভ্যাস মাসাদ্য বাচমাহ শ্বসন্মুহুঃ। ২৩॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। রে বৎস। বৈদ্যোক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার নিকট গিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সকাতরে এই কথা বলিলেন। ২৩॥

নন্দউবাচ।

শৃণুচার্ব্বঙ্গি মেবাক্যং হিতার্থং মমসর্ব্বতঃ।
প্রসন্না পাহিমাং ভদ্রে পুত্রপ্রাণ প্রযচ্ছতাং। ২৪॥

অস্যার্থঃ। হে মনোহর কলেবরা রাধে! আমার হিতজনক সর্ব্ব সম্মত যে বাক্য তোমাকে বলি, তুমি তাহা শ্রবণ করতঃ আমারপ্রতি প্রসন্না হইয়া মমপুত্রের প্রানদান করহ, হে ভদ্রে! আমাকে এই বিপদে পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। ২৪।

তোয়ার্থং ত্বং সহস্রাংশু তনয়াতট মাশুচ।
গচ্ছমৎপ্রিয়মাকাঙ্ক্ষ্য তত্তোয়ানয়নং প্রতি। ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। মমজীবিতেচ্ছা করিয়া তুমি এই সরন্ধ্র কুম্ভ লইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধনাকাংক্ষায় সহস্র কিরণ তনয়াতীরে জল আনয়নার্থ গমন কর, । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরক্ষা হইলে তোমার ও আমার এই উভয়েরই কল্যাণ হইবে, ইতি উত্তরান্বয়ঃ। ২৫।

পুত্রায় ক্রিয়তেভার্য্যা পিণ্ডার্থং পুত্রমিষ্যতে।
তোয়পিণ্ডার্থিনো নিত্যং পিতরঃ পুত্রতোহনঘে। ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরমুখি! পুত্রমুখ দর্শনাভিলাষে সর্ব্বলোকে বিবাহ করিয়া ভার্য্যারপাণিগ্রহণ করে এবং পিণ্ড প্রয়োজনেই পুত্রের প্রার্থনা হে নিষ্পাপে! সেই পুত্রদত্ত জল পিণ্ড গ্রহণে পিতৃগণেরা নিত্যাভিলাষী হন। ২৬।

তোয়পিণ্ডার্থিনী নিত্যং মাতুলেয়ী সুমধ্যমে।
ভর্ত্তুঃ স্বস্তুঃসুতাৎত্বঞ্চ মৎপুত্রাদিতি মেমতিঃ। ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুমধ্যমে। সেইরূপ পুত্রবৎ ভাগিনেয় দত্ত জলপিণ্ড প্রাপ্তি নিমিত্ত মাতুলানীগণেরাও নিত্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব তোমার স্বামীর ভগিনীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আমার অঙ্গজ; সুতরাং আমার বুদ্ধি-কৃত বিচার সঙ্গত এই কৃষ্ণ হইতে জলপিণ্ড তোমারও প্রার্থনীয় বটে। ২৭

সাত্বং কুরু বিশালাক্ষি মাতুল্যাঃ কর্ম্ম চোত্তমং।
যথায়ং মে সুতঃ কৃষ্ণ স্তথাতব নসংশয়ঃ। ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিশালনয়না রাধে! ভাগিনেয়কে রক্ষা করা মাতুলানীর উত্তম কর্ম্ম, সুতরাং তুমি যথাবিহিত তৎকর্ম্ম সম্পাদন কর। কৃষ্ণ যেমন আমার পুত্র তেমন শাস্ত্র সম্মত তোমারও পুত্র বটে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। ২৮।

পিণ্ডসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে বয়ং ত্বঞ্চ সুমধ্যমে।
অনুজানাতি বৈত্তস্মা মেষোহং চারুহাসিনি। ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুমধ্যমে! এই জগতীতলে আমরা সকলেই পিণ্ড-সম্বন্ধী অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে জলপিণ্ডের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। হে

মনোহর হাস্যযুক্তা শ্রীরাধে ! এই বৈদ্যরাজ সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি তোমাকে জানাইতেছি। ২৯।

দৈবং জানাতি সুশ্রোণি এষবৈদ্যঃ সতাংমতঃ। ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। হে বার্ষভানবি ? হে শোভন শ্রোণী ভারান্বিতে ! সাধুদিগের সম্মত পুরুষ এই বৈদ্যরাজ, প্রাকৃত বৈদ্যের সহিত ইহার তুলনা করা যায় না, যেহেতু ইনি দৈবজ্ঞপুরুষ, সকলের অন্তরস্ত ভাব জানেন। ৩০॥

ব্রহ্মোবাচ।

নিশম্য নন্দগোপস্য বচনং মধুরাক্ষরং।
অশ্রুপূর্ণে ক্ষণা ভানু সুতা নন্দমথাহতং। ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মহামতে ! মধুরাক্ষর সমন্বিত গোপরাজের এই বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীমতি রাধিকা অশ্রুকলা পরিপূর্ণনয়না হইয়া সকাতরে নন্দমহাশয়কে এই কথা বলিলেন। ৩১।

শ্রীরাধিকোবাচ।

নাহংশক্যে সমানেতুং কুম্ভেনানেন রন্ধ্রিনা।
পয়ঃকমল পত্রাক্ষ ভানুজায়াঃ কথঞ্চন। ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। হে কমলপলাশলোচন গোপেন্দ্র নন্দ ! এই সচ্ছিদ্র কুম্ভ দ্বারা ভানুনন্দিনী যমুনার জল আনয়নে আমি কখনই শক্তা হইব না। ইহা তুমি স্বচিত্তে বিচার করিয়া আমাকে বল। ৩২।

শ্রান্তাস্মি শ্রোণিভারার্ত্তা বক্ষোজ গিরিনামিতা।
শতাময় পরিক্রান্তা দুঃখসঞ্চয় মোহিতা। ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোপতে ! আমি গুরুতর নিতম্বভরে ভারাক্রান্তা, এবং উরঃস্থিত গিরিবরসম পয়োধরভারে নমিত কলেবরা, এই উভয়ের ভারবহন করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্তা আর শত শত রোগে আক্রান্তা, বিশেষতঃ দুঃখসমূহে সম্প্রতি মূর্চ্ছিতপ্রায়া আছি। ৩৩।

অন্যাং প্রেষয় ভদ্রংতে নাহং শক্যে কথঞ্চন। ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোপরাজ যশোদাপতে ! একারণ তুমি অন্যা কোন বরাঙ্গনাকে জল আনয়নার্থ কলিন্দনন্দিনীতটে প্রেরণ কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি কদাচিৎ একর্ম্মসাধনায় সক্ষমা, হইতে পারিব না। ৩৪।

নন্দউবাচ।

নান্যাং পশ্যেমহাভাগে ধিয়ামে যোষিতাম্বরাং।
ত্বাং বিনাসুভ্রু যোষিৎসু সর্ব্বাস্বপি প্রযত্নতঃ। ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতিরাধিকার কমলানন বিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ নন্দমহাশয় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে মহাভাগে ভানুনন্দিনি! আমি প্রযত্নসহকারে স্বীয়া বুদ্ধি সঞ্চালন দ্বারা বিচারকরতঃ এই ব্রজমণ্ডলে তোমা ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীকেই শ্রেষ্ঠাযোষিৎ দেখিতে পাই না, যেহেতু জগতে যত স্ত্রী আছে সে সকল হইতে তুমিই সর্ব্বোত্তমা হও। ৩৫।

ব্রহ্মোবাচ।

তত উত্থায়নন্দেন রাধাগোপপতেঃ সুতা।
বিজনে প্রাহ গোপেশং বচনং বদতাম্বরা। ৩৬॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! বৃষভানুরাজনন্দিনী সর্ব্ববক্তৃশ্রেষ্ঠা শ্রীমতিরাধিকা নন্দবাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ নন্দের সহিত নির্জ্জন স্থানে গিয়া গোপরাজকে এই কথা বলিলেন। ৩৬।

শ্রীরাধিকোবাচ।

মামাং প্রেষয় গোপেন্দ্র পানীয়া নয়নংপ্রতি।
বাদোবাচ্যো মহানাসীৎ সংসৎসুচ সভাসুচ। ৩৭॥

অস্যার্থঃ। হে গোপেশ্বর! এই গোকুলমণ্ডলে সজ্জনদিগের সমাজে রাধাকলঙ্কিনী বলিয়া আমার মহান অপবাদ উত্থিত হইয়াছে, অতএব সহস্রছিদ্রবিশিষ্ট কুম্ভদ্বারা যমুনাতে জল আনয়নের নিমিত্ত তুমি আমাকে প্রেরণ করিহ না। ৩৭।

গোষ্ঠী গোষ্ঠেষূপবনে মার্গে মার্গে জনৌঘতঃ।
তাং মাং কথং প্রেষয়েথাঃ সর্ব্বং জানন্নশেষতঃ। ৩৮॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত জ্ঞাতি সমাজে ও গোষ্ঠে গোষ্ঠে বনোপবনে, পথে পথে সমস্ত লোকে সংপ্রতি আমারি কলঙ্কের কথা কহিয়া থাকে ইহা তুমি সবিশেষ জানিয়াও কেন জল আনিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আর আমাকে নিরর্থ লজ্জা দেওয়া তোমার উচিত নহে ইতিভাবঃ। ৩৮।

নন্দউবাচ।

সন্তিচার্ব্বাঙ্গ্যো গোপাল্যো বহ্ব্যোঙ্গন বরেমম।
তাসুসর্ব্বাসু বৈদ্যাগ্র্যস্ত্বং যুঙ্‌ক্তে সাধুসৎকৃতঃ। ৩৯॥

অস্যাথঃ। শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে নন্দরাজ কহিলেন। হে চারুশীলে! আমার সর্ব্বোত্তম এই ব্রজপুরমধ্যে বহুতরা গোপাঙ্গনা আছে, কিন্তু সাধুসম্মত পুরুষ এই বৈদ্যবর তাহাদিগেরমধ্যে কেবল তোমাকেই পরমাসতী জানিয়া এই কর্ম্মসম্পন্নার্থে নিযুক্ত করিতেছেন। ৩৯

মৃষাবাদবদাঃ সর্ব্বে নাগরাঃ পুরবাসিনঃ।
ইতিমেধীয়তে বুদ্ধি রনবদ্যাঙ্গি সর্ব্বতঃ। ৪০॥

অস্যার্থঃ। হে মৃগশাবাক্ষি! পুর বাসীগণ ও নগরবাসীগণ ইহারা সকলেই তোমার মিথ্যা অপবাদ দিয়া কলঙ্কিনী বলে। হে অনবদ্যাঙ্গি! ইহা আমার বুদ্ধিতে সর্ব্বতোভাবে অবধারণা হইতেছে, যেহেতু দৈবানুগ্রহীত পুরুষ এই বৈদ্যরাজ তোমাকেই সতী বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছেন। ৪০।

স্বস্থান্তেনা বিশঙ্কেন পানীয়া নয়নং কুরু।
নত্বযোগ্যান্ প্রযুঞ্জীত সাধব স্ত্রী দৃশোজনাঃ। ৪১॥

অস্যার্থঃ। হে রাধে! রাজনন্দিনি! এই বৈদ্যরাজের মতন সাধু পুরুষেরা কোনক্রমে অযোগ্য অসাধু ব্যক্তিকে সাধুকর্ম্ম সাধনার্থে নিযুক্ত করেন না। অতএব তুমি শঙ্কা রহিতমনে এই সহস্রধারা লইয়া কলিন্দনন্দিনীতটে গমনকরতঃ জল আনয়ন কর, কোন সংশয় করিহ না সক্ষমা হইবে নিশ্চয়। ৪১।

ব্রহ্মোবাচ।

সৈবং বচো নিশম্যাস্য নন্দস্য বৃষভানুজা।
হ্রিয়া পরাঙ্‌মুখীদীনা সুস্রাবাশ্রুজলং মুহুঃ। ৪২॥

অস্যার্থ। জগদ্ধাতা মহর্ষি অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনিবর্য্য অঙ্গিরা! গোপরাজ নন্দের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ সেই বৃষভানুনন্দিনী সুদীনমনে লজ্জাভয়ে ভীতা হইয়াও সম্মতা হইলেন। কিন্তু ব্যাকুলা হইয়া গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া অবারিত নয়নসলিলে তাঁহার কলেবর ভাসিতে লাগিল। ৪২।

দুঃখশোক পরীতাঙ্গী শ্বসন্তী পন্নগীব সা।
শ্রেয়াশ্রেয়ো বচোবিদ্বন্নন্দং নোবাচ কিঞ্চন। ৪৩॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! মহাদুঃখে ও শোকে অন্বিত হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণৈক ভাবনাযুক্তা হইয়া ভাল কি মন্দ ইহার কোন কথাই নন্দকে বলিতে পারিলেন না, কেবল স্বলজ্জা নিবারণজন্য এক জনার্দ্দনকেই তখন মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ইতিভাবঃ। ৪৩।

কক্ষান্যস্তকুম্ভবরা পানীয়ার্থ মথাভ্যয়াৎ।
স্বরাতপনজা কচ্ছমাল্যালী পরিবারিতা। ৪৪॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীমতিরাধিকা কক্ষস্থলে ঐ সচ্ছিদ্র কুম্ভ লইয়া স্বীয়সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া জল আনয়নার্থ যমুনাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৪৪।

প্রপূর্য্য পয়সা কুম্ভং ত্ববেত্য পুলিনে তুসা।
প্রসন্নারুণ পাথোজ পাদৌ নারায়ণস্য সা।
ধ্যায়ন্তী বিবরাসীঞ্চা পশ্যৎ কৃষ্ণৈ র্বিমুদ্রিতাং। ৪৫॥

অস্যার্থঃ। যখন যমুনাজলে অবতরিতা হইয়া সরন্ধ্র কলসে জল পুরণ করতঃ প্রফুল্ল রক্তোৎপলসদৃশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিয়া পুলিনে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন কুম্ভমধ্যে শ্রীমতি দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভের ছিদ্রানুসারে বহুতর কৃষ্ণরূপধারণ পূর্ব্বক সকল ছিদ্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। ৪৫।

শতরন্ধ্রেষু কুম্ভস্য শতকৃষ্ণান্ ব্যবস্থিতান্।
সমীক্ষ্য সাবরারোহা স্মেরাস্যা বাচমাদদে। ৪৬॥

অস্যার্থঃ। ঐ কুম্ভের শতছিদ্রে শত কৃষ্ণ অবস্থিত আছেন, ইহা অবলোকনকরতঃ সেই বরারোহা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপারমহিমানুস্মরণপূর্ব্বক হাস্যমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে এই কথা বলিলেন। ৪৬।

ঈদৃশোনুগ্রহোনাথ দাসীষু মাদৃশীষুতে।
নচেৎত্বাং সর্ব্বসত্ত্বেন চিন্তয়ন্তীকথংজনাঃ। ৪৭॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে প্রাণবল্লভ! আমার মত পামরী দাসীপ্রতি তোমার এরূপ অনুগ্রহ হওয়া উচিত, নতুবা দীনজন পরিত্রাণ কারণ দয়াময় বলিয়া সর্ব্বজগতে তোমাকে সর্ব্বজনে কেন চিন্তা করিয়া থাকে? । ৪৭।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন দমেন নিয়মেন চ।
সমাধি যোগী যোগেনা রাধয়ন্তি মনীষিণঃ। ৪৮॥

অস্যার্থঃ। হে অনন্তমহিম গোবিন্দ! তপস্যা দ্বারা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা

ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ও নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান জ্ঞাননিষ্ঠ সমাধি যোগীগণ যোগদ্বারা তোমার আরাধনা কেন করিবেন ?। ৪৮।।

ত্বামহং নৈব তত্ত্বেন জ্ঞাতুং শক্যে কথঞ্চন।
ব্রহ্মাভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্রষ্টাত্তা পালকোপিচ।
জগতাং যৎপ্রসাদেন বিষ্ণুস্ত্বং ত্বাং কথং জনাঃ। ৪৯।।

অস্যার্থঃ। আমি অবলাজড়ামতি তত্ত্বদ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থা নহি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরা এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা হইয়াও তোমার মহিমা জানিতে অক্ষম। হে ভগবন্! যিনি মহা বিষ্ণু তিনি তোমার প্রসন্নতাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক হইয়াছেন, তুমি সেই অনাদিনিধন বিষ্ণু তোমার তত্ত্ব জানিতে সামান্য জন সকলে কিরূপে শক্ত হইবে ? ৪৯।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থং প্রসাদ্য গোবিন্দং যোগি যোগেশ্বরে শ্বরং।
প্রফুল্ল পদ্মনয়না স্ময়ন্তী মধুরাক্ষরং। ৫০।।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! এইরূপ মহা-যোগী যোগেশ্বরদিগের এক ঈশ্বর গোবিন্দকে মানসে স্তব করতঃ প্রফুল্ল পঙ্কজনয়না শ্রীমতিরাধিকা ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া সুমধুরবাক্যে সখী-গণকে কহিলেন। ইতি উত্তরান্বয়ঃ। ৫০।

আহালীস্তীর সংস্থাস্তা দয়িতা লোলকুণ্ডলা।
শ্রীরাধিকোবাচ। ৫১।।

অস্যার্থঃ। শ্রীমতিরাধিকা সরন্ধ্রু কুম্ভে জলপূর্ণ করতঃ অতিবেগ গমনে তাঁহার শ্রুতিমণ্ডলে আন্দোলিতকুণ্ডলযুগল, যমুনারতীর সংস্থিতা স্বীয় প্রিয়সখীগণকে এই কথা বলিলেন। ৫১।

কুম্ভং পশ্যত তত্ত্বেন তোয়ং স্রবতি চেন্নবা।
হিতার্থং মম চার্ব্বঙ্গ্যো নগোপয়ত কিঞ্চন। ৫২।।

অস্যাথঃ। হে মনোহর কলেবরা সখীগণ! তোমরা বিলক্ষণ দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক আমার বক্ষস্থিত কলসীকে অবলোকন কর, অর্থাৎ ইহাতে জলস্রব হইতেছে কি না ? যদি আমার হিতসাধিনী হও, তবে কোনমতে গোপন করিহ না। ৫২।

ইদমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ধিয়া নিপুণয়া মুনে।
অপশ্যন্ বিবরাং স্তস্য কুম্ভস্যতামৃগীদিশঃ। ৫৩।।
শৈবালাঙ্কুর জালেন বিবৃতানিচ সর্ব্বতঃ। ৫৪।।

অস্যার্থঃ। হে মুনিবর অঙ্গিরা! শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর এই বাক্য শ্রবণ করতঃ মৃগশাবাক্ষি সকল গোপললনারা নিপুণ বুদ্ধিদ্বারা স্বস্ব-চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিয়া ঐ কলসীর সমস্ত ছিদ্র অবলোকন করিলেন কোনমতে কোন ছিদ্র দিয়া জল পড়িতে দেখিলেন না, যেহেতু সমস্ত ছিদ্রের মুখ সমূহ শৈবালে আবৃত হইয়াছে। ৫৩। ৫৪।

সখ্যউচুঃ।

সখি শৈবাল জালেন বোকাংসি বিবৃতানি চ।
নতোয়ং তেন কুম্ভাদ্বৈ স্রবতে তনুমধ্যমে। ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। তখন শ্রীমতি রাধিকাকে সখীগণ কহিলেন। হে তনুমধ্যমা বৃষনন্দিনি! হে সখি! শৈবালনিচয়দ্বারা কুম্ভের সকলছিদ্র আবৃত হইয়াছে, বোধ করি এই জন্যই কুম্ভে পানীয় স্রব হইতেছে না। অতএব (বিপক্ষ পক্ষীয়া গোপীগণেরা জলানয়নপ্রতি ছল ধরিতে পারিবেক, ইহা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ) ইত্যাভ্যাস মাত্র। ৫৫।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থং তাসাং বচঃ শ্রুত্বা সোদ্বর্ত্ত্য কলসাৎ পয়ঃ।
প্রক্ষাল্য পয়সাকুম্ভং তেনৈবা পূরয়ৎ পুনঃ। ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে মুনে! হে অঙ্গিরা! সেই সকল গোপীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কলসীকে জলশূন্যা করিয়া যমুনাতে অবতরিতা হইয়া বিলক্ষণরূপ তজ্জলে কুম্ভগাত্র লগ্ন শৈবাল পুঞ্জমার্জ্জনাকরতঃ পুনর্ব্বার শতছিদ্রযুক্ত কুম্ভেজল পূরণ করিলেন। ৫৬।

পুনরৈক্ষন্ত তাঃ সর্ব্বা সার্থীভূতাঃ স্ত্রিয়স্তদা।
অক্ষরত্তোয় মালোক্য কলসং ব্রজযোষিতঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লপাথোজ নয়নাস্তামথাব্রুবন। ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সখীগণ সমন্বিত অপর অন্যান্য ব্রজগোপী-গণকে শ্রীমতী পুনর্ব্বার কহিলেন তোমরা সকলে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কলসীতে জলস্রব হইতেছে কি না দেখ দেখি? তাহারা সকলে অগলিত জলকুম্ভ অবলোকনকরতঃ সবিস্ময়ে তাহাদিগের নয়ন সরসিরুহ উৎফুল্ল হইল, অঘট ঘটনীয় কর্ম্ম দৃষ্টে সার্থতৎপরা রাধালীগণে ধন্যবাদ করিলেন; অপয়াপরেরা ঈর্ষাবশতঃ এই কথার বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৫৭।

সখ্যউচুঃ।

অহোদৈবং দুরাধর্ষং দুরতিক্রম বিক্রমং।
কতিভগ্না স্ত্রিয়োযেন পানীয়া নয়নাদ্ধিয়া। ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। কি আশ্চর্য্য ; সখি! দৈব অতিদুরতিক্রমণীয়, দৈবকে নিবারণ করিতে কেহ পারে না, যেহেতু দৈবদুরাধর্ষ, উরুবিক্রম। এই ব্রজবাসিনী কত কত গোপস্ত্রী যমুনার জল আনিতে অশক্তা ও ভগ্নোদ্যমা হইয়া লজ্জায় নতমস্তকে পলাইয়া গিয়াছে। ৫৮।

এক পত্ন্যো মহাভাগাঃ পতিশুশ্রূষণে রতাঃ।
ধর্ম্মশীলা বদন্যাশ্চ সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ। ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। যাহারা এক পতিকা, নিরন্তরপতির শুশ্রূষায় নিযুক্তা, দানশীলা ও ধর্ম্মশীলা, সম্যক্ প্রকার গুণসমন্বিতা, তাহারাও এই জল আনয়নে অক্ষমা হইয়া লোকসমাজে মুখ তুলিতে পারিতেছে না। ৫৯।

যেন পাথঃ সমানৈষীৎ কুটিলাধর্ম্মগর্হিতা। ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ান ভগ্নী কুটিলা ধর্ম্মরক্ষায় নিপুণা হইয়াও লোকসমাজে নিন্দিতা হইয়াছে ; যেহেতু সেও সহস্রধারাতে যমুনাজীবন আনয়নে অশক্তা (আহা ? দৈবেরগতি অতিসূক্ষ্মা, ইহা নিশ্চয় করিতে কে পারে ?)। ৬০।

যাবনেষু নিকুঞ্জেষু ভানুজা পুলিনেষুচ।
পুষ্পোদ্যানে নগে শূন্যাগারেষু পুরুষৈঃ সহ।
চচারাহর্নিশং সখ্যো দৈবং হি দুরতিক্রমং। ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখিগণেরা! দেখ দেখি, যে রাধাকুলকলঙ্কিনী, নিত্য বনোপবনে নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে; যমুনার ঘাটে ঘাটে, পুষ্পউদ্যানে উদ্যানে গিরিগোবর্দ্ধনে, শূন্যাগার মধ্যে দিবারাত্রি পরপুরুষের সহিত বেড়াইয়া থাকে (সেই রাধা অদ্য সহস্রধারায় যমুনাজীবন অবলীলাক্রমে আনয়ন করিল) হা ? দৈবেরগতি কিছু জানা যায় না ? । ৬১ ।

অহো পশ্যত মাহাত্ম্যং কুলটায়া ব্রজাঙ্গনাঃ।
রাধায়া উদিতস্তু স্মাৎকর্ম্মণো দুষ্করাৎ খলু। ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। আহা ? ব্রজাঙ্গনাঃ. তোমরা সকলে দৈবের কিবা মহিমা অবলোকন কর দেখি, বৃষভানু নন্দিনী শ্যামকলঙ্কিনী কুলটা রাধা হইতে অদ্য কি উৎকট কর্ম্মের সম্পাদনা হইল, সুতরাং দৈবই বলবান জানিবে। ৬২।

অহোধিগ্ মদ্বিধানারী র্যাঃ পত্যুশ্চরণাম্বুজৌ।
ধ্যায়ন্ত্যোনুদিনস্তু হুঃ ক্ষণার্দ্ধ মিব চানয়ন্। ৬৩॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! আমার দিগের মত পতিব্রতা যে সকল কুল কামিনীগণ, যাহারা অতন্দ্রিত দিবারাত্রি আপন আপন পতির চরণপদ্ম যুগলধ্যান করিয়া থাকে, তাহারা কেহই সরন্ধ্র কুম্ভে যমুনা হইতে জল আনিতে সক্ষমা হইল না, এই ব্রজমণ্ডলে কলঙ্কিনী নামে বিখ্যাতা হইয়া জটিলার বধু রাধা ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে জল আনয়ন করিল হা? একি সামান্য চমৎকারের বিষয়? । ৬৩।

সাধু সাধুররে সাধো রাধে দৈবং তবেঙ্গিতং।
করোতি প্রেষ্যবৎ প্রেষ্ঠে মহাভাগ্য ভবৈবচ। ৬৪॥

অস্যার্থঃ। হে রাধে! তুমিই ব্রজমণ্ডলে সাধু, অর্থাৎ তোমাকে অসাধু যে বলে সেই অসাধু? । হে সাধ্বি? তোমার মহাভাগ্য? যেহেতু, তবঈঙ্গিত মাত্রে দৈবদাসবৎ কার্য্য করিল, অতএব তুমি ধন্যাভাগ্যবতী ইতিভাবঃ। ৬৪।

মাদৃকত্বুর্হ্দঃ পাপাননুগৃহ্নাতি কর্হিচিৎ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি কর্ম্মণীতি নসংশয়ঃ। ৬৫॥

অস্যার্থঃ। আমাদিগের মত দুষ্কৃত বা সুকৃতকর্ম্মকারিণীর প্রতি কদাচিৎ এমত অনুগ্রহ করেন না, অর্থাৎ আমাদিগের সুকৃত কর্ম্মও দুষ্কৃতকর্ম্মরূপে গ্রহণীয়, কিন্তু সহৃদয়ব্যক্তির সমুদয় পাপই অগ্রহণীয় হয়, সুতরাং দৈবই ধন্য, দৈবের মহিমা কিছুই বলা যায় না? । ৬৫।

অহো বলবতো দৈবাৎ সুকরং নাস্তি কিঞ্চন।
ধর্ম্মস্য গতিসূক্ষ্মত্বাদেব মেবনসংশয়ঃ। ৬৬॥

অস্যার্থঃ। অহো? দৈবের অতি আশ্চর্য্য কার্য্য, বলবান দৈবব্যতীত সুকর কার্য্য কিছুমাত্র নাই। ধর্ম্মেরও গতি অলক্ষনীয়া, সুতরাং ধর্ম্মের গতির সূক্ষ্মতা নিমিত্ত লোকচমৎকৃত এই অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম কুলটা হইতে সুসম্পাদিত হইল ইতিভাবঃ। ৬৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততোয় মাদায় পরিস্ফুরন্তী বিম্বাধরোষ্ঠী ব্রজনাথপত্নী।
ব্রজাঙ্গনা কৌমুদজালমধ্যে বভাসশীত দ্যুতি সন্নিভশ্রীঃ। ৬৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অনন্তর ব্রজরাজপুত্রী পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী শ্রীমতি রাধিকা সেই শতছিদ্রবিশিষ্ট কুম্ভপরিপূর্ণ যমুনার জল গ্রহণকরতঃ অতি প্রফুল্লচিত্তে স্ফুর্ত্তিমতী হইলেন।

অপরাপর কুমুদমালা সদৃশ ব্রজাঙ্গনাগণ মধ্যে সুপূর্ণ শশধর প্রভার ন্যায় সুপ্রসন্ন রূপে দীপ্তিমতী হইলেন। ৬৭।

ক্ষণাদগানন্দকরা ব্রজৌকসাং নন্দস্য রাজ্ঞোহঙ্গন মাবিবেশ।
পরিস্ফুরৎ পঙ্কজসন্নিভাননা ন্যবেদয় দ্বৈদ্যবরেচতৎপয়ঃ। ৬৮।

অস্যার্থঃ। ব্রজবাসীদিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিনী প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্নবদনা, হর্ষপ্রস্ফুরিতা শ্রীমতিরাধিকা ক্ষণমাত্রে আসিয়া নন্দমহারাজের অঙ্গনে প্রবিষ্টা হইয়া বৈদ্যোত্তম বৈদ্যরাজকে ঐ জলকুম্ভ প্রদান করিলেন। ৬৮।

নিবেদিতং তোয়মবেক্ষ্য ভূসুর ত্বয়াসনন্দঃপরিপূর্ণমানসঃ।
মেনেমৃতস্তুর্ভ মুপাগতংহৃদা প্রচৈতিতং সর্ব্বজনস্য পশ্যতঃ। ৬৯

অস্যার্থঃ। হে ভূসুরবর অঙ্গিরা! রাধাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সহস্রধারাতে জল অবলোকন করতঃ নন্দরাজার মনঃপরম আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। এবং সর্ব্বজন সমক্ষে আপনার মৃত পুত্র সজীবিত হইল ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিলেন। ৬৯।

তদাদায় তদানীতং কবন্ধং সভিষক্বরঃ।
চকার ভেষজংতেন ছদ্মবৈদ্যো মহোদয়ং। ৭০॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কপট ভিষগ্বর বৈদ্যরাজ আনীতজল কুম্ভ গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা মহোদয় সর্ব্বগুণসমন্বিত অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। অর্থাৎ (তাহাতে সামান্য রোগ শান্তির কাকথা অনির্ব্বার্য্য সর্ব্বলোক সম্বন্ধে ভবরোগের শমতা অনায়াসে হয়) ইতিভাবঃ। ৭০।

অচেতয়ন্নন্দবাল মরাল কুঞ্চিতালকং।
ব্রহ্মচেতনদং বিদ্বন্ কৈতবৌষধিসেবনে। ৭১॥

অস্যার্থঃ। কুটিল কুন্তলাবৃত মুখারবিন্দ নন্দনন্দন গোবিন্দকে ঐ ঔষধীতে বৈদ্যরাজ সচৈতন্য করিলেন। হে বিদ্বন্! ভগবানের কি আশ্চর্য্য মানবীলীলা, অপারমহিম ভগবান চৈতন্য স্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, এবং তদুপাসনা করিলে উপাসকদিগকে যিনি চৈতন্য প্রদান করেন, সেই সর্ব্বান্তর্যামী সংসাররুক্ চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যকৃত কপট ঔষধীর সেবনে তৎকালে আরোগ্যলাভ করিলেন। ৭১।

তংবীক্ষ্য চেতিতং সর্ব্বে গোপাস্তে চ ব্রজৌকসঃ।
আনন্দাব্ধি প্রবাহৌঘ মগ্ন স্বান্তকলেবরাঃ। ৭২॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের রোগশান্তি হইলে পর যখন উঠিয়া বসিলেন। তখন তাঁহাকে চেতনবিশিষ্ট দেখিয়া ব্রজবাসী সমস্ত গোপগণেরা সমূহ

আনন্দ সমুদ্রের প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারদিগের কলেবর সহিত মন একালে পরমাহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া গেল। ৭২।

নমমুস্তেষু দেহেষু গোপানাং ব্রজবাসিনাং।
নন্দজাময়সংনাশ সম্ভবায়া মুদোমুনে।
চুচুম্বুর্মমৃজূ রাস্যং স্বস্বজু স্তংমুদান্বিতাঃ। ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। তৎক্ষণমাত্রে কপটরূপ বৈদ্য অন্তর্হ্নত হইয়া গেলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আরোগ্য প্রাপ্ত দেহ হইয়া সেই সকল ব্রজবাসি গোপগণকে প্রণাম করিলেন। যাহারা নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণের রোগনাশহেতু পরমহর্ষ ভরে পরিপূর্ণমনা হইয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বাঞ্চল দ্বারা তন্মুখ মুছাইয়া দিলেন কেহ কেহ পরমহর্ষ যুক্ত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৭৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
রাধাহৃদয় প্রস্তাবে নন্দনন্দনাময় শমনে শ্রীরাধিকায়াঃ
কলঙ্কভঞ্জনং নাম পঞ্চবিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ। ০ ॥ ২৫ ॥ ০।

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্য প্রাপ্তি ও শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন নামে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ০ ॥ ২৫ ॥ ০।

অথ ষড়বিংশতি অধ্যায় আরম্ভঃ।

অথগোপীদিগের মথুরাগমন।

ব্রহ্মোবাচ।

রমন্ননুদিনং কৃষ্ণস্তয়া সার্দ্ধমুবাস সঃ।
লীলামনুজতাং প্রাপ্তো নৈষীৎ সোঽর্গণান্ বহূন্। ১ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরা! অনন্তর লীলামানুষরূপ শ্রীকৃষ্ণ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকার সহিত নিভৃত নিকুঞ্জকাননে অনুদিন বিহারাসক্ত মানসে কাল-যাপনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বহুদিবস অবসান হইয়া গেল। ১।

একদা তক্রমাদায় সম্ভূয় বাম লোচনাঃ।
ব্রজৌকসাং মহোৎসাহা রাজধান্যাং সহস্রশঃ। ২ ॥

অস্যার্থঃ। কোন এক দিবস বহুতরা ব্রজবাসিনী গোপিকগণেরা মহাউৎসাহপূর্ব্বক দধিদুগ্ধঘৃত তক্র নবনীতাদি প্রস্তুতকরতঃ পশরা সাজাইয়া কংসরাজধানীতে বিক্রয়ার্থ মথুরা গমনে অভিলাষ করিলেন। ২।

কংসস্য নরদেবস্য ক্রয়ণার্থং সুমধ্যমাঃ।
বৃদ্ধাং প্রবয়সাং সর্ব্বা আহূয়ে ন্দ্বাভকুন্তলাং। ৩॥

অস্যার্থঃ। মহারাজাধিরাজ কংসের রাজধানী মথুরা, তথায় দধি দুগ্ধ প্রভৃত মূল্যে বিক্রীত হয়, এজন্য ব্রজবাসিনী গোপিকাগণেরা সকলে অতি বর্ষীয়সী বৃদ্ধতমা চন্দ্রতুল্য কুন্তল ভারযুক্তা বর্ব্বরী অর্থাৎ বড়াইকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। ৩।

যষ্টিলগ্নকরাং দীনাং বর্ব্বরীং ক্লেশকর্ষিতাং।
অভ্যভাষন্ গোপনার্য্যো বিদ্বিজাং বিধবাং মুনে। ৪॥

অস্যার্থঃ। ঐ বর্ব্বরী লগুড়ভরে গমন করেন, কটিভগ্না ক্লেশাতিক্লেশাকৃষ্টা অতিশয়কাতরা দীনাক্ষীণা মলিনা, বিধবা রদন বিহীনা, তাহাকে নিকটে আনিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা গোপিকারা এই কথা বলিলেন। ৪

গোপাল্যূচুঃ।

নোবচস্ত্বং নিবোধেদ মার্য্যার্য্যে গোপনন্দিনি।
তক্র ক্রয়ার্থং মথুরামণ্ডলে গন্তুমিচ্ছবঃ। ৫॥

অস্যার্থঃ। আর্য্যে! হে গোপনন্দিনিবর্ব্বরি! তুমি আমারদিগের এক বাক্য শ্রবণ কর। আমরা সকলে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, নবনীত প্রভৃতি দ্রব্যের ভার প্রস্তুত করিয়াছি, সংপ্রতি সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কংসরাজধানী মথুরামণ্ডলে গমন করিব। ৫।

বয়ংসর্ব্বা রাজধান্যাং কংসস্য ভারিণো নঘে।
রচয়ত্বং বলীয়াং সংক্ষিপ্রগান্ দূরদর্শকান্। ৬॥

অস্যার্থঃ। হে নির্দ্দোষে বর্ব্বরি! আমরা সকলে অল্পবয়সী ভারবহনে অশক্তা এজন্য তুমি কতকগুলি দূরদর্শী, শীঘ্রগমনশীল বলবান ভারিকে ডাকিয়া আনিয়া ভারের রচনাকরতঃ বহনার্থ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া দাও, আমরা কংসরাজার রাজধানীতে গমন করিব, অতএব তুমিও আমারদের রক্ষা করিবার কারণ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন কর, ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৬।

বর্ব্বর্য্যুবাচ।

যূয়ংসর্ব্বা নবদ্যাঙ্গ্যো দিব্যাম্বর পরিচ্ছদাঃ।
ভূষণৈরনবদ্যৈশ্চ ভূষিতা লোলকুণ্ডলাঃ। ৭।

অস্যার্থঃ। গোপীদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর বড়াই নাতিনীসম্বন্ধ হেতু পরিহাসচ্ছলে কহিতেছেন। হে ললণাগণেরা! তোমরা সকলে নবীন বয়সী পরমাসুন্দরী নির্দ্দোষলাবণ্যযুক্তা, তাহাতে অত্যুত্তম বসন পরি-

ধারিনী এবং মনোহর নির্ম্মল আভরণান্বিতা, নানাভুষণে পরিভুষিতা, তোমারদিগের শ্রবণযুগলে আলোল কুণ্ডলযুগল। (এবম্ভূতবেশে পণ্য স্থলে দ্রব্য বিক্রয় করা কুলবধূগণের অনুচিত ইতিভাবঃ)। ৭।

পীনোত্তুঙ্গ কুচা ও প্রৌঢ়া বয়সাচ মনোহরাঃ।
যুক্তাশ্চ প্রৌঢ় মদনাঃ স্মরেষব ইবাপরাঃ। ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরনারীগণেরা! তোমরা সকলে অত্যুত্তুঙ্গ ঘন পীন পয়োধরা সুনিপুণা, নববয়সী, সর্ব্বজনের মনোহারিণী, সুভ্রুযুক্ত উদ্ধত রূপা, রতি নিপুণা, সাক্ষাৎ কুসুমায়ুধের শরস্বরূপা হও। ৮।

হাস্যৈর্লাস্যৈ র্বচোভিশ্চ কোমলৈ র্মধুরাক্ষরৈঃ।
মারং মোহয়িতুং শক্তাঃ স্বলাবণ্য বচোগুণৈঃ। ৯।

অস্যার্থঃ। হাবভাব লীলালাবণ্য এবং হাস্যলাস্য ও সুকোমল মধুরাক্ষর সমন্বিত বাক্য দ্বারা, আর স্বস্বলাবণ্য প্রদর্শনে চাতুর্য্য বচনলালিত্ব প্রকাশগুণে সাক্ষাৎ জগন্মোহন মন্মথ রতিনায়ক মদনকেও তোমরা মোহ যুক্ত করিবার ক্ষমতা রাখ। ৯।

কেনোবরাকাঃ পুরুষা বোবীক্ষ্য কাংগতিং গতাঃ।
প্রপদ্যেরন্ মারবাণ বশংপীন পয়োধরাঃ। ১০।

অস্যার্থঃ। সামান্য পুরুষগণেরা একবার তোমারদিগের প্রতি যদি কটাক্ষপাত করিয়া দেখে, তবে তাহারদিগের যে কি গতি হইবে তাহা বলা যায় না ? হে পীন পয়োধরধরাগোপিকাগণ! তোমাদিগকে দর্শন করিলে পুরুষমাত্রেই সহসা স্মরশরের বশতাপন্ন হইবে ?। ১০।

কংসোপি সুদুরাচারো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ।
পরদার রতশ্চাপি পিতৃবন্ধু বিনিন্দকঃ। ১১ ॥

অস্যার্থঃ। আমারদিগের রাজা মথুরামণ্ডলেশ্বর কংস, অতি দুরাচার, দেবব্রাহ্মণহিংসক, সর্ব্বদা পরদার রমণাসক্ত, সর্ব্বথা পিতৃকুলসম্বন্ধ বিহীন বন্ধুবান্ধবদিগের নিন্দাকারী ও পরিপীড়ক হয়। ১১।

বীক্ষ্যবঃসর্ব্বসত্বেন মোক্তা কামবশংগতঃ।
নাহং শক্নোমি বোনেতুং মথুরায়াঃ কথঞ্চন। ১২ ॥

অস্যার্থঃ। সেই কংসরাজাও যদি তোমারদিগের পানে একবার দৃষ্টিপাত করে ? তবে সেও সর্ব্বপ্রাণের সহিত কামের বশতাপন্ন হইয়া রতিসুখসম্ভোগ লালস হইবে ? তখন আমি কদাচ মথুরা হইতে তোমাদিগকে গোকুলে আনিতে সমর্থা হইব না ?। ১২।

গোপাল্যূচুঃ।

গোপ্ত্রী চেন্নো যাসিবৃদ্ধে পৃষ্ঠতো পুরতোপিবা।
দণ্ডমুদ্যম্য তরসা দেবাদপিনভীর্ভবেৎ। ১৩॥

অস্যার্থঃ। এতৎ বর্ব্বরীবাক্য শ্রবণকরতঃ গোপালিকাগণেরা আই বলিয়া পরিহাসচ্ছলে উত্তর করিলেন, হে বৃদ্ধে। তুমি যষ্টি উদ্যমকরা হইয়া আমারদিগের রক্ষার্থে অগ্রে বা পশ্চাতে যদি গমন কর, তবে কংসের কথা কি বলিতেছ দেবতা হইলেও তাহাকে ভয় করি না ? । ১৩।

বর্ব্বর্য্যুবাচ।

রক্ষন্ত্যো হ্যাত্মনা আনং কংসস্য বিষয়ে যদি।
চরিষ্যথ নিমিত্তন্তু কেবলং মাংনিরূপ্যচ।
শক্তাচাহং তদাগোপ্যো নান্যথা নেতুমাত্মনা। ১৪।

অস্যার্থঃ। গোপীগণের বাক্য শ্রবণে তখন এই কথা বড়াই বলিলেন। হে গোপীগণ! আমাকে শুদ্ধ নিমিত্ত রাখিয়া তোমরা আপনারাই আপনাকে রক্ষা করিয়া কংস রাজধানী মথুরাতে বিচরণ করিবে, তাহা হইলেই আমি তোমারদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষমা হইব; তাহা না হইলে আমি কখনই গোকুলে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আনিতে শক্তা হইব না। ১৪।

গোপাল্যূচুঃ।

তথৈব তদ্বিধাস্যামো যদা বদসিনন্দিনি।
যুজ্যন্তাং ভারিণো স্মাকং সুদৃঢ়াবলিনো নঘে। ১৫॥

অস্যার্থঃ। বড়াইর বাক্য শ্রবণ করতঃ হাস্যমুখী গোপীগণেরা কহিলেন। হে নন্দিনি! তুমি যে কথা বলিলে আমরা তথায় তাহাই করিব, অর্থাৎ আমরা আপনি আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিব তুমি নিমিত্তমাত্র থাকিবে, হে অপাপে! এক্ষণে আমারদিগের অনুযাত্র সুদৃঢ় বলবান ভারিসকল আনিয়া ভারবহনে নিযুক্ত কর। ১৫।

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রুবতীষ্বেব মেবংহিতাসুগোপাঙ্গনাসুচ।
দ্রাগগাৎ পুরতস্তাসাং রণয়ন্ বেণুমাত্মনঃ।
যদূত্তমোত্তমঃ কৃষ্ণোলীলা মনুজবিগ্রহঃ। ১৬॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! এইরূপ বড়াইর সহিত সেই সকল গোপাঙ্গনারা মথুরা গমনার্থ ভারি নিযুক্তের কথা কহিতেছিলেন। এমত সময় নন্দনন্দন যদুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ

লীলামানুষ বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেই মনোহর বংশী বাজাইতে. বাজাইতে তাঁহার দিগের সম্মুখে আগমন করিলেন। ১৬।

অস্তমায়াত মালক্ষ্য ব্রজৌকা বামলোচনাঃ।
ভীতা নিলিন্যিরে সর্ব্বাঃ পয়স্তক্র ঘৃতাদিকং। ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। নবনীতস্কর নন্দনন্দনকে পুরত উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্রজাবলাগণেরা সকলে মহাভীতা হইয়া ব্যস্তসমস্তা হইলেন। (পাছে যশোদানন্দন ক্রয়ার্থ প্রস্তুতীকৃত গব্যাদি সকল অপহরণ করিয়া লয় অতএব) দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি সকল দ্রব্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে লাগিলেন। ১৭ ॥

আদায় সর্ব্বতো বিদ্বন্ গৃহেষু বণিজাং তদা।
পলায়মানাস্তাবীক্ষ্য ভগবান্ ভাববিন্মুনে। ১৮।
বাচমুবাচ বাক্যজ্ঞো মোহয়ন্মধুরাক্ষরাং। ১৯।

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরা! গোপীগণেরা সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করতঃ তখন বণিকদিগের পণ্যাগারে লইয়া সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সর্ব্বভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ গৃহীতবস্তু গোপাঙ্গনাগণকে পলায়ন পরায়ণা দেখিয়া, সর্ব্ববাক্যজ্ঞ গোবিন্দ তাঁহাদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সুমধুরবাক্যে এই কথা বলিলেন। ১৮। ১৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

মত্তোভীর্ব্বো নকর্ত্তব্যা স্বজনাৎ ব্রজযোষিতঃ।
নপশ্যামি ভয়স্যাহং নিমিত্তংহিধিয়াস্মরন্। ২০ ॥

অস্যার্থঃ। ভো গোপালিকাগণ! তোমরা সকলেই ব্রজবাসিনী গোপিকা, আমিও ব্রজরাজতনয় তোমাদিগের স্বীয়জন, আমার প্রতি এত ভয় কি হেতু, আমি স্বীয় বুদ্ধিতে আলোচনা করিয়া এই ভয়ের কারণ কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, অতএব তোমরা এঅনিত্যভয়ে আকুলা হইও না, ইতিভাবঃ। ২০।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থমাশ্বাসিতা স্তেন হরিণোদার কর্ম্মণা।
ব্রজৌকসাং বহিরয়ান প্রফুল্লাপঙ্কজাননাঃ। ২১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! উদারকর্ম্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এরূপ আশ্বাসিতা হইয়া প্রফুল্লপদ্মবদনা ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ সর্ব্বলোকময়ী শ্রীকৃষ্ণের বাণীশ্রবণে হৃদয় হইতে ভয়কেদূরীকৃত করিয়া দিলেন ইতিভাবঃ। ২১

প্রহস্য বাচ মাহুস্তাঃ কৃষ্ণং পদ্মদলেক্ষণং।
গোপাল্যূচুঃ। ২২॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সুস্মেরাননা সমস্ত গোপালিকাগণেরা হাসিতে হাসিতে কমলদলায়ত লোচন শ্রীকৃষ্ণকে তখন এই কথা বলিলেন। ২২।

অভীপ্সা বর্ত্ততেকৃষ্ণ মথুরা গমনং প্রতি।
ভারিণোহত্রযুজ্যন্তা মনুক্রোশান্ময়িপ্রভো। ২৩॥

অস্যার্থঃ। হে পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণ! এই সকল দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি বিক্রয়ার্থ মথুরা রাজধানীতে গমন করিতে আমাদিগের অভিলাষ হইয়াছে। হে প্রভো! এই সকল দ্রব্য বহনশীল ভারিগণকে আহ্বান করতঃ তুমি নিযুক্ত করিয়া দাও, যাহারা আমাদিগের সঙ্গে গমন করিতে শক্ত হয়, এক্ষণে তোমাকে আমরা এই অনুরোধ করিলাম। ২৩।

তৎশ্রুত্বা বচনতাসাং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
আহূয়ার্ভান্ ছদ্মকৃতানাহ তাংশ্চহসন্মুহুঃ। ২৪॥

অস্যার্থঃ। গোপিকাদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণে দেবকীনন্দন গোবিন্দ ছদ্মবেশধারী করতঃ কতকগুলি গোপবালককে আহ্বান করিয়া নিকটে আনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে কহিলেন। ২৪।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

যাতভারান্ সমাদায় মথুরা মনুযোষিতাং।
ভারংবোঢ়ুমলং চেদংদারকাঃ ক্ষিপ্রমুচ্যতাং। ২৫॥ পার

অস্যার্থঃ। হে ভারবাহগণ! এই দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির ভার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে তোমরা মথুরামণ্ডলে গমন কর! অনন্তর গোপিকাগণকেও বলিলেন, ভো গোপালিকাঃ? এই সকল ভারীগণকে তথা হইতে শীঘ্র বিদায় করিহ। অর্থাৎ ইহারা সমস্ত দিবস অতিবাহন করিতে পারিবে না ইতিভাবঃ। ২৫।

বালকাঊচুঃ।

ক্ষুন্নোলং বাধতে কৃষ্ণ নালংগন্তু বয়ং ত্বরা।
ভোজনং যদিদীয়েত তদাগন্তু প্রশক্নুমঃ। ২৬॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্রবণানন্তর গোপালপালকগণ কহিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা এতাদৃক্ ভার লইয়া অতিসত্বর গমন করিতে পারিব না, যেহেতু অতিশয় ক্ষুধাতে বাধিত হইয়াছি, যদি আমাদিগকে ভোজনোপযুক্ত বস্তু দেয়, তবে আমরা মথুরাগমনে শক্ত হইব। ২৬।

কৃষ্ণউবাচ।

এতে যদশনা ভাবাদ্বাধ্য মানাঃ ক্ষুধাভৃশং।
ভোজনংদীয়তা মেষাংযদিভারাঃ প্রবাহিতাঃ। ২৭॥

অস্যার্থঃ। দুগ্ধভারবাহক গোপবালকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন। হে গোপালিকাগণ! এই সকল ভারীগণ ভোজনাভাবে ক্ষুধাতে অতিশয় কাতর হইয়াছে। যদি ইহাদিগের দ্বারা ভারবাহন করাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে ইহাদিগকে যথোপযোগ্য আহারীয় প্রদান কর। ২৭।

ব্রহ্মোবাচ।

বচআশ্রুত্য কৃষ্ণস্য হ্যঙ্গনাস্তা ব্রজৌকসাং।
দেয়া মেতদিতি প্রোচুর্ব্বচনং পরমাদরাৎ। ২৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণমুখে এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণেরা পরম আদর পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা অঙ্গীকার করিলাম, ইহাদিগকে ভোজন করাইব। ২৮।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

অহমন্যতমোহ্যেষাং ভারবোঢ়া ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
মহ্যঞ্চদীয়তা মাদা বনোষাং দাতুমর্হতঃ। ২৯॥

অস্যার্থঃ। এতৎশ্রবণে হাস্যানন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন। ভো গোপালিকাগণ! কেবল এই সকল ভারীকে ভোজন দিলেই হইবে না? ইহাদিগের মধ্যে আমিও এক জন ভারবাহক, ক্ষুধাতে অতিশয় কাতর হইয়াছি, অগ্রে আমাকে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ অন্যোন্য ভারীগণকে ভোজন প্রদান কর। ২৯।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রশ্লীন বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আদদে ভানবীবাচং নৈতচ্ছক্যং ত্বয়াকুচিৎ। ৩০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস! অঙ্গিরা! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে এই কথা কহিলে পর তৎশ্রবণে তদিঙ্গিতজ্ঞা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর দিলেন। ভো নটরাজ! আমারদিগের এ ভার বহনে তুমি কখন শক্ত হইবে না। অর্থাৎ (এ ভার অতি গরীয় ভার ইতিভাবঃ)। ৩০।

অলসো দুর্ব্বলশ্চৈব নশক্তো গন্তু মঞ্জসা।
লম্পটো মুখরো ধূর্ত্তো নাপিভারবহঃ কদা। ৩১॥

অস্যার্থঃ। যেব্যক্তি সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত, দুর্ব্বল; ও সত্বরগমনে যে অপারগ, যে লম্পট অর্থাৎ পরস্ত্রীরতিলোলুপ, ও বাবদূক অতিশয় মুখর, এবং যে ব্যক্তি শঠ প্রবঞ্চক সে ব্যক্তিকে কেহ কোথাও ভারবাহক করে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ! তোমার একর্ম্ম নহে ইতিভাবঃ। ৩১।

রাধোবাচ।

লম্বোদরো ভোজনার্থী ভুঙ্‌ক্তে চানারতং বলাৎ।
সগর্ব্বেণচ নঃ সখ্যো নৈতে নাস্তি প্রয়োজনং।
দীয়তাং ভোজনন্তস্মৈ প্রসহ্য হৃতিভীরুভিঃ। ৩২॥

অস্যার্থঃ। হে সখিগণ! সর্ব্বদা ভোজনের নিমিত্ত ব্যাকুলঃ ও লম্বোদর অর্থাৎ পেটুক, এবং বলপূর্ব্বক অনবরত ভোজন করে, ও সর্ব্বদা গর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান, এমন ভারিতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে দ্রব্যাদি অপহরণ করিবে এই ভয়ে উহাকে ভোজন করিতে কিছু দাও এই মাত্র। ৩২।

সখ্যঊচুঃ।

নন্দরাজালি নো নিত্যং হিতৈষ্যপি ব্রজৌকসাং।
কান্তস্য তনয়ং কুর্য্যাদ্দয়িতং ভারিণং ভিয়া। ৩৩॥

অস্যার্থঃ। সখীগণেরা স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিতে নিশ্চয় করিয়া পরস্পর এই কথা বলিলেন। হে আলিগণ! আমারদিগের ব্রজবাসিগণের হিতৈষী ব্রজরাজ, অতএব নন্দরাজের ভয়ে তাঁহার প্রিয়পুত্রকে কে ভারি করিবে? তাহা বল। ৩৩।

শাস্তা গোপ্তা গোকুলেশো নন্দো নঃ পৃথিবীপতিঃ।
কাস্তস্য মনসাপীচ্ছেৎ কর্ত্তুং ভারবহং সুতং। ৩৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রজরাজ নন্দ আমারদিগের রক্ষাকর্ত্তা, গোকুলের ঈশ্বর, এবং রাজা, তাঁহার পুত্রকে ভারি করিতে কোন্ গোপী মানস করে? অতএব কৃষ্ণকেভারবহনে নিযুক্তকরা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়, ইতিভাবঃ। ৩৪

যদি যাচেত বালোসা বশনং নন্দনন্দনঃ।
দেয়মেতদবশ্যং নঃ প্রসভং হৃতভীরুভিঃ। ৩৫॥

অস্যার্থঃ। হে আলিগণ! যদি এই নন্দনন্দন আমারদিগের নিকট ভোজন যাচ্ঞা করে, তবে দ্রব্যাপচয় ভয়ে অবশ্য উহাকে আহার করিতে দধি দুগ্ধাদি কিছু দ্রব্য দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। ৩৫।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং ব্যবসিতা গোপ্যো ধিয়া নিপুণয়া রহঃ।
দাতুকামাস্তদাবাচ মুচুঃ পদ্মদলেক্ষণং। ৩৬॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! এইরূপ নৈপুণ্য বুদ্ধিতে গোপীগণেরা নিশ্চিতাবধারণ করতঃ ভোজন দিবার অভিলাষে পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণকে সকলে এই কথা বলিলেন। ৩৬।

গোপাল্যূচুঃ।

গৃহাণ ভোজনং রাজতনূজ যদভীপ্সিতং।
ন ভারবাহয়েয়ং ত্বাং বয়ং রাজভিয়া খলু। ৩৭॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রজরাজ সুত কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি রাজার পুত্র, এই ভোজনীয় দধি দুগ্ধাদির মধ্যে তোমার ভোজন করিতে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। কিন্তু তোমারদ্বারা আমরা ভারবাহন করাইব না, যেহেতু রাজার প্রতি আমরা অতিশয় ভয় করি। ৩৭।

পোষ্টা পাতাচ শাস্তাচ নন্দো গোপপতিশ্চ নঃ।
শ্রুত্বা ভারবহং ত্বাং নোদণ্ডং খলু বিধাস্যতি। ৩৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রজরাজনন্দ; আমারদের পোষণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং শাসনকর্ত্তা হয়েন। তোমাকে ভারবহন করাইয়াছি, একথা শুনিলে পর তিনি আমারদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন। ৩৮।

কথংক্ষমেদিদং শ্রুত্বা ত্যসম্ভাব্যং দুরাত্মনাং।
কর্ম্মলোক বিগর্হ্যঞ্চ মন্যমান্‌গোপসত্তমঃ। ৩৯॥

অস্যার্থঃ। আমারদিগের অসম্ভাব্য এই দৌরাত্ম্য শ্রবণে কখনই তিনি ক্ষমা করিবেন না। যেহেতু লোক নিন্দনীয় এতৎকর্ম্ম, গোপসত্তম নন্দ ইহাতে অতিশয় ক্রোধিত হইবেন সংশয় নাই। ৩৯।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

বোঢুং ভারমভীপ্সামে বর্ত্ততে সন্ততং দৃঢা।
নজানীয়াৎ পিতা ভারবহনং মেশুচিস্মিতাঃ। ৪০॥

অস্যার্থঃ। গোপীদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন। হে শোভন হাস্যাননা গোপীগণেরা! অদ্য তোমারদিগের ভারবহন করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব আমাকে ভার প্রদান কর, পিতা ইহা জানিতে পারিবেন না; আমি গোপন হইয়া পথে গমন করিব ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৪০।

গোপাল্যূচুঃ।

বহন্তং জানতাবীক্ষ্য ভারত্বাং রাজনন্দন।
নিবেদয়িষ্যতি খলু সর্ব্বংবৃত্ত মশেষতঃ। ৪১॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণোক্তি শ্রবণে গোপালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নৃপনন্দন! যদি কোন স্থানে কোন পথিক ব্যক্তি তোমাকে ভারবহন করিতে দেখে, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় তোমার পিতার নিকটে গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিবেক। ৪১।

কৃষ্ণউবাচ।

ত্যক্ত্বা বেণু মিমাং চূড়াং বেশং বিপরিবর্ত্ত্য চ।
ভারং বোঢা নবো ভাতিরন্বপিস্যাৎ কথঞ্চন। ৪২॥

অস্যার্থঃ। গোপীবাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে ভাবিনীগণেরা? আমার বিশেষ চিনিবার চিহ্ন চূড়াবাঁশী, অতএব আমি চূড়া বাঁশী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপরীত বেশ করতঃ তোমারদিগের ভারবাহব তাহাতে কোনমতেই তোমারদের ভয় উৎপন্ন হইবেক না। ৪২।

গোপাল্যূচুঃ।

যদিদৈবাদ্বিজানীয়া ন্মহীক্ষিন্নঃ প্রতাপবান্।
দণ্ড্যাস্ব স্মাস্ত ধাতব্যে দণ্ডেনং বারিভুংহি কঃ। ৪৩॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপমহিলাগণে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা বলিলে ইহা সত্য, কিন্তু মহা প্রতাপশালী রাজানন্দ, দৈবাৎ যদি একথা তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমারদিগের দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইবেক না। ৪৩।

মাতুলীতে মহাপ্রাজ্ঞী বুদ্ধ্যাস্মা স্বধিকাচসা।
রাজাত্মজা গুরুস্তেচ সাভারং বাহয়েদ্‌যদি। ৪৪॥
নবাহয়েয়ং ভারং ত্বাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। ৪৫॥

অস্যার্থঃ। অন্যান্যা গোপী সকল ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নন্দনন্দন! তোমার মাতুলানী মহাপণ্ডিতা রাজাধিরাজ বৃষভানুর কন্যা সম্পর্কে তোমার গুরু পর্য্যায় এবং বুদ্ধিতে আমা সবাকার হইতে অধিকা, সে যদি তোমাকে ভারবাহন করায় তবে করাইতে পারে, কিন্তু আমারদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও তোমাকে ভারবহন করাইব না। ৪৪। ৪৫।

ব্রহ্মোবাচ।

এতদ্গোপীবচঃ শ্রুত্বা গোপীনাথো যদূদ্বহঃ।
রাধারাদগমৎ ক্ষিপ্রং বচন শ্চেদমাহতাং। ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! গোপীনাথ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল গোপীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন সত্বর গমনে শ্রীরাধার সন্নিধানে গিয়া এই কথা কহিলেন। ৪৬।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

ধর্ম্মতোপি মহাভাগে ভারং বাহয়িতুং ক্ষমঃ।
নত্বদন্যা নৃপসুতে প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী। ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৃষভানু রাজনন্দিনী রাধে! হে মহাভাগ্যবতী! আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা অতএব তুমি আমাকে যে ভার দিবে, তাহা আমি বহন করিতে সক্ষম, কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্য কোন জনেই আমাকে ভারবাহন করাইতে সমর্থা নহে। ইহা আমি শপথ করিয়া কহিতেছি। ৪৭।

শ্রীরাধোবাচ।

নাহং কৃষ্ণেন মেভারং স্পর্শয়ে নৃপনন্দন।
ভারিকালিম সংযোগা দ্দধিকালো ভবেদিতি। ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতি নৃপনন্দিনী রাধা এই কথা বলিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজনন্দন, কিন্তু অতিকাল, অতএব তোমাকে আমি এই দধিদুগ্ধের ভার স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তুমি কাল ভারি, তোমার বর্ণের কালিমা স্পর্শে আমার এই দধি দুগ্ধ নবনীতাদি সকল কালোবর্ণ হইবেক। ৪৮।

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বা প্রহাসগর্ব্বং তদ্বচনং দেবকীসুতঃ।
বদ্ধাঞ্জলি পুটৌভূত্বা বিহস্যাহ নৃপাত্মজাং। ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! এতদ্রূপ শ্রীরাধিকার পরিহাসগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া ঈষৎহাস্যযুক্তমুখে শ্রীরাধিকাকে এই কথা বলিলেন। ৪৯.

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

অনুমন্যস্ব মাংভারং বোঢ়ুং মাতুলি সর্ব্বথা।
রাজ্ঞোভীস্তে নভবিতা রাজাতে প্রিয়মিচ্ছতি। ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতুলি ? তুমি আমার মাতুলানী, আমি সর্ব্বতঃ প্রকারে তোমার ভারবহন করিতে পারি, অতএব তুমি আমাকে ভার প্রদান কর। এজন্য মমপিতা নন্দরাজের ভয় করিহ না ? তিনি তোমার প্রিয় সাধনা করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ তুমি যমুনা হইতে জল আনিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৫০।

রাধোবাচ।

নিসর্গো কিতবোসীতি ভারং বোঢ়ুং নরোচয়ে।
ছদ্মগবো পরিত্যজ্য বহত্বং যদিরোচতে। ৫১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতিরাধিকা তাঁহাকে কহিলেন। তুমি অতিশয় ধূর্ত্ত, তোমাকে কেহই বিশ্বাস করে না; অতএব ছল বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভারবহন কর, যদি মমভারবহনে তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে। ৫১।

ইতীরিতাং তয়াবাণীং স আকর্ণ্য যদূদ্বহঃ।
ননর্ত্তূচ্চৈঃ প্রমুদিতঃ প্রশশংসচতাংমুহুঃ। ৫২॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই মনোহারিণী বাণী শ্রবণ করতঃ হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য পরায়ণ হইয়া সহর্ষচিত্তে শ্রীমতি বৃষরাজ দুহিতাকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৫২।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

দেহিমে ভোজনং ভূরি যেনগচ্ছে নৃপাত্মজে।
রাজধানী মনুক্ষিপ্রং কংসস্য রাজনন্দিনি। ৫৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর যাদবনন্দন গোবিন্দ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন। হে নৃপাত্মজে! হে রাজনন্দিনি! অগ্রে আমাকে ভূরিভোজন প্রদান কর। আমি ভোজনানন্তর ভার লইয়া তোমার সহিত মহারাজা কংসের রাজধানী মথুরাতে শীঘ্র গমন করিব। ৫৩।

রাধোবাচ।

শক্যতে যত্ত্বয়া ভূরি ভুজ্যভূরি যথেষ্টতঃ।
সর্ব্বসত্বেন মেদেয়ং সর্ব্বংদধি ঘৃতংপয়ঃ। ৫৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে প্রমুদিতা হইয়া রাজনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণকে কহিলেন। হে নৃপনন্দন! এই প্রভূত ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে তুমি ইচ্ছামত দধিদুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি সকল প্রদান করিতেছি শক্ত্যনুসারে তুমি যত ভোজন করিতে পার কর আমার অদেয় নাই। ৫৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তোমৃগশাবাক্ষ্যাভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
বিশ্বরূপং স্বমাবৃত্য ভোক্তুং প্রারভতা নয । ৫৫ ।।

অস্যার্থঃ । ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন । হে বৎস ! অপাপ অঙ্গিরা ! মৃগশাবাক্ষী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে পর দেবকী নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বীয় বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকল সামগ্রী ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন । ৫৫ ।

দাতুকামাশনং তস্মৈ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
দ্বির্নদাস্যে নবোদ্ধর্ত্ত্যা নেষ্যে কিঞ্চন চাচ্যুত । ৫৬ ।।

অস্যার্থঃ । ভোজন করাইবার কামনায় শ্রীমতিরাধিকা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন । হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি তোমাকে যাহা আহার করিতে দিলাম ইহার পরিশেষ করিতে না পারিলে আর দ্বিতীয়বার কিছুই দিব না । ৫৬ ।

প্রতিজানামিতে নন্দনন্দনাহং পুরঃ সদা । ৫৭ ।।

অস্যার্থঃ । হে নন্দনন্দন ? পূর্ব্বে তোমাকে বিশেষরূপ এই প্রতিশ্রুত করাইয়া তোমাকে আহার করাইব ইহার অন্যথাচরণ করিহ না. ইতিভাবঃ । ৫৭ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুদীর্য্যাচ্যুতং বাক্যং নবনীতং ঘৃতং পয়ঃ ।
দধ্যদাদ্রাজতনয়া শনায় শার্ঙ্গধন্বনে । ৫৮ ।।

অস্যাথঃ । ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন । হে বৎস ! রাজদুহিতা শ্রীমতিরাধা এই কথা কহিয়া পরে শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণকে দধিদুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি দ্রব্য সকল ভোজনার্থ প্রদান করিলেন । ৫৮ ।

ভুক্তে এবচ তৎকৃষ্ণো নান্তং পশ্যতি কর্হিচিৎ ।
প্রপূরিতো দরেণৈব তদন্তং গতবান হরিঃ । ৫৯ ।।

অস্যার্থঃ । ইচ্ছাময়ী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপা শ্রীরাধিকা, স্বদত্তদ্রব্য প্রতি স্বীয় অক্ষয়া দৃষ্টিপাত করিলেন । এজন্য অনন্তরূপি ভগবান বিশ্বম্ভর হইয়াও ভোজন করিয়া কোনক্রমে তাহার শেষ করিতে পারিলেন না । ক্রমে ভোজনকরতঃ উদর পূর্ণ করিলেন, আর কিছুমাত্র ভোজনে শক্ত হইলেন না । ৫৯ ।

নসোশক্তো তদা ভোক্তুং চিদ্রূপা বিশ্বমোহিনী ।
বৃষভানুসুতা প্রাহ ভুঙ্ক্ষেতি দেবকীসুতং । ৬০ ।।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ যখন কহিলেন আমি আর ভোজন করিতে পারি না আমার উদর সংপূর্ণ হইয়াছে। তখন বিশ্বমোহিনী চিদ্রূপা বৃষভানু-নন্দিনী ভগবতী রাধা দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। তুমি অতিশয় ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়াছ, এখনি কি ? আরো কিছু ভোজন করহ। ৬০।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

প্রহস্যাহনমেশক্তি র্নপুন র্ভোজনং প্রতি। ৬১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ তখন লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন আর ভোজন করিবার শক্তি আমার নাই, এক্ষণে আমার ভোজন স্পৃহার নিবৃত্তি হইয়াছে। ৬১।

ভোজনে সা যদাশক্তং ভগবন্ত মধোক্ষজং।
অপশ্যৎ পরমক্রোধস্ফুর দোষ্ঠাধরা তদা। ৬২॥
অভ্যভাষত তং প্রেম্না চল দ্বক্ষোজ লোচনা।
নয়ভারং যদীচ্ছাতে বর্ত্ততে বহনং প্রতি। ৬৩॥

অস্যার্থঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করিতে যখন অশক্ত অবলোকন করিলেন, তখন প্রেম পুরঃসর চঞ্চল লোচনা ও আলোলিত কুচ যুগলা, শ্রীমতিরাধিকা অতিশয় কোপে প্রস্ফুরিতাধরা হইয়া অধোক্ষজ গোবিন্দকে এই কথা বলিলেন, এখন আর বিলম্ব করিহ না ভার লইয়া সত্বর গমন কর। ৬২। ৬৩।

ব্রহ্মোবাচ।

ততোভারং সমুদ্যম্য মাল্য বন্মধুস্থদনঃ।
আজিহৎ কৈতবকৃতং ভারিভি স্তৈর্মুদান্বিতঃ। ৬৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। ভোজন পরিসমাপ্তি করিয়া অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কপট ভারিগণের সহিত পুষ্পমাল্যের ন্যায় অবলীলাতে ভার উঠাইয়া লইলেন। ৬৪

ততোগত্বা কিয়দ্দূরং ক্ষুৎতৃড্ভ্যা মর্দ্দিতো হরিঃ।
শীর্ষোবতার্য্য তংভারং বীক্ষ্যাহবৃষভানুজাং। ৬৫॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কতকদূর গমন করতঃ মহাকপটী শ্রীকৃষ্ণ মস্তক হইতে ভারকে ভূমিতলে অবস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার পানে চাহিয়া কহিলেন। ভোরাজনন্দিনি! আমি আর ভারবহন করিতে পারি না ক্ষুধাতে এবং তৃষ্ণাতে অতিশয় পীড়িত হইয়াছি। ৬৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধা
হৃদয়ে মথুরাযানে ষড়বিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ। ০। ২৬। ০।

অস্যার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তর খণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে মথুরাযানে গোপিকাদিগের ভারবহনে ষড়বিংশতি অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ০। ২৭। ০।

অথ সপ্তবিংশতি অধ্যায় আরম্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

অর্দ্দিতোঽহং ভৃশং রাজনন্দিনি ক্ষুত্তৃষা নঘে।
শক্যো গন্তুমিতো নৈব বিনাশন পরিগ্রহং। ১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ ভারাবতরণ পূর্ব্বক গোপতনয়া শ্রীমতি বৃষভানু রাজনন্দিনীকে এই কথা বলিলেন। হে অনঘে। আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, ক্ষুৎপিপাশায় আমাকে বাধিত করিয়াছে, এক্ষণে আহার পরিগ্রহ ব্যতীত আমি এখান হইতে একপদও গমন করিতে সমর্থ নহি। ১।

রাধোবাচ।

অধুনৈব রাজসূনো নাশক্তো বশিতুং কথং।
দত্তাশনং পয়ঃক্ষীরং নবনীত ঘৃতাদিকং। ২॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে গোবিন্দ! তুমি বল কি? এখনি যে প্রভূত সামগ্রী ভোজন করিয়াছ? এবং আর ভোজন করিতে পারি না বলিয়া দধিদুগ্ধ নবনীত ঘৃতাদি অশনে পরাঙ্মুখতাচরণ করিলে? আবার তোমার একেমন ক্ষুধা, তা বল দেখি? । ২।

তদাক্ষুৎ কৃগতাহ্যেষা জঠরানলদীপিকা।
আগতা বা কুতইহা গতস্তু বদতে নঘ। ৩॥

অস্যার্থঃ। হে নিষ্পাপ! যখন প্রচুরতর দধি দুগ্ধ নবনীতাদি ভোজনে অশক্ত হইলে, তখন তোমার ঐ ক্ষুধা ও উদ্দীপ্ত জঠরানলইবা কোথায় গমন করিয়াছিল? এখনি বা এত ক্ষুধা কোথা হইতে আগত হইল তাহা বলদেখি শুনি। ৩।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

ক্ষুত্ত্বমেববরারোহে ত্বয়ৈবপিহিতা পুরা।
অধুনা ত্বদসংযোগা দাবির্ভবতি মেভৃশং। ৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে বরারোহে! বরভামিনি! ক্ষুধারূপা তুমি। পূর্ব্বে এই ক্ষুধা তুমিই প্রদান করিয়াছ। এক্ষণে তোমার অসংযোগে সেই ক্ষুধা আবির্ভূতা হইয়া আমাকে অতিশয় পীড়া দিতেছে। ৪।

ত্বয়ৈব মোহিতঃ পূর্ব্ব মেকার্ণব জলেনঘে।
লক্ষবর্ষাণি বভ্রাম সিসৃক্ষু র্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। ৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনিন্দিতরূপে! পূর্ব্বে বিবিধপ্রকার প্রজাসৃষ্টি করণেচ্ছু আমি তোমার অচিন্তনীয় মায়াতে মোহিত হইয়া একার্ণব সলিলে ভাসিয়া বেড়াইয়াছিলাম। ৫।

বিসংজ্ঞো বেদশাস্ত্রেষু পর্ণেশ্বত্থস্য সংবসন্।
অতীন্দ্রিয়া গুণাতীতা মায়াত্বং পরমোদয়া। ৬ ॥

অস্যার্থঃ। তোমার অবিজ্ঞাত গতি ইহা বেদশাস্ত্রাদিতে প্রকথিত আছে, তুমি পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি পরমোদয়া মায়া ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যা গুণত্রয়ের অতীতা তোমার মায়ায় আমি অশ্বত্থপত্রোপরি শয়ন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলাম। ৬।

সম্মুখং যাতিযস্যাস্তে মীলনা চক্ষুষোর্লয়ং।
উদেতিচ পুনঃ কৃৎস্নং জগদেতন্নিমীলনাৎ। ৭ ॥

অস্যার্থঃ। আমাপ্রভৃতি ঈশ্বরগণ সহিত জগৎ তোমার এক চক্ষুর নিমেষকালে লয়কেপ্রাপ্ত হয়েন, এবং চক্ষুরনিমীলনকালে পুনর্ব্বার সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়। অতএব তুমিই সকলের উৎপাদিকা ইতিভাবঃ। ৭।

ক্রমস্তস্যা বয়ং কিম্বা মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
অলংসংবাধতেক্ষুন্মাং দেহিমে ভোজনং পুনঃ। ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগদম্বিকে! শ্রীমতিরাধিকে! তুমি পরমাত্মা স্বরূপিণী, অতএব আমরা তোমার মহিমা কি জানি, বলিবই বা কি? এক্ষণে এই ক্ষুধা পুনরুদ্দীপ্তা হইয়া আমাকে বাধিত করিতেছে, সুতরাং পুনর্ব্বার ভোজন করাইতে সম্মতা হও। ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মহানুভাবং বচনং শ্রুত্বা তস্য পরমাত্মনঃ।
মহামায়া দদত্তস্মৈ ভোজনং শার্ঙ্গধন্বনে। ৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মহানুভাব বাক্য শ্রবণ করতঃ মহামায়া শ্রীমতি রাধিকা শার্ঙ্গ-

ধনু গোবিন্দকে ভোজনীয় দধিদুগ্ধাদি দ্রব্য সকল পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন। ৯।

যথাভীপ্সং পুনর্ভুক্ত্বা পীত্বা পেয়মনুত্তমং।
আত্তভারঃ পুনরগাৎ কালিন্দী মনুমাধবঃ। ১০॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যথাভিলষিত ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন ও পরমোত্তম পানীয় দ্রব্য পান করতঃ পুনর্ব্বার ভারগ্রহণ করিয়া যমুনাতীরাভিমুখে অভিগমন করিলেন। অর্থাৎ উদ্দীশ্য মথুরার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকুঞ্জকাননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ১০।

গায়ন্ নৃত্যন্ হসন্ পশ্যন্ কুঞ্জান্ গচ্ছন্ যমস্বসুঃ।
আস্যানিলৈ র্বেণুবরং প্রপূর্য্য স্বরমুত্তমং। ১১॥

অস্যার্থঃ। উক্তমায় গোবিন্দ গোপীগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে করিতে কুঞ্জকানন দর্শন পূর্ব্বক তপনতনয়াতীরে সমুপস্থিত হইয়া মুখ নিঃসৃত বায়ু দ্বারা মুরলী পূরণ করতঃ রাগরাগিনী আলাপ দ্বারা অত্যুত্তম মনোহরণীয় গীত গাইতে লাগিলেন। ১১।

উদ্গীয্যাজীগপন্মুগ্ধো মোহয়ন্মুদিতাত্মবান্।
আহ্বয়ংস্তা গোপনারী র্বেণুগীত রবেনসঃ। ১২॥

অস্যার্থঃ। হে মহর্ষি অঙ্গিরা! উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইয়া সমস্ত গোপীগণকে মুগ্ধীকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি দ্বারা মোহিত করণ পূর্ব্বক ব্রজবালাদিগকে আহ্বান করিলেন। ১২।

মধুরেণ মনোহারি জগৌবামদৃশাং হরিঃ।
তেনবেণুজ গীতেন মোহয়িত্বা ব্রজৌকসাং। ১৩॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ললনাগণের মনোহারি সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। সেই নটবংশিকা গীতে সমস্ত ব্রজাঙ্গনার মনকে মোহিত করিলেন। ১৩।

মনাংসি পরমানন্দ সন্দোহাব্ধি বরংগতঃ। ১৪॥

অস্যার্থঃ। সেই মনোহর বেণুরব শ্রবণে গোপবালাদিগের মন পরমানন্দ সন্দোহসাগরে এককালে নিমগ্ন হইয়া গেল। অর্থাৎ তাঁহারা চিন্তনীয় অন্যান্য সকল বিষয় বিস্মৃতা হইয়া গেলেন ইতিভাবঃ। ১৪।

পথিকুঞ্জেষু কচ্ছেষু পুষ্পোদ্যানে নগোদরে।
স্থিরচ্ছায়া দ্রুমতলে বিশ্রাম্য গতবান হরিঃ। ১৫॥

অস্যার্থঃ। বিমুগ্ধা গোপিকাগণে শ্রীকৃষ্ণানুগতা হইয়া পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনার তীরে তীরে, কুসুম বনে বনে, গোবর্দ্ধনের গুহায়

গুহায়, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং সুস্থির ছায়া সমন্বিত তরুবরতলে গোপীমণ্ডল মণ্ডিত ভগবান নন্দনন্দন ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ১৫।

মোহিতা বেণুগীতেন নাত্মানং সস্মরুশ্চতাঃ।
গায়ন্ত মন্বগামংস্তা লোলায়িত সুকুণ্ডলাঃ। ১৬॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণগৃহীত মানসা গোপীগণেরা একেবারে বিমোহিতা হইয়া আপনারা আপনাদিগকে বিস্মৃতা হইয়া গেলেন। অর্থাৎ আমরা কে? কোথায় আসিয়াছি? ও কি করিতেছি? কেনইবা কৃষ্ণেরসহিত ভ্রাম্যমাণা হইতেছি? ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। সকলেই বেগগমন হেতুক আন্দোলিত কুণ্ডলমণ্ডিতা, উন্মত্তার ন্যায় কৃষ্ণের সংগীত শ্রবণ করিয়া তৎপশ্চাৎ সকলেই গান করিতে লাগিলেন। ১৬।

নৃত্যন্তমনুনৃত্যংশ্চ দোল্যমান পয়োধরাঃ।
অহস ন্নধিসংহাসং কুর্ব্বন্ত মটনং হরিঃ। ১৭॥

অস্যার্থঃ। গোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দেখিয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য ভঙ্গিমাচ্ছলে তাঁহারদিগের উচ্চপীন পয়োধরযুগল দোদুল্যমান হইতে লাগিল। কৃষ্ণ যখন হাস্য করেন, তখন তাঁহারাও হাস্য করিয়া থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহারা সকলেই ভ্রাম্যমাণা হয়েন। ১৭।

খেলন্তশ্চ হসন্তশ্চ চলন্ত মচলন্নধি।
আসীনে চাসত তদা শয়ানে ত্বন্বশেরত। ১৮॥

অস্যার্থঃ। গোপললনারা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ানুদর্শনে ক্রীড়মানা, কৃষ্ণের হাস্যে হাস্যাননা হয়েন, কৃষ্ণ চলিলে চলেন, কৃষ্ণ দাঁড়াইলে দাঁড়ান, কৃষ্ণ বসিলে বসেন, শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিলে সকলেই শয়ন করেন। ১৮।

বিশ্রান্তন্তমুপালভ্য ব্যশ্রাম্যন্ মনসেপ্সিতং।
অপিবন্নধিতং পানং কুর্ব্বন্ত মনুভুঞ্জ্যতে। ১৯॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ যদি কোন স্থানে বিশ্রাম হেতু উপবিষ্ট হন, তদ্দৃষ্টে গোপীগণেরাও সেই স্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। কৃষ্ণ যাহা পান ও যাহা ভোজন করেন, তাঁহারাও সেইরূপ পান ভোজনে সুরতা হন। শ্রীকৃষ্ণ মনোভিলষিত যে কর্ম্ম যখন করেন, তখন তাঁহারাও তৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। ১৯।

অসুখন্ সুখিতে তস্মিন্ দুঃখিতেচ সুদুঃখিতাঃ।
মোহিতানাভ্যজানন্ত কিঞ্চনান্যৎ প্রিয়াপ্রিয়ং। ২০ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে সুখী, তাঁহারাও তাহাতে সুখানুভব করেন। কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখিতা হয়েন। অতএব বিমুগ্ধা গোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণানুগত সমস্ত ক্রিয়ার আচরণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোহিতা হইয়া আত্ম হিতাহিত বা শুভাশুভ কোন কার্য্যেরই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, শুদ্ধ নটকুহকে আপতিতার ন্যায় তাঁহারদিগের বুদ্ধিব্যামোহযুক্তা হইল। ইতিভাবঃ। ২০।

নাচেষ্ট স্তম্বিকাংচেষ্টাং মহামায়োরুমায়য়া।
ভ্রমন্ত্যো ভ্রান্তহৃদয়াঃ সস্মরুর্ণান্বিকাং ক্রিয়াং। ২১ ॥

অস্যার্থঃ। মহামায়াবীর উরুমায়াতে বিমুগ্ধা হইয়া গোপিকারা তৎকালে সমস্ত চেষ্টা শূন্যা, ভ্রান্তচিত্তার ন্যায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন আর অন্য কোন কার্য্যই স্মরণ করিতে পারিলেন না। ২১।

দধিক্রয়াত্মিকাং তাশ্চ ব্রজৌকোবামলোচনাঃ।
নপতিং নসুতং তর্ণজীবনং স্বজনং নচ। ২২ ॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত আভীরললনাগণেরা মথুরাতে যে দধি বিক্রয়ার্থ আগমন করিয়াছি তাহা বিস্মৃতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং গৃহস্থিত পতিপুত্র স্বজন ও গাবিবৎসাদি সকল আছে কি না আছে ক্ষণমাত্র সে সকলকে মনে স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। উত্তরান্বয়ঃ। ২২।

ভ্রাতরং বন্ধুসুহৃদো নতাত প্রসবোনচ।
সন্তীতি নচতাঃসর্ব্বা মেনিরে বেণু মোহিতাঃ। ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণ ও সুহৃৎগণ এবং পিতামাতা সন্তান সন্ততি প্রভৃতি সকল যেন নাই জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে বিমোহিত গোপীগণেরা প্রকৃত উন্মত্তপ্রায়া হইলেন। ২৩।

নভীর্নহ্রীর্নচ জ্ঞানং পঙ্কজন্মাননা মুনে।
গচ্ছন্ সভগবানবর্ত্ম কিয়দ্ভার শ্রমন্বিতঃ।
অবতার্য্য পুনর্ভারং তা উবাচ বচোহসন্। ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল পদ্মমুখী কুলভব অবলাগণেরা জ্ঞানশূন্যা, লজ্জাভয় রহিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিঞ্চিৎদূর গমন করতঃ শ্রান্তিযুক্ত

হইয়া মস্তক হইতে পুনর্ব্বার ভার নামাইয়া হাসিতে হাসিতে গোপী-গণকে এই কথা বলিলেন। ২৪।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

নাহং শক্নোমি সুশ্রোণ্যো গুরুভার বহস্বরন্।
বৈর্য্যমালস্ব্য গচ্ছধ্বং মন্যধ্বং যদি বোহিতং। ২৫॥

অস্যার্থঃ। হে সুশ্রোণি ভারান্বিতা গোপীগণেরা! যদি আপনারদিগের হিত বাঞ্ছা কর, তবে তোমরা কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চল, আমি গুরুতর ভারের ভরে আক্রান্ত হইয়াছি, আর চলিতে পারি না, (অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে হইবে) ইতিভাবঃ। ২৫।

গোপাল্যূচুঃ।

গচ্ছাধ্বানঃ প্রিয়ার্থংবৈ বেলাতিক্রমতেতু নঃ।
অস্তাদ্রিমনুযাতেষ ক্ষিপ্রমেব সহস্রপাৎ। ২৬॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে গোপীগণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে ধূর্ত্তশিরোমণে! দেখ বেলা অতিশয় হইয়াছে, এই সহস্র কিরণমালী অতি সত্বর অস্তাচলাবলম্বী হইবেন। অতএব তুমি আমারদিগের প্রিয়কার্য্য সাধনার নিমিত্ত এই কিঞ্চিৎ পথ দ্রুতপদে গমন কর। ২৬।

মধ্যন্দিন মনুপ্রাপ্তো প্যাগন্তা স্মোবয়ংপুনঃ।
নাত্যন্তিকস্থা মথুরা নকল্যা গমনে বয়ং। ২৭॥

অস্যার্থঃ। হে রাখালরাজ! দেখ প্রায় দুই প্রহর বেলা অতীত প্রায় হইল। আমরা মথুরায় গিয়া অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারিব না, (এই সকল দ্রব্য আমারদিগের বিক্রয় করা কিরূপে হইবে? এবং কল্যও আসিতে পারিব না) অতএব আমারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত কর ইত্যভিপ্রায়ঃ। ২৭।

শ্রোণিবক্ষোজ ভারার্ত্তা কৃশ মধ্যাশ্চসাম্প্রতং।
ভারিণো নঃ প্রতীক্ষন্তে নগচ্ছন্তি ত্বরান্বিতাঃ। ২৮॥
ত্বাং ত্বং পুরুষ শার্দ্দূল ত্বরা যাহি প্রিয়ায়নঃ। ২৯॥

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! বিশেষতঃ আমরা কৃশমধ্যা; তাহাতে বিপুলতর উরুনিতম্বা ও গুরু পয়োধর ভরে ভারাক্রান্তা, সংপ্রতি সঙ্গে অন্য ভারিগণে ত্বরান্বিত হইয়া যাইতে পারিতেছে না, যেহেতু তাহারা আমারদিগের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। অতএব হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ!

অস্মদাদির প্রিয় সাধন নিমিত্ত তুমি সত্বর গমন কর, আর বিলম্ব করিহ না, ইতিভাবঃ। ২৮। ২৯।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

গুরুমেতং সমাদায় ভারংশক্য কথঞ্চন।
গন্তুং বাসুভ্রুবোনৈব শ্রান্তোস্মি ভার পীড়িতঃ। ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন। হে শোভন ভ্রূযুক্ত গোপনন্দিনিগণেরা! এই গুরু ভার বিশিষ্ট ভার লইয়া গমন করিতে কদাচ সক্ষম হইতে পারি না, যেহেতু ভার ভরে কাতর ও আক্রান্ত এবং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি। ৩০।

ভারিণো রচয়ন্ত্ব ন্যান্ যাতাধ্বা যদিরোচতে।
তিষ্ঠন্তেতে দুর্ব্বিহারো ভারানস্ত্যাজিতা নঘাঃ। ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোপাত্মজে! এই সকল ভারিগণে ভারবহনে অশক্ত হইয়া ভার নামাইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যদি তোমারদিগের মথুরার পথে যাইতে ইচ্ছা থাকে তবে অপর ভারিগণকে আনিয়া গমন কর। ৩১

যামনো নগরং ক্ষিপ্রং যদিবো রোচতেহিতং।
প্রতীক্ষ্যন্তেচ গাবোনো বাধ্যমানা স্তৃণাভৃশং। ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনঘা গোপালিকাগণেরা! যদি তোমারদিগের নিজ হিতসাধনের ইচ্ছা থাকে, তবে আমারদিগকে বিদায় কর, এক্ষণে উচুর বেলা হইয়াছে, আমরা সত্বর গৃহে গমন করিব, গোসকল তৃণ-জলার্থ বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষায় অবস্থিত আছে, অধিককাল এখানে থাকিতে পারিব না ইতিভাবঃ। ৩২।

গোপাল্যূচুঃ।

তদানীমেব বক্তব্যং কুতোন্যান্ ভারিণো বয়ং।
লভামোদ্ধাধ্বনি চনঃ কালোয় মতিবর্ত্ততে। ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। এতৎ শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণানন্তর গোপীগণেরা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে নন্দাত্মজ। এ আবার কি কথা কহিলে? প্রথম নিযুক্ত হইবার সময় ইহা কেন না বলিয়াছিলে? এখন আমরা অন্য ভারি কোথায় পাই তা বল দেখি? এক্ষণে আমাদিগের সময় অতিবর্ত্তিত হইতেছে, ধূর্ত্ততা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর চল। ৩৩।

খলংত্বা মঘৃণং পাপং পরস্ত্রীরতি তস্করং।
জানন্ত্যো লোলুপং কর্ম্মণ্য মুষ্টিন্ যদ্বয়ং ধিয়া। ৩৪ ॥
ন্যযুঙ্ক্ষ্যা হে বালিশঞ্চ মূঢ়ং পণ্ডিত মালিনং। ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। হা ? এ কি কষ্ট; নির্ঘৃণ, খল, পাপাচার, পরদার রতিচোর, মহালোভী মহামূঢ় পাণ্ডিতমানীমহামূর্খ জানিয়াও যখন আমরা তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি, তখন আমারদিগের এতুর্দ্দশার ঘটনা না হইবে কেন ?। ৩৪। ৩৫।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত স্তাভিরারক্ত লোচনাভি রধোক্ষজঃ।
পরুষং গোপনারীভি র্মন্যু প্রস্ফুরিতাধরঃ। ৩৬ ॥
কৈতবা র্ভাংস্তদা প্রাহ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ। ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মহামুনে! আরক্ত নয়না গোপীদিগের আক্ষেপ সূচক আক্রোশিত পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যগাত্মা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কপট ক্রোধে প্রস্ফুরিত অধর হইয়া, ছদ্মভারিগণকে আহ্বানকরতঃ তখন এই কথা বলিলেন। ৩৬। ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ।

শীর্ষো বতার্য্য ভারান্নোভুক্ত্বা সর্ব্বমশেষতঃ।
দধিক্ষীর ঘৃতং বালা নবনীতাদিকঞ্চযৎ।
ভঙ্ক্ত ভাণ্ডানি সর্ব্বেষাং বেদয়ন্তু মহীক্ষিতে। ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। ভো ভো ভারবাহকগণ! (এই সকল গোপকন্যারা ভাল মানুষ নহে, ইহারা অতিশয় কটুভাষিণী) ইত্যাভাসঃ। অতএব তোমরা সকলে মস্তক হইতে ভার নামাইয়া ভারস্থিত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত প্রভৃতি সকল দ্রব্য ভোজনকরতঃ অবশেষে ভাণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া ফেল, উহারা আমারদিগের নামে রাজার কাছে গিয়া অভিযোগ করুক পরে যাহা হইবার তাহাই হইবেক ?। ৩৮।

ইত্যাজ্ঞপ্তা ভগবতা গোবিন্দেন মহাত্মনা।
বালাভারান্ সমাজঘ্নু রশন্তো হৃষ্টরূপবৎ। ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র. একে পায় আরে চায় গোপবালক সকল হর্ষযুক্ত হইয়া সমস্ত দধি দুগ্ধাদি ভোজন করিয়া দধি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ৩৯।

গর্জ্জন্তশ্চ হসন্তশ্চ খেলন্তশ্চ ততস্ততঃ।
নৃত্যন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ ভগবচ্চরিতানিতে। ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গোপী সকলকে তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ বালক হাসিয়া হাসিয়া ইতস্ততঃ নাচিয়া নাচিয়া খেলাইতে লাগিলেন, এবং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত গুণাখ্যাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তবও করিতে লাগিলেন। ৪০।

বিকত্থ্যন্তো মিথো বালা গায়ন্তো মুদিতাপরে।
লীলামন্যু পরীতাঙ্গা জঘ্নিরে কাংশ্চ কেচন। ৪১॥

অস্যার্থঃ। আর নানাবিধ অসম্বন্ধ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাআহ্লাদ প্রকাশে পরস্পর গান করিতে লাগিলেন। এবং কখন কপট ক্রোধভরে পরীত হইয়া পরস্পর অপরাপরকে প্রহারোদ্যত হইলেন। ৪১।

নাগরার্ভান্ সমাহূয় দদু র্দধিঘৃতং পয়ঃ।
ভাসাঞ্চ ঘ্নন্ত ভাণ্ডানি সগর্ভা নেদিরে পরে। ৪২॥

অস্যার্থঃ। অপর নগরবাসী বালকগণকে আহ্বান করতঃ দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি ভোজন করাইলেন, আর গোপীদিগের গোরস দ্রব্য পুরিত ভাণ্ড সকল ভগ্ন করিয়া চারিদিগে টান দিয়া ফেলাইতে লাগিলেন। ৪২।

এবং বিচেষ্টিতং বীক্ষ্য তেষাং তাশ্চ মৃগীদৃশঃ।
মন্যু দৈন্য পরীতাঙ্গাঃ প্রোচুঃ প্রস্ফুরিতা ধরাঃ। ৪৩॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ বালকগণের ধৃষ্টতা সূচক গর্হিত কর্ম্মাচরণ সন্দর্শনে মৃগনয়না গোপিকাগণেরা বস্তুবিনাশে দীনতা জাতা এবং অতিশয় ক্রোধে প্রস্ফুরিতা ধরা হইয়া তৎকালে এই কথা বলিলেন। ৪৩।

গোপাল্যূচুঃ।

অরে পাপসমাচার ব্যবস্যেতৎপুরাত্বয়া।
আনীতাঃ স্মো বয়ং শ্বস্তা বালানার্য্যো বিশেষতঃ। ৪৪।

অস্যার্থঃ। অরে পাপাচার নন্দতনয়? পূর্ব্বে স্বীয় বুদ্ধিতে পাপানুসন্ধানের নিশ্চয় করিয়া কি? আমারদিগের দ্রব্য সামগ্রী সকল অপচয় করিলি; তোর মনে কি এই ছিল? আমরা উদ্ভিন্ন যৌবনা, বালাবধু সকল, আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া দূরদেশে আনিয়া অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশে এই শাস্তি দিলি। ৪৪।

মস্তকোপরি গর্জন্তং সমবর্ত্তি সমংক্রুধা।
ভোজরাজং দুরাধর্ষং কংসং দুষ্ট দমং খল। ৪৫॥

অস্যার্থঃ। রে খল! তুমি কি দেখিতেছ না? দুরাধর্ষ, ভোজরাজ দুষ্টের দমনকর্ত্তা সমদর্শী সমক্রোধী মহারাজা প্রচণ্ড প্রতাপশালী কংস মস্তকোপরি অবস্থিত আছেন, নিয়ত তাহার নিয়ম সকল গর্জ্জন করিতেছে। ৫৪।

যস্যাজ্ঞান্তু প্রতীক্ষ্যন্তে দেবাঃ সূত্রামকা দয়ঃ।
যোগীতপত্যোসা স্বেনাসুরা নিববাসবঃ। ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তি ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, মহাযোগী মহাপ্রতাপী, যাহার দাপে সকলে সশঙ্ক; যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতাপে অসুরগণ সকল ভয়ে কম্পিত হয়। অর্থাৎ কংসরাজার নিকট দুর্জ্জনের পরিত্রাণ নাই ইতিভাবঃ। ৪৬।

কোপেরুদ্র সমস্তাপে মধ্যন্দিন সহস্রপাৎ।
নিরাসাদিতিজানয়স্তু সপ্তুতন্তুষু সন্ততং। ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা কংস, কোপে সর্ব্বসংহারকরুদ্রের তুল্য, প্রতাপে মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ডসূর্য্যের ন্যায়, যিনি দেবগণ সকলকে সর্ব্বযজ্ঞে নৈরাস করিয়াছেন। রে পামর! এমন রাজা বিদ্যমানে প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে তোর শঙ্কা হয় না? ইতিভাবঃ। ৪৭।

অধ্যাসতে স্বাধিকারান্ মর্ত্ত্যাশ্চ চকিতং ভিয়া।
সম্মতঃ যোহিতংপাতি দ্বেষ্যংতাতমপিত্যজেৎ। ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। সেই রাজা কংস স্বতেজে স্বীয়াধিকারে অধিষ্ঠিত আছেন, মনুষ্য সকল যাহার ভয়ে সর্ব্বদা সচকিত, এবং সম্মত স্বজ্জনদিগের প্রতি পালক, দুষ্টাচারী হইলে পিতাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন।৪৮।

যস্য কেশিপ্রমুখাঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণোবলবত্তরাঃ।
বিজিত্যাসাপতীন সংখ্যে বাজ্ঞশ্চৈব সহস্রশঃ। ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। বক কেশী প্রভৃতি মহাবলবান মন্ত্রি সকল যাহাকে নিয়ত উপাসনা করে, যাহারা রাজশত্রু সহস্র সহস্র রাজাকে সংগ্রামে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছে। ৪৯।

বশীকৃত্য ধনং তেভ্য আজহ্রু র্ভূরিতেজসঃ।
যদ্ভিয়া বৃষ্ণয়ো ভোজা দাসার্হ কুকুরান্ধকাঃ। ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। ধরাতলে অবশ্য রাজাদিগকে সেই মহাতেজস্বী কংস মন্ত্রীগণ বশীভূত করিয়া তাহাদিগের হইতে প্রভূত ধন আদায় করতঃ রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছে। ভোজ, দাসার্হ, কুকুর, অন্ধক, বৃষ্ণি বংশাদি সংকুল সর্ব্বদা শঙ্কিত। ৫০।

যাদবাঃ পাণ্ডু পাঞ্চাল কুরবো দুদ্রুবুর্দিশঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি দুর্ব্বৃত্ত শাসকে পরমাত্মনি। ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। রে দুরাত্মন্! এবং যদুবংশীয় যাদবগণ ও পাণ্ডু, পঞ্চাল,

কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যাহার ভয়ে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে। সেই দুর্ব্বৃত্ত শাসক রাজা বিদ্যমান থাকিতেও তোমার শঙ্কা হয় না ?। ৫১।

ত্রৈলোক্যামীদৃশীভূতা দুর্ব্বৃত্তী রধমৈঃ কৃতা।
যোদ্বেষ্যং পিতরং রাজ্যা ন্নির্ব্বাসয়ত মৎসর। ৫২॥

অস্যার্থঃ। রে দুর্ব্বৃত্ত ! এমন রাজার শাসনে ত্রিলোকীতলে তোমার মত অধম ব্যক্তিরা কি ঈদৃশী দুর্ব্বৃত্তি সম্পাদন করিতে সাহসিক হয় ? রে মৎসর। যে রাজা আপনার দুষ্ট পিতাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছে। ৫২।

দেবকীং ভগিনীং স্বীয়াং ভগ্নীপং বসুদেবকং।
নিরুদ্ধ্য নিগড়ৈঃ পাশৈঃ কারাগারে ন্যবেসয়ৎ। ৫৩॥

অস্যার্থঃ। যিনি স্বীয়া ভগিনী দেবকী, ভগ্নীপতি বসুদেবকে লৌহ শৃঙ্খলেবন্ধনকরতঃ কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ যাহার নিকট দুর্বৃত্ত স্বজনেরও পরিত্রাণ নাই; তাহারকাছে এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়া অপরের কি পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা হয় ?। ৫৩।

তয়োশ্চ বহবস্তেন শিশবঃ পোথিতাশ্মনি।
তস্মিন্ শাস্তরি দুর্ব্বৃত্ত শঠকৈতব পাপিনাং।
সত্যেবভূতাদুর্ব্বৃত্তি রীদৃশী জগতাং পতৌ। ৫৪॥

অস্যার্থঃ। এবং ঐ রাজাকংস বসুদেব দৈবকীকে কারাবরুদ্ধ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, ঐ উভয়ের অনেক সন্তানকেও শিলোপরি আঘাত করতঃ বিনষ্ট করিয়াছে। দুর্বৃত্ত, শঠ, পাপাত্মা খল পুরুষদিগের শাসনকর্ত্তা ঈদৃশ জগতীপতি রাজা বিদ্যমান সত্ত্বেও তোমার এতাদৃশী দুর্বৃত্তি ?। ৫৪॥

সার্থীভূয়োদ্য গত্বাতং বেদয়ামোস্য চেষ্টিতং।
কর্ম্মলোক বিগর্হ্যঞ্চা ধর্ম্ম্যা স্বর্গ্যযশো হরং। ৫৫॥

অস্যার্থঃ। রে অধমপুরুষ ! তোমার দৌরাত্ম্য আমরা আর কত সহ্য করিব; এক্ষণে রাজার নিকট গিয়া তোমার চেষ্টা ও লোকনিন্দনীয়, অধর্ম্মকর ও অস্বর্গীয় যশোঘ্ন কর্ম্ম সকল নিবেদন করিব। ৫৫।

শাস্ত্যয়ন্ বৈকেশিমুখৈ র্মন্ত্রবদ্ভি দু্রাসদৈঃ।
মায়িভি দৃঢ়বেগাস্ত্রৈ দৃঢ়বৈরন্তু নন্দজং। ৫৬॥

অস্যার্থঃ। রে গোপালিকাগণ ! চল এক্ষণে দুরাসদ, দৃঢ়বেগাস্ত্রধারী, মহামায়াবী কংসরাজার মন্ত্রী কেশী প্রভৃতির দ্বারা এই দুষ্টবুদ্ধি

খল দৃঢ় বৈরকৃৎ নন্দের পুত্রের শাস্তিবিধান করিব; চিরকাল কত সহ্য করিব তা বল ? ইতিভাবঃ। ৫৬।

ব্রহ্মোবাচ।

বন্ধূনাং কদনং শ্রুত্বা ভ্রাতৃণাং নিধনং মুনে।
তাতয়োশ্চ বিশেষেণ শল্য বিদ্ধইবা ভবৎ। ৫৭॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ বিশ্বস্রষ্টা আদিপুরুষ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে অঙ্গিরা ! গোপীদিগের মুখে কংসকর্ত্তৃক যদুবংশীয় বন্ধুবান্ধবগণের নির্যাতন ও স্বীয়পূর্ব্ব সহোদরগণের বিনাশ বিশেষতঃ পিতামাতার কারাগারে বন্ধন শ্রবণ করিবামাত্র ঐ সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শেলের ন্যায় পরিবিদ্ধ হইল। ৫৭।

শ্রীভগবানুবাচ।

গুরুবন্ধু পিতৃদ্রোহং দেবযজ্ঞাং শ্চসংছিদং।
পাপমুন্মার্গগন্তারং ভোজান্ধক যশোহরং॥ ৫৮।

অস্যার্থঃ। গোপিকাদিগের মুখতঃ স্বজন নিগ্রহের কথা শ্রবণ করতঃ জাতামর্ষ পুরিত গোবিন্দ ঐ সকল গোপালিকা গণকে ভঙ্গীক্রমে এই কথা বলিলেন। ভোগোপালিকাগণ ! আমি সকল দুষ্টচিত্তগণের হন্তা হই, অতএব গুরুগণের ও বন্ধুবান্ধব পিতামাতার বিদ্রোহী ও উৎপথ গামি দেবনিন্দক যজ্ঞবিহিংসক এবং ভোজবংশ ও অন্ধক বংশের যশ বিঘাতক। ৫৮।

ক্লেশদং নিগড়ৈঃক্ষুদ্রং মদম্বা তাতয়োর্ভৃশং।
সবলং সানুগং নীচং সমন্ত্রি পুরবাসিনং। ৫৯।

অস্যার্থঃ। অপর আমার মাতা পিতাকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করতঃ অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছে যে পাপাচার ক্ষুদ্র কর্ম্মানীচ পুরুষ কংস, তাহাকে সৈন্যসামন্ত, অনুগত পুরবাসীগণ ও মন্ত্রীগণের সহিত বিনাশ করিব। ইতি উত্তরান্বয়ঃ। ৫৯।

সভ্রাতরং সপুত্রঞ্চ সর্ব্বাংশ্চ সমবর্ত্তিনং।
হন্তাস্মি প্রসভং কংসং প্রতিজানামি বঃ পুরঃ। ৬০।

অস্যার্থঃ। এবং তাহার পুত্র ভ্রাতা ও সমস্ত সময়স্থ গণের বিনাশ কর্ত্তা আমি, অর্থাৎ এই সকল জনগণকে আমি নিশ্চয় নিহত করিব। যে হেতু সেই সকলের সহিত কংসের হন্তা আমি। দান যজ্ঞাদি ফলের সহিত শপথ করতঃ তোমাদিগের অগ্রে কংসবধার্থে সত্য পূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হইলাম। ৬০।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তবাসুদেবেন জহসুস্তাব্রজৌকসঃ ।
অসম্ভাব্যং মন্যমানা হ্যুচ্চৈরনভিজাতবৎ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ । জগৎ সর্জ্জন কর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাদিকে কহিতেছেন । হে মহর্ষি গণেরা ! ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এইকথা কহিলে পর অশ্রদ্ধাপুর্ব্বক অসংভাবনীয় জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা গোপীগণেরা হিহিকৃতশব্দে অতিউচ্চ হাস্য করিলেন । অর্থাৎ অযোগ্য পুরুষের উক্তির ন্যায় তাহারদিগের তৎকালে বিশ্বাস যোগ্য হইল না ॥ ৬১ ॥

গোপাল্যূচুঃ ।

ত্বমিদং কর্ম্মসম্ভাব্য মেব মেব নসংশয় ।
নবয়ং পুতনা বাপি নদ্রুমৌ যমলার্জ্জুনৌ । ৬২ ।

অস্যার্থঃ । সম্ভ্রান্তমানসা গোপীজনেরা, শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন । হে নন্দ নন্দন ! তোমারদ্বারা সম্ভাবনীয় এই সকল কর্ম্ম যথার্থ বটে, যাহা আমরা বলি তুমি শ্রবণকর । ব্রজবাসিগণ ও অস্মাদাদিরা তোমার অধীন, যেহেতু আমরা অবলা, যমলর্জ্জুনবৃক্ষ, কিন্তু কংসরাজা এসকলের মতন নহে । ৬২

নানোনাগঃ কালিয়শ্চ দধিভাণ্ডং নচাদ্রিরাট্ ।
নানলো নাপি মকরী নতৃণাবর্ত্ত এব চ । ৬৩ ।

অস্যর্থঃ । হে বালিশ ! যমুনাহ্রদবাসি কালিয় সর্প নহে, গোপীদিগের দধিভাণ্ড নহে, ও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতও নহে, এবং দাবানল ও যমুনা জলচারিণী মকরী বা তৃণাবর্ত্তাদি বায়ুভুত বস্তু নহে, সে রাজা কংস; তাহাকে শাসন করিবার ক্ষমতা তোমার কি আছে ? । ৬৩ ।

সবলং দুর্ব্বলো মূঢ় প্রাজ্ঞং নীচোভিজাতকঃ ।
রাজ্যস্থং ত্বমরণ্যানী গোচরো গোপ্রশাসকঃ । ৬৪ ।

অস্যর্থঃ । হে গোপনন্দন ! তোমারক্ষুদ্রমুখে বৃহৎকথা শুনিতে ইচ্ছা করিনা । কোথায় রাজাকংস, কোথায় তুমি গোপালক, সে সবল তুমিতাহা হইতে দুর্ব্বল, সে শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত, তুমি অনধীত মহামূর্খ, সে মহা রাজবংশে উৎপন্ন, তুমিক্ষুদ্রবংশ, সেরাজসিংহাসনারূঢ়, তুমি বনচারী, গোচারক হও । ৬৪ ।

শাস্তারং শত্রুমুখ্যানাং লোকানা মবসুস্তথা ।
ধনিনং মানিনং শূরং বলবন্তং সুদুর্ব্বলঃ । ৬৫ ।

অস্যার্থঃ । হে গোপনন্দন ! মহারাজাকংস সর্ব্বপ্রধান শত্রুরদমন কারী, ও সকল লোকের শাসন কর্ত্তা, তুমি তাহার শাস্য, সেমানী ও মহাধনী,

তুমি ধনবিহীন, সে মহাশূর ও মহাবলবান, তুমি তদপেক্ষা অতিশয় দুর্ব্বল। ৬৫।

কৃতাস্ত্র মকৃতাস্ত্র স্তুং রথিনং ত্বংপদাতিকঃ।
সশস্ত্রংত্বমশস্ত্রশ্চ যুবানং বালএবচ। ৬৬॥

অস্যার্থঃ। রে মূঢমতে! সে গুরুশুশ্রূষাদ্বারা কৃতাস্ত্র, তুমি গুরু-পরাঙ্মুখ অনধীতঅকৃতাস্ত্র, সে রথারূঢ়, তুমি পদাতিক অর্থাৎ সে রথে চলে তুমি পদে পর্য্যটন কর, তাহার নানাবিধ অস্ত্রাদি উপকরণ আছে তুমি শস্ত্রবিহীন। সে যুবাপুরুষ তুমি বালক॥ ৬৬॥

হন্তুমিচ্ছসি দুর্ব্বুদ্ধে ভূত্বা ত্বেতাদৃশোপিসন্।
অস্মাভিরপি সম্ভাব্যমেতৎ কর্ম্মন্বয়িপ্রভো। ৬৭॥

অস্যার্থঃ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি এতাদৃশ গোপশিশু হইয়া মহাপ্রতাপী কংসকে বিনাশ করিতে ইচ্ছাকর? এ তোমার বড় দুর্ব্বুদ্ধি। এও কি সম্ভাব্য হয়? অন্যাপরে কাকথা, এতৎকর্ম্ম যে তোমাতে সম্পন্ন হইতে পারে আমারদিগেরই সম্ভাব্য বোধ হইতে পারে না। ৬৬। ৬৭।

শ্রুত্বাতে পৌরুষীং বাচ মীদৃশীং দুর্ব্বলস্যচ।
আনায্য হন্তাত্বাংনন্দসূনোকংসঃপ্রতাপবান্। ৬৮॥

অস্যার্থঃ। হে নন্দনন্দন! যাহা বলিলে আমারদিগের অগ্রেই বলিলে, কদাচ দুর্ব্বল হইয়া অন্য আর কাহার সাক্ষাতে এমত বীরপুরুষেরন্যায় সাহঙ্কৃতবাক্য কহিও না? মহাপ্রতাপবান্ রাজাকংস শুনিলে পর বৃন্দাবনহইতে তোমাকে মথুরায় লইয়া অসংশয় বিনাশ করিবে?। ৬৮

ঈদৃশন্ত্বত্য সম্ভাব্যং বাচ্যং নৈব ত্বয়াক্বচিৎ।
যদিতে দয়িতাঃ প্রাণা জীবিতুং যদি বাঞ্ছসি। ৬৯॥

অস্যার্থঃ। হে গোপরাজ তনয়! প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, এবং জীবিত ধারণের যদি বাঞ্ছা থাকে? তবে কদাচ কাহার সম্মুখে আর ঈদৃশ অসম্ভব বাক্য প্রয়োগ করিহ না। আমরা ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিতেছি। ৬৯।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতিতাসাং গিরংশ্রুত্বা প্রহস্য যদুনন্দনঃ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচোবাচ তাশ্চ ব্রজাঙ্গনাঃ। ৭০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! গোপীদিগের মুখে এই [illegible] শ্রবণানন্তর যদুরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় হাস্য করিয়া

সুগম্ভীর মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীরস্বরে গোপমহিলাগণকে এই কথা বলিলেন। ৭০।

শ্রীভগবানুবাচ।

শক্তোনুরশনি গ্রাবান্ ভেত্তুংদ্রাক্ শতযোজনান্।
কৃষ্ণবর্ত্মস্ফুলিঙ্গোনু দগ্ধং গ্রামশতংক্ষণাৎ। ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোপললনাগণ! আমি বজ্রেরসম শতযোজন পরিমাণ পর্ব্বতাদির বিদারণে সমর্থ, আমি ক্ষণকালমাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শত শত গ্রাম দগ্ধ করিতে সক্ষম, তোমরা জানিয়াও আমার ক্ষমতা জানিতে পারিতেছ না, ইত্যাভাসঃ। ৭১।

বিদ্যতে যস্য যাশক্তি প্রকাণ্ডেষ্বপি যোজিতঃ।
সাধয়েত্তৎক্ষণাদ্বেন [illegible] ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। হে গোপীগণ! অধিক তোমাদিগকে আর কি বলিব? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহার যে শক্তি আছে, আমি সে সকলের সমস্ত শক্তিকে ক্ষণমাত্র অবসন্না করিতে পারি? ইহাতে আমার প্রতি তোমরা কদাপি উপহাস করিহ না? ৭২॥

গোপ্যূচুঃ।

নঃক্ষান্তমেতৎ সর্ব্বংতে দুর্ব্বৃত্তং রাজনন্দন।
রাজাত্মজাত্বা দ্বালত্বা দজ্ঞত্বাচ্চ বিশেষতঃ। ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গোপীগণেরা কৃষ্ণোক্তি শ্রবণে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ! ক্ষমাদাও ও সকল কথায় কায কি? কংসের কথা দূরে থাকুক্ আমরাই অদ্য দেখাইতে পারিতাম ইত্যাভ্যাসঃ। শুদ্ধ আমারদিগের ব্রজরাজের পুত্র, বিশেষতঃ বালকবুদ্ধি অজ্ঞ এনিমিত্ত তোমার দৌরাত্ম্য সকল [illegible] করিলাম। ৭৩।

সুহৃদা গুরুভিশ্চৈব পতিবন্ধু সুতৈরপি।
প্রসূতাত ভাতৃভিশ্চ স্থবিরৈঃ প্রাজ্ঞসম্মতৈঃ।
বারিতা যৎ সমায়াতাংনস্তৎ ফলমুপাগতং। ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাগ্বিতণ্ডার নিবারণ করতঃ গোপীসকল দ্রব্যাপচয়ে চিন্তাকুলা হইয়া পরস্পরে খেদ করিতেছেন, ইত্যাভাসঃ। হা? কি করি? মথুরার বিকিতে আসিবার কালে সুহৃৎগণ, গুরুগণ ও পতিপুত্রাদি বন্ধুগণ. এবং সুপণ্ডিত প্রাজ্ঞসম্মত বৃদ্ধগণ ও পিতা মাতা ভ্রাতাগণেরা নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়া আসিয়াছি একারণ তাহার এই প্রতিফল আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ৭৪।

কিংবদিষ্যন্তিতেমূঢ়া দর্শয়িষ্যাম বাননং।
দ্রক্ষ্যামোস্য কথং তেষাং রোষপ্রস্ফুরিতাধরং। ৭৫॥

অস্যার্থঃ। আমরা কি মূর্খা, গৃহে গিয়া স্বজনদিগের কাছে কি বলিব? এবং এই দগ্ধাস্যই বা কেমন করিয়া দেখাইব? আর ক্রোধে স্ফীতাধর হইবে যে গুরুজনগণ, তাহারদিগের বদন পানেইবা কেমন করিয়া চাহিব?। ৭৫।

রাধোবাচ।

আয়াতুং বারিতা শ্বশ্রূা মুহুরত্রালি তদ্যথা।
আগতাতৎফলংপ্রাপ্তা প্রতিপৎস্যেথকাং দশাং। ৭৬॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতিরাধিকা সহচারিণী গোপীগণকে কহিতেছেন। হে সখিগণেরা! আমি দধি বিক্রয়ার্থ যখন বাটী হইতে আগমন করি, তখন আমার শাশুড়ী আমাকে বারম্বার মানা করিয়াছিলেন, আমি সে মানা না শুনিয়া আসিয়া এই ফলপ্রাপ্তা হইলাম, এখন বাটী গেলে যে কিদশা ঘটিবে বলিতে পারি না?। ৭৬।

সহজং বদনং তস্যা রোষারুণিত লোচনং।
কৃতাগসামপশ্যন্মাং কথমেবং বিচিন্তয়ে। ৭৭॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! সকলেই জানত সেই জটিলা সহজেই ক্রোধারক্তনয়না, বিনাদোষেও কতমতে ভৎসনা করে, তাহাতে দ্রব্যাপচয় দোষ পাইলে যে কি করিবে তাহা বলা যায় না? ইহাতে আমি কি করিব ইহার উপায় ভাবিয়া দেখিতে পাই না। ৭৭।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং তাশ্চ ন্যায়ন্তস্তু সায়ং বেশ্মানি যজ্ঞিরে।
যথাস্ব ম্লানপাথোজ বদনা বিপ্র সত্তমাঃ। ৭৮॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা লোকপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজসত্তম মহর্ষিগণেরা! এইরূপ চিন্তাপন্না রাধাদি গোপীগণেরা চিন্তাসাগরে নিমগ্না এবং সকলের প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় বদনপদ্ম মলিন হইয়া গেল, ভগবান মরীচিমালীকে অস্তাচল চূড়ালম্বন করিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে গোপললনারা আপন আপন ভবনে গমন করিলেন। পরে গৃহে গিয়া স্বজনগণের সহিত যে কিরূপে কথাবার্ত্তা হইল এ সকল এ পুরাণে আর বর্ণনা করেন নাই। ইতি। ৭৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধাহৃদয়ে মথুরাযানং
সপ্তবিংশতি তমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ০ ॥ ২৭ ॥ ০।

অস্যার্থঃ। এই বেদব্যাস প্রণীত পরমহংস সংহিতা ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণ, উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তঋষিসংবাদ সমন্বিত ব্রজবাসিনীদিগের দধিবিক্রয়ার্থ মথুরাগমনে রাধাহৃদয় প্রস্তাব সমাপন সপ্তবিংশতি অধ্যায়ঃ। ০॥ ২৭ ॥ ০।

সমাপ্তশ্চেদং রাধাহৃদয়প্রস্তাব।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন যত্নতঃ।
কৃতাব্যাখ্যা প্রমোদায় শ্রীরাধাহৃদয়স্যচ।
রন্ধ্রবস্বব্ধি রজনীকর শাকে করের্দ্দিনে।
মাকরী সপ্তমিতিথৌ সংপূর্ণেয়ং সুপুস্তিকা॥